ঋগ্বেদ-সংহিতা।

(ষষ্ঠ খণ্ড)

পূজনীয় শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী শর্ম্মণা
ব্যাখ্যাতা সম্পাদিতা চ।

হাওড়া-সহরস্থে
"পৃথিবীর ইতিহাস" মুদ্রা-যন্ত্রে
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা
মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

১৩২৭ সালাব্দাঃ।

মূল্যং পঞ্চ মুদ্রাঃ।

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'নাসত্যা' (অসৎসংশ্রবরহিতৌ) 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ) যুবাং 'ত্রিভিঃ' (ত্রিগুণসাম্যসাধনভূতৈঃ) 'একাদশৈঃ' (অভিন্নভাবাপন্নৈঃ) • 'দেবেভিঃ' (দেবৈঃ দেবভাবৈঃ সহ) 'মধুপেয়ং' (মধুরভাবগ্রহণার্থং, ভক্তিসুধাপানার্থং) 'ইহ' (অস্মিন্ যজ্ঞে, অস্মাকং হৃদয়রূপযজ্ঞক্ষেত্রে) 'আযাতং' (আগচ্ছতং) ; 'আয়ুঃ' (অস্মদীয়ং আয়ুষ্যং) 'প্র তারিষ্টং' (প্রবর্দ্ধয়তং) ; 'অপাংসি' (অস্মদীয়ানি পাপানি) 'নিঃ মৃক্ষতং' (নিঃশেষণ মোচয়তং নাশয়তং) ; 'দ্বেষঃ' (দ্বেষকর্ত্তৃন্, শত্রূন্, রিপূন্) 'সেধতং' (প্রতিষেধতং নিবারয়তং, দময়তং) ; 'সচাভুবা' (সচাভুবৌ, অস্মাভিঃ সহ অবস্থিতৌ) 'ভবতং' (ভুং) । হে দেবৌ! গুণসাম্যবিধায়কৈঃ সর্ব্বৈর্দ্দেবভাবৈঃ সহ অস্মাকং হৃদয়ং অধিতিষ্ঠতং, সর্ব্ববিধং কল্যাণং সাধয়তং ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৪সূ—১১ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

অসৎসংশ্রবরহিত, অন্তর্ব্যাধি বহির্ব্যাধিনাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা ত্রিগুণসাম্যসাধনভূত অভিন্নভাবাপন্ন দেবগণের (দেবভাবের) সহিত আমাদের এই হৃদয়-রূপ যজ্ঞক্ষেত্রে ভক্তিসুধাপানের জন্য আগমন করুন; আমাদিগের আয়ুঃ পরিবর্দ্ধিত করুন; আমাদিগের পাপক্লেদ-সমূহকে সর্ব্বতোভাবে নাশ করুন; আমাদিগের প্রতি হিংসাকারী রিপু-শত্রুগণকে দমন করুন; এবং আপনারা আমাদিগের সহিত চির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে সম্বন্ধযুত হইয়া থাকুন। (১ম—৩৪সূ—১১ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে নাসত্যা। অসত্যোনানৃতেন রহিতাবশ্বিনা। অশ্বিদেবৌ। যুবাং ত্রিভিরেকাদশৈঃ। যে দেবাসো দিব্যেকাদশ স্থেত্যাদিমন্ত্রপ্রতিপাদিতৈস্ত্রিসংখ্যাকৈরেকাদশাত্মকবর্গত্রয়গতৈর্দ্দেবৈঃ সহ মধুপেয়ং সোমাত্মকং মধুরদ্রব্যপানমভিলক্ষ্যেহাস্মিন্ দেবযজনদেশ আয়াতং আগচ্ছতং। আয়ুরস্মদীয়মায়ুষ্যং প্রতারিষ্টং। প্রবর্দ্ধয়তং। অপাংস্যস্মদীয়ানি পাপানি নির্মৃক্ষতং। নিঃশেষেণ শোধয়তং। দ্বেষো দ্বেষকর্ত্তৃন্ সেধতং। প্রতিষেধতং। সচাভুবা। অস্মাভিঃ সহাবস্থিতৌ ভবতং॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অসত্যরহিত অশ্বিদ্বয়! আপনারা, 'যে দেবাসঃ' ইত্যাদি মন্ত্রপ্রতিপাদিত ত্রিসংখ্যক একাদশাত্মক তিনবর্গ-গত দেবতার সহিত সোমরূপ মধুর দ্রব্যের পানকে লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ উক্ত মধুর দ্রব্য পান করিবার নিমিত্ত এই দেবযজন স্থলে আগমন করুন। আমাদিগের আয়ুঃ প্রবর্দ্ধিত করুন। আমাদিগের পাপ সমূহকে নিঃশেষরূপে শোধন করুন। আমাদিগের দ্বেষকারীদিগকে নিষেধ (দমন) করুন এবং আমাদিগের সহিত অবস্থিত হউন।

ত্রিভিঃ। ষট্ ত্রিচতুর্ভ্যো ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। একাদশৈঃ। একাদশানাং পূরণৈঃ। তস্য পূরণে পা০ ৫।২।৪৮। ইতি ডট্। মধুপেয়ং। পা পানে। অচো যদিতি কর্ম্মণি যৎ। ঈদ্যতি। পা০ ৬।৪।৬৫। ইত্যাকারস্য ঈকারাদেশঃ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং॥ মধু চ তৎপেয়মিতি সমাসে কৃদুত্তর পদপ্রকৃতিস্বরত্বং। তারিষ্টং। তৄ প্লবনতরণয়োঃ। ছান্দসে প্রার্থনায়াং লুঙ্ চ্লেঃ সিচ্। ইডাগমঃ। বৃতো বা। পা০ ৭।২।৩৮। ইতি প্রাপ্ত-স্যেটো দীর্ঘস্য সিচি চ পরস্মৈপদেষু। পা০ ৭।২।৪০। ইতি প্রতিষেধঃ। বহুলং ছন্দস্য মাঙ্‌যোগেঽপীত্যডভাবঃ। অত্র তারিষ্টং মৃক্ষতং চেতি চ শব্দার্থপ্রতীতেস্তস্য চা-প্রয়োগাচ্চাদিলোপে বিভাষেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। আদিঃ সিচোঽন্যতরস্যাং। পা০ ৬।১।১৮৭। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। মৃক্ষতং। মৃশ আমর্শনে। ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিট ইতি লোডর্থে লুঙ্। শল ইগুপধাদনিটঃ ক্স ইতি ক্সাদেশঃ। একাচ উপদেশেঽনুদাত্তাদিতীট্-প্রতিষেধঃ। যত্কুত্বে। পূর্ব্ববদড়ভাবঃ। সেধতং। ষিধু গত্যাং। অত্র কেবলোঽপি ষিধিঃ প্রতিপূর্ব্বস্যার্থে বর্ত্ততে। প্রার্থনায়াং লোট্। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্ব্ব-ধাতকস্বরেণ ধাতুস্বরঃ। পাদাদিত্বাত্তিঙঃ পরত্বাদ্বা নিঘাতাভাবঃ দ্বেষঃ। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যস্ত

'ত্রিভিঃ' পদটীতে 'ষট্ত্রিচতুর্ভ্যঃ' এই সূত্র দ্বারা বিভক্তিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'একাদশৈঃ' পদটী, 'একাদশের পূরণ' অর্থে 'তস্য পূরণে' (পা০ ৫ ২ ৪৮) এই সূত্র দ্বারা ডট্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'মধুপেয়ং' এই পদটীতে পানার্থক পা ধাতুর উত্তর 'অচোযৎ' এই সূত্র দ্বারা কর্ম্মবাচ্যে যৎপ্রত্যয় এবং 'ঈদ্যতি' (পা০ ৬ ৪ ৬৫) এই সূত্র দ্বারা ধাতুর আকারের স্থানে ঈকারাদেশ হইয়াছে। এস্থলে 'যতোঽনাবঃ' সূত্রানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'মধু চ তৎপেয়ং' এইরূপ কর্ম্মধারয় সমাসে উক্ত 'মধুপেয়ং' পদের কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'তারিষ্টং' এই পদটী, প্লবন ও তরণার্থক তৄ ধাতুর উত্তর ছান্দসহেতু প্রার্থনাতে লুঙ বিভক্তি, চ্লি এর স্থানে সিচ্ এবং ইট্ আগম করিয়া নিষ্পন্ন। এস্থলে 'বৃতোবা' (পা০ ৭।২।৩৮) এই সূত্র দ্বারা ইটের দীর্ঘ হইতে পারিত; কিন্তু, 'সিচি চ পরস্মৈপদেষু' (পা০ ৭।২ ৪০) এই সূত্র দ্বারা তাহার নিষেধ হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপি' সূত্র দ্বারা ইহার অট্ আগমের অভাব হইয়াছে। এস্থলে 'তারিষ্টং মৃক্ষতঞ্চ' এইরূপ চ-এর অর্থ প্রতীতি হেতু এবং তাহার অপ্রয়োগবশতঃ 'চাদিলোপে বিভাষা' সূত্র দ্বারা নিঘাতস্বর নিষিদ্ধ হইয়াছে। 'আদিঃ সিচোঽন্য-তরস্যাং' (পা০ ৬।১ ১৮৭) সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'মৃক্ষতং' পদটীতে আমর্শনার্থবোধক মৃশ ধাতুর উত্তর 'ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্ লিটঃ' এই সূত্র দ্বারা লোটের অর্থে লুঙ্ হইয়াছে। এস্থলে 'শল ইগুপধাদনিটঃ ক্সঃ' সূত্র দ্বারা ক্স আদেশ, 'একাচ উপদেশেঽনুদাত্তাৎ' এই সূত্র দ্বারা ইটের প্রতিষেধ, ষত্ব, কুত্ব এবং পূর্ব্বের ন্যায় অটের অভাব হইয়াছে। 'সেধতং' এই পদটী, গত্যর্থবোধক সিধ্ ধাতুর উত্তর প্রার্থনাতে লোট এবং শপ্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। এস্থলে কেবলমাত্র ষিধি ধাতু প্রতি-পূর্ব্বক ষিধি ধাতুর অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। শপ্ প্রত্যয়ের পিত্ত্বহেতু অনুদাত্তস্বর এবং তিঙের সার্ব্বধাতুক লকার-স্বর হেতু ধাতুস্বর। পদের আদিতে আছে বলিয়া অথবা তিঙের পর বলিয়া ইহাতে নিঘাত স্বরের অভাব হইয়াছে। 'দ্বেষঃ' এই পদটী, 'অন্যে'

ইতি কর্ত্তরি বিচ্। ভবতং। ৎেষ ইত্যস্য বাক্যান্তর্গতত্বাত্তদপেক্ষয়াস্য নিঘাতো ন ভবতি। সমানবাক্যে চ নিঘাতযুষ্মদস্মদাদেশা বক্তব্যা ইতি বচনাৎ। সচাভুবা সচেত্যয়ং নিপাতঃ সহশব্দসমানার্থঃ। তথা চ যাস্কঃ। সচা সহেত্যর্থ ইতি। সচা ভবত ইতি সচাভুবৌ। ক্বিপ্। ওঃ সুপীতি যণাদেশস্য ন ভূসুধিয়োরিতি প্রতিষেধঃ। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ॥ ১১॥

• • •

একাদশ(৪০৭) ঋকের বিশদার্থ।

———: • :———

এই ঋকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যাপূর্ণপদ—'ত্রিভিরেকাদশৈঃ'। ব্যাখ্যাকারগণ নানাদিক হইতে নানাভাবে ঐ পদের অর্থ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের প্রায় সকলেরই মত এই যে, 'ত্রিভিরেকাদশৈঃ' পদের অর্থ—'ত্রিগুণিতৈঃ একাদশসংখ্যাকৈঃ' অর্থাৎ তেত্রিশ। সায়ণের ব্যাখ্যায় প্রকাশ, ঐ পদে যে ত্রিত্রিশ সংখ্যক দেবতার বিষয় বুঝা যাইতেছে, তাঁহাদের একাদশ দেবতা ভূলোকে, একাদশ দেবতা দ্যুলোকে এবং একাদশ দেবতা অন্তরীক্ষলোকে অবস্থিতি করেন। ত্রিলোকের সেই একত্রিংশ দেবতাই ঐ মন্ত্রাংশের প্রতিপাদ্য। ঋগ্বেদের অনেক স্থলেই এইভাবের উল্লেখ দেখা যায়। তাহাতে তেত্রিশ সংখ্যার সহিত সম্বন্ধ আছে—এইরূপই সাধারণতঃ সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকে। *

ভোহপি দৃশ্যতে' এই সূত্র দ্বারা কর্ত্তৃবাচ্যে বিচ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ভবতং' এই পদটী, 'ৎেষঃ' এই পদের বাক্যান্তরগতত্ব হেতু তদপেক্ষাতে ইহার নিঘাতস্বর হয় নাই। কারণ, সমানবাক্যস্থলেই নিঘাতস্বর, যুষ্মদ্ ও অস্মদ শব্দের আদেশ হইয়া থাকে। 'সচাভুবা' —এস্থলে 'সচা' শব্দটী, সহ শব্দের অর্থে নিপাতনে সিদ্ধ। যাস্ক বলেন—সচা সহেত্যর্থঃ। অর্থাৎ সচা শব্দের অর্থ সহ। 'সহিত হইতেছে' এই অর্থে সচাশব্দপূর্ব্বক ভূ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয়ে উক্ত 'সচাভুবা' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে 'ওঃ সুপি' সূত্র দ্বারা যণাদেশ হইতে পারিত; কিন্তু, 'নভূসুধিয়োঃ' সূত্রানুসারে তাহার নিষেধ হইয়া 'সুপাংসুলুক্' সূত্র দ্বারা বিভক্তির স্থানে আকারাদেশ হইয়াছে। ॥ ১১ ॥

---

* ঋগ্বেদ-সংহিতা প্রথম মণ্ডল, ৪৫সূক্ত, ২ঋক এবং তৃতীয় মণ্ডল, ৬ষ্ঠ সূক্ত, ৯ঋক প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। 'তৈত্তিরীয় সংহিতায়ও (১।৪।১০।১) এইরূপ উল্লেখ আছে; যথা,—"যে দেবাসঃ দিবি একাদশস্থ পৃথিব্যামধি একাদশস্থ। অপ্সুক্ষিতো যে একাদশস্থ তে দেবাসঃ॥" শত পথ ব্রাহ্মণে (৪।৫।৭।২) এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (২।১৮) ঐরূপ তেত্রিশ দেবতারই উল্লেখ আছে; তবে তাঁহাদের বিভাগ-বিষয়ে এবং নাম-সংজ্ঞা সম্বন্ধে একটু পার্থক্য দেখা যায়। শত পথ-

ফলতঃ 'ত্রিভিরেকাদশৈঃ' পদে তেত্রিশ দেবতার বিষয় প্রখ্যাপিত হইয়াছে এবং সোমরস পানের জন্য তাঁহাদিগকে আহ্বান করা হইতেছে,—ইহাই সাধারণ মত।

এই উপলক্ষ্যে পশ্চাত্য-মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে,—'আগে হিন্দুর দেবতা এক ছিল, তার পর তিন হয়, ক্রমশঃ তেত্রিশ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইতে এখন আবার তেত্রিশ কোটীতে দাঁড়াইয়াছে, শেষে তাহাতেও কুলাইতেছে না।' এইখানে একটা রহস্যের কথা আছে। হিন্দুরা যে বহু-ঈশ্বরবাদী ও পৌত্তলিক—ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য ঐ সকল প্রসঙ্গ প্রখ্যাপিত হয়,—'হিন্দুরা এক ঈশ্বর জানেন না।' অপিচ, ঐ শ্রেণীর লোকেরাই আবার বলেন,—'বেদ অসভ্য আদিম অবস্থার চিত্র; তখন মানবজাতির পূর্ণ জ্ঞানের উন্মেষ হয় নাই।' এ যে দুইটী বিপরীত বিসদৃশ উক্তি, একটু চিন্তা করিলেই তাহা বুঝা যায়। বেদ-বিরোধিগণের ঐ দুই উক্তি হইতেই প্রতিপন্ন হয়,—হিন্দু-সমাজ প্রথমে জ্ঞানগুণে গরীয়ান্ ছিল, এখন ক্রমশঃ তাহাদের অধঃপতন হইতেছে। পূর্ব্বে এক অভিন্ন বলিয়া তাহাদের যে ধারণা ছিল, এখন অসংখ্য অগণ্য রূপে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। সভ্যতার লক্ষণ কোন্‌টী! একেশ্বর বাদ না,—বহু-দেবদেবীর কল্পনা? যিনি যে পক্ষ হইতেই বিতর্ক উপস্থিত করিবেন, এ প্রসঙ্গে তাঁহারই পরাজয় হইবে। যদি বলেন—একেশ্বরবাদ সভ্যতার লক্ষণ, তাহা হইলে উত্তর পাইবেন—'বেদের একেশ্বর বাদ প্রাচীন আর্য্য-হিন্দুর সেই সভ্য সমুন্নত অবস্থার নিদর্শন।' যদি বলেন—সমাজ দিন দিন উন্নত ও সভ্য হইতেছে; তাহার উত্তর—'ক্রমশঃ এক হইতে তিন, তিন হইতে তেত্রিশ এবং পরিশেষে তেত্রিশ কোটী দেবতার কল্পনাই সে যুক্তির পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইতেছে।'

ব্রাহ্মণের মতে, তেত্রিশ দেবতা বলিতে, 'একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, দ্যৌ এবং ভূ, বুঝাইয়া থাকে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আবার তেত্রিস-পর্য্যায়ে দুই শ্রেণীর দেবতার বিষয় খ্যাপন করেন; সে মতে, 'সোমপা' দেবতা তেত্রিশ, অথবা একাদশ প্রযাজ, বা আপ্রী, একাদশ, অনুযাজ এবং একাদশ উপযাজ—এই তেত্রিশ। তদনুসারে 'সোমপা' দেবতা সোমরসের দ্বারা এবং 'যাজ'-দেবতাগণ ঘৃতাহুতি দ্বারা তৃপ্ত হন। বিষ্ণু পুরাণেও তেত্রিশ দেবতার উল্লেখ আছে। তদনুসারে তেত্রিশ দেবতা; যথা,—১১রুদ্র, ১২আদিত্য, ৮বসু, ১প্রজাপতি, এবং ১বষট্‌কার।

এ ক্ষেত্রে একটা সূক্ষ্ম কথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। সকল কালে সকল অবস্থাতেই সকল ভাব সংসারে বিদ্যমান আছে। কোনও সময় কোনও লোক সমাজে কোনও ভাবযুক্ত বা সূক্ষ্ম অবস্থায় বিদ্যমান থাকে; আবার কোনও সময় কোনও লোকসমাজে সেই ভাব জাগ্রৎ বা প্রকট অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সংসারের ইহাই চিরন্তন বিধি। সৃষ্টির মধ্যে নূতন কিছুই নাই। সকলেই সেই পুরাতন—সনাতনের অভিব্যক্তি মাত্র। বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গত হয়; অঙ্কুর হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া থাকে; সেই বৃক্ষই আবার ফুল-ফলে সুশোভিত হইয়া, পরিশেষে আপনার প্রতিনিধি রাখিয়া, কালের ক্রোড়ে আশ্রয় লয়। ভাব-সম্পদও সংসারে এইরূপে বিচরণ করিতেছে। কোথাও এক ভাব জাগিয়া উঠিতেছে; কোথাও সে ভাব লোপ প্রাপ্ত হইতেছে। কোথাও ভাবের অঙ্কুর উদ্গত দেখিতেছি; কোথাও তাহা ফুল-ফলে শোভমান পূর্ণস্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। মনুষ্যজীবনে বিবিধ অবস্থায় সেই ভাবের ক্রীড়া চলিয়াছে। যাঁহার যেমন কর্ম্ম, যদ্রূপ শিক্ষা, তিনি সেই ভাবের ভাবুক হইতেছেন। যাঁহাতে যতটুকু উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তিনি ততটুকু উন্নতস্তরে উপনীত হইতে পারিতেছেন। সকল কালেই সকল মনুষ্যসমাজেই সকল ভাবেরই উন্মেষের ও বিকাশের অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। তাই, একেশ্বরবাদও যে কালে যে সমাজে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে দেখিতে পাই, সেই কালে সেই সমাজেই আবার বহু-ঈশ্বরের (অসংখ্য দেবতার) আরাধনা-উপাসনাও প্রবর্ত্তিত আছে দেখি। বেদও আমাদিগকে সেই শিক্ষাই প্রদান করিতেছে। কেবল তোমার বা আমার দুই এক জনের শিক্ষার উপযোগী সামগ্রীই যে বেদে আছে, তাহা মনে করিও না। নিখিল বিশ্বের প্রত্যেক প্রাণীর গতিমুক্তির পথ—বেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। অজ্ঞানী, অল্পজ্ঞানী, পরমজ্ঞানী সকলেই যাহাতে আকাঙ্ক্ষানুরূপ শুভফল প্রাপ্ত হন, বেদরূপ কল্পবৃক্ষে তেমন ফলই স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। বিভিন্ন দৃষ্টিতে সে বিভিন্ন ফল পরিলক্ষিত হয়। আর যিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টি-সম্পন্ন, তিনি দেখিতে পান যে, সকলের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ সকল ফলই স্তরে স্তরে বিদ্যমান্ রহিয়াছে।

যাউক। যাহা বলিতেছিলাম, সেই কথাই বলিতেছি। এক একটী

বিষয়কে বা ভাবকে নানাদিক হইতে নানারূপে পরিচিত করা যায়। মনে করুন—দুগ্ধের স্বরূপ বর্ণনা করিতে হইবে। তাহাতে, বলা যায়—দুগ্ধ তরল; বলা যায়—দুগ্ধ শ্বেত; বলা যায়—দুগ্ধ পুষ্টিকারক; বলা যায়—দুগ্ধের পরিমাণ বা পরিমাপ। এইরূপ অল্প বা অধিক নানা ভাবে দুগ্ধের পরিচয় দেওয়া যায়। ভগবৎ-সম্বন্ধেও সেইরূপ মনে করা যাইতে পারে। কখনও মনে করা যাইতে পারে—তিনটী বিভূতিই তাঁহার অভিব্যক্তি; কখনও মনে করা যাইতে পারে—তেত্রিশটী বিভূতিতে তাঁহার স্বরূপ ব্যক্ত আছে; আবার কখনও মনে হয়—তেত্রিশ কোটী অনন্ত অসংখ্য বিভূতি দ্বারা তিনি প্রকাশমান্ আছেন। সাধকের ধ্যান-ধারণার সামর্থ্যানুসারেই ভগবানের স্বরূপ পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। 'ত্রিভিরেকাদশৈঃ' পদের ব্যাখ্যাতেও সাধকের ধারণার অবস্থা মাত্রই ব্যক্ত হইয়াছে বলিতে পারি; যাঁহারা দ্যুলোকের একাদশ, অন্তরীক্ষ লোকের একাদশ এবং ভূলোকের একাদশ—এই একত্রিশ দেবতা বিষয় উহাতে সূচিত হইয়াছে মনে করিয়াছেন; সকল দেবতা বা ভগবদ্বিভূতি, তাঁহাদের মতে ঐ তিন একাদশেরই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। বিভাগ—কর্ত্তার ইচ্ছানুক্রমিক। বেদবাক্যের নিগূঢ় তাৎপর্য্য সেই বেদপুরুষ ভিন্ন কে আর ব্যক্ত করিতে সমর্থ আছেন? বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার যে বিভিন্ন প্রকারে উহার অর্থ অধ্যাহার করিতেছেন, সে তাঁহাদের ব্যক্তিগত প্রজ্ঞার বা কর্ম্মবুদ্ধির ফল মাত্র। যেমন প্রতিকৃতি—দর্পণে প্রতিবিম্ব সেইরূপই প্রতিফলিত হইবে? এই সকল বিষয় বিচার করিলে মনে হয়, এককালে তিনলোকে তেত্রিশ দেবতা বা দেব বিভূতি পরিকল্পিত হইত; আর, তদনুসারেই ঐরূপ অর্থ অধ্যাহৃত হইয়াছিল। কিন্তু সার্ব্বকালিক সার্ব্বজনীন কোনও অর্থ ঐ পদদ্বয়ে আমনন করা যায় কি না? আমরা ইহার দ্বিবিধ অর্থ কল্পনা করি। তাহার মধ্যে একটী অর্থ যে সুষ্ঠু ও সঙ্গত তাহাতে কোনই সন্দেহ আসিতে পারে না। আমাদের অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে আমরা সেই অর্থেরই আভাষ দিয়াছি। আমরা বলি, 'একাদশৈঃ' পদ ওখানে একাদশ সংখ্যাবাচক নহে। ঐ পদ বহুব্রীহি-সমাস-নিষ্পন্ন। উহার সমাস-বাক্য—'একা অভিন্না দশা অবস্থা যস্য স একাদশঃ তৈঃ একাদশৈঃ।' অর্থাৎ, 'এক (অভিন্ন) হইয়াছে, দশা (অবস্থা) যাঁহার,

সেই-ই একাদশ; তাহাদের সহিত—'একাদশৈঃ সহ'। * তাহাতে 'ত্রিভিঃ একাদশৈঃ' পদদ্বয়ের ভাব দাঁড়াইতেছে এই যে, গুণসাম্যাবস্থা যাঁহাদের মধ্যে অভিন্ন হইয়া আছে। এতদনুসারে মন্ত্রাংশের মর্ম্ম হয়,—'হে অশ্বিদেবদ্বয়! যে দেবতায় বা দেবভাবে সম্পূর্ণরূপ গুণসাম্য (ধাতুসাম্যও বলা যায়) সাধিত হইয়াছে অথবা যাঁহাদের কৃপায় বা সাহায্যে আমাতে গুণসাম্য সাধিত হইতে পারে, সেই দেবগণের বা দেবভাবের সহিত আপনারা আমাদের ভক্তিসুধা গ্রহণ করিতে আসুন।' আমরা মনে করি, এই অর্থ ই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত অর্থ।

আর একদিক দিয়া আর এক প্রকার অর্থও অধ্যাহার করা যায়। প্রচলিত তেত্রিশ দেবতা বিষয়ক ব্যাখ্যার তুলনায়, সুধিগণ তাহার ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার করিতে পারেন। গুণসাম্যই রক্ষা—ধাতুসাম্যই স্থিতি। 'ত্রিভিঃ' পদে আমরা পূর্ব্বাপরই সেই সাম্য-বিধানের ভাবই গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। ত্রিকালের ও ত্রিলোকের গুণসাম্যের ও ধাতু-সাম্যের ভাবই ঐ পদে আসিতে পারে। 'একাদশ' পদে রুদ্রকে বুঝায়। তাহাতে কঠোরতার ভাব মনে আসে। তাৎপর্য্য-পক্ষে বলা যায়—'গুণ-সাম্যসাধনপক্ষে যাঁহারা রুদ্রবৎ কঠোর, সেই দেবগণকে (দেবভাব-সমূহকে) লইয়া আসুন।' চাই—গুণসাম্যবিধান; চাই—ধাতুসাম্য-সাধন। সে পক্ষে যে দেবভাব যত কঠোর হউক, তৎসমুদায় আনিয়া, আমার শত্রুগণকে—গুণসাম্যবিধান-পক্ষে বাধা প্রদানকারিগণকে, দমন করুন—ইহাই কামনা। 'একাদশ' পদে রুদ্র ভাব—সমষ্টি বদ্ধ; তাহাতে যেন বলা হইতেছে,—'সে পক্ষে, গুণসাম্য-সাধন-সম্বন্ধে, কোনও রুদ্র ভাব যেন বিরত না হন,—যেন একাদশ রুদ্র ভাব সমষ্টিবদ্ধ হইয়াই কার্য্য করেন; তাহাতেই সত্বর সফলতা লাভ হইবার আশা আছে। তাই—সেই প্রার্থনাই করিতেছি।' এ পক্ষে, "আ নাসত্যা ত্রিভিরেকাদশৈরিহ দেবেভিরায়াতং মধুপেয়মশ্বিনা" অংশের ভাব এই যে,—'অন্তর্ব্ব্যাধি-

* এইখানে একটা সূক্ষ্মতত্ত্ব লক্ষ্য করিবার আছে। যদি 'একাদশৈঃ' পদ সংখ্যাবাচক হইত, তাহা হইলে উহার 'একাদশভিঃ' রূপ দেখিতে পাইতাম। কারণ, সংখ্যাবাচক 'একাদশন্' শব্দের তৃতীয়ার বহুবচনে 'একাদশভিঃ' পদ নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং এখানে অকারান্ত 'একাদশ' শব্দ; ইহার অর্থ—একদশাপন্ন (অভিন্নতাযুক্ত)।

ষড়রিপুর্ব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! আমাদের মধ্যে গুণসাম্যসাধন-পক্ষে আপনারা কঠোর হউন; আমরা ভক্তি ভাবে সেই প্রার্থনাই জানাইতেছি। ভক্তিসুধা পানের জন্য কঠোর দেবভাবসমূহকেই লইয়া আসুন,—যেন গুণসাম্যসাধন-পক্ষে কোনও বিঘ্নই উপস্থিত না হয়।'

মন্ত্রাংশের বিবিধ ভাব ও অর্থ প্রকাশ করিলাম। অধিকারী ক্রমে যাহাতে যে ভাব অবভাসিত হইবে, তিনি সেই ভাবেরই অনুসরণ করিবেন।

মন্ত্রের অবশিষ্টাংশের প্রার্থনা সরল ও সহজ-বোধ্য। গুণসাম্যসাধন হইলে, যে অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, শেষাংশে তাহাই পরিখ্যাপিত হইয়াছে। ধাতুসাম্যে আয়ুঃ পরিবর্দ্ধিত হয়; গুণসাম্যে পাপ দূরে যায়,—রিপুশত্রু বিমর্দ্দিত হইয়া আসে; তাহারই ফলে, পরিশেষে সাম্যবিধাতৃ দেবদ্বয় নিত্য সহচর হইয়া থাকেন। মন্ত্রের শেষাংশ সেই প্রার্থনামূলক। এ পক্ষে পূর্ণ ঋকটির (দুই পংক্তির) মর্ম্ম এই যে,—'হে অশ্বিদ্বয়! আমাদের অন্তর যতই অশান্ত উচ্ছৃঙ্খল হউক না কেন, আপনারা বজ্রকঠোর শাসনে তাহাকে শাসন করিয়া, আমাতে ত্রিগুণের (ত্রিধাতুর) সাম্যবিধান করুন; তাহাতে আমার আয়ুঃ বৃদ্ধি হউক, শত্রু বিনষ্ট হউক, আমার মধ্যে আপনাদের চিরবিদ্যমানতা বিহিত হউক।' (১ম—৩৪সূ—১১ঋ)।

—•—

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুস্ত্রিংশৎ সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্)।

আ নো অশ্বিনা ত্রিবৃতা রথেনার্ব্বাচং

রয়িং বহতং সুবীরং।

শৃণ্বন্তা বামবসে জোহবীমি বৃধে চ

নো ভবতং বাজসাতৌ॥ ১২॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। নঃ। অশ্বিনা। ত্রিহবৃতা। রথেন। অর্ব্বাচং।

রয়িং। বহতং। সুহবীরং।

শৃণ্বন্তা। বাং। অবসে। জোহবীমি। বৃধে। চ।

নঃ। ভবতং। বাজহসাতৌ॥ ১২॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ) 'ত্রিবৃতা' (ত্রিগুণসাম্যসাধনভূতেন 'রথেন' (অস্মদীয়কর্ম্মরূপযানেন) 'নঃ' (অস্মাকং) 'অর্ব্বাচং' (অভিমুখং) 'সুবীরং' (শ্রেষ্ঠং 'রয়িং' (ধনং) 'আবহতং' (প্রাপয়তং); 'শৃণ্বন্তা' (শৃণ্বন্তৌ, প্রার্থনাশ্রবণশীলৌ, সত্যাসত্য-স্ফুটাস্ফুটসকলবাক্যশ্রবণসামর্থ্যযুক্তৌ হে দেবৌ) 'বাং' (যুবাং) 'অবসে' (অস্মদ্রক্ষণার্থং) 'জোহবীমি' (আহ্বয়ামি); 'নঃ' (অস্মাকং) 'বাজসাতৌ' (সংগ্রামে, রিপুশত্রুণা সহ নিত্যসমরে) 'বৃধে চ' (বর্দ্ধনায় চ, জয়কারণায় চ) 'ভবতং' (চিরসহায়রূপেন তিষ্ঠতং)। হে দেবৌ! অস্মাকং কর্ম্মশক্তিপ্রভাবেন যুবাং সন্তুষ্টৌ সন্তৌ অস্মভ্যং পরমং ধনং প্রযচ্ছতং, রিপুনা সহ সংগ্রামে জয়দানং কুরুতং, সদা সকলবিপদি পরিত্রাতং। (১ম—৩৪সূ—১২ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! ত্রিগুণসাম্যসাধনভূত আমাদিগের কর্ম্মরূপ যানের দ্বারা আমাদিগের অভিমুখে শ্রেষ্ঠ পরমধন সংবাহিত করিয়া আনুন (অর্থাৎ, আমরা যেন এমন কর্ম্ম করিতে পারি, যাহা দ্বারা পরমার্থ ধন লাভ করিতে সমর্থ হই); সকল প্রার্থনাশীল (অথবা, সত্যাসত্যস্ফুটাস্ফুট সকলবাক্য-শ্রবণ-সামর্থ্য-সম্পন্ন) হে দেবদ্বয়! আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত আপনাদিগকে আমরা আহ্বান করিতেছি; রিপুশত্রুসহ আমাদিগের যে নিত্য সংগ্রাম চলিয়াছে, সেই সংগ্রামে আমাদিগের বৃদ্ধির (জয়ের) নিমিত্ত আপনারা আমাদিগের চির-সহায় হউন। (১ম—৩৪সূ—১২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনা ত্রিবৃতা রথেন। অপ্রতিহতগতিত্বাৎ ত্রিষু লোকেষু বর্ত্তমানেন রথেন সহ নোঽস্মাকমর্ব্বাচমভিমুখং সুবীরং শোভনৈর্বীরৈঃ পুত্রভৃত্যাদিভিরুপেতং রয়িং ধনমাবহতং। আনীয় প্রাপয়তং। শৃণ্বস্তাস্মদীয়স্তুতিং শৃণ্বন্তৌ বাং যুবামবসেঽস্মদ্রক্ষণার্থং জোহবীমি। আহ্বয়ামি। নোঽস্মাকং বাজসাতৌ সংগ্রামে। বাজসাতৌ মহাধন ইতি সংগ্রামনামসু পাঠাৎ। বৃধে বর্দ্ধনায় চ ভবতং॥

সুবীরং। শোভনা বীরা যস্যেতি বহুব্রীহৌ বীরবীর্য্যৌ চেত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। শৃণ্বন্তা। শ্রু শ্রবণে। শতরি শ্রুবঃ শৃ চেতি শ্রুবঃ শৃভাবশ্চ। হুশ্নুবোঃ সার্ব্বধাতুক ইতি যনাদেশঃ। সুপাং সুলুগিত্যাকারঃ। জোহবীমি। হ্বেঞ্ স্পর্দ্ধায়াং শব্দে চ। যঙ্লুক্যভ্যাসস্য চ। পা০ ৬।১।৩৩। ইতি কৃতসম্প্রসারণাদস্মাল্লড়ুত্তমৈকবচনে যঙো বা। পা০ ৭।৩।৯৪। ইতীড়াগমঃ। বৃধে। বৃধু বৃদ্ধাবিত্যস্মাৎ সম্পদাদিলক্ষণো ভাবে ক্বিপ্। বাজসাতৌ। ষণু দানে। ক্তিনি তিতুত্রেত্যাদিনা ইট্ প্রতিষেধঃ। জনসনেত্যাদিনা আত্বং বাজানাং সাতির্যস্মিন্নিতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ ১২॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে পঞ্চমো বর্গঃ॥ ৫॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিনদ্বয়! আপনারা, অপ্রতিহতগতি বলিয়া ত্রিলোকবর্ত্তী রথের সহিত আমাদিগের অভিমুখে শোভন-বীর্য্যশালী পুত্রভৃত্যাদিযুক্ত ধন আনিয়া প্রাপ্ত করান (আমাদিগকে প্রদান করুন)। আমাদিগের স্তুতি শ্রবণশীল আপনাদিগকে, আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছি। সংগ্রামে আপনারা আমাদিগের বর্দ্ধনের নিমিত্ত হউন (অর্থাৎ—আমাদিগকে সংগ্রামে বীর্য্যশালী করুন)।

'সুবীরং এই পদটীর, 'শোভন হইয়াছে বীর সকল যাহার' এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে 'বীর-বীর্য্যৌচ' সূত্র দ্বারা উত্তর পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'শৃণ্বন্তা' এই পদটী, শ্রবণার্থক শ্রু ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয় করিয়া 'শ্রুবঃ শৃচ' এই সূত্র দ্বারা শ্রু ধাতুর স্থানে শৃ আদেশ, 'হুশ্নুবোঃ সার্ব্বধাতুকে' এই সূত্র দ্বারা যনাদেশ এবং 'সুপাং সুলুক' সূত্র দ্বারা বিভক্তির স্থানে আকারাদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'জোহবীমি' এই পদটী, স্পর্দ্ধা এবং শব্দার্থ-দ্যোতক 'হ্বেঞ্' ধাতুর উত্তর যঙ্লুক করিয়া 'অভ্যাসস্য চ' (পা০ ৬।১।৩৩) এই সূত্র দ্বারা কৃত-সম্প্রসারণ ঐ ধাতুর লট্ বিভক্তির উত্তম পুরুষের একবচনে 'যঙো বা' (পা০ ৭।৩।৯৪) এই সূত্র দ্বারা ঈট্ আগম হইয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'বৃধে' এই পদটী, বৃদ্ধি অর্থ-দ্যোতক 'বৃধু' (বৃধ) ধাতুর উত্তর সম্পদাদিলক্ষণ ভাববাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'বাজসাতৌ' —এস্থলে সাতি পদটী, দানার্থক 'ষণু' ধাতুর উত্তর ক্তিন্ প্রত্যয় এবং 'তিতুত্র' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ইটের নিষেধে 'জনসন' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা আত্ব করিয়া নিষ্পন্ন। 'বাজসমূহের সাতি যাহাতে' এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ ১২॥

ইতি প্রথম অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে পঞ্চম বর্গ॥ ৫॥

* * *

দ্বাদশ (৪০৮) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের অন্তর্গত প্রধান সমস্যামূলক পদ—দুইটী ; (১) 'ত্রিবৃতা' (২) সুবীরং। 'ত্রিবৃতা' পদের অর্থে কেহ লিখিয়াছেন—তিন-কোণ-বিশিষ্ট ; কেহ লিখিয়াছেন—ত্রিলোকে গমনশীল। 'সুবীরং' পদের কেহ অর্থ করেন—'বীরযুক্ত, কেহ অর্থ করেন—'পুত্র ভৃত্যাদি যুক্ত'। এইরূপে ক্রমশঃ মন্ত্রের বঙ্গানুবাদ দাঁড়াইয়াছে,—"হে অশ্বিদ্বয় ! ত্রিকোণ রথ দ্বারা আমাদিগের সম্মুখে বীর্য্যযুক্ত ধন আনয়ন কর ; রক্ষার জন্য আমি তোমাদের আহ্বান করিতেছি। তোমরা শ্রবণ করিতেছ, আমাদিগের বৃদ্ধি সাধন কর ও সংগ্রামে বল দান কর।" *

কিন্তু আমাদের অর্থ অন্যরূপ হইল। 'ত্রিবৃতঃ' বা 'ত্রিবৃতা' পদের অর্থ বিষয়ে আমরা নবম ঋকের বিশদার্থের মধ্যে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। সেখানেও যে ভাব যে অর্থ সমীচীন বলিয়া বুঝিয়াছি, এখানেও সেই ভাব সেই অর্থই সঙ্গত বলিয়া বুঝিতেছি। 'রথ' বলিতে এসূক্তে সর্ব্বত্রই—আমরা 'কর্ম্মরূপ যান' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'ত্রিবৃতা রথেন' পদদ্বয়ে সে পক্ষে ভাব আসে—গুণসাম্যযুত কর্ম্ম। যে কর্ম্মে উৎক্ষেপ-বিক্ষেপ নাই, যে কর্ম্মে বৈষম্যের বিপত্তি-আশঙ্কা মনে উদয় হয় না, 'ত্রিবৃতা রথেন' পদদ্বয় সেই কর্ম্মকে বুঝাইতেছে। কর্ম্ম যদি তেমন হয়, তাহা দ্বারা যে শ্রেষ্ঠধন সংবাহিত হইয়া আসিবে, তাহা আর বিচিত্র কি ? সে পক্ষে, প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে, 'গুণসাম্য বিধায়ক দেবদ্বয় ! আমায় এমন কর্ম্ম-সামর্থ্য দেও,—আমি যেন সেই কর্ম্মের প্রভাবে পরমার্থ-রূপ শ্রেষ্ঠ ধন (মোক্ষধন) পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই। 'সুবীরং' পদের অর্থ, আমরা 'শ্রেষ্ঠ পরম' গ্রহণ করি। পুত্র ভৃত্যাদির প্রসঙ্গ অনেক কষ্ট-কল্পনায় আনিতে হয়। কিন্তু 'সুবীরং রয়িং' বলিতে,—উত্তম বীর্য্য দ্বারা অর্থাৎ সৎকার্য্য দ্বারা যে ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই পরম ধনই ঐ

* ইহাই প্রচলিত এক বঙ্গানুবাদ। আর এক প্রকারের বঙ্গানুবাদ,—"হে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় ত্রিলোকে গমনশীল রথে আরূঢ় হইয়া আপনারা আমাদিগকে পুত্রভৃত্যাদি-সমেত সম্পত্তি প্রদান করুন। স্তুতিশ্রবণশীল আপনাদিগকে আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত আমরা আহ্বান করিতেছি, আমাদিগকে যুদ্ধেতে জয়যুক্ত করুন।"

পদের লক্ষ্য। ঋকের অন্তর্গত 'শৃণ্বন্তা' পদের এক নিগূঢ় ভাব আছে বলিয়া মনে করি। ঐ পদের প্রতিবাক্য—'শ্রবণশীল'। মর্ম্ম এই যে,—যিনি সকল শুনিতে পান; তোমার গোপনের অস্ফুট পরামর্শও তাঁহার অগোচর থাকে না, তোমার মনের কথাও তিনি জানিতে পারেন। সে পক্ষে, "শৃণ্বন্তা বাং অবসে জোহবীমি"—অংশের মর্ম্ম হয় এই যে,—'হে দেবগণ! আপনারা আপনা-আপনিই সকল শুনিতে পান,—আপনাদের কর্ণ স্ফুট-অস্ফুট সকল স্বরই শুনিতে পায়। তথাপি আমি করুণকণ্ঠে প্রার্থনা জানাইতেছি যে, এই ভীষণ সংসার-সমরাঙ্গনে আমায় জয়যুক্ত করুন। রিপুগণের সহিত সংগ্রামে আমি চির বিব্রত হইয়া আছি। আপনার অনুকম্পা ভিন্ন আমার রক্ষার উপায় আর দ্বিতীয় নাই। আপনি আমায় রক্ষা করুন।'

প্রথম বলা হইয়াছে,—'হে দেবগণ! আমায় সৎকর্ম্মশীল কর।' দ্বিতীয়ে বলা হইল—'আমায় বিপদে পরিত্রাণ কর।' আমরা মনে করি, এ ঋকের ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ম—৩৪সূ—১২ঋ)।

পঞ্চত্রিংশৎসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)

হ্বয়াম্যগ্নিমিত্যেকাদশর্চং পঞ্চমং সূক্তং। হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ। আদ্যা নবমী চ জগত্যৌ ছন্দসী। শিষ্টাস্ত্রিষ্টুভঃ। কৃৎস্নস্য সূক্তস্য সবিতা দেবতা। আদ্যায়া হ্বয়াম্যগ্নিমিত্যস্যা আগ্নি মিত্রাবরুণরাত্রিসবিত্রাখ্যা লিঙ্গোক্তদেবতাঃ। তথাচানুক্রান্তং হ্বয়াম্যেকাদশ সাবিত্রং নবমী জগত্যাদ্যা চ। লিঙ্গোক্তদেবতাঃ পাদাস্ত্রয় ইতি। অভিপ্লবষড়হস্য চতুর্থে হনি বৈশ্বদেবশস্ত্রে ইদং সূক্তং সাবিত্রং নিবিদ্ধানং। তৃতীয়স্য ত্র্যর্যামেতি খণ্ডে সূত্রিতং। হ্বয়াম্যগ্নিমস্য মে দ্যাবা পৃথিবী ইতি তিস্রঃ। আ০ ৭।৭। ইতি॥

পঞ্চত্রিংশৎসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

এই পঞ্চম সূক্ত, 'হ্বয়াম্যগ্নিং' ইত্যাদি একাদশটী ঋক বিশিষ্ট। ইহার ঋষি—হিরণ্য-স্তূপ। আদিভূত নয়টী ঋকের ছন্দঃ—জগতী। অবশিষ্ট ঋক্‌গুলির ছন্দঃ—ত্রিষ্টুভ্। সমগ্র সূক্তেরই দেবতা—সবিতা। প্রথম 'হ্বয়াম্যগ্নিং' এই ঋকটীর লিঙ্গোক্ত অগ্নি, মিত্রাবরুণ, রাত্রি ও সবিতা দেবতা। সেইরূপ অনুক্রান্ত হইয়াছে; যথা,—'হ্বয়াম্যেকাদশ' ইত্যাদি। অভিপ্লবষড়হ যাগের চতুর্থ দিবসে বৈশ্বদেবের শস্ত্রমন্ত্রে এই সাবিত্র সূক্তটী প্রযুক্ত হয়। আশ্বলায়ন শ্রৌত-সূত্রের 'তৃতীয়স্য ত্র্যর্যামা' এই খণ্ডে সেইরূপ সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—'হ্বয়াম্যগ্নিমস্য মে দ্যাবাপৃথিবী ইতি তিস্রঃ' (আ০ ৭।৭)। সেই সূক্তের প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তমোঽনুবাকঃ। পঞ্চত্রিংশং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ। ষষ্ঠো বর্গঃ।

পঞ্চত্রিংশৎ-সূক্তং।

নূতন সূক্ত। নূতন দেবতা। নূতন ছন্দঃ। নূতনতত্ত্বে পরিপূর্ণ। সুতরাং অনধিকারী অজ্ঞের চিত্তাকাশে নানা সংশয়ের মেঘ সঞ্চার করে।

সূক্তের দেবতা—সবিতা। সূক্তের সহিত যদিও মিত্রাবরুণ ও অগ্নি দেবতাদ্বয়ের সম্বন্ধ আছে; কিন্তু প্রধান-স্থান সবিতা দেবতাতেই পর্য্যবসিত। সূক্তের ছন্দঃ জগতী। ঋষি—হিরণ্যস্তূপ।

এই সূক্তের সর্ব্বাপেক্ষা সংশয়মূলক বিষয়—সূর্য্যের গতি-প্রসঙ্গ; এই সূক্তে সবিতৃ-দেবতার (সূর্য্যের) গতির বিষয় লিখিত আছে—ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ লক্ষ্য করেন। তাহা হইতে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে,—'ঋগ্বেদের সময় আর্য্যগণ জ্যোতিষ-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ ছিলেন; সূর্য্য যে গতিশীল নহেন, পৃথিবীই যে গতিশীলা, তাঁহারা তখন জানিতেন না। সূর্য্যের রথ, সূর্য্যের ঘোটক প্রভৃতির কল্পনা তাঁহাদের অনভিজ্ঞতারই নিদর্শন।'

এ পক্ষের প্রমাণ-স্বরূপ, এই সূক্তের কয়েকটী ঋকের যে অনুবাদ প্রচারিত আছে, তাহার দুই একটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—"অন্ধকারপূর্ণ অন্তরীক্ষ দিয়া বার বার ভ্রমণ করিয়া, দেব ও মনুষ্যকে সচেতন করিয়া, দেব সবিতা হিরণ্ময় রথ দ্বারা ভুবন সমুদয় দেখিতে দেখিতে ভ্রমণ করিতেছেন।" (দ্বিতীয় ঋকের বঙ্গানুবাদ)। "দীপ্তিমান্ সূর্য্যদেব কখন (দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত) প্রবণপথে গমন করিতেছেন এবং কখন (প্রাতঃকাল হইতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত) উর্দ্ধপথে গমন করিতেছেন।" ইত্যাদি। (তৃতীয় ঋকের বঙ্গানুবাদ)। এ সকল অনুবাদ দেখিয়া কি মনে হয়? বলা বাহুল্য, সায়ণের অনুসরণেই এ সকল অনুবাদ বিহিত হইয়াছে। এই প্রকার অনুবাদই যদি প্রকৃত অনুবাদ হয়, তাহা হইলে, বর্ত্তমান বিজ্ঞান-সম্মত উক্তির সহিত বেদের উক্তির পার্থক্য থাকিয়া যায়। তাহা হইলে বলিতে হয়,—হয় বর্ত্তমান বিজ্ঞান মিথ্যা, নয় বেদবাক্য মিথ্যা। কিন্তু প্রকৃতার্থ

বৈজ্ঞানিক গবেষণা যে প্রমাদপূর্ণ, অধুনা তাহা কেহই স্বীকার করিবেন না। সুতরাং বেদবাক্যই মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

কিন্তু তাহাই কি ঠিক? কখনই নহে। আমরা বলি, বেদ-বাক্য অভ্রান্ত সত্য, পরন্তু বিজ্ঞানও মিথ্যা নহে। প্রশ্ন উঠিতে পারে,—তবে দুই মত দুই বিপরীত ভাবাপন্ন কেন? সত্য এক ও অভিন্ন। বিজ্ঞান কহিতেছেন,—সূর্য্যের গতি নাই; 'বেদ বলিতেছেন,—'সূর্য্য গতিশীল।' সামঞ্জস্য কি প্রকারে সাধিত হইতে পারে? এখানে এ সংশয় প্রশ্নের দ্বিবিধ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম—ঋক্‌মন্ত্রের প্রচলিত অনুবাদ ভাষ্য বা ব্যাখ্যা ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত। দ্বিতীয়-দৃষ্টির তারতম্যানুসারে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী বিশদীকৃত করিবার চেষ্টা পাইতেছি। নদীর স্রোতো-মুখে নৌকা তীরবেগে ছুটিয়াছে। আরোহী তীরের প্রতি দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া আছে। সে দেখিতেছে,—তাহার গমনের সঙ্গে সঙ্গে তীরস্থিত তরু গুল্মও গতিবিশিষ্ট হইয়াছে; এক পক্ষে সে তাহার বিভ্রম। অন্য পক্ষে, সে যদি জানে—পৃথ্বীমাতা গতিশীলা, তাহা হইলে সে আবার আর এক গতিক্রিয়া আপনার মনশ্চক্ষে দেখিতে পায়। সে দেখে যে—সে যেমন নদীস্রোতে চলিয়াছে, পৃথিবীর গতিক্রমে সংসারের সকল সামগ্রীই সেইরূপ গতিশীল রহিয়াছে। এই দুই দৃশ্যে, দুই বিপরীত ভাবের সামঞ্জস্য সাধিত হয়। সে দৃষ্টিতে দেখিতে পারিলে, সূর্য্যের গতি-ক্রিয়া দর্শনেরও সার্থকতা দেখা যায়; আবার সূর্য্য স্থির অচেতন বলিয়াও প্রতীতি জন্মে। যাহা হউক, মন্ত্রার্থের আলোচনায় সে তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস পাইব। এখানে মাত্র এইটুকু বলিয়া রাখি, দৃষ্টির তারতম্যানুসারেই দৃষ্টবস্তুতে নানা ভাবের অবভাস হইতে পারে।

এই সূক্তের মধ্যে আর এক সমস্যার বিষয় আছে—'যমের ভুবন' (ষষ্ঠ ঋকের অন্তর্গত "যমস্যভুবনে")। পুরাণে উপাখ্যানে যমসম্বন্ধে কত কিম্বদন্তীই প্রচারিত আছে। অপিচ, প্রাচ্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মস্তিষ্কও এ সম্বন্ধে নানা গবেষণার আবিষ্কার করিবার প্রয়াস পাইয়া গিয়াছেন। 'যম' এবং 'যমী' এই দুই শব্দ বেদের অনেক স্থানে দৃষ্ট হইবে। যাস্ক-মতের অনুসরণে বেদ ব্যাখ্যাকারীগণ কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন,—'যম আর যমী দুই ভাই-ভগ্নী। বিবস্বানের ঔরসে সরণ্যুর গর্ভে তাহাদের জন্ম হয়।' অশ্বিদ্বয়ের জন্ম বৃত্তান্ত-সংক্রান্ত উপাখ্যানের অবতারণায় (প্রথম আশ্বিন সূক্ত দেখুন) কি অবস্থায় কোন্ সময় যম ও যমীর জন্ম হয়, তাহার আভাষ দিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। ঐ ব্যাপারকে ম্যাক্সমূলার কিন্তু রূপক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তিনি বলেন,—'বিবস্বান' বলিতে 'আকাশকে' বুঝায়, 'সরণ্যু' পদে 'ঊষাকে' লক্ষ্য করে। আকাশের ক্রোড়ে ঊষার উদয়,—বিবস্বানে সরণ্যুতে পরিণয় বা সঙ্গম; তাহাদের সেই মিলনের পরিণাম—দিবা ও রাত্রি। দিবা 'যম'-নামে এবং রাত্রি 'যমী'-নামে বেদে, পরিচিত। ইহার পর 'যম' ক্রমশঃ 'মৃত্যুরাজ' হইয়া পড়েন। তাহার কারণ, ম্যাক্সমূলার বলেন,—"প্রাচীন ঋষিগণ পূর্ব্বদিককে যেরূপ জীবনের উৎপত্তি-স্থল মনে করিতেন, পশ্চিমদিককে সেইরূপ জীবনের অবসান মনে করিতেন। সূর্য্য সেই পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অন্তর্হিত হইতেন, অর্থাৎ জীবনের

পথ ভ্রমণ করিয়া পরলোকের পথ দেখাইতেন। এইরূপে যম পরলোকের রাজা এই অনুভব উদয় হইল।" * যাহা হউক, যে দৃষ্টিতে যিনি দেখিবেন, সেই ভাবই বেদে প্রাপ্ত হইবেন। এ বিষয়ে বৈচিত্র্যের কোনই কারণ নাই। আমাদের যাহা মত, তাহা এ বিষয়ের ব্যাখ্যা-ক্ষেত্রেই প্রকাশ পাইবে।

হিরণ্যস্তূপঋষিঃ। জগতীচ্ছন্দঃ। সবিতা দেবতা।
বৈশ্বদেবশস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চত্রিংশৎসূক্তং। প্রথমা ঋক্)।

হ্বয়াম্যগ্নিং প্রথমং স্বস্তয়ে হ্বয়ামি
মিত্রাবরুণাবিহাবসে।
হ্বয়ামি রাত্রীং জগতো নিবেশনীং হ্বয়ামি
দেবং সবিতারমূতয়ে ॥১॥

পদ-বিশ্লেষণং।

হ্বয়ামি। অগ্নিং। প্রথমং। স্বস্তয়ে। হ্বয়ামি। মিত্রাবরুণৌ।
ইহ। অবসে।
হ্বয়ামি। রাত্রীং। জগতঃ। নিঽবেশনীং। হ্বয়ামি।
দেবং। সবিতারং। ঊতয়ে ॥ ১ ॥

---

* ম্যাক্সমূলারের ইংরাজী হইতে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। *Vide max mullers Science of Language, Vol. II. page 556,564.*

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'স্বস্তয়ে' (অস্মাকং অবিনাশায়, পরমমঙ্গলার্থং) 'প্রথমং' (আদৌ) 'অগ্নিং' (অগ্নিদেবং) 'হ্বয়ামি' (আহ্বয়ামি, প্রার্থয়ামি); 'ইহ' (ইহ সংসারে) 'অবসে' (রক্ষণায়) 'মিত্রাবরুণৌ' (মিত্রাবরুণদেবৌ, প্রীতিসাধকাভীষ্টপ্রদৌ দেবৌ) 'হ্বয়ামি' (আহ্বয়ামি, প্রার্থয়ামি) 'জগতঃ' (জঙ্গমস্য প্রাণিজাতস্য) 'নিবেশনীং' (বিশ্রামস্থানভূতাং) 'রাত্রীং' (রাত্রিদেবতাং, শান্তিদাত্রীং) 'হ্বয়ামি' (আহ্বয়ামি, প্রার্থয়ামি); 'ঊতয়ে' (অস্মাকং উদ্ধারার্থং, মুক্তিদানার্থং) 'সবিতারং' (জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'হ্বয়ামি' (আহ্বয়ামি, প্রার্থয়ামি)। প্রার্থী বিভিন্নাং ভগবদ্বিভূতিং সম্বোধ্য তেষাং কৃপাপ্রার্থনাং করোতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৫সূ—১ঋ)

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের পরম মঙ্গল সাধনের জন্য আমি অগ্নিদেবকে আহ্বান করিতেছি—প্রার্থনা জানাইতেছি ; ইহ সংসারে আমাদিগকে রক্ষার জন্য (আমাদিগের বিপদ বিদূরণ ও মঙ্গল বিধানের জন্য) আমি মিত্রাবরুণ-দেবতাকে (প্রীতিসাধক ও অভীষ্টপূরক দেবদ্বয়কে) আহ্বান করিতেছি (প্রার্থনা জানাইতেছি) ; গমনশীল প্রাণীসমূহের বিরামস্থানভূতা (শান্তি-দাত্রী) রাত্রিদেবতাকে আমি আহ্বান করিতেছি (প্রার্থনা জানাইতেছি); আমাদের পরিত্রাণের জন্য আমি সেই জ্ঞানস্বরূপ সবিতৃদেবকে আহ্বান করিতেছি (প্রার্থনা জানাইতেছি)। ১ম—৩৫সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

স্বস্তয়েঽস্মাকমবিনাশায়। স্বস্তীত্যবিনাশনামেতি যাস্কঃ। প্রথমমাদাবগ্নিং হ্বয়ামি। ইহাস্মিন্ কর্ম্মণ্যবসেঽস্মদ্রক্ষণায় মিত্রাবরুণৌ হ্বয়ামি। জগতো জঙ্গমস্য প্রাণিজাতস্য নিবেশনী-মুপবেশনহেতুভূতাং রাত্রীং রাত্রিদেবতাং হ্বয়ামি। জঙ্গমাঃ সর্ব্বে প্রাণিনো দিবসে স্ব স্ব ব্যাপারান্ কৃত্বা স্ব স্ব গৃহে রাত্রাবুপবিশন্তীতি প্রসিদ্ধং। ঊতয়েঽস্মদ্রক্ষণার্থং সবিতারং দেবং হ্বয়ামি॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের বিনাশরাহিত্যের নিমিত্ত। 'যাস্ক বলেন,—স্বস্তি শব্দের অর্থ অবিনাশন।' প্রথমেই অগ্নিদেবকে আহ্বান করিতেছি। এই কর্ম্মে আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত মিত্রাবরুণ দেবতাকে আহ্বান করিতেছি। জঙ্গম প্রাণিসমূহের উপবেশন-হেতুভূত রাত্রিদেবতাকে আহ্বান করিতেছি। 'জঙ্গম' প্রাণিসমূহ, দিবাতে স্বীয় স্বীয় ব্যাপার সমূহ নির্ব্বাহ করিয়া রাত্রি কালে নিজের নিজের গৃহমধ্যে উপবেশন করিয়া থাকে—ইহা প্রসিদ্ধ।' আমাদিগের রক্ষার জন্য সবিতৃদেবকে আহ্বান করিতেছি।

মিত্রাবরুণৌ। দেবতাদ্বন্দ্বে চেতি পূর্ব্বপদস্যানঙাদেশঃ। [দেবতাদ্বন্দ্বে চেত্যুভয়পদ-প্রকৃতিস্বরত্বং। রাত্রীং। রাত্রেশ্চাজসী। পা০ ৪।১।৩১। ইতি ঙীপ্। নিবেশয়ত্যস্যা-মিতি নিবেশনী। করণাধিকারণয়োশ্চেতি : : ল্যুট্। টিড্ঢাণঞিত্যাদিনা। পা০ ৪।১।১৫। ঙীপ্। উতয়ে। অবতেঃ ক্তিনি জ্বরত্বরেত্যাদিনা বকারস্যোপধায়াশ্চ ঊট্। ঊতিযূতীত্যাদিনা ক্তিন উদাত্তত্বং॥ (১ম—৩৫সূ—১ঋ)।

* * *

প্রথম (৪০৯) ঋকের বিশদার্থ।

—:০:—

এ ঋক্‌টী সাধারণ প্রার্থনামূলক। স্বস্তির নিমিত্ত, রক্ষার নিমিত্ত, বিশ্রামের নিমিত্ত এবং মুক্তির নিমিত্ত, বিভিন্ন দেবতার নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে। 'স্বস্তি' পদের অর্থ—'বিনাশ-রাহিত্য'। তাই, 'স্বস্তয়ে' পদে 'অবিনাশায়' প্রতিবাক্য প্রচলিত। আমি যেন বিনাশ প্রাপ্ত না হই; আমার যেন অবিনাশী অবস্থা আসে, আমি যেন মোক্ষলাভে অধিকারী হইতে পারি;—'স্বস্তয়ে হ্বয়ামি' বাক্যে সে ভাবও আসিতে পারে। তবে-প্রার্থনার শেষাংশে 'ঊতয়ে' পদ আছে বলিয়া, সাধারণভাবে আমরা 'স্বস্তয়ে' পদে পরম মঙ্গল লাভ কামনার ভাব গ্রহণ করিলাম। প্রথমে সাধারণভাবে মঙ্গল-দানের প্রার্থনা জানান হইল। তার পর, ইহ সংসারে যাহাতে রক্ষা প্রাপ্ত হই, বিপদ আসিয়া যেন বিভ্রান্ত ও বিপর্য্যস্ত না করে, —এই প্রার্থনা প্রকাশ পাইল। তৃতীয় প্রার্থনায় শান্তির আকাঙ্ক্ষা

'মিত্রাবরুণৌ'—এস্থলে 'মিত্রশ্চ বরুণশ্চ' এইরূপ দ্বন্দ্ব সমাস করিয়া 'দেবতাদ্বন্দ্বেচ' সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপদের আনঙ্ আদেশ এবং ঐ সূত্রানুসারেই উভয়পদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'রাত্রীং' পদটিতে, 'রাত্রেশ্চাজসী' (পা০ ৪।১।৩১) এই সূত্র দ্বারা ঙীপ্ প্রত্যয়। 'নিবেশ করে ইহাতে' এই অর্থে 'নিবেশনীং' পদটীতে 'করণাধিকরণয়োশ্চ' সূত্র দ্বারা নিপূর্ব্বক বিশ্ ধাতুর উত্তর ল্যুট্ প্রত্যয় এবং 'টিড্ঢাণঞ্' (পা০ ৪।১।২৫) ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ঙীপ্ হইয়াছে। অব ধাতুতে ক্তিন্ প্রত্যয়ে 'জ্বরত্বর' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা অ এবং ব স্থানে ঊট্ (ঊ) করিয়া 'ঊতি' এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। অনন্তর, উক্ত 'ঊতি' শব্দের উত্তর চতুর্থী বিভক্তির একবচন করিয়া মন্ত্রস্থিত 'ঊতয়ে' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। "ঊতিযূতি' ইত্যাদি সূত্রানুসারে ইহার ক্তিন প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত॥ ১॥

* * *

জ্ঞাপন করা হইল। শেষ প্রার্থনায় জানান হইল,—'হে জ্ঞানস্বরূপদেব! আমায় উদ্ধার করুন,—আমায় মোক্ষদানে মুক্ত করুন।'

প্রার্থনায় ভিন্ন ভিন্ন দেবতার অনুগ্রহ-কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম, অগ্নিদেবকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—আমায় 'স্বস্তি' দেন। 'স্বস্তি' লাভ পক্ষে অগ্নির—জ্ঞানের কৃপা-প্রাপ্তিই প্রথম প্রয়োজন। আদৌ জ্ঞানোন্মেষ হওয়া চাই। 'স্বস্তি' সেই জ্ঞানেরই অনুসারী। দ্বিতীয় প্রার্থনা—মিত্র ও বরুণ দেবতার নিকট। ভগবান্ যদি মিত্রভাবে আসেন, যদি তাঁহার প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হই; তার পর যদি তিনি করুণা-বর্ষী হন, যদি তিনি আপনার করুণার পারাবার উন্মুক্ত করিয়া দেন; বরুণদেব যেমন সন্তপ্ত সকল জনকেই বারিবর্ষণে শান্তিশীতলতা দান করেন, সেই ভগবান্ যদি সেইভাবে বরুণধর্ম্মী হইয়া কৃপা-বর্ষণ করেন; তবেই আমার মত পাপীর রক্ষার উপায় আছে। দ্বিতীয় প্রার্থনার ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্য। ভগবানের করুণা যদি মিত্রভাবে আসে, সে করুণা যদি বরুণের বারিবর্ষণের ন্যায় সকলকে সমভাবে শান্তি দান করে, তবেই আমার আশা আছে। প্রার্থী এই ভাবেই এখানে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন। প্রার্থনার তৃতীয় অংশেও ঐ একরূপ ভাবই প্রকাশমান্। রাত্রিতে সকল প্রাণীই বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করে। তাই প্রার্থনা,—'হে ভগবন্! আপনি রাত্রির ন্যায় বিশ্রামদাতা হইয়া আসুন। পাপী তাপী সকলেই রাত্রির ক্রোড়ে বিশ্রাম-সুখ লাভ করে। হে দেব! তেমন-ভাবে আপনি যদি আসেন, আমার তাহাতে শান্তি-লাভের আশা আছে। নচেৎ, এ ঘোর পাতকী, কিরূপে কোথায় বিশ্রাম প্রাপ্ত হইবে? এই সকল রূপে প্রকাশমান হইয়া ভগবান্ যদি অনুগ্রহ করেন, এবম্প্রকার এক এক ভগবদ্বিভূতি যদি সংসারের প্রতি কৃপাপরায়ণ হন, তাহা হইলেই সবিতৃদেবতা জ্ঞান-কিরণ-বিতরণে উদ্ধার করিবেন। তাই, উপসংহারে বলা হইয়াছে,—'আমাদের উদ্ধারের জন্য আমি সবিতা দেবতাকে প্রার্থনা জানাইতেছি।' প্রথমে অগ্নিকে—তাহাতে জ্ঞানোন্মেষ; উপসংহারে সবিতা দেবতাকে,—তাহাতে জ্ঞানের পূর্ণস্ফূর্ত্তি। এই প্রকারে স্তরে স্তরে ভগবানের করুণা লাভে সমর্থ হইলে, পরিশেষে পরমশ্রেয়ঃ মুক্তি অধিগত হয়। ঋকের ইহাই তাৎপর্য্য। (১ম—৩৫সূ—১ঋ)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চত্রিংশৎসূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যং চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি
ভুবনানি পশ্যন্ ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। কৃষ্ণেন। রজসা। বর্ত্তমানঃ। নিঽবেশয়ন্। অমৃতং। মর্ত্ত্যং। চ।
হিরণ্যয়েন। সবিতা। রথেন। আ। দেবঃ। যাতি।
ভুবনানি। পশ্যন্ ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সবিতা দেবঃ' (জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ) 'কৃষ্ণেন' (অন্ধকারসমাচ্ছন্নেন, পাপকলুষিতেন) 'রজসা' (অন্তরীক্ষেণ, সকললোকেন সহ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'বর্ত্তমানঃ' (বিদ্যমানঃ) অসি; 'চ' (এবং) স দেবঃ 'মর্ত্ত্যং' (মরণধর্ম্মপরং মনুষ্যং) 'অমৃতং' (মরণরহিতং পদং, মোক্ষং) 'নিবেশয়ন্' (প্রাপয়ন্); 'ভুবনানি' (সর্ব্বান্ লোকান্, চরাচরস্য সদসৎকর্ম্মাণি) 'পশ্যন্' (প্রকাশয়ন্, অবলোকয়ন্); 'হিরণ্যয়েন' (অস্মাকং সৎকর্ম্মরূপসুবর্ণনির্ম্মিতেন) 'রথেন' (যানেন) 'আ যাতি' (অস্মৎসমীপং স আগচ্ছতি)। হে মনুষ্য! ত্বং কৃতাশো মা ভূঃ। জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ সর্ব্বত্র বিদ্যমানোঽস্তি, সর্ব্বেষাং কর্ম্মাকর্ম্ম চ পরিপশ্যতি। আত্মকর্ম্মপ্রভাবেন ত্বং তং দেবং লভস্ব। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৫সূ—২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানস্বরূপ সবিতৃদেব অন্ধতমসাচ্ছন্ন (পাপকলুষিত) সকল লোকের মধ্যেই সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান্ আছেন; এবং সেই দেবতা, এই মরণধর্ম্ম-পর মনুষ্যকে মরণরহিত পদ (মোক্ষ) প্রাপ্তি প্রদান করেন; সে দেবতা সর্ব্বলোককে (চরাচরের সদসৎকর্ম্মকে) দেখিয়া থাকেন (প্রকাশ

করেন); আমাদের সৎকর্ম্মরূপ সুবর্ণনির্ম্মিত রথে তিনি আমাদের নিকট আগমন করেন। (১ম—৩৫সূ—২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

সবিতা সূর্য্যঃ কৃষ্ণেন রজসা কৃষ্ণবর্ণেন লোকেন। কৃষ্ণং কৃষ্যতে নিকৃষ্টো বর্ণ ইতি যাস্কঃ। লোকা রজাংস্যুচ্যন্ত ইতি চ। অন্তরিক্ষলোকো হি সূর্য্যাগমনাৎ পুরা কৃষ্ণবর্ণো ভবতি। তেনান্তরিক্ষমার্গেণাবর্ত্তমানঃ পুনঃ পুনরাগচ্ছন্ অমৃতং দেবং মর্ত্ত্যং মনুষ্যং চ নিবেশয়ন্ স্ব স্ব স্থানেঽবস্থাপয়ন্। যদ্বা অমৃতং মরণরহিতং প্রাণং মর্ত্ত্যং মরণসহিতং শরীরং চ নিবেশয়ন্ তথা চারণ্যকাণ্ডে। অমর্ত্ত্যো মর্ত্ত্যেন সযোনিরিত্যেতস্য। মন্ত্রভাগস্য ব্যাখ্যানরূপে ব্রাহ্মণে প্রাণোঽমৃতঃ শরীরং মর্ত্ত্যমিত্যয়মর্থোঽবগম্যতে। মর্ত্ত্যানি ইমানি শরীরাণি। অমৃতৈষা দেবতেতি। যথোক্ত গুণোপেতঃ সবিতা দেবো ভুবনানি সর্ব্বান্ লোকান্ পশ্যন্ অবেক্ষমাণঃ। প্রকাশয়ন্নিত্যর্থঃ। হিরণ্যয়েন সুবর্ণনির্ম্মিতেন রথেনায়াতি অস্মৎসমীপমাগচ্ছতি॥

অমৃতং। মৃতং মরণং নাস্ত্যস্যেতি বহুব্রীহৌ নঞো জরমরমিত্রমৃতা ইত্যুত্তরপদাদ্যু-দাত্তত্বং। মর্ত্ত্যং। মর্ত্তে ভবং। ভবেচ্ছন্দসীতি যৎ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। হিরণ্যয়েন। ঋত্ব্যবাস্ত্ব্যেত্যাদিনা ময়টো মকারলোপো নিপাতিতঃ। যস্যেতি প্রত্যয়স্বরঃ। ভুবনানি। ভূসত্তায়াং। ভূ সূ ধূ ভ্রস্জিভ্যশ্ছন্দসীতি কৃান্ প্রত্যয়ঃ। যোরনাদেশ উবঙাদেশঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—৩৫সূ—২ঋ)।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সবিতা সূর্য্যদেব, কৃষ্ণবর্ণ লোকের দ্বারা অন্তরীক্ষমার্গে বর্ত্তমান হইয়া পুনঃপুনঃ আগমন পূর্ব্বক দেবতাকে ও মনুষ্যকে স্বস্বলোকে অবস্থাপিত করেন। যাস্ক বলেন,—কৃষ্ণ এই পদটী, কৃষ ধাতু হইতে উৎপন্ন। অতএব, ইহার অর্থ—নিকৃষ্ট বর্ণ এবং 'রজস্' শব্দের অর্থ—লোক। অন্তরীক্ষলোক সূর্য্যের আগমনের পূর্ব্বে কৃষ্ণবর্ণ ছিল। অথবা অমৃত শব্দের অর্থ—মরণরহিত প্রাণ এবং মর্ত্ত শব্দের অর্থ—মরণ-সহিত দেহ, ইহাদিগকে অবস্থিত করেন। অরণ্যকাণ্ডে সেইরূপ আম্নাত হইয়াছে; যথা,—অমর্ত্ত্যোরমর্ত্ত্যেন ইত্যাদি। যথোক্তগুণযুক্ত সূর্য্যদেব, লোকসমূহকে প্রকাশ করিতে করিতে সুবর্ণ নির্ম্মিত রথের দ্বারা আমাদিগের নিকটে আগমন করেন।

'মৃত' অর্থাৎ, মরণ নাই ইহার—এই অর্থে 'অমৃতং' এই পদটীর বহুব্রীহি সমাসে 'নঞো জরমরমিত্রমৃতাঃ' সূত্র দ্বারা পরপদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'মর্ত্তে উৎপন্ন' এই অর্থে—'মর্ত্ত্যং' এই পদটী, 'ভবে ছন্দসি' সূত্র দ্বারা যৎ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। ইহার 'যতোঽনাবঃ' সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত। 'হিরণ্যয়েন' পদের 'ঋত্ব্যবাস্ত্ব্য' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ময়ট্ প্রত্যয়ের মকারের লোপ নিপাতনে সিদ্ধ। 'যস্যেতি' সূত্র দ্বারা লোপের পর প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। 'ভুবনানি' এই পদটী, সত্তার্থক 'ভূ' ধাতুর উত্তর 'ভূসূধূভ্রস্জিভ্যশ্ছন্দসি' সূত্র দ্বারা 'কৃান্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। এস্থলে যু এর স্থানে অনাদেশ হইলে উবঙাদেশ হইয়াছে। নিত্বহেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত॥ ২॥

দ্বিতীয় (৪১০) ঋকের বিশদার্থ

——:•:——

এই ঋকৃটি ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যাবিধির অন্তর্ভূত,—সূর্য্যোপাসনায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের নিত্য উচ্চারিত এই মন্ত্রের অর্থ-সম্বন্ধেও কতই মতান্তর দেখি।

নানা দিক দিয়া ঋকৃটির নানারূপ অর্থ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। ঋকের সাধারণ-প্রচলিত অর্থ এই যে,—'সূর্য্যদেব অন্ধকারময় কৃষ্ণবর্ণ অন্তরীক্ষ-লোকে আসিয়া যখন উপস্থিত হন, তখন মর ও অমর সকলে জাগিয়া উঠেন, চরাচর বিশ্ব তাঁহার আলোকে প্রকাশ পায়, এবং তিনি আপনার সুবর্ণ রথে আরোহণ করিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন করেন।' এই ঋকের 'আবর্ত্তমানঃ' এবং 'আ যাতি' পদদ্বয় উপলক্ষ্যে যে নানা বিতর্ক উঠিয়া থাকে, সূক্তের সূচনায় আমরা তাহার একটু আভাষ দিয়াছি। ঐ দুই পদ উপলক্ষ্যেই একশ্রেণীর ব্যাখ্যাকারগণ সিদ্ধান্ত করেন,— 'আর্য্যেরা সূর্য্যকে গতিশীল বলিয়া জানিতেন; পৃথিবীর যে গতি আছে, সে জ্ঞান তাঁহাদের ছিল না' ইত্যাদি। মন্ত্র হইতে ঐরূপ অর্থ যে অধ্যাহার করা যায় না, এমন কথা আমরা বলি না। কামদুঘা সংস্কৃতভাষা, কল্পতরু বেদ,—যে ফল চাহিবেন, তাহাই প্রাপ্ত হইবেন; তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে সঙ্গতি-অসঙ্গতি পক্ষে একটু বিচার করা প্রয়োজন।

আমরা দুই দিক হইতে দুই প্রকারে ঋকটির ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহাতে দুই প্রকার অর্থেই একই অভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হইতেছি। প্রথমতঃ,—যে শব্দের যে অর্থে সূর্য্যকে গতিশীল প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হইতেছিল, সেই শব্দের সেই অর্থেই সূর্য্যকে স্থির অচঞ্চল বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। ঋকে একটি উপসর্গ আছে—'আ,' আর একটী পদ আছে—'বর্ত্তমানঃ'। ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ ঐ 'আ' উপসর্গটিকে 'বর্ত্তমানঃ' পদের সহিত যোগ করিয়া দিয়া, অর্থ করিতেছেন

—'সূর্য্যের আবর্ত্তন, তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে—সূর্য্যের গতি আছে।' আমরা এ সংযোগকে বিসদৃশ সংযোগ এবং এরূপ ভাব-পরিগ্রহকে অন্যায় অত্যাচার বলিয়া মনে করি। পরন্তু, আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ 'আ' আর 'বর্ত্তমানঃ' এই দুই পদে সূর্য্যের অচঞ্চল ভাবই দ্যোতনা করে। 'আ' উপসর্গের অর্থ ধরি—সর্ব্বতোভাবে; এবং 'বর্ত্তমানঃ' পদের অর্থ—বিদ্যমান। ইহাতে সূর্য্য যে সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান আছেন, তিনি যে অন্যান্য গ্রহাদির ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ান না—এই ভাবই প্রকট হয়। ফলতঃ, যে পদে সূর্য্যের গতি প্রতিপন্নের প্রয়াস দেখি, সেই পদেরই অর্থে সপ্রমাণ হয়—তিনি স্থির—গতিশীল নহেন। দেখুন, সূর্য্যপক্ষে যে ভাব যে অর্থ প্রাপ্ত হই, আধ্যাত্মিক-পক্ষে জ্ঞানস্বরূপ ভগবান্-সম্বন্ধেও সেই ভাবই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। উভয়ত্রই স্থির অচঞ্চলভাবে অবস্থিতির প্রসঙ্গই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়। সূর্য্যপক্ষে—তিনি অন্ধতমসাচ্ছন্ন অন্তরীক্ষলোকে বিদ্যমান্ থাকিয়া, সংসারে আলোক-কিরণ বিতরণ করিতেছেন; জ্ঞানস্বরূপ ভগবৎ-পক্ষ—তিনি এই পাপ-কলুষিত সংসারের সহিত সর্ব্বতোভাবে অবস্থিত থাকিয়া জীবের গতি-মুক্তির উপায় বিধান করিতেছেন। দুইপক্ষেই অবস্থিতির ভাব। গতির ভাব কোনপক্ষেই পরিস্ফুট নহে,—সঙ্গতও নহে।

মন্ত্রের শেষাংশস্থিত 'আ যাতি' পদের দ্বারাও সূর্য্যের গতি প্রতিপন্ন হয় না সূর্য্যপক্ষে ঐ অংশের ভাব এই যে, তাঁহার বিদূরিত জ্যোতিঃ-রশ্মি আমাদিগকে প্রাপ্ত হয়। ভগবৎপক্ষে ভাব এই যে, আমাদের কর্ম্ম প্রভাবেই ভগবানকে আমরা প্রাপ্ত হই। এ অংশ সাধকের অনুচিন্তনের ও অনুধ্যানের বিষয়ীভূত। এ অংশ—ভাবরাজ্যের এক অমূল্য সম্পৎ। এখানে সূর্য্যের গতিশীলতার প্রসঙ্গ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। পরন্তু, ইহা হইতেই সূর্য্য স্থিতিশীল বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছে।

উপসংহারে সমগ্র মন্ত্রটীর মর্ম্ম একবার অনুশীলন করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। আমরা মন্ত্রটীকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি (আমাদের অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যার অনুসরণ করুন)। প্রথম, আমরা দেখিতেছি, মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'সেই জ্ঞান স্বরূপ ভগবান্ সকল

লোকেই বিদ্যমান্ আছেন।' আমি পাপী, আমি পরিতপ্ত, হতাশ-সাগরে ভাসমান হইয়া আমি হয় তো মনে করিতে পারি,—'দেবতা স্বর্গে থাকেন, তাঁহার সঙ্গে এই পাপকলুষিত মর্ত্ত্যজীব আমার কোনই সম্বন্ধ-সংশ্রবের সম্ভাবনা নাই।' মন্ত্রাংশ, সেই হতাশে আশ্বাস প্রদান করিতেছে। মন্ত্র বলিতেছে,—'হে সংসার-কীট। তোমার ভয় নাই। সেই জ্ঞানস্বরূপ দেব সর্ব্বত্র অচঞ্চল বিদ্যমান আছেন,—এই পাপ-কলুষিত সংসারেও তিনি বর্ত্তমান রহিয়াছেন।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের প্রথমাংশের ('সবিতা'...'বর্ত্তমানঃ' অংশের) ইহাই মর্ম্ম।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের (অন্বয়বোধিনী-ব্যাখ্যার "চ" হইতে "নিবেশয়ন্" অংশের) প্রতি লক্ষ্য করুন। এই অংশের প্রচলিত অর্থ,—'সেই সবিতা দেবতা মরগণকে এবং অমরগণকে বিরাম-স্থান দেন।' ইহাতেও একটা ভাব আসে বটে; তিনি দেবগণকেও কৃপা করেন, মনুষ্যগণকেও কৃপা করেন—এই মাত্র বুঝা যায়। কিন্তু আমরা মনে করি, ঐ অংশের অভ্যন্তরে এক নিগূঢ় তত্ত্বকথা বিদ্যমান আছে। যে অমৃতত্ব লাভ করিয়াছে, সেই অমৃতকে (অমৃতং) আবার নিবাস-স্থান দিবার কি আছে? অমৃত—নিবাসস্থানের অতীত অবস্থা। সুতরাং, 'অমৃতকে ও মর্ত্ত্যকে নিবাসস্থান দেন বা বিরামস্থান দেন'—এরূপ বাক্যের কোনও অর্থই হয় না। তবে কি?—আমরা বলি, ঐ অংশের সঙ্গত অন্বয় ও অর্থ হয়—আমাদের 'অন্বয়-বোধিকা ব্যাখ্যায়' অনুসরণে যদি 'সেই জ্ঞানস্বরূপ দেবতা এই মরণধর্ম্মী মানুষকেও অমৃতত্ব প্রদান করেন।' আমরা মনে করি, সেই ভাবই এখানে পরিস্ফুট। তাহাতে, হতাশ অনুতপ্ত জীব, আশার এক নবীন আলোক-রশ্মি প্রত্যক্ষ করিতে পারে। তাহার নবজীবনের পথ সে পরিষ্কৃত দেখিতে পায়। সে পক্ষে মন্ত্রের তাহাই দ্বিতীয় স্তর।

মন্ত্রের তৃতীয় অংশ—'ভুবনানি পশ্যন্।' এখানে সূর্য্য পক্ষে বলা যায়, তাহার প্রকাশে ভুবন প্রকাশ পায়। জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের পক্ষে বলা যায়, তিনি সংসারের সকলই দেখিতে পান। তুমি যে দিন যেমন কর্ম্মই কর না কেন, সকলই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। তোমার শত চেষ্টা সঞ্জাত গোপনের কর্ম্মও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারিতেছে না;

তোমার প্রকাশ্যের কর্ম্মেও তিনি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়াছেন। তোমার অন্তর ও বাহির কিছুই তাঁহার অপরিজ্ঞাত নহে। মন্ত্রের পূর্ব্ব দুই অংশে যে আশার সঞ্চার হইয়াছিল, সেই আশা কিরূপে ফলবতী হইতে পারে, এখানে তাহারই ইঙ্গিত দেওয়া হইল।

মন্ত্রের উপসংহার—'হিরণ্যয়েন রথেন আ যাতি।' ভ্রান্তবুদ্ধি মনে করিতে পারেন, বুঝি বা স্বর্ণনির্ম্মিত রথের কথাই বলা হইল, বুঝি বা স্বর্ণ-ময় রথেই সবিতা দেবতা যজ্ঞস্থলে আসিয়া থাকেন। কিন্তু, নিগূঢ় তাৎপর্য্য কি তাই? পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রাখিয়া বিচার করুন। তবেই বুঝিতে পারিবেন,—সে রথই বা কি, আর সে হিরণ্যই বা কি? যখনই বলা হইয়াছে—তিনি সর্ব্বদর্শী, যখনই বুঝিতে পারিয়াছি—তিনি সকলই—দেখিতে পান, যখন সতর্ক করিয়া দিয়াছে—মন্ত্রের তৃতীয়াংশ—'ভুবনানি পশ্যন্'; তখনই রথের স্বরূপ এবং হিরণ্যের মর্ম্ম অনুভূত হওয়া আবশ্যক। 'রথ' শব্দে যে আমাদের কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য আছে, একাধিক স্থানে তাহা ব্যক্ত করিয়াছি। আমাদের কর্ম্মরূপ রথে যে ভগবান্ আমাদের নিকট সংবাহিত হন, এ তত্ত্বও নানাস্থানে বিশদীকৃত হইয়াছে। এখানে এখন একটী মাত্র ভাবিবার বিষয়—'হিরণ্যয়েন' পদ। বড় সমীচীন সঙ্গত ভাবই ঐ পদে ব্যক্ত হইয়াছে। রথ হিরণ্ময় হইলে যেমন আরোহীর আনন্দ হয়, সে রথের প্রতি যেমন আরোহীর স্নেহ দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়, মানুষের সৎকর্ম্মসমূহ সেইরূপ ভগবানকে আকৃষ্ট করিতে পারে। সৎকর্ম্মই হিরণ্যময় রথ। সেই রথেই ভগবান্ মানুষের হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত হন। সে পক্ষে মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'মানুষ! তুমি সদা সৎকর্ম্মশীল হও; ভগবান আসিয়া তোমাতে অধিষ্ঠিত হইবেন, তুমি মরণধর্ম্মী মনুষ্য হইয়াও অমরত্বলাভে সমর্থ হইবে। কেন হতাশ হও? কেন পাপের সংসারে পড়িয়াছ বলিয়া ম্রিয়মাণ হইয়াছ? সর্ব্বব্যাপী ভগবান্ সর্ব্বত্র বিদ্যমান্ আছেন। তাঁহার তীব্র দৃষ্টি সর্ব্বদা সকলের প্রতি সমভাবে ন্যস্ত রহিয়াছে। কর্ম্ম কর—সদা সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও; তোমার মুক্তিদানের জন্য, ঐ দেখ, তাঁহার স্নেহ কর চির প্রসারিত রহিয়াছে।' (১ম—৩৫সূ—২ঋ)।

—— • ——

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথম মণ্ডলং। পঞ্চত্রিংশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

যাতি দেবঃ প্রবতা যাত্যুদ্বতা যাতি
শুভ্রাভ্যাং যজতো হরিভ্যাং।
আ দেবো যাতি সবিতা পরাবতোঽপ
বিশ্বা দুরিতা বাধমানঃ ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যাতি। দেবঃ। প্রঽবতা। যাতি। উৎঽবতা। যাতি।
শুভ্রাভ্যাং। যজতঃ। হরিঽভ্যাং।
আ। দেবঃ। যাতি। সবিতা। পরাঽবতঃ। অপ।
বিশ্বা। দুঃঽইতা। বাধমানঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সবিতা দেবঃ' (জ্ঞানস্বরূপো দ্যোতমানঃ স দেবঃ) 'যজতঃ' (যষ্টব্যঃ, সদা অর্চনীয়ঃ); 'শুভ্রাভ্যাং' (কলুষরহিতাভ্যাং) 'হরিভ্যাং' (রশ্মিভ্যাং, জ্যোতির্ভ্যাং) স দেবঃ 'প্রবতা' (প্রবণবতা মার্গেণ, নিকৃষ্টস্থানেঽপি, পাপিনাং পরিত্রাণার্থং ইতি যাবৎ) 'যাতি' (গচ্ছতি), তথা 'উদ্বতা' (উৎকৃষ্টস্থানেন, সাধুসমীপং) 'যাতি' (গচ্ছতি); 'বিশ্বা' (বিশ্বানি, সর্বাণি)

'দুরিতা' (পাপানি) 'অপবাধমানঃ' (বিনাশয়ন্) 'পরাবতঃ' (দূরদেশাৎ) 'আ যাতি' (উপাসকসমীপং আগচ্ছতি)। সংশয়ান্বিতো মা ভূঃ। জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ সর্ব্বত্রগমনশীলঃ। অসীমা তস্য করুণা। উপাসকস্য পাপবিনাশার্থং সদৈব তৎসকাশং আয়াতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৫সূ—৩ঋ)।

* • *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞান-স্বরূপ দ্যোতমান সেই দেবতা—সর্ব্বদা অর্চ্চনীয় ; (অর্থাৎ সদা জ্ঞানার্জ্জনে জ্ঞানস্বরূপ দেবতার পূজা বিধেয়) ; নিষ্কলুষ জ্যোতির মধ্য দিয়া (অনাবিল জ্ঞানের ক্ষীণরশ্মির সাহায্যেই) সেই দেবতা (পাপীর পরিত্রাণার্থ) নিকৃষ্টস্থানে গমন করেন, আবার উৎকৃষ্ট স্থানেও (সাধু সমীপেও) গমন করেন ; সর্ব্ববিধ পাপ-সমূহকে বিনাশ করিয়া, অতিদূর স্থান হইতে তিনি উপাসক-সমীপে উপস্থিত হন। (১ম—৩৫সূ—৩ঋ)।

* • *

সায়ণ-ভাষ্যং।

দেবো দীপ্যমানঃ সবিতা প্রবতা প্রবণবতা মার্গেণ যাতি। গচ্ছতি। তথোদ্বতোৎকৃষ্টেনোর্দ্ধদেশযুক্তেন মার্গেণ যাতি। উদয়ানন্তরং আ মধ্যাহ্নমূর্দ্ধো মার্গঃ। তত উপরি আ সায়ং প্রবণো মার্গ ইতি বিবেকঃ। তথা যজতো যষ্টব্যঃ স দেবঃ শুভ্রাভ্যাং শ্বেতাভ্যাং হরিভ্যামশ্বাভ্যাং যাতি। দেবযজনদেশে গচ্ছতি। সবিতা দেবো বিশ্বা দুরিতা সর্ব্বাণি পাপান্যপবাধমানো বিনাশয়ন্ পরাবতো দূরদেশাৎ। পরাবত ইতি দূরনামসু পঠিতত্বাৎ। তাদৃশাদ্দ্যুলোকাদায়াতি। যাগদেশে আগচ্ছতি॥

প্রবতা। বণ ষণ সম্ভক্তৌ। অস্মাৎ প্রপূর্ব্বাৎ কিপ্। গমাদীনামিতি বক্তব্যমিত্যনুনাসিক-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

দীপ্যমান সবিতৃদেব, প্রবণপথে গমন করেন। সেইরূপ উৎকৃষ্ট উর্দ্ধদেশযুক্ত পথে গমন করেন। উদয়ের পর মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত উর্দ্ধমার্গ এবং তাহার পর সায়ংকাল পর্য্যন্ত প্রবণমার্গ নামে অভিহিত হয়। যজনীয় সেই দেব শ্বেতবর্ণ অশ্বদ্বয়ের দ্বারা দেবযজন স্থানে গমন করেন। সবিতৃদেব, পাপসমূহকে বিনাশ করিতে করিতে সুদূর দ্যুলোক হইতে যজ্ঞস্থলে আগমন করেন। 'পরাবত' এই পদটী দূরের নামের মধ্যে পঠিত হওয়ায়, 'পরাবতঃ' শব্দের অর্থ—দূর।

প্র-পূর্ব্বক সংভক্তি অর্থদ্যোতক বণ ধাতুর উত্তর কিপ্ প্রত্যয়ে 'গমাদীনামিতি বক্তব্যং' এই বক্তব্য সূত্রানুসারে ন এর লোপ এবং তুক (ৎ) আগম করিয়া 'প্রবতা' পদটী নিষ্পন্ন

লোপঃ। তত্তস্তক্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। উদ্বতা। উৎপূর্ব্বাদ্বনতেঃ পূর্ব্ববৎ প্রক্রিয়া। যজতঃ। ভৃমৃদৃশীত্যাদিনা যজতেঃ কর্ম্মণ্যতচ্প্রত্যয়ঃ। বিশ্বা দুরিতা। উভয়ত্র শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ॥ ৩॥ (১ম—৩৫সূ—৩ঋ)।

তৃতীয় (৪১১) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রচলিত অর্থে সূর্য্যের গতির বিষয় প্রখ্যাপিত হয়। সূর্য্য যে দুই প্রহরের পর নিম্নগতি প্রাপ্ত হন, প্রচলিত ব্যাখ্যানুসারে 'প্রবতা' পদ তাহাই (নিম্নপথই) খ্যাপন করিতেছে; আর, প্রভাত হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত তাঁহার যে উর্দ্ধগতি, 'উদ্বতা' পদে তাহাই ব্যক্ত হইতেছে। সূর্য্য একবার উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হন বা একবার নিম্নগতিতে বিচালিত হন, ভাষ্যকারের ও ব্যাখ্যাকারগণের তাহাই অভিমত। ইহাই মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ। তদনুসারে মন্ত্রের শেষাংশের মর্ম্ম এই যে, হরি নামক শ্বেতবর্ণ অশ্বে আরোহণ করিয়া সূর্য্য সর্ব্বত্র গমন করেন (শুভ্রাভ্যাং হরিভ্যাং যাতি) এবং বিপদ ও পাপ দূর করিয়া স্বর্গলোক হইতে যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হন।

এখন আমাদের পরিগৃহীত অর্থের যৌক্তিকতা অনুধাবন করুন। এই ঋকে যে সূর্য্যের গতির বিষয় প্রখ্যাপিত হইয়াছে, আমরা তাহা মনে করি না। আমরা বলি, 'প্রবতা' এবং 'উদ্বতা' শব্দদ্বয়ে যে নিম্নস্থান ও উচ্চস্থান অর্থ আসে, তাহার ভাব এই যে, সেই পরম কারুণিক দেবতার গতিবিধির স্থান অস্থান নাই, তিনি পাপীর নিকট এবং পুণ্যবানের নিকট সর্ব্বত্রই গতিবিধি করেন। এ পক্ষে পূর্ব্ব ঋকের সহিত এ ঋকের ভাব-সঙ্গতি লক্ষ্য করুন। এখানে এক অতি উদার উচ্চ ভাব প্রকাশ পাইতেছে। পাপী! তুমি হতাশ হও কেন? দয়াল ভগবান যে কেবল সতের ও সাধুরই 'একচেটিয়া' সামগ্রী, তাহা নহে। তিনি তোমারও, তিনি তাঁহারও, তিনি সকলেরই। তুমি নিম্নস্তরে আছ, তিনি উচ্চস্তরে আছেন। সে জন্য তোমার নৈরাশ্যের কোনও কারণ নাই। 'প্রবতা

হইয়াছে। ইহার কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'উদ্বতা' এই পদটী, উৎ-পূর্ব্বক 'বন্' ধাতুর পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়াতে নিষ্পন্ন। 'যজতঃ' এই পদটী, যজ ধাতুর উত্তর 'ভৃমৃদৃশি' এই সূত্র দ্বারা কর্ম্মবাচ্যে অতচ্ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। 'বিশ্বা' এবং 'দুরিতা' এই পদদ্বয়ের 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' সূত্র দ্বারা শি এর লোপ হইয়াছে॥ ৩॥

যাতি' এবং 'উদ্বতা যাতি' বাক্যাংশে, আমরা মনে করি, এই উদার নীতি প্রকাশ পাইয়াছে।

অতঃপর বিবেচনা করিয়া দেখুন—তিনি কি ভাবে বা কিসের সাহায্যে আগমন করেন! ঋকের বাক্য—'শুভ্রাভ্যাং হরিভ্যাং।' ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় প্রকাশ পাইল—'শ্বেতবর্ণ অশ্বের দ্বারা।' ঐ পদদ্বয় সূর্য্যপক্ষে প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করিলেও, উহার কোন অর্থ হয় না। সূর্য্য কি শ্বেতবর্ণ ঘোটকে চড়িয়া আসেন? কৈ—কেহ কখনও তাহা দেখিয়াছেন কি? অতএব, বুঝিতে হইবে, এখানে রূপক-অলঙ্কার-সাহায্যে কোনও এক পরম তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। সূর্য্যপক্ষে অর্থ করিতে হইলে, স্বীকার করিতে হয়, তিনি জ্যোতির রশ্মির বা কিরণের দ্বারা আমাদের নিকট উপস্থিত হন,—সূর্য্যের শুভ্র কিরণ আমরা প্রাপ্ত হই। আধ্যাত্মিক-পক্ষে নিগূঢ়ভাব বিষয়ে, বুঝা যায়, এখানে বলা হইতেছে,—বিশুদ্ধ যে জ্ঞান, কলুষ-রহিত যে ভগবদ্বুদ্ধি, তাহার দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।' 'হরিভ্যাং' পদের সহিত 'শুভ্রাভ্যাং' পদের সংযোগে—নিগূঢ় ভাব প্রকাশ করে। অনেকে অনেক অসৎকর্ম্ম দ্বারা ভগবানের প্রীতিসাধন করিতেছেন মনে করেন। এক শ্রেণীর উপাসক মদ্যপানে পরদারগমনে ব্যভিচারে পুণ্য সঞ্চয় হইতেছে—বিশ্বাস করিয়া থাকেন। দস্যুরা সময়ে সময়ে কালীপূজা করিয়া দস্যুতায় প্রবৃত্ত হয়। মনে করে,—ঐরূপ পূজার ফলে তাহাদের দস্যুতা-কার্য্যও পুণ্যজনক হইবে। কিন্তু সে তাহাদের বিভ্রম। 'শুভ্রাভ্যাং হরিভ্যাং' পদদ্বয়, সেই বিভ্রমের বিষয়ই বুঝাইয়া দিতেছে। বলিতেছে,—'যে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, যে জ্ঞানটুকু অর্জ্জন করিবে, সেটুকু যেন নির্ম্মল বিশুদ্ধ হয়, তাহাতে যেন কলুষ-ক্লেদ-সংস্রব আদৌ না থাকে। সৎকার্য্যে, সচ্চিন্তার সৎসাহায্যে যে জ্ঞান-রশ্মি (হউক না কেন সামান্য) সঞ্চিত হয়, তাহারই মধ্য দিয়া ভগবান আগমন করেন। নীচস্থানেই থাক, আর উচ্চস্থানেই থাক, সদ্জ্ঞানলাভে প্রযত্নপর হও,—ভগবানের করুণা আপনিই প্রাপ্ত হইবে। আমরা মনে করি, মন্ত্রের প্রথমাংশ এই আশ্বাসের বাণী ঘোষণা করিতেছে।

মন্ত্রের শেষাংশ—সেই বাণীরই দৃঢ়তা-সাধক। মন্ত্রে বলা হইয়াছে—'সেই জ্ঞানস্বরূপ দেবতা সর্ব্বদা অর্চ্চনীয়।' কিন্তু তাহাতে ভুমি

মনে করিতে পার,—'তিনি কত দূরে কোন্ স্বর্গলোকে আছেন, আমার অর্চনা—আমার এ ক্ষীণস্বর—তাঁহার কর্ণে পৌঁছিবে কি? পরন্তু আমার চারিদিকে পাপরাশি আমাকে ঘেরিয়া আছে। পাপ কলুষের সে দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া তাঁহার আসার আশা দুরাশা নহে কি?' মন্ত্রের শেষাংশ (অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যার "বিশ্বা দুরিতা" হইতে "পরাবত আয়াতি" অংশ), সেই সংশয়-প্রশ্নেরই উত্তর বলিয়া মনে করিতে পারি। এখানে বলা হইতেছে,—'যত দূরদেশেই থাকুন তিনি, যত পাপের কলুষই পথের প্রতিবন্ধক হউক; তাঁহার সে সমস্ত বাধা অপসারণ করিয়া, সে সমস্ত পাপ নাশ করিয়া, তিনি তোমার সমীপস্থ হইবেন। তুমি তাঁহার অর্চনাপরায়ণ হও,—সৎকার্য্যে সৎসাহায্যে তুমি একটু একটু করিয়া সদ্জ্ঞান সঞ্চয় কর। সেই ক্ষীণ জ্ঞান-রশ্মির মধ্য দিয়াই তিনি তোমার হৃদয়-মন্দিরে আগমন করিবেন। সংশয়ান্বিত হইও না। সেই জ্ঞানস্বরূপ দেব সর্ব্বত্রগমনশীল! তাঁহার অসীম করুণা। উপাসকের পাপ-বিমোচনার্থ তিনি সর্ব্বদাই তৎসকাশে উপস্থিত হন।' আমরা মনে করি, ইহাই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। (১ম—৩৫সূ—৩ঋ)।

—•—

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চত্রিংশৎ সূক্তং। চতুর্থী ঋক্)।

অভীবৃতং কৃশনৈর্ব্বিশ্বরূপং হিরণ্যশম্যং
যজতো বৃহন্তং।
আস্থাদ্রথং সবিতা চিত্রভানুঃ কৃষ্ণা
রজাংসি তবিষীং দধানঃ॥ ৪॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অভিঽবৃতং। কৃশনৈঃ। বিশ্বঽরূপং। হিরণ্যঽশম্যং।

যজতঃ। বৃহন্তং।

আ। অস্থাৎ। রথং। সবিতা। চিত্রঽভানুঃ। কৃষ্ণা।

রজাংসি। তবিষীং। দধানঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সবিতা' (জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ) 'যজতঃ' (যষ্টব্যঃ, সদার্চ্চনীয়ঃ) ; স 'চিত্রভানুঃ' (বিচিত্র-রশ্মিযুতঃ, বিবিধ প্রকারেণ লোকানুগ্রাহকঃ), 'কৃষ্ণা রজাংসি' (অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্নান্ লোকান্ অনুগ্রহীতুং) 'তবিষীং' (স্বকীয়প্রকাশরূপং বলং) 'দধানঃ' (ধারয়ন্, সদৈব বিতরতি ইতি ভাবঃ), স দেবঃ 'কৃশনৈঃ' (সৎসংশ্রবরূপসুবর্ণৈঃ) 'বিশ্বরূপং' (নিখিলরূপযুতং, জগ-দ্ব্যাপ্তং) 'অভিবৃতং' (পুরতো বিদ্যমানং) 'হিরণ্যশম্যং' (সদ্ভাবরূপহিরণ্ময়শঙ্কুসমন্বিতং) 'বৃহন্তং' (মহান্তং) 'রথং' (কর্ম্মরূপযানং) 'আস্থাৎ' (আস্থিতবান, চিরবিদ্যমান ইতি ভাবঃ)। অস্মাকং সৎকর্ম্মরূপরথে অধিষ্ঠিতঃ স দেব অজ্ঞানান্ধকারাভিভূতান্ অস্মান্ (পরিত্রায়তি) ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৫সূ—৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানস্বরূপ সবিতা দেব—সর্ব্বদা অর্চ্চনীয় ; তিনি বিচিত্ররশ্মিযুত, অর্থাৎ বিবিধ প্রকারে জ্ঞানকিরণ বিতরণে মনুষ্যকে অনুগ্রহ করেন, এবং অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন লোকদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য আত্মপ্রকাশরূপ শক্তি সর্ব্বদা ধারণ করিয়া আছেন (সদা সেই শক্তি বিতরণ করিতেছেন); সেই দেবতা সৎসংশ্রবরূপ সুবর্ণের দ্বারা নির্ম্মিত নিখিলরূপযুত (জগদ্ব্যাপ্ত), সর্ব্বত্র বিদ্যমান, সদ্ভাবরূপ-হিরণ্ময় শঙ্কু-সমন্বিত কর্ম্মরূপ মহৎ যানে অবস্থিত (চির বিদ্যমান্) আছেন। (১ম—৩৫সূ—৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং ।

সবিতা রথমাস্থাৎ। আস্থিতবান্। আরূঢ়বানিত্যর্থঃ। কীদৃশং অভীবৃতং অভিতো বর্ত্তমানং। তথা কৃশনৈর্ব্বিশ্বরূপং। সুবর্ণেন নানারূপং। কৃশনং লোহমিতি সুবর্ণনামসু পাঠাৎ। কচিৎ সুবর্ণনির্ম্মিতগজপঙ্‌ক্তিঃ কচিদশ্বপঙ্‌ক্তিঃ কচিন্মনুষ্যপঙ্‌ক্তিরিত্যেবং বহুরূপত্বং। হিরণ্যশম্যং। অশ্বানাং স্কন্ধেষু রথযোজনবেলায়ং নিয়ন্তুং প্রক্ষেপ্যমানাঃ শঙ্কবঃ শম্যাঃ। তাঃ সুবর্ণময্যো রথে বর্ত্ততে। বৃহন্তং। প্রৌঢ়ং। কীদৃশঃ সবিতা। যজতঃ। যষ্টব্যঃ। চিত্রভানুঃ। বিবিধরশ্মিযুক্তঃ কৃষ্ণা রজাংস্যন্ধকারযুক্তেতয়া কৃষ্ণবর্ণান্ লোকানুদ্দিশ্য তমোনিবারণার্থং তবিষীং বলং স্বকীয়ং প্রকাশরূপং দধানঃ ॥

অভীবৃতং। অভিতো বর্ত্তত ইত্যভিবৃৎ। বৃতু বর্ত্তনে। কিপি ন হি বৃতীত্যাদিনা। পা০ ৬।৩।১১৬। পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘত্বং। বিশ্বরূপং। বিশ্বানি রূপানি যস্যাসৌ বিশ্বরূপঃ। বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়ামিতি ব্যত্যয়েনাসংজ্ঞায়ামপি পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। হিরণ্যশম্যং। হর্য্যগতিকান্ত্যোঃ। হর্য্যতেঃ কন্যন্ হির চ। উ০ ৫।৪৪। ইতি কন্যন্ প্রত্যয়ো ধাতোর্হিরাদেশশ্চ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। আস্থাৎ। তিষ্ঠতের্লুঙি গাতিস্থেতি সিচো লুক্। কৃষ্ণা। কৃষের্ব্বর্ণে। উ০ ৩।৪। ইতি নক্ প্রত্যয়ঃ। শেচ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ। তবিষীং। তবতিঃ সৌত্রোধাতুঃ। তবের্ণিদ্বা। উ০ ১।৪৮। ইতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সবিতৃদেব রথে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিরূপ রথ?—না, সম্মুখে বর্ত্তমান, সুবর্ণের দ্বারা নানারূপ। সুবর্ণ নামের মধ্যে 'কৃশনং লোহং' এইরূপ পাঠ আছে। কোথাও সুবর্ণনির্ম্মিত গজসমূহ, কোথাও স্বর্ণনির্ম্মিত অশ্বসমূহ এবং কোথাও বা সুবর্ণনির্ম্মিত মনুষ্যসমূহ—এইরূপ সুবর্ণের দ্বারা নানা প্রকার বিচিত্রিত। অশ্বসমূহের স্কন্ধে রথযোজনকালে অশ্বকে তাড়না করিবার নিমিত্ত প্রক্ষেপ্যমান শঙ্কুসমূহ সুবর্ণময়ী হইয়া রথে বর্ত্তমান আছে। রথ এবম্ভূত ও বৃহৎ। সবিতৃদেব কিরূপ?—না, যজনীয়, বিবিধ রশ্মিযুক্ত এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া কৃষ্ণবর্ণ লোকসমূহকে উদ্দেশ করিয়া, অন্ধকার-বিনাশার্থ স্বীয় প্রকাশরূপ বলধারী।

'অভীবৃতং' এই পদটীতে 'সম্মুখে বর্ত্তমান' এই অর্থে বর্ত্তনার্থক বৃতু ধাতুর উত্তর কিপ্ করিয়া 'কিপি নহিবৃতি' (পা০ ৬৩১১৬) এই সূত্র দ্বারা পূর্ব্বপদের দীর্ঘ হইয়াছে। 'বিশ্ব হইয়াছে রূপ যাঁহার' এই অর্থে 'বিশ্বরূপং' এই পদটীতে, 'বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়াং' এই সূত্র দ্বারা অসংজ্ঞাতেও ব্যত্যয়ে পূর্ব্বপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'হিরণ্যশম্যং' এই পদটীতে হিরণ্য পদটী, গতি ও কান্তি অর্থবিশিষ্ট 'হর্য্য' ধাতুর উত্তর 'হর্য্যতেঃ কন্যন্ হিরচ' (উ০ ৫৪৪) এই সূত্র দ্বারা 'কন্যন্' প্রত্যয় ও ধাতুর স্থানে 'হির' আদেশ করিয়া নিষ্পন্ন। নিত্ব-হেতু উহার আদিস্বর উদাত্ত। বহুব্রীহি সমাস হইলে পর, পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'অস্থাৎ' এই পদটী, স্থা ধাতুর উত্তর 'গাতিস্থা' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সিচের লোপ করিয়া নিষ্পন্ন। 'কৃষ্ণা' পদটীতে 'কৃষের্ব্বর্ণে' (উ০ ৩।৪) সূত্র দ্বারা নক্ প্রত্যয় ও 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' সূত্র দ্বারা শি এর লোপ হইয়াছে। 'তবিষীং' পদটীতে 'তবের্ণিদ্বা' (উ০ ১।৪৮)

টিবচ্। টিদ্বাড্ডিড্ঢাণঞিত্যাদিনাঙীপ্। বাতায়েনাদ্যুদাত্তং দ্রষ্টব্যং। দধানঃ শানচ্যাভ্যস্তা-আমাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং ॥ ৪ ॥ (১ম—৩৫সূ—৪ঋ) ॥

চতুর্থ (৪১২) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

এই ঋকে মুখ্যভাবে দুইটী তত্ত্ব প্রকটিত আছে। প্রথমতঃ—সবিতা দেবতার স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ—যে রথে তিনি আগমন করেন, সেই রথের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

সবিতা দেব কেমন? সবিতা শব্দের যাঁহারা সূর্য্য অর্থ করেন, তাঁহারা বলিতে পারেন—তিনি 'চিত্রভানুঃ' অর্থাৎ বিচিত্র-রশ্মিবিশিষ্ট। আর তিনি কেমন? না—সংসারের অন্ধকার নাশকারী; কেন-না, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার নাশ হয়। আর তিনি কেমন? না—স্বকীয় প্রকাশ-শক্তি দ্বারা জগৎকে প্রকাশ করেন। এই যে সূর্য্য, তিনি 'যজতঃ' অর্থাৎ পূজনীয়। কিন্তু সবিতা শব্দে ঐ পরিদৃশ্যমান্ সূর্য্যকে গ্রহণ না করিয়া, যদি জ্ঞানস্বরূপ দেবতার প্রতি লক্ষ্য করা যায়, যদি পদার্থ তত্ত্বে দৃষ্টি না পড়িয়া ভাব-তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি পড়ে, তাহাতে ঐ সকল বিশেষণে আর এক অভিনব অর্থ প্রকাশ পায়। জ্ঞানস্বরূপ দেবতার অর্চ্চনা সদা প্রয়োজন; ভাব এই যে, জ্ঞানার্জ্জনে মনুষ্য-মাত্রেরই চেষ্টা আবশ্যক। 'সবিতা দেবঃ যজতঃ' অংশে এই ভাব প্রকাশ পায়। 'চিত্র-ভানুঃ' পদ, তৎপক্ষে বিচিত্র রশ্মি দ্বারা বিবিধ প্রকারে জ্ঞান কিরণ বিতরণ করিয়া তিনি মনুষ্যসমাজকে অনুগৃহীত করেন। সে পক্ষে 'কৃষ্ণা রজাংসি তবীষিং দধানঃ'—বাক্যের মর্ম্ম এই যে, অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন লোকদিগের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনের জন্য তিনি অশেষ করুণা প্রদর্শন করেন। সূর্য্য-দেব যেমন আত্ম-প্রকাশে জগৎ প্রকাশ করেন, জ্ঞানদাতা ভগবান সেইরূপ আপনি প্রকাশ পাইয়া অজ্ঞানে জ্ঞানসঞ্চার করেন। এক পক্ষে সূর্য্যের

সূত্র দ্বারা টিক্ প্রত্যয়, টিত্বহেতু 'টিড্ঢাণঞ্' সূত্রানুসারে ঙীপ। বাতায়ে ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'দধানঃ' পদটীতে শানচ্ প্রত্যয়ে 'অভ্যস্তানামাদিঃ' সূত্র দ্বারা আদিস্বর উদাত্ত ॥ ৪ ॥ (১ম—৩৫সূ—৪ঋ)।

অন্যপক্ষে জ্ঞানময় ভগবানের স্বরূপ তত্ত্বই প্রকাশ পায়। যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, তাঁহাতে সেই ভাবই প্রতিভাত হইবে। তবে, এখানে রথের স্বরূপ বুঝিতে পারিলে, সবিতা দেবতারও নিগূঢ় তত্ত্ব বোধগম্য হইতে পারে।

একবার বুঝিয়া দেখুন দেখি—রথখানি কেমন? শব্দের প্রতিবাক্য মাত্র প্রকাশ করিয়া কেহ হয় তো কহিতে পারেন,—রথখানি সুবর্ণনির্ম্মিত নানারূপবিশিষ্ট, পুরোভাগে বিদ্যমান্, সে রথের 'শম্যা' (শঙ্কু—অশ্বের গলবন্ধ) সুবর্ণ-খচিত। সেই রথে সবিতা দেবতা আরোহণ করেন। কিন্তু, মন্ত্রের শব্দগুলি একে একে বিচার করিয়া দেখুন। তাহাতে ঐ অর্থ যে অসংলগ্ন, বিসদৃশ, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রথমে দেখুন—'কৃশনৈঃ বিশ্বরূপং।' সুবর্ণের দ্বারা রথখানি বিশ্বরূপ হইয়াছে। ইহার কি কোনও অর্থ হয়? নিশ্চয়ই নয়। পরন্তু, এখানে মনে করা যাইতে পারে—'সুবর্ণ-নির্ম্মিত রথ বলিতে, যে ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি! সৎকর্ম্মই—সুবর্ণ-নির্ম্মিত রথ। সেই রথেই দেবতার আগমন হয়! এখানে সেই তত্ত্বই একটু বিশদ-রূপে বিবৃত হইয়াছে। সৎকর্ম্ম বিশ্বরূপ প্রাপ্ত হয়। সৎকর্ম্মের ফলে, বিশ্বজনীন প্রেম সঞ্চিত হইয়া থাকে। অথবা, সৎকর্ম্মই বিশ্বরূপে বিশ্বেশ্বরের বাহক হইয়া থাকে। সৎকর্ম্মের প্রভাব কোথাও লুপ্ত হইবার নহে। বিশ্বের সর্ব্বত্রই তাহার প্রতিষ্ঠা। সৎকর্ম্মরূপ সুবর্ণ যে জগদ্ব্যাপ্ত হয়, এই ভাবই এখানে প্রকটিত। রথের দ্বিতীয় বিশেষণ—'অভীবৃতং।' সে রথ পুরোভাগে বিদ্যমান—সে রথ সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান্। এখানেই বুঝা যায়, রথের স্বরূপ কি? যদি সত্য সত্যই একখানি রথ হইত, তাহা হইলে সে রথের সর্ব্বত্র বিদ্যমানতাই বা কি প্রকারে সম্ভবপর?—আর, সে রথের বিশ্বরূপ বিশেষণই বা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? রথের আর একটী বিশেষণ—'হিরণ্যশম্যং'। রথখানা সোণার, তাহার শঙ্কু সোণার, ইহার ভাবার্থই বা কি? সদ্ভাব রূপ শঙ্কু—এই অর্থই এখানে সমীচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এখন এক-বার বুঝিয়া দেখুন দেখি—রথখানি কেমন? সৎকর্ম্মই যে এখানে রথ-পদ বাচ্য, তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয়। হিরণ্যের রথ যেমন আরোহীর তৃপ্তিসাধক হয়, সে রথ যেমন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সৎকর্ম্মরূপ

যান সেইরূপ ভগবানের প্রীতিসাধন করিয়া থাকে, একমাত্র সেই যানেই ভগবান্ সাধকের হৃদয়ে উপস্থিত হন। দেবতার বা দেবভাবের যজ্ঞে আগমন বা হৃদ্দেশে অধিষ্ঠান—একমাত্র সেই যানের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। সেই যানই যে শ্রেষ্ঠ, সেই যানই যে মুক্তির প্রকৃষ্ট উপায়, 'বৃহন্তং' পদ সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে। আমরা মনে করি, এ ঋকের ইহাই মর্ম্মার্থ।

ঋক্ বলিতেছেন,—'মানুষ! তোমরা সৎকর্ম্ম-পরায়ণ হও। সৎকর্ম্মই সুবর্ণময় রথ। সেই রথেই ভগবান সাধক-হৃদয়ে আবির্ভূত হন।' অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয়, এই ঋকের অর্থ সম্বন্ধে কতই কূট কল্পনার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। * (১ম—৩৫সূ—৪ঋ)।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং পঞ্চত্রিংশৎসূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

বি জনাঞ্ছ্যাবাঃ শিতিপাদো অখ্যন্ রথং হিরণ্য

প্রউগং বহন্তঃ।

শশ্বদ্বিশঃ সবিতুর্দ্দৈব্যস্যোপস্থে বিশ্বা

ভুবনানি তস্থুঃ ॥ ৫ ॥

---

* একটী অর্থ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। যথা,—'যজ্ঞেতে' পূজনীয় ও বিবিধ কিরণ বিশিষ্ট সূর্য্য, সর্ব্বলোকব্যাপী অন্ধকার নিবারণের নিমিত্ত, স্বীয় আলোকময় রূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বত্রগামী, সুবর্ণ-নির্ম্মিত গজশ্রেণি বা অশ্বশ্রেণি বা মনুষ্যশ্রেণি দ্বারা ভূষিত, ও সুবর্ণের শঙ্কু বিশিষ্ট বৃহৎ "রথে আরোহণ করিয়াছেন।" এই অর্থসূত্রে, এই ঋক্ প্রাচীন আর্য্যগণের শিল্পবিদ্যার প্রমাণ মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে।

পদ-বিশ্লেষণং।

বি। জনান্। শ্যাবাঃ। শিতিৎপাদঃ। অখ্যন্। রথং।

হিরণ্যৎপ্রউগং। বহন্তঃ।

শশ্বৎ। বিশঃ। সবিতুঃ। দৈব্যস্য। উপৎস্থে। বিশ্বা।

ভুবনানি। তস্থুঃ॥ ৫॥

অন্বয়-বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'শ্যাবাঃ' (রথস্য বাহকাঃ) 'শিতিপাদঃ' (শ্বেতপাদঃ, সত্ত্বশক্তিসমন্বিতাঃ); 'রথং' (যানং) 'হিরণ্যপ্রউগং' (সৎকর্ম্মরূপসুবর্ণনির্ম্মিতং, যুগবন্ধনস্থানযুতং, ভগবৎসম্বন্ধবিশিষ্টং ইতি ভাবঃ); 'বহন্তঃ' (রথস্য বহনকারিণঃ, সত্ত্বভাবাঃ ইতি যাবৎ); 'জনান্' (মনুষ্যান্) 'বি' (বিশেষ-রূপেণ) 'অখ্যন্' (ভগবৎসকাশে প্রকাশিতবন্তঃ. ভগবৎকরুণাং প্রাপয়ন্তঃ); এবম্প্রকারেণ 'দৈব্যস্য সবিতুঃ' (জ্ঞানস্বরূপস্য দ্যোতমানস্য দেবস্য) 'উপস্থে' (সমীপে) ন কেবলং 'বিশঃ' (প্রজাঃ, অনুগতাঃ জনাঃ) পরন্তু, 'বিশ্বা' (সর্ব্বে) 'ভুবনানি' (লোকাঃ) 'শশ্বৎ' (নিত্যং) 'তস্থুঃ' (স্থিতবন্তঃ, আশ্রয়ং লভন্তে ইতি শেষঃ)। সৎকর্ম্ম হি ভগবৎ-সামীপ্য লাভকারণং। সৎকর্ম্ম-প্রভাবেন মনুজাঃ ন কেবলং আত্মোদ্ধারসমর্থাঃ ভবন্তি পরন্তু তএব সর্ব্বান্ লোকান্ ত্রায়ন্তীতি ভাবঃ। (১ম—৩৫সূ—৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

রথের বাহক শ্বেতপাদ-বিশিষ্ট অর্থাৎ সত্ত্বশক্তিসমন্বিত; রথে সৎকর্ম্ম-রূপ সুবর্ণনির্ম্মিত যুগবন্ধন স্থান আছে, অর্থাৎ সত্ত্বভাবই তাহাকে ভগবৎ-সম্বন্ধযুত করিয়া রাখিয়াছে; রথের বহনকারী যে সত্ত্বভাব, তাহা মনুষ্যগণকে বিশেষভাবে ভগবৎ-সকাশে প্রকাশ করে, অর্থাৎ ভগবৎকরুণা প্রাপ্ত করায়। এই প্রকারে, জ্ঞানস্বরূপ দ্যোতমান সবিতা দেবতার সমীপে, কেবল তাঁহার অনুগত জন নহে, বিশ্বের সকলেই আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (১ম—৩৫সূ—৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

শ্যাবাঃ এতন্নামকাঃ সূর্য্যস্যাশ্বাঃ। শ্যাবাঃ সবিতুরিতি নিঘণ্টাবুক্তত্বাৎ। তে চ শিতিপাদঃ। শ্বেতৈঃ পাদৈরুপেতাঃ। হিরণ্যপ্রউগং। রথস্য মুখমীষয়োরগ্রং যুগবন্ধনস্থানং প্রউগমিত্যুচ্যতে। তচ্চাত্র সুবর্ণময়ং। তদ্যুক্তং রথং বহন্তো জনান্ প্রাণিনো ব্যখ্যন্। বিশেষেণ প্রকাশিতবন্ত ইত্যর্থঃ। শশ্বৎ সর্ব্বদা বিশঃ প্রজা দৈব্যস্যেতরদেবসম্বন্ধিনঃ সবিতুঃ প্রেরকস্য সূর্য্যস্যোপস্থে সমীপস্থানে তস্থুঃ। স্থিতবন্তঃ। ন কেবলং প্রজাঃ কিং তর্হি বিশ্বা ভুবনানি সর্ব্বে চ লোকাঃ প্রকাশায় সূর্য্যসমীপে তস্থুঃ॥

শিতিপাদঃ। শ্বেতবর্ণাঃ পাদা যেষাং তে শিতিপাদঃ। সুপাং সুলুগিতি জসঃ সু আদেশঃ। যদ্বা শিতি শ্বেতবর্ণঃ স্ফাটিকাদিঃ। স এব পাদো যেষাং তে। পাদস্য লোপোঽহস্ত্যাদিভ্যঃ। পা০ ৫।৪।১৩৮। ইতি সমাসান্তপাদশব্দস্যান্ত্যলোপঃ। উপমানাদিতি হি তত্রানুবর্ত্ততে। পাদশব্দস্য বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। তস্য বহুব্রীহৌ সমাসে শিতের্নিত্যাবহ্বচ্ বহুব্রীহাবভসৎ। পা০ ৬।২।১৩৮। ইত্যুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অখ্যন্। খ্যাতেলুঙি অস্যতিবক্তীত্যাদিনা চ্লেরঙাদেশঃ। হিরণ্যপ্রউগং। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বহন্তঃ। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। শতুশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরঃ। দৈব্যস্য। তস্যেদমিত্যর্থে দেবাদ্যঞঞৌ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই ঋক্‌স্থিত শ্যাবা শব্দের অর্থ—শ্যাবা নামক সূর্য্যের অশ্বসমূহ। 'শ্যাবাঃ সবিতুঃ' ইহা নিঘণ্টুতে উক্ত হইয়াছে। সেই অশ্বসমূহ শিতিপাদ অর্থাৎ শ্বেতপদযুক্ত। রথ—হিরণ্যপ্রউগ। রথের মুখ এবং ঈষ এতদুভয়ের অগ্রভাগ যুগবন্ধন স্থানকে 'প্রউগ' বলে। এই স্থলে সেইস্থান সুবর্ণময় বুঝাইতেছে। সেই সুবর্ণময় প্রউগযুক্ত রথ, বহনকারী জনসকলকে অর্থাৎ প্রাণিগণকে বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছিল। 'ব্যখ্যন্' কথাটির অর্থ—বিশেষরূপে প্রকাশ করা। 'শশ্বৎ' শব্দের অর্থ—সর্ব্বদা। 'বিশঃ' শব্দের অর্থ—প্রজা। 'দৈব্যস্য' অর্থাৎ ইতরদেবসম্বন্ধী। অর্থাৎ, সর্ব্বদা প্রজাসকল, ইতরদেবগণের প্রেরক সূর্য্যের সমীপবর্ত্তী স্থানে বর্ত্তমান ছিল। কেবল প্রজাগণ যে প্রকাশের জন্য সূর্য্যের সমীপে ছিল, তাহা নহে; বিশ্ব-সকল ও ভুবন-সকল ও লোকসমূহও প্রকাশের জন্য সূর্য্যের সমীপে বিদ্যমান ছিল।

শ্বেতবর্ণ পাদসকল যাহাদের, তাহারাই 'শিতিপাদঃ।' "সুপাং সুলুক্" এই সূত্র দ্বারা জস স্থানে 'সু' আদেশ হইয়াছে, অথবা শিতি শ্বেতবর্ণ স্ফাটিকাদি পাদ যাহাদের। "পাদস্য লোপোঽহস্ত্যাদিভ্যঃ" (পা০ ৫।৪।১৩৮) এই সূত্র দ্বারা পাদ শব্দের অন্ত্য লোপ হইয়াছে। "উপমানাৎ" এই সূত্রটির সেস্থলে অনুবৃত্তি হইয়াছে। পাদ শব্দের বৃষাদিত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব হইয়াছে। বহুব্রীহি সমাস স্থলে পাদ শব্দের "শিতের্নিত্যাবহ্বচ্ বহুব্রীহাবভসৎ" (পা০ ৬।২।১৩৮) এই সূত্র দ্বারা উত্তরপদে প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'অখ্যন্' এই পদে, "খ্যাতের্লুঙি অস্যতি বক্তি" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা চ্লি স্থানে অঙাদেশ হইয়াছে। 'হিরণ্যপ্রউগ' পদে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরত্ব প্রাপ্ত। "বহন্তঃ" শব্দে শপের "পিত্ত্ব" অর্থাৎ পকার ইৎ হেতু অনুদাত্তত্ব। 'দৈব্যস্য' এই স্থলে তস্যেদং এই অর্থে "দেবাদ্যঞঞৌ" (৪।১।৮৫।৩) সূত্র দ্বারা দেব শব্দের উত্তর

পা০ ৪।১।৮৫।৩। ইতি দেবশব্দাৎ প্রাগ্দীব্যতীয়ো যঞ্ । তদ্ধিতেষ্বচামাদেরিত্যাদিবৃদ্ধিঃ ঞ্নিত্যাদির্নিত্যমিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। উপস্থে। আতশ্চোপসর্গে ইতি কঃ। আতো লোপ ইটি চেত্যাকারলোপঃ। মরুদ্বৃধাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং॥ (১ম—৩৫সূ—৫ঋ)॥

পঞ্চম (৪১৩) ঋকের বিশেষার্থ।

এই ঋক্‌টীতে কয়েকটী সমস্যার কথা আছে। প্রথমে সেই বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। ঋকের একটী পদ—'শ্যাবাঃ'। ভাষ্যে প্রকাশ, সূর্য্যের ঘোটকের নাম—শ্যাবা। এ যে রূপক-কল্পনা, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা ঐ পদে 'বাহক' অর্থ গ্রহণ করিলাম। 'শিতিপাদঃ' শব্দে 'শ্বেতবর্ণ পদ বিশিষ্ট' অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু, অশ্বপক্ষে শ্বেতবর্ণ পদের যে কি সার্থকতা আছে, তাহা বুঝা যায় না। আমাদের মনে হয়, এই 'শিতিপাদঃ' বিশেষণেই রূপক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমরা 'শিতিপাদঃ' শব্দে তাই সত্ত্বশক্তিসমন্বিত অর্থ লিখিয়াছি। ভগবান্ যে রথে আরোহণ করেন, সত্ত্বশক্তি রূপ অশ্বের দ্বারাই তাহা পরিচালিত হয় না কি? ভগবানের রথ-চালক ঘোটক সত্ত্বভাব ভিন্ন আর কি হইতে পারে? পাদ—পরিচালনশক্তি, শিতি—সত্ত্বভাব। তার পর—'হিরণ্য-প্রউগং'। 'প্রউগ' শব্দে, ভাষ্যকারের মতে, 'যুগবন্ধন' বুঝায়। কিন্তু, তাহা আবার হিরণ্য নির্ম্মিত। সৎকর্ম্মরূপ সুবর্ণই এখানকার লক্ষ্যস্থল বলিয়া বুঝা যায়। যুগবন্ধন বলিতে ভগবানের সহিত সম্বন্ধের ভাব মনে আসে। সত্ত্বশক্তি-প্রচালিত কর্ম্মে ভগবৎসম্বন্ধ সূচিত করে—ইহাই এখানকার নিগূঢ় তাৎপর্য্য।

অতঃপর (আমাদের অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যার তৃতীয় ও চতুর্থ অংশ লক্ষ্য করুন) "বহন্তঃ বি-অখ্যন্" এবং "দৈব্যস্য সবিতুঃ উপস্থে বিশঃ বিশ্বা ভুবনানি শশ্বৎ তস্থুঃ" অংশদ্বয়ের মর্ম্ম অনুধাবন করা যাউক। 'বহন্তঃ'

প্রাগ্দীব্যতীয় যঞ্' হইয়াছে। 'তদ্ধিতেষ্বচামাদেঃ' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা আদির বৃদ্ধি। "ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্" এই সূত্র দ্বারা উহার আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। উপস্থে "আতশ্চোপসর্গে" এই সূত্রে 'ক' প্রত্যয়, "আতো লোপ ইটি চ" ইহার আকার লোপ হইয়াছে। মরুদ্বৃধাদিত্ব হেতু পূর্ব্বপদের অন্তভাগ উদাত্ত হইয়াছে॥ ৫॥ (১ম—৩৫সূ—৫ঋ)॥

পদে রথের বহনকারীকে বুঝায়। সত্ত্বভাবই কর্ম্মরূপ রথের বহনকারী। কর্ম্ম সত্ত্বভাবসমন্বিত হইলেই ভগবানের করুণা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। 'বহন্তঃ বি অখ্যন্'—বাক্য, তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। এ প্রকার অবস্থা আসিলে অর্থাৎ সত্ত্বভাব দ্বারা কর্ম্ম পরিচালিত হইতে আরম্ভ করিলে, সেই কর্ম্ম দ্বারা ভগবানের অনুগত জনই (সবিতা-দেবতার উপাসক মাত্রই) যে কেবল উদ্ধার প্রাপ্ত হন তাহা নহে; তাহাতে সমগ্র বিশ্বের সকল মনুষ্যই ভগবানের চরণে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মন্ত্রের শেষাংশে 'বিশঃ' এবং 'বিশ্বা ভুবনানি' বাক্যের যুগপৎ সমাবেশ থাকায়, ঐ দুই পদের মধ্যে 'ন কেবলং' বাক্য অধ্যাহার করিয়া আনিতে হইয়াছে। সায়ণও ঐ পদের অধ্যাহার করিয়াছেন। তবে, তাঁহার অর্থে সাধারণ দৃষ্টিতে সূর্য্য সমীপে অবস্থানের ভাব আসে। আমরা সে পক্ষে সূর্য্য যাঁহার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্, তাঁহারই সামীপ্য সংঘটিত হইতে পারে—এইরূপ ভাবই পরিগ্রহণ করি। যাহা হউক, মন্ত্রের যে বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, একটু তলাইয়া দেখিলে, তাহা হইতেও ঐ ভাবই পাওয়া যাইতে পারে। (ঋকের প্রথমাংশের অর্থে) যদি বলি—"শ্যাব-নামক শ্বেতপদযুক্ত অশ্বগণ 'সুবর্ণযুগ-বিশিষ্ট রথ বহন করিয়া জনসমূহের নিকট আলোক প্রকাশ করিতেছেন'; ইহাতে কি ভাব মনে আসে? সূর্য্যের ঘোটক আলোক প্রকাশ করে। এখানে ঘোটক বলিতে, রশ্মি ভিন্ন অন্য ভাব আসিতেই পারে না। সূর্য্য-পক্ষে ধরিলে—শ্বেত-রশ্মি, শুভ্র কিরণ; জ্ঞান-পক্ষে ধরিলে—সত্ত্বভাব। তার পর (ঋকের শেষাংশের অর্থে) যদি বলি—"সূর্য্যদেবের নিকট প্রজাসকল ও লোকসকল প্রকাশার্থ স্থিতি করিতেছে"; তাহাতেই কি তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারি? সত্ত্বভাবের বিকাশ দ্বারাই সংসার ভগবৎ-সামীপ্য প্রাপ্ত হয়,—এই ভাবই এখানে অধ্যাহৃত হয় না কি? এইরূপে বুঝা যায়, মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'হৃদয়ে সত্ত্বভাব পোষণ কর; কর্ম্ম মাত্র সত্ত্বভাবযুত হউক; সৎকর্ম্মই ভগবৎসামীপ্য লাভের কারণ। সৎকর্ম্মপ্রভাবে সৎকর্ম্মকারী মানুষ যে একাই উদ্ধার প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে; সে প্রভাবে সমগ্র সংসার উদ্ধার প্রাপ্ত হয়।' (১ম—৩৫সূ—৫ঋ)।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চত্রিংশৎসূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)।

তিস্রো দ্যাবঃ সবিতুর্দ্বা উপস্থাঁ একা

যমস্য ভুবনে বিরাষাট্।

আণিং ন রথ্যমমৃতাধি তস্থুরিহ ব্রবীতু

য উ তচ্চিকেতৎ॥ ৬॥

পদ-বিশ্লেষণং।

তিস্রঃ। দ্যাবঃ। সবিতুঃ। দ্বৌ। উপঽস্থা। একা।

যমস্য। ভুবনে। বিরাষাট্।

আণিং। ন। রথ্যং। অমৃতা। অধি। তস্থুঃ। ইহ। ব্রবীতু।

যঃ। উং ইতি। তৎ। চিকেতৎ॥ ৬॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'দ্যাবঃ' (দ্যোসম্বন্ধিনো লোকাঃ) 'ত্রিস্রঃ' (ত্রিসংখ্যাকাঃ, ত্রিবিধাঃ, দ্যুলোকঃ ভূলোকঃ অন্তরিক্ষলোকশ্চ ইতি প্রখ্যাতাঃ) সন্তি; তয়োঃ 'দ্বা' (দ্বৌ, দ্যুলোক-ভূলোকৌ, দ্বিলোকৌ) 'সবিতুঃ' (জ্ঞানস্বরূপস্য দেবস্য) 'উপস্থা' (উপস্থে, সম্বন্ধযুতে) বর্ত্তেতে; 'একা' (অবশিষ্টা, অন্তরিক্ষলোকঃ) 'যমস্য' (মৃত্যুরাজস্য) 'ভুবনে' (ভবনে, অধিকারে) 'বিরাষাট্' (বিরান্ গন্তৃন্ নরান্ সহতে, মৃতানাং ধারকো ভবতি ইতি শেষঃ); 'আণিং ন রথ্যং' (অক্ষাগ্রা-

স্থগতং কীলবিশেষং অবলম্ব্য রথং যথা তিষ্ঠতি, তদ্বৎ) 'অমৃতা' (অমৃতত্বপ্রাপ্তা মরণরহিতা জনাঃ, যদ্বা গ্রহনক্ষত্রাদয়ঃ 'অধিতস্থুঃ' (সবিতারমধিগম্য পরমানন্দং লভন্তে, যদ্বা সূর্য্যমবলম্ব্য অধিতিষ্ঠন্তে) ; 'যঃ' (বিজ্ঞো জনঃ) 'চিকেতৎ' (এতত্তত্বং জানাতি) সঃ 'উ' (উত্তমং, জ্ঞানপ্রদং) 'ইহ' (এতদ্বিষয়ং) 'ব্রবীতু' (কথয়তু, প্রকাশয়তু)। মৃতোঽমৃতোজীবিতশ্চ জীবস্য ত্রয়োভাবা বিদ্যন্তে। যঃ পূর্ণজ্ঞানসম্পন্নঃ স অমৃতঃ, যোঽজ্ঞানঃ স মৃতঃ, যো জ্ঞানাজ্ঞানয়োর্ম্মধ্যগতঃ স জীবিতঃ। যোঽমৃতঃ, আণিং অবলম্ব্য রথাং ইব, স ভগবদন্তর্ভুতঃ ; যো মৃতঃ, স ক্লেশকর্ম্মবিপাকভোগরতঃ সূক্ষ্মদেহভূতঃ ; জীবিতো জনঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-দ্বন্দ্বমধ্যগতঃ জ্ঞানিনঃ এতৎ কথয়ন্তি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৫সূ—৬ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

দ্যুসম্বন্ধী লোকসকল ত্রিবিধ—দ্যুলোক, ভূলোক এবং অন্তরিক্ষ লোক নামে প্রখ্যাত। তাহাদের মধ্যে দুইটী লোক (দ্যুলোক ও ভূলোক) জ্ঞানস্বরূপ সবিতা দেবতার নিকটে (অর্থাৎ তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুত) আছে। অবশিষ্ট যে অন্তরিক্ষ লোক, মৃত্যুর অধিকারে গতিশীল মনুষ্যগণকে (মৃতব্যক্তিগণকে) ধারণ (আশ্রয়-দান) করিয়া থাকে। অক্ষছিদ্রান্তর্গত কীল-বিশেষকে অবলম্বন করিয়া রথ যেমন অবস্থিতি করে, অমৃতত্বপ্রাপ্ত জনগণ (অর্থান্তরে-গ্রহনক্ষত্রাদি) সেই জ্ঞানদেবতা সবিতাতে (অর্থান্তরে—সূর্য্যে) সংন্যস্ত হইয়া পরমানন্দ-লাভ করেন (অর্থান্তরে—বেষ্টন করিয়া অবস্থিত রহেন)। যে বিজ্ঞজন এ তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনিই পরম জ্ঞানপ্রদ এই বিষয় কহিয়া থাকেন। (১ম—৩৫সূ—৬ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

দ্যাবঃ স্বর্গোপলক্ষিতা প্রকাশমানা লোকাস্ত্রয়স্ত্রিসংখ্যাকাঃ সন্তি। তত্র দ্বৌ লোকৌ সবিতুঃ সূর্য্যস্যোপস্থা সমীপস্থানে বর্ত্তেতে। দ্যুলোকভূলোকয়োঃ সূর্য্যেণ প্রকাশিতত্বাৎ। একা মধ্যমা ভূমিরন্তরিক্ষলোকো যমস্য ভুবনে পিতৃপতেগৃহে বিরাষাট্। বিরান্ গন্তৄন্ সহতে।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'দ্যাব' অর্থাৎ স্বর্গোপলক্ষিত প্রকাশমান তিনটী লোক আছে। তন্মধ্যে দ্যুলোক এবং ভূলোক এই দুটী লোক সূর্য্যকর্তৃক প্রকাশিত হয় বলিয়া, ইহারা সূর্য্যের সমীপবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। একমাত্র মধ্যমা ভূমি অর্থাৎ অন্তরীক্ষলোক, যমের ভুবনে পিতৃপতির গৃহে অর্থাৎ যমের গৃহে (বিরাষাট্ শব্দের অর্থ বিরান্ গন্তৄন্ সহতে সমর্থয়তি) গন্তাকে (গমন করিতে)

প্রেতাঃ পুরুষাঃ অন্তরিক্ষমার্গেণ যমলোকে গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। অমৃতামৃতানি চন্দ্রনক্ষত্রাদীনি-জ্যোতীংষি জলানি বাধিতস্থুঃ। সবিতারমধিগম্য স্থিতানি। তত্র দৃষ্টান্তঃ রথ্যমাণিং ন। রথ্যাদ্বহিরক্ষচ্ছিদ্রে প্রক্ষিপ্তঃ কীলবিশেষ আণিরিত্যুচ্যতে। রথসম্বন্ধিনমাণিমধিগম্য যথা রথস্তিষ্ঠতি তদ্বৎ। যস্তু মানবস্তৎসবিতৃরূপং চিকেতৎ। জানাতি। স মানব ইহাস্মিন্ বিষয়ে ব্রবীতু। কথয়তু। কেনাপি বক্তুমশক্যঃ সবিতুর্মহিমেত্যর্থঃ॥

তিস্রঃ। তিসৃভ্যো জস ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং॥ দ্যৌ। সংহিতায়ামাবাদেশে লোপঃ শাকল্যস্যেতি বকারলোপঃ। উপস্থা। আঙ্‌যাজযারাঞ্চোপসংখ্যানং। পা° ৭।১।৩৯।৪। ইতি সপ্তম্যা আঙাদেশঃ। আঙোঽনুনাসিকশ্ছন্দসি। পা° ৬।১।১২৬। ইতি প্রকৃতিভাবঃ॥ বিরাষাট্। বৃঞ্ বরণে। ঘঞর্থে কবিধানমিতি কর্ম্মণি কঃ। বহুলং ছন্দসি। পা° ৭।১।১০৩। ইত্বীত্বং। তথা সতি বৃণুতে ইতি বিরা ইত্যুক্তং ভবতি। তান্ সহত ইতি বিরাষাট্। ছন্দসি সহঃ। পা° ৩।২।৬৩। ইতি সহের্ণ্বিঃ। সহেঃ সাডঃ সঃ। পা° ৮।৩।৫৬। ইতি ষত্বং। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘত্বং॥ রথ্যাং। রথস্যেদং রথ্যং। রথাদ্যৎ। পা° ৪।৩।১২১। ইতি যৎ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং॥ অমৃতা। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ। চিকেতৎ। কিত জ্ঞানে। লেটোঽডাগমঃ। ইতশ্চ লোপঃ ইতীকার

সামর্থ্য দান করে। ভাবার্থ এই যে, প্রেতগণ অন্তরিক্ষপথে যমলোকে গমন করে। 'অমৃতা' অমৃত সকল চন্দ্র নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কগণ অথবা জলসমূহ "অধিতস্থুঃ" সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত আছে। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'রথ্যমাণিং ন'। রথবহিস্থিত অক্ষচ্ছিদ্রে প্রক্ষিপ্ত (প্রবিষ্ট) কীল বিশেষকে আণি বলে। রথ যেমন রথসম্বন্ধী আণিকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই প্রকার। যে মানব সেই সবিতার স্বরূপ জানেন, সেই মানব ইহজগতীতলে সূর্য্য-বিষয়ে কিছু বলুন। কেহই সবিতার অর্থাৎ সূর্য্যের মহিমা বলিতে সক্ষম নহেন—ইহাই তাৎপর্য্য।

"তিস্রঃ"—'তিসৃভ্যোজস্' এই সূত্র দ্বারা বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। "দ্যৌ"—'সংহিতায়ামাবাদেশে লোপঃ শাকল্যস্য' এই সূত্রে বকার লোপ। উপস্থা—'আঙ্‌যাজযারাংচোপসংখ্যানং' (পা° ৭।১।৩৯।৪) এই সূত্রে সপ্তমীস্থানে আঙ্ আদেশ হইয়াছে। 'আঙোঽনুনাসিকশ্ছন্দসি' (পা° ৬।১।১২৬) এই সূত্র দ্বারা প্রকৃতিভাব প্রাপ্ত। বিরাষাট্—'বৃঞ্ করণে ঘঞর্থে কবিধানম্' এই বাক্যে কর্ম্মণিবাচ্যে ক প্রত্যয় হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' (পা° ৭।১।১০৩) এই সূত্রে ইত্ব হইয়াছে। তাহা হইলে বৃণুতে এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা 'বিরা' এই পদটী সিদ্ধ হয়। তাহাকে 'সহতে' সমর্থ করায় যে, এই বাক্যে বিরাষাট্। 'ছন্দসি সহঃ' (পা° ৩।২।৬৩) এই সূত্রে 'সহে' 'সহ' ধাতুর উত্তর ণ্বি হয়। "সহেঃ সাডঃ সঃ" (পা° ৮।৩।৫৬) এই সূত্রে ষত্ব হইয়াছে। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' এই বাক্যে পূর্ব্বপদে দীর্ঘ হইয়াছে। 'রথ্যাং'—রথস্যেদং এই বাক্যে 'রথাদ্যৎ' (পা° ৪।৩।১২১) এই সূত্রে যৎ প্রত্যয়। 'যতোঽনাবঃ' এই বাক্যে আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। 'অমৃতা' এই পদে 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' এই বাক্যে শির লোপ। 'চিকেতৎ'—কিত্ জ্ঞানে; 'লেটোঽডাগমঃ' এই সূত্রানুসারে লেটে অট আগম হইয়া, 'ইতশ্চ লোপঃ' এই সূত্রে ক্লুয়ো

লোপ। যুহো-লোপঃ। জুহোত্যাদিত্বাৎ শ্লুঃ। লঘূপধগুণঃ। অনুদাত্তে চ। পা০ ৬.১।১৯০।
ইত্যভ্যস্তস্যাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ॥ ৬॥ (১ম—৩৫সূ—৬ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে ষষ্ঠো বর্গঃ॥ ৬॥

ষষ্ঠ (৪১৪) ঋকের বিশদার্থ।

এই সূক্তের মধ্যে এই ঋক্‌টি সর্ব্বাপেক্ষা প্রহেলিকা-পূর্ণ। হঠাৎ দেখিলেই মনে হয়—'স্বর্গ তিনটী আছে' (তিস্রো দ্যাবঃ)। তার পর দেখা যায়—সেই স্বর্গের দুইটি স্বর্গ সূর্য্যের নিকটে, একটি যমরাজের ভুবনে গমনকারী লোকদিগের জন্য। * সূর্য্যের উপস্থে দুইটা স্বর্গই বা কি আছে, আর যমরাজার ভুবনই বা কি? এ সংশয় বিষম কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন। ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ নির্দ্দেশ করিলেন,—দ্যুলোক আর ভূলোক এই দুই লোক সূর্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়; তাই "দ্বা উপস্থা" বলা হইয়াছে। আর এক লোক—অন্তরিক্ষ-লোক, সেখানে প্রেত আত্মা অবস্থিতি করে। কিন্তু এ তিন লোকের তত্ত্ব যে কি, তাহা বোধগম্য হয় না। বলা হইল—'দ্যাবঃ' (স্বর্গসকল); আবার তাহার মধ্যে পর্য্যবসিত করা হইল—স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরিক্ষ। এই জন্যই এ অর্থ আমাদের তৃপ্তিসাধন করিল না। এ অর্থে, সূর্য্যের অবস্থান-বিষয়ক জ্যোতির্বিজ্ঞানেও সামঞ্জস্য থাকে না। পরন্তু দ্বিতীয় অংশের অর্থেও অসামঞ্জস্য ঘটে।

ত্যাদিত্বাৎ শ্লু' এই নিয়মে শ্লু প্রত্যয়। লঘু উপধস্বরের গুণ। 'অনুদাত্তেচ' (পা০ ৬।১।১৯০) এই সূত্রে অভ্যস্তের আদি উদাত্ত হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত হয় নাই। (১ম—৩৫সূ—৬ঋ)॥

ইতি প্রথমাষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে ষষ্ঠ বর্গ সমাপ্ত। ৬।

---

* প্রচলিত বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—"স্বর্গাদি তিন দ্যুলোক আছে তাহার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় দ্যুলোক সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী, আর তৃতীয় দ্যুলোক যমলোকে প্রেতপুরুষদিগকে ধারণ করে।" অথবা,—"দ্যুলোক প্রভৃতি তিনটী লোক আছে, দুইটী (দ্যুলোক ও ভূলোক) সূর্য্যের সমীপস্থ, একটী (অন্তরীক্ষ) যমের ভবনে গমনকারীদিগের পথ।" ইহাই প্রথমাংশের অনুবাদ। দ্বিতীয় অংশের ("আণিং" হইতে "চিকেতৎ" অংশের) অনুবাদ;—"রথ যেরূপ আণির উপর অবলম্বন করে, অমর (চন্দ্রনক্ষত্রাদি) (সবিতাকে) সেইরূপ অবলম্বন করিয়া আছে। যিনি সবিতাকে জানেন তিনি এ বিষয়ে বলুন।"

ঋকের দ্বিতীয় পংক্তির যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে জ্যোতিষ্কগণ যে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিঘূর্ণিত হইতেছে, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। যাঁহারা বলেন,—সূর্য্যের অবস্থান-বিষয়ক জ্ঞান আর্য্যগণের ছিল না, এই খানে তাঁহারা প্রমাণ পাইবেন—"আণিং ন রথ্যং" বাক্য সে তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছে; * এবং সায়ণ-প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণের সময়েও যে হিন্দু-দিগের এ জ্ঞান ছিল, 'অমৃতা' পদের ব্যাখ্যায় 'অমৃতানি চন্দ্রনক্ষত্রাদীনি জ্যোতীংষি' প্রতিবাক্যকেই তৎপক্ষের প্রমাণ-স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। তবে দুঃখের বিষয়, প্রথমাংশের ব্যাখ্যার সহিত শেষাংশের ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় না, অথবা আমাদের সীমাবদ্ধ-জ্ঞান প্রথমাংশের ভাষ্যের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে। দেশকালপাত্রানুসারে শব্দার্থ পরিবর্ত্তিত হইতেছে—সেও এক কারণ হইতে পারে। নচেৎ, কাহারও ভ্রম প্রদর্শন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; আমাদের চিত্তক্ষেত্রে যে ভাব অবভাসিত হইতেছে, জ্ঞানবিশ্বাস-মতে তাহাই প্রকাশ করা উদ্দেশ্য মাত্র।

এখন, আমরা যে কি সূত্রে কি অর্থ পরিগ্রহ করিলাম, তাহার একটু আভাষ দিতেছি। আমরা 'দ্যাবঃ' পদ 'আকাশ' (শূন্য) অর্থ-জ্ঞাপক 'দ্যুঃ' শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করি। তাহাতে 'আকাশ-সম্বন্ধীয় লোকসকল'—এই অর্থে 'দ্যাবঃ' পদ প্রয়োগের সার্থকতা উপলব্ধ হয়। সেই যে 'আকাশ-সম্বন্ধীয় লোকসকল' অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকল লোককে 'তিস্রঃ' বিশেষণে এখানে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইল। সেই তিন ভাগের নাম হইল—দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষ-লোক। বলা বাহুল্য, এ বিভাগ সায়ণাদির ভাষ্যের অননুমোদিত বা আমাদের কষ্টকল্পনাসম্ভূত নহে। এ বিভাগ—শাস্ত্রসম্মত। অতঃপর ঐ বিভাগত্রয়ের সহিত সবিতা-দেবতার সম্বন্ধের বিষয় অনুধাবন করা যাউক। ঋকে প্রকাশ—'তাঁহার উপস্থে দুই লোক আছে, আর এক লোক যমের ভুবন অর্থাৎ

* এই ঋকের "আণিং" এবং পূর্ব্ব ঋকের "শম্য ও "প্রউগ" পদদ্বয় লইয়া অনেকে অনেক প্রকার গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। গো-যানের উপমা ঐ সকল স্থলে আছে, ইহাই সাধারণতঃ সিদ্ধান্ত হয়। বেদের ইংরাজী অনুবাদক উইলসন তাই 'শম্য' ও 'প্রউগ' পদের অর্থ "Yokes" লিখিয়াছেন; এবং 'আণি' পদে "The pin of the axle" ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার সহিত সম্বন্ধ-রহিত।' ইহা হইতে তিন ভিন লোকের অধিবাসীর অবস্থা বোধগম্য হয়। এক লোক—অমৃতত্ব-প্রাপ্তির জন্য, দ্বিতীয় লোক—জীবিতের জন্য, তৃতীয় লোক—মৃতের জন্য। অমৃতত্ব-প্রাপ্ত জন স্থান পায়—দ্যুলোকে (স্বর্গে); জীবিত লোক স্থান পায়—জীবলোকে (ভূলোক, জীববাসোপযোগী স্থানে); মৃতলোকের স্থান—যমলোকে (অন্তরিক্ষে)। প্রথমোক্ত দুই লোকের মনুষ্য যে সবিতা-দেবতার (জ্ঞানময়ের) সহিত সান্নিধ্যবিশিষ্ট, এবং শেষোক্ত লোকের জীব যে সে সান্নিধ্য হইতে বিচ্যুত, একটু চিন্তা করিলেই তাহা বোধগম্য হয়। যাঁহারা পরম জ্ঞানী, জ্ঞানের সহিত যাঁহাদের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, তাঁহারাই মুক্ত,—তাঁহারাই অমৃতত্ব প্রাপ্ত,—তাঁহারাই দ্যুলোকের (স্বর্গের) অধিবাসী,—তাঁহারাই ভগবানের সহিত একাত্মভূত। যাঁহাদিগকে জীবিত বলা হয় অথবা যাঁহাদিগকে ভূলোকের অধিবাসী বলিয়া অভিহিত করা যায়, তাঁহারা সৎকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মোৎকর্ষ-সাধনে সমর্থ হইতে পারেন। এমন কি, কর্ম্ম দ্বারা শেষে তাঁহাদের পরাগতি পর্য্যন্ত প্রাপ্তি সম্ভবপর হয়। এ পক্ষে, দ্যুলোকের অবস্থা—মনুষ্যের অতীত উন্নত শ্রেষ্ঠ স্তরের অবস্থা; ভূলোকের অবস্থা—আত্মোন্নতি-লাভের ক্ষেত্রে উপনীত হওয়ার অবস্থা,—জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মফলে যে মনুষ্যজীবন লাভ হয়, সেই জীবনের উৎকর্ষ-সাধনে উন্নত পরজীবনে উপনীত হইবার বা সেই জীবনের অপকর্ষ দ্বারা নীচ-জীবনকে বা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার অবস্থা। ভূলোক মধ্যপথ। একটু আয়াস স্বীকার করিলেই এখান হইতে ঊর্দ্ধে উদ্গমন করা যায়। আবার একটু শ্লথ হইলেই এখান হইতেই নিম্নে পতন অনিবার্য্য হইয়া আসে। এখানে আসিয়া জীব উভয় সঙ্কটে পতিত হয়। একদিকে উদ্গমনের পথে অন্তরায়, অন্যদিকে পতনের দিকে নানা প্রলোভন। এখানে জ্ঞান-দেবতার সান্নিধ্য আছে বটে, তিনি বিবেক-বাণী-রূপে সর্ব্বদা সাবধান করিতেছেন সত্য; কিন্তু, অতি-বড় সাবধানী না হইলে, অতিমাত্রায় ভগবৎপাদপদ্মে আত্মনির্ভর করিতে না পারিলে, এ লোকের পরীক্ষা-পারাবারে উত্তীর্ণ হওয়া বড় কঠিন। এখানে পদে পদেই পদস্খলনের আশঙ্কা। এখান হইতে প্রায়ই জীব মৃত্যুর ভবনে যমের শাসনে যাইতে বাধ্য হয়। অবশেষে, তৃতীয় লোকের (অন্তরিক্ষ-

লোকের বা যমলোকের) বিষয় অনুধাবন করুন। বলা হইয়াছে—সে মৃতের স্থান। অন্তরিক্ষ—শূন্য। সে মৃতের স্থানই বটে। যে মৃত, তাহার আর কর্ম্ম কি রহিল? সুকর্ম্ম থাকিলে হয় তো সে পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইতে পারিত; সৎকর্ম্ম করিতে পারিলে, হয় তো মোক্ষ পর্য্যন্ত তাহার অধিগত হইত; কিন্তু সে কর্ম্মের শেষ হইয়াছে, তাই সে মৃত; এখন, পাপের ফল ভোগ করিতে হইবে, তাই সে মৃত; এখন, যম-যন্ত্রণা সহ্য করিতে করিতে জীবন যাপন করিতে হইবে, তাই সে মৃত। * আশা নাই, আশ্বাস নাই; অবলম্বন নাই, আশ্রয় নাই;—তাই সে মৃত। এই তিন অবস্থাই জীবের সাধারণ অবস্থা। এই তিন অবস্থাতেই জীবাত্মা বিঘূর্ণিত হইতেছে। তাহার এক অবস্থা—অমৃত, এক অবস্থা—জীবিত, এক অবস্থা—মৃত।

মানুষ! তুমি এই মধ্যের স্তরে—জীবিত অবস্থায়—উপনীত হইয়াছ। তোমার পুরোভাগে ও পশ্চাতে ঐ দুই বিপরীত অবস্থা অপেক্ষা করিতেছে। তুমি একবার নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখ দেখি, তুমি এখন কোন্ পথে কোন্ অবস্থায় উপনীত হইতে চাও! যদি অমৃতের অধিকারী হইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, অগ্রসর হও,—অগ্রসর হও; আর, যদি মরিবার সাধ হইয়া থাকে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার ইচ্ছাই প্রবল হয়, যাও—অধঃপাতে যাও। এ ঋক্ তার স্বরে সেই তত্ত্বই ঘোষণা করিতেছে। এক পক্ষে, ঋক্ তোমায় সাবধান করিয়া দিতেছে; অন্য পক্ষে, ঋক্ তোমায় তোমার গতিমুক্তির নিগূঢ় তত্ত্ব জানাইতেছে।

এইবার ঋকের শেষাংশের সহিত প্রথমাংশের অর্থসঙ্গতির বিষয় লক্ষ্য করুন। যে জন অমৃতত্ব-লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি ভগবানের সহিত মিশিয়া আছেন,—ভগবানকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাতে তিনি আত্মলীন হইয়াছেন। সে কেমন? না—'আণিং ন রথ্যং।' অক্ষ-ছিদ্রান্তর্গত কালবিশেষকে আশ্রয় করিয়া রথচক্র যেমন বিদ্যমান্ থাকে, ভগবানকে আশ্রয় করিয়া তাঁহারাও সেইভাবে অবস্থিত থাকেন। যাঁতায়

---

* মৃত হইতেও জীবিত অবস্থায় উন্নীত হওয়ার একটা সূত্র থাকিতে পারে। যদি পাপ-কর্ম্মের পর পুণ্যসঞ্চয় থাকে। অর্থাৎ, পাপফলভোগের পর পুণ্যফলপ্রাপ্তিও ঘটিতে পারে। কিন্তু, অন্তরিক্ষলোকে সেরূপ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের সম্ভাবনা নাই। তাই এ লোকে জীবকে মৃতপর্য্যায়ভুক্ত বলা যায়।

নিষ্পেশিত হইবার সময় পেষণমধ্যগত যে বস্তুটি কীলকে আশ্রয় লইতে পারে, সে যেমন অব্যাহত থাকিয়া যায়; সংসাররূপ পেষণযন্ত্রে নিপতিত মনুষ্যগণের মধ্যেও সেইরূপ যেজন ভগবৎপদাশ্রয় লাভ করিতে সমর্থ হয়, সেই মুক্তির অধিকারী হইতে পারে। যে অমৃত, ভগবানে আশ্রয় পাইয়াই সে মরণরহিত; "অমৃতা অধিতস্থুঃ" বাক্য, সেই তত্ত্বই বিবৃত করিতেছে। উপসংহারে বলা হইয়াছে,—যে-সে জন এ তত্ত্ব অবগত নহে; যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই এ সকল বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারাই এ নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করিতে পারেন। তাৎপর্য্য এই যে,—জ্ঞানীর নিকট, সাধকের নিকট, ভগবৎতত্ত্ব অবগত হও,—তাঁহাদের প্রদর্শিত পথের অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ কর।'

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, ঋকের যে মর্ম্মার্থ হয়;—'অমৃত, মৃত ও জীবিত—জীবের এই তিন ভাব, তিন অবস্থা। যিনি পূর্ণপ্রজ্ঞা-সম্পন্ন, তিনিই অমৃত; যে অজ্ঞান, সে মৃত; যে জন জ্ঞানাজ্ঞানের মধ্যগত, সে জীবিত। অমৃতত্ব-প্রাপ্ত জন, ভগবানকে অবলম্বন করিয়া আছে। মৃত জনের সূক্ষ্মদেহ অন্তরিক্ষ-লোকে যম-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। জীবিত যে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের দ্বন্দ্ব-মধ্যে বিমূঢ় হইয়া আছে। জ্ঞানীর নিকট এ সকল তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য।' (১ম—৩৫সূ—৬ঋ)।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চত্রিংশৎ সূক্তং। সপ্তমী ঋক)।

বি সুপর্ণো অন্তরিক্ষাণ্যখ্যদ্গভীরবেপা

অসুরঃ সুনীথঃ।

ক্বেতদানীং সূর্য্যঃ কশ্চিকেত কতমাং দ্যাং

রশ্মিরস্যাততান ॥ ৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বি। সুঽপর্ণঃ। অন্তরিক্ষাণি। অখ্যৎ। গভীরঽবেপাঃ।

অসুরঃ। সুঽনীথঃ।

ক। ইদানীং। সূর্য্যঃ। কঃ। চিকেত। কতমাং। দ্যাং।

রশ্মিঃ। অস্য। আ। ততান॥ ৭॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'গভীরবেপাঃ' (তাড়িতশক্তিবৎ দূরকম্পনশীলঃ) 'অসুরঃ' (প্রাণদঃ, প্রাণরূপেণ বিদ্যমান্,) 'সুনীথঃ' (শোভনপ্রাপণঃ, অভীষ্টপ্রদর্শকঃ) 'সুপর্ণঃ' (শোভনপতনগতিশীলঃ কিরণঃ, উচ্চাবচদৃষ্টিযুক্তো জ্ঞানরশ্মিঃ) 'অন্তরিক্ষাণি' (অন্তরিক্ষোপলক্ষিতানি ত্রিলোকতত্ত্বানি) 'বি-অখ্যৎ' (বিশেষরূপেণ খ্যাপিতবান, প্রকাশয়তি ইতি শেষঃ); 'ইদানীং' (অধুনা, অজ্ঞানস্য প্রভাবকালে) 'সূর্য্যঃ' (জ্ঞানসূর্য্যঃ) 'ক' (কুত্র তিষ্ঠতি), 'অস্য' (জ্ঞানসূর্য্যস্য) 'রশ্মিঃ' (দ্যুতিঃ) 'কতমাং' (কুত্র) 'আততান' (ব্যাপ্নোতি) 'কঃ' (কো জনো বা) 'চিকেত' (জানাতি; তত্ত্বং কোঽপি ন জানাতি ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানরশ্মিঃ লোকতত্ত্ব-প্রকাশকঃ। কুত্র জ্ঞানমস্তি, কেনপ্রকারেণ তজ্জ্ঞানং নরো লভতে, ন চ অন্যৎ, কেবলং জ্ঞানিন এবৈতত্তত্ত্বং বিজানন্তি নত্বন্যে। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৫সূ—৭ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

(তাড়িত-শক্তিবৎ) দূরকম্পনশীল, প্রাণরূপে বিদ্যমান্, অভীষ্ট-প্রদর্শক, উচ্চাবচদৃষ্টিযুত জ্ঞানরশ্মি—অন্তরিক্ষ প্রভৃতি ত্রিলোকের তত্ত্ব প্রকাশ করেন। অধুনা (এই অজ্ঞানতার প্রাদুর্ভাব-কালে) জ্ঞানসূর্য্য কোথায় আছেন?—তাঁহার রশ্মিই বা কোথায় পরিব্যাপ্ত?—কেই বা সে তত্ত্ব বিদিত আছেন? (১ম—৩৫সূ—৭ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

সুপর্ণঃ শোভনপতনঃ সূর্য্যস্য রশ্মিঃ। সুপর্ণা ইতি পঞ্চদশনামানীতি তন্নামসু পঠিতত্বাৎ। অন্তরিক্ষাণ্যন্তরিক্ষোপলক্ষিতানি লোকত্রয়স্থানানি ব্যখ্যৎ। বিশেষেণ খ্যাপিতবান্ প্রকাশিতবান্। কীদৃশো রশ্মিঃ গভীরবেপাঃ। গম্ভীরকম্পনঃ। রশ্মেঃ প্রকম্পনং চলনং কেনাপি দ্রষ্টুমশক্যমিত্যর্থঃ। অসুরঃ সর্বেষাং প্রাণদঃ। তথা চান্যত্রাম্নায়তে। যো ভূতানাং ভূতেভ্যঃ প্রাণানাদায়োদেতীতি। সুনীথঃ। সুনয়নঃ। শোভনপ্রাপণঃ। মার্গপ্রকাশনেনাভীষ্টদেশং প্রাপয়তীত্যর্থঃ। তাদৃশরশ্মিযুক্তঃ সূর্য্যঃ ইদানীং রাত্রৌ ক কুত্র বর্ত্ততে। তদেতদ্রহস্যং কশ্চিকেত। কো জানাতি। ন কোঽপীত্যর্থঃ। অস্য সূর্য্যস্য রশ্মিঃ কতমাং দ্যামাততান। কং দ্যুলোকং রাত্রৌ ব্যাপ্তবানেতদপি কো জানাতি॥

সুপর্ণঃ। নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। গভীরবেপাঃ। টুবেপৃ কম্পনে। অসুন্। গভীরং বেপো যস্য। পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অসুরঃ। অসু ক্ষেপণে। অস্যতি শত্রূনিত্যসুরঃ। অসেরুরন্। উ০ ১৪২। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বা। অসূন্ প্রাণান্ রাতি দদাতীত্যসুরঃ। আতোঽনুপসর্গে ক ইতি কপ্রত্যয়ঃ। সুনীথঃ। ণীঞ্ প্রাপণে। হনিকুষিনীরমিকাশিভ্যঃ ক্থন্নিতি ক্থন্। প্রাদিসমাসে থাথাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

সুপর্ণ শব্দে শোভন পতন নামক সূর্য্যের রশ্মিকে বুঝায়। সুপর্ণা এই পদ, পঞ্চদশ নাম মধ্যে পঠিত হয়। অন্তরিক্ষাণি অর্থাৎ অন্তরিক্ষোপলক্ষিত লোকত্রয়, স্থানসমূহকে 'ব্যখ্যৎ' অর্থাৎ বিশেষ প্রকারে খ্যাপন বা প্রকাশ করিয়াছেন। রশ্মি কি প্রকার? গভীরবেপা অর্থাৎ গভীর কম্পনশালী! রশ্মির প্রকম্পন অর্থাৎ চলনকে কেহই দেখিতে সমর্থ নহেন। 'অসুর' শব্দের অর্থ সকলের প্রাণদাতা। অন্যত্র কথিত আছে যে, যিনি ভূতসমূহের প্রাণদান পূর্ব্বক উদিত হন, অসুর অর্থাৎ সূর্য্য। 'সুনীথ' অর্থাৎ সুনয়ন, শোভন প্রাপণ পথ প্রকাশ দ্বারা যিনি অভীষ্ট দেশে লইয়া যান। তাদৃশ রশ্মিবিশিষ্ট সূর্য্য এই রাত্রিতে কোথায় আছেন? কোন্ ব্যক্তিই বা এই রহস্য অবগত আছেন? কেহই অবগত নহেন, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। এই সূর্য্যের রশ্মি কোন্ দ্যুলোককে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, তাহাও কেহ অবগত নহেন।

সুপর্ণ—'নঞ্সুভ্যাং' এই বাক্যে উত্তরপদের অন্তভাগ উদাত্ত হইয়াছে। গভীরবেপাঃ—এই পদ, টুবেপৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন। টুবেপৃ ধাতুর অর্থ—কম্পন। অসুন্ প্রত্যয়। গভীর বেপ অর্থাৎ কম্পন যাহার। পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরত্ব। অসুরঃ পদ—অসু ধাতু হইতে উৎপন্ন। অসু ধাতুর অর্থ ক্ষেপণ। 'অস্যতি শত্রূন্' অর্থাৎ যিনি শত্রুকে ক্ষেপণ অর্থাৎ দূরীভূত করেন। "অসেরুরন্" (উ০ ১৪২) এই সূত্র দ্বারা অস্ ধাতুর উত্তর উরন্ প্রত্যয় করিয়া, অসুর পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। 'ন' ইৎ হেতু আদিস্বর উদাত্ত। অথবা 'অসূন্ প্রাণান্ রাতি দদাতি' অর্থাৎ যিনি প্রাণ দান করেন, তিনিই অসুর। 'আতোঽনুপসর্গেকঃ' এই বাক্যে ক প্রত্যয় হইয়াছে। 'সুনীথঃ' পদ—প্রাপণার্থ ণীঞ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'হনিকুষিনীরমিকাশিভ্যঃ ক্থন্' এই সূত্রে 'ক্থন্' প্রত্যয় হইয়াছে। প্রাদি সমাসে 'থাথাদীনাং' এই বাক্যে উত্তরপদের অন্তভাগ উদাত্ত হইয়াছে। "ইদানীং" পদে ইদম্ শব্দের উত্তর সপ্তম্যর্থে দানীং প্রত্যয় করিয়া ইদানীং পদ

ইদানীং। ইদংশব্দাৎ সপ্তম্যর্থে দানীং চ। পা০ ৫।৩।১৮। ইতি দানীংপ্রত্যয়ঃ। ইদমিশিতীদংশব্দস্যেশাদেশঃ। প্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বং। সূর্য্যঃ। ষূ প্রেরণে। সুবতীতি সূর্য্যঃ। রাজসূয়সূর্য্যেত্যাদিনা রুডাগমসহিতং ক্যপ্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। প্রত্যয়স্যানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং। চিকেত কিতজ্ঞানে লিট্। কতমাং। কিং জাতীয়াং বা বহূনাং জাতিপরিপ্রশ্নে উতমচ্। পা০ ৫।৩।৯৩। ইতি কিংশব্দাৎ উতমচ্। ডিত্ত্বাট্টিলোপঃ। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং ॥ ৭ ॥ (১ম—৩৫সূ—৭ঋ) ॥

সপ্তম (৪১৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টীকে পূর্ব্ব ঋকের অনুবৃত্তি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পূর্ব্ব ঋকে যে ত্রিলোকের বিষয় খ্যাপন করা হইয়াছে, সেই ত্রিলোকের তত্ত্ব কি প্রকারে অবগত হওয়া যায়? হৃদয়ে জ্ঞান-কিরণের উন্মেষই সে তত্ত্ব জানাইয়া দেয়। সে জ্ঞান-কিরণ কেমন? মন্ত্রের প্রথম পাদ—তাহারই স্বরূপ ব্যক্ত করিতেছে। সে জ্ঞানরশ্মি—'গভীরবেপাঃ'। স্পন্দনের দ্বারা দূরে যেমন তাড়িতশক্তির ক্রিয়া প্রকাশ পায়, জ্ঞানরশ্মিও সেইরূপ ক্রিয়াশীল। কোন্ লোক কত দূরে অবস্থিত, চর্ম্মচক্ষে তাহা দেখিবার সাধ্য নাই; এমন কি, কল্পনাও সে লোক-তত্ত্ব ধারণা করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু, জ্ঞানের এমনই দূর-ক্রিয়া-শক্তি, সে তাহা স্বতঃই অনুভব করিয়া লয়। কোথায় কোন দূরে তাড়িত-শক্তি কার্য্য করে, আর কোথায় কোন্ দূরে তাহার ক্রিয়া প্রকাশ পায়। 'গভীরবেপাঃ' পদ সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। তার পর বলা হইয়াছে, সেই রশ্মি

হইয়াছে। ইদম্ শব্দের উত্তর "সপ্তমার্থে দানীংচ" (পা০ ৫।৩।১৮) এই সূত্র দ্বারা দানীং প্রত্যয়। 'ইদমিশ্' এই বাক্যে ইদং শব্দের স্থানে 'ইশ' আদেশ হইয়াছে। প্রত্যয় হেতু আদি পদ উদাত্ত হইয়াছে। 'সূর্য্যঃ' এই পদ, প্রেরণার্থ 'ষূ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। সুবতি অর্থে সূর্য্য। 'রাজসূয়সূর্য্য' ইত্যাদি সূত্রে উডাগম'-সহিত 'ক্য' প্রত্যয় করিয়া নিপাতন সিদ্ধ। 'প্রত্যয়স্যানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরেণ' এই বাক্যে আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। 'চিকেত'—এই পদ, জ্ঞানার্থ 'কিত্' ধাতু হইতে উৎপন্ন লিটের রূপ। "কিং জাতীয়াং বা বহূনাং জাতিপরিপ্রশ্নে" (পা০ ৫।৩।৯৩) এই সূত্রে 'উতমচ্' প্রত্যয়ে 'কতমাং' পদ নিষ্পন্ন। 'ডিত্ব' অর্থাৎ 'ড' ইৎ হেতু টি লোপ। 'চিতঃ' সূত্রে অন্তের উদাত্তত্ব হইয়াছে। (১ম—৩৫সূ—৭ঋ)।

—'অসুরঃ'। এখানে 'অসুর' পদে দৈত্যদানব অর্থ পরিগৃহীত হয় নাই। এখানে 'অসুরঃ'—'প্রাণপ্রদঃ'। জ্ঞানরশ্মিই যে জীবদেহে প্রাণরূপে বিদ্যমান্ থাকে, তাহাই এখানে পরিব্যক্ত। জ্ঞানের সহিত প্রাণের প্রায়ই অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। যেখানে জ্ঞান, সেখানেই প্রাণ। প্রাণে জ্ঞান না থাকিতে পারে; কিন্তু, জ্ঞানে যে প্রাণ থাকে, তাহা নিঃসন্দেহ। এখানে সেই প্রাণের বিষয়ই প্রখ্যাপিত,—যে প্রাণ জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। তার পর, সে জ্ঞানরশ্মি—'সুনীথঃ'। মর্ম্ম এই যে, ঐ জ্ঞানের দ্বারা অভীষ্টদর্শন হয়। সে জ্ঞানরশ্মি—আর কেমন? না—সুপর্ণ। অর্থাৎ, তদ্দ্বারা উচ্চ এবং নীচ সর্ব্ববিষয়ক সমান জ্ঞান লাভ হয়। এ জ্ঞানরশ্মি করেন কি? না—ত্রিলোকের তত্ত্ব জানাইয়া দেন। অন্তরিক্ষ-লোকে যমভবনে কি যন্ত্রণা, সে জ্ঞানে অধিগত হয়। দিব্যলোকে যে কি শান্তি, সে জ্ঞানে জানিতে পারা যায়। আবার ইহলোকের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যও সে জ্ঞান দ্বারা বোধগম্য হইয়া থাকে। ফলতঃ, জ্ঞানরশ্মিই যে লোকালোকের তত্ত্ব প্রকাশ করে, জ্ঞানরশ্মিই যে পরমপদার্থের স্বরূপ বিজ্ঞাপিত করে,—মন্ত্রের প্রথমাংশের ইহাই মর্ম্মার্থ।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের মর্ম্ম এই যে, এই কালে—অজ্ঞানতার এই প্রভাব-সময়ে—সেই জ্ঞানসূর্য্যই যে কোথায় আছেন, তাঁহার রশ্মিরাজিই বা কিরূপে কোথায় ব্যাপ্ত হইতেছে, কেহই তাহা অবগত নহে। কোথায় জ্ঞান? কি প্রকারে সে জ্ঞান লাভ হয়? জ্ঞানী ভিন্ন অন্যে তাহার কি জানিবে? মন্ত্রের ইহাই প্রশ্ন। তাহার মর্ম্ম এই যে, তোমরা জ্ঞানী হইবার চেষ্টা কর, জ্ঞানীর নিকট জ্ঞান-তত্ত্বের সন্ধান লও। আমরা মনে করি, এ মন্ত্রের ইহাই প্রধান শিক্ষা।* (১ম—৩৫সূ—৭ঋ)।

* এ মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে সূর্য্য-সম্বন্ধে মন্ত্রটী প্রযুক্ত বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। প্রচলিত একটী অর্থ;—"দূরগামি-কিরণ-বিশিষ্ট এবং মার্গপ্রদর্শক সূর্য্যদেব, রশ্মি দ্বারা ত্রিভুবন প্রকাশ করিতেছেন। সেই রশ্মিবিশিষ্ট সূর্য্য, রাত্রিতে কোন স্থানে স্থিতি করিতেছেন তাহা কে জানে এবং এক্ষণে কোন্ দ্যুলোকে আছেন সেই রশ্মিই বা কে জানে!" এ অর্থে সূর্য্য যে কখন কোথায় থাকেন, সে বিষয়ে আর্য্যগণের জ্ঞান ছিল না—ইহাই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়। আমাদের অর্থে, সকল জ্ঞানেই ভারতবর্ষ জ্ঞানী ছিল—তাহাই বুঝা যায়। দুই দিকে দুই বিপরীত বিরুদ্ধ মত। সুধিগণ ইহার ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার করিবেন।

অষ্টমী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । পঞ্চত্রিংশৎ-সূক্তং । অষ্টমী ঋক্ ।)

অষ্টৌ ব্যখ্যৎ ককুভঃ পৃথিব্যাস্ত্রী ধন্ব

যোজনা সপ্ত সিন্ধূন্ ।

হিরণ্যাক্ষঃ সবিতা দেবঃ আগাদ্দধদ্রত্না

দাশুষে বার্য্যাণি ॥ ৮ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং ।

অষ্টৌ । বি । অখ্যৎ । ককুভঃ । পৃথিব্যাঃ । ত্রী । ধন্ব ।

যোজনা । সপ্ত । সিন্ধূন ।

হিরণ্যঽঅক্ষঃ । সবিতা । দেবঃ । আ । অগাৎ । দধৎ ।

রত্না । দাশুষে । বার্য্যাণি ॥ ৮ ॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা ।

'সবিতা' (জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ) 'পৃথিব্যাঃ' (ইহলোকসম্বন্ধিনীঃ) 'অষ্টৌ' (অষ্টসংখ্যাকাঃ) 'ককুভঃ' (দিশঃ, তত্ত্বমং ইতি ভাবঃ) 'ব্যখ্যৎ' (প্রকাশিতবান্) ; 'যোজনা' (প্রাণিনঃ স্বস্বভোগেন যোজয়িতৄন্) 'ধন্ব' (ধন্বান্, অন্তরিক্ষোপলক্ষিতান্) 'ত্রী' (ত্রিসংখ্যাকান্ ভোগ-কারণভূতান্ দ্যুলোক-ভূলোকান্তরিক্ষকলোকান্) তথা 'সপ্তসিন্ধূন' (সপ্তলোকসংরক্ষকান্ স্নেহকরুণাধারান্) 'ব্যখ্যৎ' (প্রদর্শিতবান্) ; 'হিরণ্যাক্ষঃ' (হিতসাধকদৃষ্টিসমন্বিতঃ) 'দেবঃ' (দ্যোতমানঃ, স্বপ্রকাশশীলঃ) স সবিতা 'দাশুষে' (প্রার্থনাকারিণে) 'বার্য্যাণি' (বরণীয়ানি)

'রত্না' (রত্নানি, ধনানি প্রদানার্থং ইতি যাবৎ) 'আগাৎ' (ইহ আগচ্ছতু)। জ্ঞানসাহায্যেন নরঃ ইহলোকতত্ত্বং জীবস্য কর্ম্মফলভোগকারণভূতং ত্রিলোকরহস্যং চ বিজানাতি, তথা সপ্তলোক-রক্ষার্থং ভগবৎ-করুণা-প্রভাবং পরিলক্ষতি। জ্ঞানস্বরূপঃ স দেবঃ অর্চ্চনাকারিণঃ মঙ্গলবিধানার্থং শ্রেষ্ঠং ধনং তস্মৈ বিতরতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৫সূ—৮ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানস্বরূপ সবিতা দেব, ইহলোক-সম্বন্ধীয় অষ্টদিক্ (আট দিকের তত্ত্ব) প্রকাশ করিয়াছেন, (অর্থাৎ, জ্ঞান সাহায্যেই মনুষ্য, ইহলোকের সকল দিকের সকল রহস্য অবগত হইয়া থাকেন); স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগের জন্য প্রাণিগণ অন্তরীক্ষ প্রভৃতি তিন লোকের সহিত যে বিযুক্ত হন, সেই লোকত্রয়ের বিবরণ (বিভিন্ন লোক প্রাপ্তির কারণ) এবং সপ্তলোক-রক্ষায় ভগবানের স্নেহকরুণাধারার বিষয়, তিনি প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন, (অর্থাৎ, জ্ঞানের দ্বারাই লোকালোকগমনের কারণ ও লোক-রক্ষায় ভগবানের করুণার বিষয় জানা যায়); জনহিত-সাধক-দৃষ্টি-সমন্বিত স্বপ্রকাশ সেই সবিতা দেব, এই প্রার্থনাকারীদিগকে বরণীয় শ্রেষ্ঠ ধন প্রদানার্থ ইহ সংসারে আগমন করুন। (১ম—৩৫সূ—৮ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

পৃথিব্যাঃ সম্বন্ধিনীরষ্টৌ ককুভঃ প্রাচ্যাদ্যাশ্চতস্রো দিশঃ আগ্নেয্যাদ্যাশ্চতস্রো বিদিশঃ ইত্যেবমষ্টৌ দিশো ব্যখ্যৎ। সবিতা প্রকাশিতবান্। তথা যোজনা প্রাণিনঃ স্বস্বভোগেন যোজয়িতৃন্ ধন্ব অন্তরিক্ষোপলক্ষিতান্ ত্রী ত্রিসংখ্যাকান্ পৃথিব্যাদিলোকান্। সপ্তসিন্ধূন্ গঙ্গাদিনদীঃ সমুদ্রান্ বা সবিতা ব্যখ্যৎ। হিরণ্যাক্ষঃ। হিতরমণীয়চক্ষুর্যুক্তো হিরণ্যময়াক্ষো বা সবিতা দেব আগাৎ। ইহাগচ্ছতু। কিং কুর্ব্বন্। দাশুষে হবির্দ্দত্তবতে যজমানায় বার্য্যাণি বরণীয়ানি রত্নানি দধৎ। প্রযচ্ছন্॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

পৃথিবীর আটটী দিক্। প্রাচ্যাদি চারিটী দিক্—পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর; এবং আগ্নেয় চারিটী বিদিক্—অগ্নি, নৈর্ঋত, বায়ু ও ঈশান। সবিতাদেব, এই আটটী দিক্ প্রকাশ করিয়াছেন। সেই প্রকার 'যোজনা' প্রাণি সকলকে স্ব স্ব ভোগে যোক্তৃগণকে, 'ধন্ব' অর্থাৎ অন্তরিক্ষোপলক্ষিত পৃথিবী প্রভৃতি ত্রিসংখ্যাক লোকসমূহকে, গঙ্গাদি নদীসকলকে অথবা সমুদ্রসকলকেও সবিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'হিরণ্যাক্ষ' হিত রমণীয় চক্ষুযুক্ত, অথবা 'হিরণ্যময়াক্ষ' স্বর্ণচক্ষু 'সবিতা' সূর্য্যদেব এইস্থানে আগমন করুন। কি করিবার জন্য? হবি দানশীল যজমানগণকে রত্নসকল দিবার জন্য।

অথ্যৎ। থ্যাতের্লুঙ্যস্ততিবৰ্জ্জীত্যাদিনা চ্লেরঙাদেশঃ। ত্রী। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ। ধন্ব। ধিবি রবি ধবি গত্যর্থাঃ। ইদিতো নুম্ ধাতোরিতি নুম্। অস্মাৎ কনিন্যুবৃষিতক্ষিরাজিধন্বিদ্যুপ্রতিদিব ইতি কনিন্। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তের্লুক্। ন-লোপঃ। প্রত্যয়স্য নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। যোজনা। যোজয়ন্তি প্রাণিনঃ উপভোগেনেতি যোজনানি। নন্দ্যাদিলক্ষণো ল্যুঃ। ণেরনিটীতি ণিলোপঃ। পূর্ব্ববচ্ছের্লোপঃ। হিরণ্যাক্ষঃ। হিরণ্যময়ান্যক্ষীণি যস্যাসৌ হিরণ্যাক্ষঃ। বহুব্রীহৌ সক্থ্যক্ষ্ণোঃ। পা০ ৫।৪।১১৩। ইতি সমাসান্তঃ ষচ্ প্রত্যয়ঃ। অগাৎ। এতের্লুঙি। ণৌ গা লুঙি। পা০ ২।৪।৪৫। ইতি গা-দেশঃ। গাতিস্থেতি সিচো লুক্। দধৎ। শতরি নাভ্যস্তাচ্ছতুরিতি নুমাগমপ্রতিষেধঃ। শ্নাভ্যস্তয়োরাৎ ইত্যাকারলোপঃ। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। দাশুষে। দাশ্বান্ সাহ্বানিত্যাদিনা ক্বসুপ্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। চতুর্থ্যেকবচনে বসোঃ সম্প্রসারণমিতি সম্প্রসারণং পরপূর্ব্বত্বং। শাসিবসিঘসীনাং চেতি ষত্বং। বার্য্যাণি। বৃঙ্ সম্ভক্তৌ ঋহলোর্ণ্যৎ। ঈড়বন্দেত্যাদিনাদ্যুদাত্তত্বং ॥ ৮ ॥ (১ম—৩৫সূ—৮ঋ) ॥

অষ্টম (৪১৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত 'অষ্টৌ' 'ত্রী' এবং 'সপ্ত' এই তিনটী পদের ব্যাখ্যা, প্রথমেই প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। ঐ তিনটী সংখ্যাবাচক পদের নিগূঢ় ভাব বোধগম্য হইলেই, ঋকের অর্থ সরল হইয়া আসিবে।

'অখ্যৎ' পদটী খ্যা ধাতু লুঙ্ নিষ্পন্ন। 'অস্যতিবক্তি' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা চ্লি এর স্থানে অঙ্ আদেশ 'শেশ্ছন্দসি বহুলম্' এই সূত্রে শি-লোপ। 'ধন্ব'—'ধিবি রবি ধবি গত্যর্থাঃ'—গত্যর্থ ধব ধাতু নিষ্পন্ন, 'ইদিতো নুম্ ধাতোঃ' এই বাক্যে 'নুম'। ইহার উত্তর "কনিন্যুবৃষিতক্ষি" ইত্যাদি সূত্রে 'কনিন্' প্রত্যয়। 'সুপাং সুলুক্' সূত্রে বিভক্তির লুক্। 'ন' কার লোপ। প্রত্যয়ের ন কার ইৎ হেতু আদিস্বর উদাত্ত। 'যোজনা' পদটী 'প্রাণিগণকে উপভোগে যোজনা করেন' এই অর্থে 'যোজনানি' পদ হইতে নিষ্পন্ন হয়। "নন্দ্যাদিলক্ষণো ল্যুঃ' এই সূত্রে 'ল্যু' প্রত্যয়। 'ণেরনিটি' এই সূত্রে 'ণি' লোপ। পূর্ব্ববৎ শি লোপ। 'হিরণ্ময় অক্ষি যাহার' এই ব্যাসবাক্যে হিরণ্যাক্ষ পদ হয়। 'বহুব্রীহৌ সক্থ্যক্ষ্ণোঃ' (পা০ ৫।৪।১১৩) এই সূত্র দ্বারা সমাসান্ত অক্ষি শব্দের উত্তর 'ষচ্' প্রত্যয়। 'অগাৎ' এইপদে, 'এতের্লুঙিণৌ গা' (পা০ ২।৪।৪৫) সূত্রে লুঙ্ সম্বন্ধি বিভক্তিতে 'গা' আদেশ। 'গাতিস্থেতি' সূত্রে 'সিচের' লুক্। 'দধৎ' এই পদে, 'শতরি নাভ্যস্তাচ্ছতুঃ' এই সূত্রে 'নুম' আগম প্রতিষেধ। শ্নাভ্যস্তয়োরাৎ' এই বাক্যে আকারলোপ। 'অভ্যস্তানামাদিঃ' এই সূত্রে আদিস্বর উদাত্ত। 'দাশুষে' পদটী, দাশ্বান্ সাহ্বান' ইত্যাদি সূত্রে ক্বসু প্রত্যয়ান্ত হইয়া নিপাতন সিদ্ধ। তদুত্তর চতুর্থীর একবচনে 'ক্বসু' প্রত্যয়ের সম্প্রসারণ এবং পরপূর্ব্বত্ব। 'শাসিবসিঘসীনাং' এই সূত্রে 'ষত্ব' হইয়াছে। 'বার্য্যাণি'—সম্ভক্তি অর্থে বৃঙ্' ধাতুর উত্তর 'ঋহলোর্ণ্যৎ' এই সূত্রে ণ্যৎ প্রত্যয়। ঈড়বন্দবৃশংস' ইত্যাদি সূত্রে আদিস্বর উদাত্ত ॥ ৮ ॥

'অষ্টৌ ককুভঃ' পদদ্বয়ে আট-দিককে বুঝাইতেছে। এখানে 'অষ্টৌ' পদ দিক্ বাচক। বলা হইতেছে—'পৃথিবীর আট-দিক্।' ভাব—'সকল দিক্।' কিন্তু সে পক্ষে এখানে একটা সমস্যার কথা আছে। সাধারণতঃ আমরা দশদিক্ বলিয়া থাকি। এখানে আট-দিক্ বলা হইল কেন? উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম—এই চারিদিক্ এবং নৈঋর্ত ঈশান বায়ু অগ্নি এই চারি বিদিক্—এই লইয়া আট-দিক্ হয়। ভাষ্যকারও এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু, ইহাতে সকল দিক্ বুঝাইল কি? ঊর্দ্ধ অধঃ কোথায় গেল? আমরা বলি, এখানে পৃথিবীর গোলত্বের পরিচয় প্রকাশমান্। অন্য বস্তুতে দশদিক্ পরিকল্পিত হইতে পারে। কিন্তু, গোলাকার পদার্থে দশদিক্ কল্পনা করা যায় না। গোলকের আবার ঊর্দ্ধ অধঃ কোথায়? কাজেই 'পৃথিব্যাঃ অষ্টৌ ককুভঃ' বাক্যের সার্থক প্রয়োগ প্রতিপন্ন হয়। 'সবিতা দেব, এই পৃথিবীর আট-দিক্ প্রকাশ করিয়াছেন'—বলিতে, 'জ্ঞানের নিকট পৃথিবীর সকল রহস্যই প্রকটিত আছে' অর্থাৎ, সংসারের সকল বিষয়ই সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানের দ্বারা অধিগত হয়, ইহাই বুঝিতে পারি।

'ত্রী' পদে—এখানে দ্যুলোক ভূলোক ও অন্তরিক্ষ-লোক বুঝাইতেছে; অর্থাৎ, অমৃতের জীবিতের ও মৃতের আশ্রয়-স্থানকে (ষষ্ঠ ঋকের বিশদার্থ দেখুন) লক্ষ্য করিতেছে। ঐ 'ত্রী' শব্দের প্রয়োগ-উপলক্ষে, 'ধন্ব' পদের সহিত 'যোজনা' পদের সমাবেশ, অর্থটীকে বিশদ করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্বেই (ষষ্ঠ ঋকে) আমরা বুঝাইয়াছি, কর্ম্মানুসারে জীবের গতি ত্রিবিধ হইয়া থাকে। কর্ম্মফলোপলক্ষিত সেই ত্রিবিধ গতির বিষয়ই এখানকার লক্ষ্য। ঐ 'ত্রী' পদ, সেই তিন লোকের বিষয়ই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ঐ তিন লোকের বা অবস্থার কারণ কি, কোন্ কর্ম্মের ফলে কোন্ লোক প্রাপ্তি ঘটে,—সবিতা দেব, তাহা প্রকাশ করিয়াছেন অর্থাৎ জ্ঞান-সাহায্যে আমরা তাহা জানিতে পারি, এ পক্ষে ইহাই তাৎপর্য্য। অতঃপর, লক্ষ্য করুন—'সপ্তসিন্ধূন্' বাক্যাংশান্তর্গত 'সপ্ত' পদ। উহাতে কি ভাব দ্যোতনা করে? ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণ কহিয়াছেন—ঐ 'সপ্ত' পদে গঙ্গাদি সাতটী নদীকে বা সাতটী সমুদ্রকে বুঝাইতেছে। সূর্য্যোদয়ে সাতটী নদী বা সাতটী

সমুদ্র প্রকাশ পায়, এই ভাব। আমরা কিন্তু, 'সপ্ত' পদে সপ্ত লোক অর্থ আমনন করিলাম। সে পক্ষে, 'সিন্ধূন্' পদ—'স্নেহকরুণার ধারা' অর্থ জ্ঞাপন করিতেছে। *

এই খানে, প্রথমেই একটা সংশয় উঠিতে পারে। 'ত্রী' শব্দের ব্যাখ্যায় একবার বলা হইল—তিন লোক; এখন আবার 'সপ্ত' পদের ব্যাখ্যায় বলা হইতেছে—সপ্ত-লোক। একই ঋকের মধ্যে এ কেমন অসঙ্গত উক্তি! বলা বাহুল্য, সেই তত্ত্ব ব্যক্ত করিবার জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা! বিষয়টী একটু বিশদ ভাবেই আলোচনা করা যাইতেছে। আমরা বলি,—ঐ 'ত্রিলোক' 'সপ্তলোক' পদদ্বয়ের একটী—ভাব-গত, একটী—পদার্থ-গত। সপ্ত-লোক, চতুর্দ্দশ-ভুবন, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এইরূপ নানা ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। আধুনিক ভূগোল, এই পৃথিবীকে চারিটী বা পাঁচটী বিভাগে (মহাদেশে) বিভক্ত করিয়া থাকে; আবার, ইহাতে তিনভাগ জল ও একভাগ স্থল আছে বলিয়াও ইহার পরিচয় দিতে পারে। পুনশ্চ, পৃথিবীতে কত দেশ ও কত জনপদ আছে—সে বর্ণনাও করিতে পারে। এইরূপ, সপ্ত-লোক, চতুর্দ্দশ-ভুবন প্রভৃতি বাক্য—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিভাগ মাত্র। উহার সকল বিভাগের সকল তত্ত্ব সাধারণ মনুষ্যের জ্ঞানগম্য হওয়া সম্ভবপর নহে;—পরমজ্ঞানী বিবেকী জনই তাহা জানিতে পারেন। এই যে সপ্তলোক ও চতুর্দ্দশ-ভুবন প্রভৃতি বিভাগ,—এ বিভাগকে আমরা বস্তুগত বিভাগ বলিয়া মনে করি। আর যে এক বিভাগ, তাহা ভাব-গত;—সে সেই অমৃতের, জীবিতের ও মৃতের আশ্রয়-স্থল মধ্যে পরিগণিত। যে লোকে বা যে ভুবনে যত প্রাণীই অবস্থিতি করুক না কেন, তাহাদের গতি ঐ তিন ভিন্ন অন্য নাই। সকলকেই ঐ তিন অবস্থার একের অন্তর্ভুক্ত হইয়া

---

* এই ঋকের যে অনুবাদ প্রচলিত আছে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—(১) "সবিতা পৃথিবীর অষ্টদিক্ প্রকাশিত করিয়াছেন, এবং প্রাণীদিগের তিন জগৎ ও সপ্ত সিন্ধু প্রকাশিত করিয়াছেন। সেই হিরণ্ময়-চক্ষুবিশিষ্ট সবিতা, হব্যদাতা যজমানকে বরণীয় দ্রব্য দান করিয়া এইস্থানে আইসুন।" (২) "সূর্য্যদেব পৃথিবীর অষ্টদিক প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রাণীসকলকে স্ব স্ব ভোগে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত, পৃথিব্যাদি লোকত্রয় এবং গঙ্গাদি সপ্ত নদীকে প্রকাশ করিয়াছেন, স্বর্ণময় চক্ষুবিশিষ্ট সূর্য্যদেব হবির্দ্দাতা যজমানকে উত্তম ধন দান করত এই যজ্ঞেতে আগমন করুন।"

থাকিতেই হইবে। তাই ঐ তিন লোক—ভাব-গত। সুতরাং সপ্তলোক বা চতুর্দ্দশ ভুবন প্রভৃতির সহিত এই ত্রিলোকের (যে ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে তদনুসারে) কোনই বিরোধ ঘটিতে পারে না। অতএব, 'যোজনা ধন্ব ত্রী' তথা 'সপ্ত সিন্ধূন্'—এই পদাংশের আমরা যে ব্যাখ্যা করিলাম, তাহা অসঙ্গতি-দোষ দুষ্ট নহে। বিশেষতঃ 'যোজনা'—'স্বস্ব-ভোগেন যে জয়িতৄন্'—এতদ্বাক্যের সার্থকতাই এক্ষেত্রে প্রতিপন্ন হয়। সপ্তলোকে ভগবানের যে করুণার নির্ঝর প্রবাহিত, কর্ম্মফলেই জীব তাহা লাভ করে,—আবার ত্রি-লোকের যে ত্রিবিধ গতি, কর্ম্ম দ্বারাই তাহা অধিগত হইয়া থাকে। মন্ত্রের প্রথমাংশে এই ভাবই অধ্যাহৃত হয়।

মন্ত্রের শেষাংশ—সাধারণ প্রার্থনা মূলক। এখানে প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'হে হিরণ্যাক্ষ সবিতা-দেব! আপনি এই প্রার্থনাকারীকে শ্রেষ্ঠ ধন দান করিতে আসুন।' 'হিরণ্যাক্ষঃ' পদের অর্থে ব্যাখ্যাকারগণ 'হিরণ্যের (স্বর্ণের) অক্ষিবিশিষ্ট' অর্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, ভাষ্যা-ভাসে প্রকাশ পায়—ঐ শব্দের অর্থ হিতকারী দৃষ্টিবিশিষ্ট, জীবের হিত-সাধনই তাঁহার লক্ষ্য। জ্ঞানস্বরূপ দেবতার বা জ্ঞানের লক্ষ্য যে হিত-সাধন, সেই ভাবই এখানে পরিব্যক্ত। জ্ঞান আপনি প্রকাশমান্ হইয়া লোককে প্রকাশিত করেন; 'দেবঃ' পদ, তাহাই দ্যোতনা করে। শ্রেষ্ঠ ধন (বার্য্যাণি রত্না) দানের জন্য তাঁহার আগমনই প্রয়োজন; তাই, 'আগাৎ' (ইহাগচ্ছতু) পদ প্রযুক্ত দেখি। "হে দেব! আর দূরে থাকিও না; আমায় শ্রেষ্ঠ ধন দানের জন্য নিকটে এস; হৃদয়ে অধিষ্ঠান কর;"—ইহাই প্রার্থনার মর্ম্ম। (১ম—৩৫সূ—৮ঋ)। *

---

* এখানে অবান্তর হইলেও, পূর্ব্বে ছাড় গিয়াছে বলিয়া, এই 'নোটটি' এইখানেই প্রকাশ করা গেল।

[চতুস্ত্রিংশৎ সূক্তের একাদশ ঋকের বিশদার্থ ১৭৫৭ পৃষ্ঠার ফুটনোটের নীচে এই অংশ যোগ হইবে; যথা,—'একাদশৈঃ' পদের আকার 'ছান্দস' বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। পরন্তু, আরও একদিক্ দিয়া বহুব্রীহি ও কর্ম্মধারয় সমাসে ঐ একই প্রকার অর্থে "একাদশৈঃ" পদ নিষ্পন্ন হইতে পারে। 'ন দশা অবস্থান্তরা যস্য স অদশঃ' অর্থাৎ দেব,—এই ভাবে এই অর্থে 'অদশঃ' পদ সিদ্ধ করিয়া, তৎপরে কর্ম্মধারয়ে 'একে অদশঃ' এই অর্থে 'একাদশঃ' এবং 'তৈঃ একাদশৈঃ' পদ সিদ্ধ হয়। তাহার অর্থ অভিন্নভাবাপন্ন দেবগণসহ। ফলতঃ ত্রয়োদশাদি সংখ্যার সংস্রব না আনিয়া সেস্থলে এইভাবে অর্থ করিলেই সঙ্গত অর্থ হয়।]

নবমী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চত্রিংশৎ-সূক্তং। নবমী ঋক্।)

হিরণ্যপাণিঃ সবিতা বিচর্ষণিরুভে দ্যাবা

পৃথিবী অন্তরীয়তে।

অপামীবাং বাধতে বেতি সূর্য্যমভি কৃষ্ণেন

রজসা দ্যামৃণোতি ॥ ৯ ॥

পদ-বিশ্লেষণং ।

হিরণ্যঽপাণিঃ। সবিতা। বিচর্ষণিঃ। উভে ইতি। দ্যাবা।

পৃথিবী ইতি। অন্তঃ। ঈয়তে।

অপ। অমীবাং। বাধতে। বেতি। সূর্য্যং। অভি। কৃষ্ণেন।

রজসা। দ্যাং। ঋণোতি ॥ ৯ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'হিরণ্যপাণিঃ' (জ্ঞানরূপসুবর্ণবিতরণকারী) 'বিচর্ষণিঃ' (বিশ্বকর্ষণরতঃ, সর্ব্বেষাং উৎকর্ষবিধারকঃ) 'সবিতা' (জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ) 'দ্যাবাপৃথিবী' (দ্যুলোকো ভূলোকশ্চ) 'উভে অন্তঃ' (উভয়োর্লোকয়োর্মধ্যে যদ্বা উভয়স্য পারে—অন্তরিক্ষলোকে) 'ঈয়তে' (অবতিষ্ঠতি, গচ্ছতি); 'অমীবাং' (তত্রত্যা রোগাদিবাধাং) 'অপ বাধতে' (সম্যক্ নিরাকরোতি), তথা 'সূর্য্যং' (জ্ঞানং) 'বেতি' (সঞ্চালয়তি, সম্প্রদদাতি); 'কৃষ্ণেন' (অন্ধকারনিবারকেন)

'রজসা' (তেজসা) 'দ্যাং' (আকাশং, যদ্বা—অন্তরিক্ষলোকং) 'অভি' (সর্ব্বতঃ) 'ঋণোতি' (ব্যাপ্নোতি)। অত্র দ্বিবিধভাবঃ পরিদ্রষ্টব্যঃ। একার্থঃ—জ্ঞানস্বরূপঃ স দেবঃ কেবলং দ্যুলোকে ভূলোকে চ তিষ্ঠতি, তত্রত্যা রোগশোকং বিদূরয়তি, তথা জ্ঞানকিরণং বিস্তারয়তি। অন্যার্থঃ—যদ্যপি জ্ঞানসম্বন্ধরহিতস্য মৃতজনস্য সম্বন্ধবশাৎ অন্তরিক্ষলোকস্য যমভুবনাধারা ভীষণতাং সূচয়তি, তথাপি পরমকরুণাপরায়ণঃ সবিতা দেবঃ তৎস্থানং ন পরিত্যজতি ; তথা জ্ঞান-কিরণ-বিস্তারেণ পাপিনাং উদ্ধারকল্পে সহায়তাং করোতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৫সূ—৯ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানরূপ সুবর্ণবিতরণকারী, সকলের উৎকর্ষবিধায়ক, জ্ঞানস্বরূপ সবিতা দেব, দ্যুলোক ভূলোক উভয়লোকের মধ্যভাগে অবস্থিত আছেন (গতিবিধি করেন) ; (জ্ঞানার্জ্জনে) সেখানকার রোগাদি বাধা সর্ব্বতোভাবে দূর করিয়া দেন ; সেখানে জ্ঞানসূর্য্যকে সঞ্চালিত করেন ; এবং অন্ধকার-নিবারক জ্যোতির দ্বারা আকাশকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকেন।

অথবা

হিরণ্যপাণি বিচর্ষণি সবিতা দেব, দ্যুলোক-ভূলোক উভয়লোকের মধ্যবর্ত্তী অন্তরিক্ষলোকে গমন করেন ; সেখানকার রোগাদি বাধা অপসারিত করিয়া দেন ; তথায় জ্ঞানরূপ সূর্য্যকে সঞ্চালিত (বিস্তৃত) করিয়া থাকেন ; আর, অন্ধকার-নিবারক তেজের (জ্যোতির) দ্বারা সেই লোককে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত করেন। (১ম—৩৫সূ—৯ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হিরণ্যপাণিঃ সুবর্ণময়হস্তযুক্তঃ। যদ্বা যজমানেভ্যো দাতুং হিরণ্যং হস্তে ধৃতবান্। বিচর্ষণিঃ। বিবিধদর্শনযুক্তঃ। বিচর্ষণিঃ পশ্যতিকর্মা। বিচর্ষণিরিতি বিশ্বচর্ষণিরিতি তন্নামস্য পাঠাৎ। সবিতা দেব উভে দ্যাবাপৃথিবী অন্তঃ উভয়োর্লোকয়োর্মধ্যে ঈয়তে। গচ্ছতি। অমীবাং রোগাদিবাধামপবাধতে। সম্যক্ নিরাকরোতি। তথা সূর্য্যং চেতি। গচ্ছতি।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'হিরণ্যপাণিঃ'—সুবর্ণময় হস্তবিশিষ্ট অথবা যিনি যজমানগণকে দান করিবার জন্য হিরণ্যকে হস্তে ধারণ করিয়াছেন। 'বিচর্ষণিঃ'—বিবিধ দর্শনযুক্ত, দর্শনকর্ত্তা—ইহাই বুঝায়। 'বিচর্ষণি-র্বিশ্বচর্ষণিঃ' এই প্রকার তাঁহার নাম পাঠ আছে। সবিতা দেব স্বর্গ ও পৃথিবী উভয় লোকের মধ্যে গমন করেন। ইঁহারা তোমাদিগকে রোগাদিজনিত বাধা হইতে সম্যক্রূপে নিরাকরণ করেন অর্থাৎ দূর করিয়া দেন। সেইরূপ সূর্য্যেও গমন করেন। সবিতৃ ও সূর্য্য

যদ্যপি সবিতৃশ্চর্যাম্নোরেকদেবতাত্বং তথাপি মূর্ত্তিভেদেন গন্তৃগন্তব্যভাবঃ। কৃষ্ণেন তমসঃ কর্ষকেন নিবর্ত্তকেন রজসা তেজসা দ্যামাকাশমভ্যাপ্নোতি। সর্ব্বতো ব্যাপ্নোতি॥

দ্যাবাপৃথিবী। দিবসশ্চ পৃথিব্যাং। পা০ ৬।৩।৩০ : ইতি চশব্দাদিব্শব্দস্য দ্যাবাদেশঃ। দেবতাদ্বন্দ্বে চেত্যুভয়পদপ্রকৃতিস্বরত্বং। নোত্তরপদেঽনুদাত্তাদৌ। পা০ ৬।২।১৪২। ইতি ননিষেধঃ। অপৃথিবীরুদ্রপূষমন্থিষ্বিতি পর্য্যুদস্তত্বাৎ। ঈয়তে। ঈঙ্ গতৌ। তিঙঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। বাধতে চেতি সমুচ্চয়ার্থপ্রতীতেশ্চশব্দস্যাপ্রয়োগাচ্চাদিলোপে বিভাষেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। বেতি। বী গতিপ্রজননকান্ত্যাশনখাদনেষু। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। তিপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। যদ্যপোষা দ্বিতীয়া তথাপি তিঙঃ পরত্বান্নিঘাতাভাবঃ। ঋণোতি। ঋণু গতৌ। তনাদিত্বাদুঃ। তনাদিষু করোতিরেব গেপোনাক্তেবামিত্যাপি শলিম। তেন গুণাভাবঃ॥ ৯॥ (১ম—৩৫সূ—৯ঋ)॥

নবম (৪১৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের দুই প্রকার অর্থ আমরা প্রকাশ করিলাম। এক অর্থে, দ্যুলোক ও ভূলোক ভিন্ন, অন্তরিক্ষ লোকেও সবিতা-দেব বিচরণ করেন অর্থাৎ জ্ঞানকিরণ বিচ্ছুরিত হয়। অন্য অর্থে, কেবল দ্যুলোকে ও ভূলোকে তাঁহার অবস্থিতি,—অন্যলোকে জ্ঞান-সম্পর্ক আদৌ নাই। এক প্রকার অর্থে, অন্তরিক্ষলোকের মৃত-অভিশপ্ত সূক্ষ্মশরীরীদিগের কষ্ট-ভোগের নিরসন-পক্ষে তাঁহার করুণা-হস্ত বিস্তারিত হইয়া আছে; অন্য প্রকার অর্থে, কেবল দ্যুলোকের ও ভূলোকের প্রাণিগণের হিতের জন্যই

এক দেবতা হইলেও মূর্ত্তিভেদ হেতু 'গন্তৃগন্তব্যভাব' আছে। অন্ধকারের নিবর্ত্তক তেজ দ্বারা আকাশকে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন।

'দ্যাবাপৃথিবী'। এই পদটী, 'দিবসশ্চ পৃথিব্যাং' (পা০ ৬।৩।৩০) সূত্র দ্বারা 'চ' শব্দহেতু 'দিব্' শব্দস্থানে 'দ্যাবা' আদেশ হইয়াছে। 'দেবতাদ্বন্দ্বে চ' এই সূত্র দ্বারা উভয় পদের প্রকৃতিস্বরত্ব। 'নোত্তরপদেঽনুদাত্তাদৌ' (পা০ ৬।২।১৪২) সূত্রে 'ন' নিষেধ। সূত্রের অপরাংশে "অপৃথিবীরুদ্রপূষমন্থিষু" বাক্যে পর্য্যুদাস হেতু 'ন' কারের নিষেধ আছে। গমনার্থ ইঙ্ ধাতু ঈয়তে হইতে পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'তিঙ্ঙতিঙঃ' এই সূত্রে তিঙন্তের নিঘাত হয়। গতি-প্রজননকান্ত্যাশনখাদনার্থ 'বী' ধাতু হইতে 'বেতি' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অদাদিগণীয় বলিয়া শপের লুক হইয়াছে। 'তিপ্' প্রত্যয়ে 'প' কার ইৎ হেতু অনুদাত্তত্বপ্রযুক্ত ধাতুস্বর প্রাপ্ত। সমুচ্চয়ার্থের প্রতীতি-হেতু শব্দের অপ্রয়োগজন্য 'চ' এর আদিলোপের পর বিকল্পে নিঘাতের প্রতিষেধ হইয়াছে। গত্যর্থ 'ঋণু' ধাতু হইতে 'ঋণোতি' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। তনাদি হেতু 'উ' প্রত্যয়। তনাদিগণীয় ধাতুতে শলিম প্রত্যয়-হেতু গুণের অভাব হয়॥ (১ম—৩৫সূ—৯ঋ)॥

তিনি ব্রতী আছেন। এক প্রকার অর্থে, রোগাদি-জনিত প্রতিবন্ধক-বশতঃ যাহারা ভগবদারাধনায় জ্ঞানার্জ্জনে সমর্থ হয় নাই, তিনি তাহাদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি-পরায়ণ হইয়াছেন,—তাহাদিগের সে প্রতিবন্ধক দূরীভূত করিতেছেন,—তাহাদিগের মধ্যে জ্ঞান-রশ্মি সঞ্চালিত করিয়া দিতেছেন। অন্য প্রকার অর্থে, দ্যুলোকের ও ভূলোকের প্রাণী যেন জ্ঞানার্জ্জনে কোন-প্রকার বাধা প্রাপ্ত না হয়, পরন্তু তাহাদের মধ্যে যেন অবিরোধে জ্ঞানসূর্য্য বিকাশ-প্রাপ্ত হন, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন। অন্ধকার-নিবারক তাঁহার তেজের দ্বারা তিনি দুই লোকের আকাশে (সকল স্থলে) বিস্তৃত হইতেছেন, অথবা অন্তরিক্ষলোক তাঁহার আলোক প্রাপ্ত হইতেছে। এক পক্ষে, তাঁহার কঠোর শাসনের—পাপপুণ্যের তুলাদণ্ডে পরিমাপের—ভাব আসিতেছে; অন্য পক্ষে, তাঁহার করুণার প্রভাবে, পরিত্যক্ত মৃত যমভবনে প্রেরিত জীবও মুক্তির পথ দেখিতে পাইতেছে। যিনি যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, তিনি সেই অর্থেরই অনুসরণ করিবেন। এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বক্তব্য থাকিতে পারে না। ভগবান্ সম্বন্ধে যে ভাব যেরূপে যাঁহার হৃদয়ে অবভাসিত হইবে, তিনি সেই ভাবের অর্থই গ্রহণ করিবেন। তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে?

এক্ষণে ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী শব্দের বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। ঐ সকল শব্দের অর্থান্তর উপলক্ষে, ঋকের অর্থও রূপান্তরে প্রকাশ পাইয়া থাকে। একটী শব্দ—'হিরণ্যপাণিঃ'। উহার সাধারণ অর্থ—স্বর্ণনির্ম্মিত-হস্ত। এতদুপলক্ষে এক উপাখ্যানের পর্য্যন্ত সমাবেশ দেখা যায়। কি প্রকারে প্রাশিত্রে সবিতা দেবতার হাত কাটা পড়ে এবং কি প্রকারে সুবর্ণের হস্ত প্রস্তুত করিয়া তাঁহাতে সংযোজিত হয়, সে উপাখ্যান পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। সে এক অর্থে 'সুবর্ণের হস্তই' প্রচলিত আছে। অন্য অর্থে, তিনি সুবর্ণদান করিবার জন্য হস্তে সুবর্ণ ধারণ করিয়া আছেন। আমাদের অর্থ—তিনি জ্ঞানরূপ সুবর্ণবিতরণকারী। 'বিচর্ষণিঃ' পদে সাধারণতঃ 'বিবিধদর্শনযুক্ত' অর্থ পরিগৃহীত হয়। কিন্তু ইহার মূলীভূত ধাতু 'চর্ষণ' (কর্ষণ) মূলক হওয়ায়, আমরা এ পদের অর্থ করিলাম—বিশ্বকর্ষণরত; অর্থাৎ,—সকলের উৎকর্ষ-বিধায়ক। 'সূর্য্যং বেতি' পদে

সাধারণতঃ অর্থ হয়—তিনি সূর্য্যকে পরিচালিত করেন। কেহ আবার অর্থ করেন—সবিতা সূর্য্যের নিকট যাইতেছেন। এ প্রকার অর্থে, সবিতা ও সূর্য্য পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হন; এবং সবিতা পদে সূর্য্যের পরিচালক বা প্রতিষ্ঠাতা সেই জগদীশ্বরকে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু সে অর্থে, ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যায় পূর্ব্বাপর অসঙ্গতি-দোষ ঘটে। তাঁহারা সবিতাকে ও সূর্য্যকে এক ও অভিন্ন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এখানে সবিতা বড় হইলেন, সূর্য্য ছোট হইলেন। পরন্তু, সূর্য্য যে চালিত হন, তাহাও বলা যায় না। আমরা এখানে 'সূর্য্যং' পদে জ্ঞানরূপ সূর্য্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তিনি যে, জীবকে জ্ঞান-দান করেন, তিনি যে জ্ঞান সূর্য্যকে পরিচালন করেন—বাক্যে তাহাই বোধগম্য হয়। ব্যাধি-বিপত্তির বাধায় অনেক সময় জ্ঞানার্জ্জনে ভগবদর্চ্চনায় বিঘ্ন ঘটে। জ্ঞানস্বরূপ দেব, হৃদয়ে জ্ঞানকিরণ বিচ্ছুরিত করিয়া, সেই বিঘ্ন দূর করেন। অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণে তাঁহার করুণার পার নাই। আমরা মনে করি, মন্ত্রে এই সকল ভাবই প্রকটিত রহিয়াছে। (১ম—২৫সূ—৯ঋ)।

দশমী ঋক্

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চত্রিংশৎসূক্তং। দশমী ঋক্।)

হিরণ্যহস্তো অসুরঃ সুনীথঃ সুমৃলীকঃ

স্ববাঁ যাত্বর্ব্বাঙ্।

অপসেধন্ রক্ষসো যাতুধানানস্থাদ্দেবঃ

প্রতিদোষং গৃণানঃ ॥ ১০ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

হিরণ্যহস্তঃ। অসুরঃ। সুহনীথঃ। সুহমৃলীকঃ।

স্বহবান্। যাতু। অর্ব্বাঙ্।

অপহসেধন্। রক্ষসঃ। যাতুহধানান্। অস্থাৎ। দেবঃ।

প্রতিহদোষং। গৃণানঃ॥ ১০॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'হিরণ্যহস্তঃ' (জ্ঞানরূপসুবর্ণবিতরণকারী) 'অসুরঃ' (প্রাণদাতা) 'সুনীথঃ' (প্রকৃষ্টনেতা) 'সুমৃলীকঃ' (পরমসুখকারী) 'স্ববান্' (সুরক্ষকঃ, ধনবান্, পরমধনাধিকারী) স দেবঃ 'অর্ব্বাঙ্' (অস্মাকং কর্ম্মাভিমুখে) 'যাতু' (গচ্ছতু); 'দেবঃ' (স জ্ঞানস্বরূপঃ সবিতা দেবঃ) 'গৃণানঃ' (অস্মাভিস্তূয়মানঃ সন্) 'রক্ষসঃ' (সৎকর্ম্মবাধকান্) 'যাতুধানান্' (শত্রূন, অজ্ঞানাদীন্) 'অপসেধন্' (নিরাকুর্ব্বন্) 'প্রতিদোষং' (কর্ম্মণাং ত্রুটিনিবারণার্থং) 'অস্থাৎ' (স্থিতবান্, কর্ম্মণা সহ সম্বন্ধবিশিষ্টো ভবতু ইত্যর্থঃ)। সবিতৃদেবস্য উপাসনাপ্রভাবেন কর্ম্ম ত্রুটিশূন্যং ভবতি; জ্ঞানসংযুতং কর্ম্ম সদৈব সুফলপ্রদমিতি ভাবঃ। (১ম—৩৫—১০ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানরূপ সুবর্ণ-বিতরণকারী, জীবনদাতা, প্রকৃষ্টনেতা, পরমসুখদায়ক, পরম-ধনের অধিকারী সেই দেবতা, আমাদের কর্ম্মাভিমুখে গমন করুন; জ্ঞানস্বরূপ সেই সবিতা দেব, আমাদিগের দ্বারা স্তূয়মান্ (সম্পূজিত) হইয়া, সকল সৎকর্ম্মের প্রতিবন্ধক অজ্ঞানাদি শত্রুকে নিরাকৃত করুন; এবং আমাদের কর্ম্ম-সমূহের ত্রুটি-নিবারণার্থ, আমাদের কর্ম্মসহ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হউন (চিরবিদ্যমান্ থাকুন)। (১ম—৩৫সূ—১০ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হিরণ্যহস্তোঽসুরঃ। প্রাণদাতা সুনীথঃ সুষ্ঠু নেতা প্রশস্ত ইত্যর্থঃ। সুনীথঃ পাক ইতি প্রশস্তনামসু পাঠাৎ। সুমৃলীকঃ। সুষ্ঠু সুখয়িতা। স্ববান্ ধনবান্। অর্ব্বাঙ্ অভিমুখঃ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হিরণ্য হস্ত, 'অসুর' অর্থাৎ প্রাণদাতা, 'সুনীথ' অর্থাৎ সুনেতা বা প্রশস্ত। প্রশস্ত নাম-মধ্যে সুনীথ শব্দটীর পাঠ আছে। 'সুমৃলীক' অর্থাৎ শোভন সুখ দাতা, 'স্ববান্' অর্থাৎ

কর্ম্মদেশে যাতু গচ্ছতু। কিঞ্চায়ং দেবঃ প্রতিদোষং প্রতিরাত্রি গৃণানঃ স্তূয়মানোঽস্থাৎ। স্থিতবান্। কিং কুর্ব্বন্। রক্ষসো বাধকত্বেন রক্ষণনিমিত্তভূতান্। রক্ষো রক্ষিতব্যমস্মাদিতি যাস্কঃ। নি০ ৪ ১৮। যাতুধানানসুরানপসেধন্ নিরাকুর্ব্বন্॥

হিরণ্যহস্তাদয়ো গতাঃ। সুমৃলীকঃ। সুষ্ঠু মৃলীকং সুখং যস্যাসৌ তথোক্তঃ। নঞ্সুভ্যা-মিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। স্ববান্। স্বমস্যাস্তীতি স্ববান্। মাতুপধায়া ইতি বত্বং। সংহিতায়াং নকারস্য দির্ঘাদটি সমান পাদ ইতি রুত্বং। আতোঽটি নিত্যমিত্যনুনাসিক আকারঃ। রোর্যত্বং। য লোপশ্চ। অপসেধন্। ষিধু গত্যাং। শপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বং। শতুশ্চ লসার্ব্ব-ধাতুকস্বরেণ কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। রক্ষসঃ। রক্ষপালন ইত্যস্মাদপাদান ঔণাদিকোঽসি-প্রত্যয়ঃ। যদ্বা রক্ষন্ত্যনেনেতি রক্ষোবলং করণেঽসুন্। তদেষামস্তীতি রক্ষস্বিনঃ। মত্বর্থ-প্রত্যয়লোপশ্ছান্দসঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। যাতুধানান্। যত নিকারোপসংস্কারয়োঃ। তস্মাণ্ণ্যন্তাদৌণাদিকোভাব উপ্রত্যয়ঃ। যাতবো যতনা এষু ধীয়ন্ত ইতি যাতুধানাঃ। অধিকরণে ল্যুট্। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। অস্থাৎ। গাতিস্থেতি সিচো লুক্। প্রতিদোষং দোষাং দোষাং। প্রতিবীপ্সালক্ষণে যথার্থে অব্যয়ীভাবঃ। গৃণানঃ। গৄ শব্দে। কর্ম্মণি লটঃ শানচ্। ব্যত্যয়েন শ্না। প্বাদীনাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং॥ ১০॥

ধনবান, 'অর্ব্বাঙ্' অর্থাৎ অভিমুখ হইয়া কর্ম্মদেশে গমন করুন। আরও, এই দেব, প্রতি রাত্রি স্তূয়মান আছেন। কি করিবার জন্য? বাধকত্বপ্রযুক্ত রক্ষণ নিমিত্তভূত অসুর-গণকে নিরাকরণ বা দূরীকরণ জন্য। 'রক্ষো রক্ষিতব্যমস্মাৎ' ইত্যাদি পাঠ যাস্কের নিরুক্তে (নি০ ৪।১৮, দৃষ্ট হয়।

'সুমৃলীকঃ' পদটী, "সুষ্ঠু মৃলীকং সুখং যস্যাসৌ' এই ব্যাসবাক্যে সিদ্ধ। 'নঞ্সুভ্যাং' এই সূত্র দ্বারা উত্তর পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। স্বমস্যাস্তীতি ব্যাসবাক্যে 'স্ববন্যা' পদটী হইয়াছে। 'মাতুপধায়াঃ' এই সূত্রে বত্ব প্রাপ্ত। 'সংহিতাতে নকারের, 'দীর্ঘাদটি সমান পাদে' সূত্রে রুত্ব হইয়াছে। 'আতোঽটিনিত্যং' এই সূত্রে আকার অনুনাসিক হইয়াছে। 'রু' স্থানে 'য' এবং রএর লোপ। গত্যর্থ 'ষিধু' ধাতু হইতে 'অপসেধন্' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'শপের' 'প' ইৎ হেতু অনুদাত্ত। 'শতুশ্চ ল সার্ব্বধাতুক স্বরেণ' এই সূত্রে প্রকৃতিস্বরত্ব। 'রক্ষসঃ' পদটী, পালনার্থ 'রক্ষ' ধাতুর উত্তর করণে 'অসুন্' প্রত্যয়। 'তদেষামস্তীতি' বাক্যে 'রক্ষস্বিনঃ' পদটী হয়, মত্বর্থ প্রত্যয়ের লোপ 'ছান্দস'। প্রত্যয়স্বর হয়। নিকার ও উপস্কারার্থ 'যত' ধাতুর উত্তর 'ণিজন্ত' করিয়া তদুত্তর ভাববাচ্যে "ঔণাদিক উঃ" প্রত্যয় করিয়া 'যাতু' হইয়া পরে 'যাতবো যাতনা এষু ধীয়ন্তে' এই বাক্যে যাতুধান হইয়াছে। অধিকরণে 'ল্যুট্', 'লিতীতি' প্রত্যয় হেতু পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'অস্থাৎ' পদটীতে 'গাতিস্থেতি' সূত্রে 'সিচের' লুক্। 'প্রতি দোষং' পদটী 'দোষাং দোষাং প্রতি' বীপ্সালক্ষণে যথার্থে অব্যয়ীভাব। শব্দার্থ 'গৄ' ধাতুর 'কর্ম্মণি লটের স্থানে 'শানচ্' প্রত্যয়। ব্যত্যয় হেতু 'শ্না' প্রত্যয়, 'প্বাদীনাং হ্রস্বঃ' বাক্যে হ্রস্ব। 'চিতং' এই পদের অন্তস্বর উদাত্ত (১ম—৩৫সূ—১০ঋ)।

দশম (৪।১৮) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে,—সবিতা দেবতার সোণার হাত ছিল, তিনি ধনবান ছিলেন, রাক্ষসগণের কবল হইতে তিনি যজ্ঞকারীদিগের প্রাণ রক্ষা করিতে পারিতেন, এবং নিঃসঙ্কোচে যজ্ঞক্ষেত্রে আসিতেন। যে রাক্ষসগণ যজ্ঞ নষ্ট করিতে আসিত, তাহাদিগের বাধা নিরাকরণ করিয়া তিনি সম্পূজিত হইতেন এবং প্রতি রাত্রিতে স্তূয়মান হইয়া যজ্ঞে অবস্থান করিতেন।

আমরা মনে করি, এখানে কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সংযোগ-প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। বিশেষণ-কয়েকটীতে দেবতার স্বরূপ পরিবর্ণিত হইয়াছে। তার পর প্রার্থনা জানান হইয়াছে, সেই জ্ঞানদেবতা আমাদের কর্ম্মাভিমুখে যেন গমন করেন। মন্ত্রের প্রথমাংশের ইহাই মর্ম্ম। মন্ত্রের শেষাংশে এই প্রার্থনাই একটু পরিস্ফুট দেখি। এখানে বলা হইয়াছে,—'অজ্ঞানতা আদি সৎকর্ম্ম প্রতিবন্ধক শত্রুগণ আসিয়া যেন আমাদের কর্ম্মের সহিত সংশ্রবযুক্ত না হয়; তাহাদিগকে দূর করিয়া, সকল ত্রুটি নিবারণ করিয়া, হে দেব, আমাদের পূজা গ্রহণ করুন,—আমাদের কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকুন।' কর্ম্ম যদি জ্ঞানসম্বন্ধযুত হয়, শ্রেয়োলাভে কোনই বিঘ্ন তিষ্ঠিতে পারে না। তাই কর্ম্মসহ জ্ঞান সমাবেশ হউক—ইহাই প্রার্থনা করা হইয়াছে।

কি শব্দের কি অর্থ পরিগ্রহণে ঐরূপ ভাব অধ্যাহৃত হয়, তাহার একটু আভাষ দেওয়া যাইতেছে। প্রথম, দেবতার বিশেষণ-কয়টীর বিষয় আলোচনা করি। হিরণ্যহস্ত (হিরণ্যপাণিঃ) ও 'অসুরঃ' শব্দদ্বয়ের অর্থ, পূর্ব্ব ঋকেই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। 'সুনীথঃ' পদে 'প্রকৃষ্টনেতা' বুঝায়। এ সংসারে জ্ঞানই যে প্রকৃষ্ট নেতা, তাহাতে সংশয় নাই। সুতরাং 'সুনীথঃ' পদ—সবিতা দেবের সঙ্গত বিশেষণ। 'সুমৃলীকঃ' শব্দে 'পরমসুখকারী' অর্থ আসে। জ্ঞান পক্ষে ঐ শব্দের সার্থকতা সম্যক্ প্রতিপন্ন হয়। জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন্ বস্তু আর পরমসুখ প্রদান করিতে পারে? 'স্ববান্' শব্দের

অর্থ—'ধনবান্' বলা হয়; কিন্তু উহার ধাতু-সঙ্গত অর্থ—'সুরক্ষক'। তাহা হইতেই 'পরম ধনের অধিকারী' বা 'পরমার্থপ্রদ' অর্থই অধ্যাহৃত হয়। 'অর্ব্বাঙ্' পদের সায়ণভাষ্য—'অভিমুখঃ কর্ম্মদেশে।' আমরা অর্থ করিলাম—'অস্মাকং কর্ম্মাভিমুখে।' পরিবর্ত্তন কিছুই করি নাই। প্রার্থনামূলক ঋকে যাহাতে প্রার্থনার ভাব বিদ্যমান্ থাকে, সেই প্রতি-বাক্যই গ্রহণ করিয়াছি মাত্র। 'রক্ষসঃ' পদে ভাষ্যেই 'বাধাপ্রদানকারী' অর্থের আভাষ পাওয়া যায়। 'যাতুধান' পদে শত্রুকে বুঝায়। 'গৃণানঃ' বা 'অপসেধন্' পদের অর্থবিষয়েও মতান্তরের সম্ভাবনা নাই। এখন অবশিষ্ট একটী পদ—'প্রতিদোষং।' ভাষ্যকার উহার অর্থ লিখিয়াছেন—'প্রতিরাত্রি।' সকল ব্যাখ্যাকারই প্রায় সেই অর্থের অনুসরণকারী। কিন্তু আমাদের অর্থ হইল—সম্পূর্ণ অন্যরূপ। আমরা দুই দিক হইতে দুই ভাবে উহার একই প্রকার অর্থ আমনন করি। প্রথম—'প্রতিদোষং' পদকে 'দোষং প্রতি' এই ভাবে স্থাপন করিতে পারি। তাহাতে অর্থ হইতে পারে—(কর্ম্মের) 'দোষের বা ত্রুটির প্রতি'। যদি দোষের বা ত্রুটির প্রতি জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের সম্বন্ধ ঘটে, তখন সে দোষ বা ত্রুটি লোপ পায়। সুতরাং 'দোষের বা ত্রুটির প্রতি আপনি আসুন' বলায়, দোষ বা ত্রুটি নিবারণ করুন' এই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই অর্থ গ্রহণ করিতে পারি—'কর্ম্মণাং ত্রুটিনিবারণার্থং।' অন্য দিক দিয়াও আবার দেখুন। যদি 'প্রতি' প্রতিকারার্থক বলিয়া মনে করি, তাহাতে 'প্রতি-দোষং' পদে 'দোষপ্রতিকারার্থং' প্রতিশব্দ গ্রহণ করিতে পারি। তাহাতেও ভাব দাঁড়ায়—'কর্ম্মণাং ত্রুটিনিবারণার্থং'। এই হইতেই 'অস্মাৎ' পদের প্রতিবাক্যে 'স্থিতবান্' 'কর্ম্মণা সহ সম্বন্ধবিশিষ্টো ভবতু' এইরূপ পদাবলিই প্রযুক্ত হইতে পারে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব দাঁড়ায় এই যে,—'হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! আমাদের কর্ম্মের সহিত আপনি সম্বন্ধযুত হউন; সে সম্বন্ধ সংশ্রবে বাধাপ্রদানকারী শত্রুকে বিধ্বস্ত করুন; আমাদের কর্ম্ম সর্ব্বথা অসৎসংশ্রবশূন্য হইয়া সকল কালে আপনাকেই প্রাপ্ত হউক।' (১ম—৩৫সূ—১০ঋ)।

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চত্রিংশৎ-সূক্তং। একাদশী ঋক্)।

যে তে পন্থা সবিতঃ পূর্ব্ব্যাসোঽরেণবঃ

সুকৃতা অন্তরিক্ষে।

তেভির্নো অদ্য পথিভিঃ সুগেভী রক্ষা

চনো অধিচ ব্রূহি দেব॥ ১১॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

যে। তে। পন্থাঃ। সবিতরিতি। পূর্ব্ব্যাসঃ। অরেণবঃ।

সুঽকৃতাঃ। অন্তরিক্ষে।

তেভিঃ। নঃ। অদ্য। পথিঽভিঃ। সুঽগেভিঃ। রক্ষ।

চ। নঃ। অধি। চ। ব্রূহি। দেব॥ ১১॥

* * *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সবিতঃ' (হে জ্ঞানময়!) 'তে' (তব) 'পন্থাঃ' (পন্থানঃ, আগমন-মার্গাঃ) 'পূর্ব্ব্যাসঃ' চিরপ্রসিদ্ধাঃ), 'অরেণবঃ' (ক্লেদরহিতাঃ, বিমলা ইতি যাবৎ) 'অন্তরিক্ষে চ' (শূন্যপ্রদেশে, নাধগমনোপযোগিনং কৃত্বা চ ইতি ভাবঃ) 'সুকৃতাঃ' (সৎকর্ম্মণা বিনির্ম্মিতাঃ); 'সুগেভিঃ' নৈমঃ) 'তেভিঃ' (পূর্ব্বোক্তগুণযুক্তৈঃ) 'পথিভিঃ' (মার্গৈঃ) আগত্য 'অদ্য' (অস্মিন্

দিনে, অবিলম্বে) 'নঃ' (অস্মান্) 'রক্ষ' (ত্রায়স্ব) ; 'চ' (তথা) 'দেব' (হে দ্যোতমান !) 'নঃ' (অস্মান্, অর্চ্চনাকারিণঃ) 'অধি' (অধিগম্য) 'ব্রূহি' (অস্মাভিঃ সহ সংলাপং কুরু, অভিন্নসম্বন্ধং স্থাপয়)। জ্ঞানদেবস্য আগমনমার্গঃ সৎকর্ম্মণা বিনির্ম্মিতো ভবতি। ক্লেদরহিতং চিরপ্রসিদ্ধং তন্মার্গং অবলম্ব্য স দেবঃ অস্মান্ প্রাপ্নোতু, অস্মাভিঃ সহ অভিন্নসম্বন্ধং স্থাপয়তু। সৎকর্ম্ম-প্রভাবেন বয়ং জ্ঞানাদিকারিণো ভবাম। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৫সূ—১১ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানময়! আপনার আগমন-মার্গ-সমূহ—চিরপ্রসিদ্ধ, ক্লেদরহিত, এবং অবাধ-গমনের উপযোগী করিয়া সৎকর্ম্মের দ্বারা বিনির্ম্মিত। সুগম সেই পথ দিয়া আসিয়া, অদ্য (অবিলম্বে) আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। আর, হে দ্যোতমান! অর্চ্চনাকারী আমাদিগের সহিত আপনি সংলাপ করুন; অর্থাৎ,—আমাদিগের সহিত আপনার অভিন্ন সম্বন্ধ স্থাপিত হউক। (১ম—৩৫সূ—১১ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সবিতঃ তে তব পন্থা মার্গাঃ পূর্ব্ব্যাসঃ পূর্ব্বসিদ্ধাঃ। অরেণবো ধূলিরহিতাঃ। অন্তরিক্ষে সুকৃতাঃ সুষ্ঠু সম্পাদিতাঃ সুগেভিঃ সুষ্ঠু গন্তুং শক্যৈস্তেভিঃ পথিভিস্তৈর্মার্গৈ-রাগত্যাস্মিন্ দিনে নোঽস্মান্ রক্ষ চ। পালনমপি কুরু। তথা হে দেব নোঽস্মানস্মদনুষ্ঠাতৄনধি ব্রূহি চ। দেবানামগ্রেঽধিকত্বেন কথয় চ॥

পন্থাঃ। সুপাং সুলুগিতি জসঃ সুঃ। পথিমথোঃ সর্ব্বনামস্থান ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। পূর্ব্ব্যাসঃ। পূর্ব্বৈঃ কৃতাঃ পূর্ব্ব্যাঃ। পূর্ব্বৈঃ কৃতমিনিযৌ চ। পা০ ৪।৪।১৩৩। ইতি যঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। অসুগাগমঃ। অরেণবঃ। নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। সুকৃতাঃ। কর্ম্মণি ক্তঃ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'হে সবিতঃ' হে সূর্য্যদেব! অন্তরীক্ষে সুসম্পাদিত, ধূলিরহিত, তোমার পথসকল পূর্ব্বেই সিদ্ধ আছে। সুগম্য সেই সকল পথ দ্বারা অদ্য আগমন করতঃ আমাদিগকে রক্ষা অর্থাৎ পালন করুন। এবং হে দেব! আমাদিগকে অর্থাৎ আমাদের ন্যায় অনুষ্ঠাতৃগণকে (অনুষ্ঠাতৃ-গণ সম্বন্ধে) দেবতাগণের সম্মুখে অধিকরূপে বলুন (অর্থাৎ, প্রকাশ করুন—ইহাই তাৎপর্য্য)।

'পন্থাঃ' পদটীতে 'সুপাং সুলুক্' সূত্রে 'জস' স্থানে 'সু' হইয়াছে। 'পথিমথোঃ সর্ব্বনাম স্থানে' এই বাক্যে আদিস্বর 'উদাত্ত' হইয়াছে। 'পূর্ব্ব্যাসঃ' পদটী 'পূর্ব্বৈঃ কৃতাঃ পূর্ব্ব্যাঃ'; 'পূর্ব্বৈঃ কৃতমিনি যৌচ' (৪।৪।১৩৩) সূত্রে 'যঃ' প্রত্যয়, প্রত্যয়স্বর ও 'অসুক্' আগম হইয়াছে। 'অরেণবঃ' পদটীতে, 'নঞ্‌সুভ্যামিতি' এই সূত্রে, পদান্তস্বর 'উদাত্ত' হইয়াছে।

গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। সুগেভিঃ। সুষ্ঠু গচ্ছন্ত্যেষ্বিতি সুগাঃ। সুদুরো-ধিকরণ ইতি গমের্ডপ্রত্যয়ঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। রক্ষা। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ॥ ১১ ॥ (১ম—৩৫সূ—১১ঋ) ॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে সপ্তমো বর্গঃ॥ ৭॥ ইতি প্রথমে মণ্ডলে সপ্তমোঽনুবাকঃ॥ ৭ ॥

* * *

একাদশ (৪১৯) ঋকের বিশদার্থ।

সূক্তের শেষ মন্ত্রে—চরম প্রার্থনা। এখানে আর সাধক ধনের কাঙ্গালী নহেন; এখানে আর সাধক শত্রুর বিভীষিকায় ব্যাকুল নহেন;—এখানে আর তাঁহার প্রার্থনায় আত্মরক্ষার কামনা জাগিয়া উঠে নাই। এখানে তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে,—'তিনি যেন এমন কর্ম্ম করিতে পারেন—যে কর্ম্মের প্রভাবে জ্ঞানদেবতার আগমনের পথ প্রশস্ত হয়,—যে কর্ম্মের প্রভাবে জ্ঞানদেবতা আপনি আসিয়া তাঁহার সহিত অভিন্ন প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করেন।'

এই তো প্রয়োজন। মানুষে এমনই শক্তি-সামর্থ্য তো আবশ্যক! কেবল 'দেহি দেহি' রব নিরর্থক! দান-প্রাপ্তিতে আর কতটুকু অভাব দূরীভূত হয়? চাই—সুকৃতি! চাই—আত্মসামর্থ্য! চাই—কর্ম্মের বল! তবে তো অভাব দূরীভূত হইবে! আমরা মনে করি, এই মন্ত্রে সেই শিক্ষাই প্রকট হইয়া আছে।

জ্ঞানদেবতা আসিবেন। হৃদয়ে তাঁহার অধিষ্ঠান হইবে। কিন্তু কোন্ পথে কেমন ভাবে তাঁহাকে আনিতে হইবে? সে পথের একটী বিশেষণ—'পূর্ব্ব্যাসঃ'। ভাষ্যকার প্রতিবাক্য লিখিলেন—'পূর্ব্বসিদ্ধঃ'। ব্যাখ্যাকার-গণ তাঁহারই অনুসরণ করিলেন। সকলেই কহিলেন—পূর্ব্বসিদ্ধ। মনে করিলাম, এখানকার ভাব এই যে,—সে পথ চিরপ্রসিদ্ধ—সে পথ স্বতঃ-প্রমাণভূত। সে পথ আর কেমন?—'অরেণবঃ'। প্রতিবাক্য—'ধূলি-

---

'সুকৃতাঃ' কর্ম্মণি বাচ্যে ক্ত প্রত্যয়নিষ্পন্ন, 'গতিরনন্তর' এই সূত্রে 'গতির' প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'সুগেভিঃ' পদটী 'সুষ্ঠু গচ্ছন্ত্যেষু' এই বাক্যে 'সুগাঃ,' 'সুদুরোঽধিকরণে' এই সূত্রে গম ধাতুর 'ড' প্রত্যয়, 'কৃতের' উত্তর পদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'রক্ষা' এই পদে, 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙ'—এই সূত্রানুসারে সংহিতায় দীর্ঘস্বর হইয়াছে॥ ১১ ॥ (১ম—৩৫সূ—১১ঋ)। প্রথম অষ্টকে তৃতীয় অধ্যায়ে সপ্তম বর্গ সমাপ্ত॥ ৭॥ প্রথম মণ্ডলে সপ্তম অনুবাক সমাপ্ত॥ ৭॥

রহিতাঃ।' ভাব এই গ্রহণ করিলাম—ক্লেদশূন্য জ্ঞানের পথ যে স্বচ্ছ ও সুনির্ম্মল, সে পথে যে আদৌ কোনরূপ আবিলতা থাকিতে পারে না, তাহাই এখানে ব্যক্ত হইল। কিন্তু "অন্তরিক্ষে সুকৃতাঃ" পদদ্বয়ে কি ভাব গ্রহণ করিব? ভাষ্যে বা কোনও ব্যাখ্যায়, ঐ দুই পদের বিশেষ কোনরূপ তাৎপর্য্য বোধগম্য হয় না। পরন্তু ব্যাখ্যায় অর্থকে অধিকতর জটিল করিয়াই রাখিয়াছে। 'অন্তরিক্ষে' যেন 'ধূলিরহিত পথ' নির্ম্মিত হইয়াছিল—এই এক প্রকার কূট অর্থ মাত্র এখন প্রচলিত। *

ইহাতে যে কি ভাব অধিগত হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমরা কিন্তু ঐ দুই পদ হইতে অর্থ গ্রহণ করিলাম—'অবাধগমনের উপযোগী করিয়া সৎকর্ম্ম দ্বারা বিনির্ম্মিত।' কি হইতে কেন এই অর্থ গৃহীত হইল, তাহার একটু কারণ প্রদর্শন করিতেছি। 'অন্তরিক্ষ' বলিতে 'আকাশ শূন্য' বুঝায়। শূন্যে কোনও বাধা নাই। তাই উহাতে 'অবাধগমনের উপযোগী' এই ভাব আসে। 'সুকৃতাঃ' পদে 'সৎকর্ম্মের দ্বারা নির্ম্মিত' অর্থ সহজেই বোধগম্য হয়। এখন একটু বিচার করিয়া দেখুন, কি হইতে কি ভাব আসে। জ্ঞান—সৎকর্ম্মের দ্বারাই উৎপন্ন (সঞ্জাত) হয়। সৎকর্ম্মজাত সেই জ্ঞানে কোনই বাধা সম্ভব নহে। সৎকর্ম্মসঞ্জাত জ্ঞান—প্রত্যক্ষসিদ্ধ (চিরপ্রসিদ্ধ), নির্ম্মল (অনাবিল) এবং বাধাশূন্য। আমরা মনে করি, মন্ত্রাংশ (আমাদের অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যার "সবিতঃ" হইতে "সুকৃতাঃ" অংশ) এই ভাব প্রকাশ করিতেছে।

এক্ষণে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, মন্ত্রের শেষ দুই অংশও কত সরল, সহজবোধ্য এবং পূর্ব্বাংশের সহিত কিরূপ সঙ্গত সম্বন্ধবিশিষ্ট। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ ("সুগেভিঃ" হইতে "রক্ষ" পর্য্যন্ত অংশ) এবং

* এখানে এই মন্ত্রের প্রচলিত বঙ্গানুবাদ দুই একটী উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করি। যথা,—(১) "হে সবিতৃদেব! পূর্ব্বসিদ্ধ, ও ধূলিরহিত যে পথ আকাশমণ্ডলে সম্পাদিত রহিয়াছে, সেই সুপথ দ্বারা আগমন করিয়া অদ্য যজ্ঞদিবসে আমাদিগকে রক্ষা এবং পালন করুন। হে সবিতৃদেব! আপনি দেবতাদিগের অগ্রে আমাদিগকে অধিক প্রশংসা করুন।" (২) আর একটি অনুবাদ,—"হে সবিতা! তোমার পথ পূর্ব্বসিদ্ধ, ধূলিরহিত ও অন্তরীক্ষে সুনির্ম্মিত; সেই সুগম পথসমূহ দ্বারা আসিয়া অদ্য আমাদিগকে রক্ষা কর; হে দেব! আমাদিগের কথা দেবতাগণের নিকট অধিক করিয়া বল।"

তৃতীয় অংশ ("চ" হইতে "ক্রুহি" অংশ) প্রার্থনামূলক। দ্বিতীয় অংশে বলা হইতেছে,—'আমার সেই সৎকর্ম্মজাত পথ দিয়া আপনি অবিলম্বে আসিয়া আমায় পরিত্রাণ করুন। আমি সৎকর্ম্ম-সাধনে যেন তৎপর হইতে পারি ; আর আপনি আসিয়া শীঘ্র যেন আমায় উদ্ধার করেন। আর বিলম্ব সহ্য হয় না! আমায় সৎকর্ম্মশীল করুন। আর, আপনি আসিয়া আমাতে অধিষ্ঠিত হউন।' এতদংশের ইহাই মর্ম্ম বলিয়া মনে করা যায়।

উপসংহারের প্রার্থনা—'আমার সহিত আপনার অভিন্ন সম্বন্ধ স্থাপিত হউক।' আপনি আমার বিষয় দেবগণকে বলুন—এ কি আর অর্থ? আমরা 'ব্রুহি' পদে 'অস্মাভিঃ সহ সংলাপং কুরু' 'অভিন্নসম্বন্ধং স্থাপয়' অর্থ গ্রহণ করিলাম। সৎকর্ম্মপ্রভাবে জ্ঞানাধিকারী হইলে, ভগবান্ আসিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হন, ভগবৎসম্মিলন সুসম্ভব হইয়া আসে। এইরূপে সমগ্র মন্ত্রটীর মর্ম্ম হয় এই যে,—'জ্ঞানদেবতার আগমন-মার্গ সৎকর্ম্ম দ্বারাই বিনির্ম্মিত হয়। ক্লেদরহিত চিরপ্রসিদ্ধ সেই মার্গ অবলম্বন করিয়া জ্ঞানদেব আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন, আমাদিগের সহিত অভিন্ন সম্বন্ধ স্থাপন করুন, অর্থাৎ সৎকর্ম্মের প্রভাবে আমরা যেন দিব্য জ্ঞানের অধিকারী হই।' ইত্যাদি। (১ম—৩৫সূ—১১ঋ)। *

---

* এই মন্ত্রে পঞ্চত্রিংশ সূক্ত শেষ হইল। এই সূক্তের কয়েকটী বিষয়ের প্রতি উপসংহারে আর একবার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সূক্তের চতুর্থ ঋকে রথের বর্ণনা, প্রাচীন ভারতের শিল্প-নৈপুণ্যের প্রমাণ বলিয়া, প্রত্নতত্ত্ব গ্রহণ করিতে পারে। পঞ্চম সূক্তের 'শ্যাবাঃ' পদ—আলোচনার বিষয়। উহার প্রচলিত অর্থ—সূর্য্যের অশ্বগণ। শব্দার্থ হয়—'কৃষ্ণপীতমিশ্রবর্ণযুক্ত'। কিন্তু তৃতীয় ঋকে 'হরিভ্যাং শুভ্রাভ্যাং' পদদ্বয় আছে। তাহাতে সূর্য্যের অশ্বকে শ্বেতবর্ণ বলিয়া ব্যাখ্যাকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ষষ্ঠ মন্ত্রের ত্রিলোক-তত্ত্ব অনুধ্যানের বিষয়। ঐ ঋকের "আণিং ন রথ্যমমৃতাধিতস্থুঃ" বাক্যে চন্দ্রনক্ষত্রাদি গ্রহগণ যে সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়া আছে, তাহা প্রতিপন্ন হয়। ইহাও প্রত্নতাত্ত্বিকগণের প্রাচীন জ্যোতিষ আলোচনায় সাহায্য করিবে। সপ্তম ঋকের 'সুপর্ণঃ' পদের দ্বারা, ঐ বিষয়ের আবার প্রতিবাদ চলিতে পারে। উহার দ্বারা প্রমাণ করা যায়,—আর্য্যেরা সূর্য্যকে গতিশীল বলিতেন ; কেন-না, 'সুপর্ণ' পদের অর্থ 'পক্ষী'। পক্ষী আকাশমার্গে যেমন ভ্রমণ করে, সূর্য্য সেইরূপ ভ্রমণ করেন, উহাতে এই ভাব আসে। নবম ঋকে সূর্য্য ও সবিতা যে বিভিন্ন, তাহা প্রতিপন্ন হয়। ভাষ্যকার এখানে ন্যায়ের বিতর্কে 'গন্তাগন্তৃ ভাবের' দোহাই দিয়াছেন। দশম ঋকে 'যাতুধান' পদ ঐন্দ্রজালিক যাদুকরদিগকে বুঝায়—কেহ কেহ মনে করেন আমাদের অর্থ যথাস্থানে দৃষ্টি করুন।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

—:•:—

প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ। অষ্টমেঽনুবাকঃ। ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তং।

অষ্টমারভ্য একাদশপর্য্যান্তং চত্বারো বর্গাঃ।

ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তং।

এই সূক্তে বিংশতিসংখ্যক ঋকে অগ্নিদেবতার অর্চ্চনা আছে। মধ্যে 'যূপ' দেবতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। কিন্তু তাহাও অগ্নি-সংক্রান্ত মন্ত্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ফলতঃ এ সূক্তটী—আগ্নেয়-সূক্ত। সূক্তের ছন্দঃ অভিনব। সূক্তে দুই প্রকার ছন্দঃ পরিদৃষ্ট হয়। এক প্রকার ছন্দের নাম—'অযুজঃ ছন্দঃ'; অন্য প্রকার ছন্দের নাম—'যুজঃ ছন্দঃ'। সূক্তের কোন্ ঋকে কোন্ ছন্দঃ প্রযুক্ত আছে, সূক্তানুক্রমণিকায় তাহার আভাষ পাওয়া যায়।

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই সূক্তের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট অনেক পদ ও শব্দ প্রাপ্ত হইবেন—যাহা দ্বারা প্রত্নতত্ত্বের নানা গবেষণা চলিতে পারিবে। এই সূক্তের অন্তর্গত 'পুরূণাং' (প্রথম ঋক্) পদ দৃষ্টে পুরু-রাজার কথা মনে আসে। 'কণ্বো', 'মেধ্যাতিথি', 'বৃষা', 'উপস্তুতঃ' (দশম ঋক্), প্রভৃতি শব্দ দৃষ্টে ঐ সকল নামধেয় ঋষিগণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে। 'তুর্ব্বশং', 'যদুং', 'উগ্রাদেবং', 'নববাস্ত্বং,' 'বৃহদ্রথং', 'উর্ব্বীতিং' (তুর্ব্বীতিং) (অষ্টাদশ ঋক্) এবং 'মনুঃ' (ঊনবিংশ ঋক্) প্রভৃতি শব্দ দৃষ্টে তত্তৎ নামধেয় রাজর্ষিগণের কত পুণ্যস্মৃতিই মনোমধ্যে জাগরূক হয়! পুরাণে ঐ সকল ঋষিগণের এবং রাজগণের কত কীর্ত্তিকথাই পরিবর্ণিত আছে! সে সকল ইতিহাসের সহিত যদি ঐ সকল ঋক্ সম্বন্ধযুত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহাতে বেদের নিত্যত্বে বিঘ্ন ঘটে এবং পৌরুষত্বে আস্থা আসে। সংশয়ের—সন্দেহের এইরূপ আরও নানা বিষয় আছে। অগ্নির পত্নী ছিল—বুঝাইতে পারা যায়, ঋকে এমন শব্দের সন্ধান পাই। আবার কণ্বঋষি সূর্য্যমণ্ডল হইতে অগ্নিকে পৃথিবীতে আনয়ন করেন, মূলের 'ঋতাদাধি' (একাদশ ঋক্) পদ হইতে তাহা প্রমাণ করা যায়। 'যাতুমাবত' (যাতুধানান্) প্রভৃতি পদ হইতে (বিংশতি ঋক্) যাদুকর অনার্য্যদিগের সহিত আর্য্যগণের সংঘর্ষের বিষয় মনে আসে।

অগ্নিকে মানুষ বা যোদ্ধা বা ঋষিরূপে প্রমাণ করিবার পক্ষে নানা উপাদানই এই সূক্ত হইতে সংগ্রহ করা যায়। অধিক কি, 'যূপ' কাষ্ঠ হইতে নরবলি-প্রথা পর্য্যন্ত প্রাচীন ভারতে প্রবর্ত্তিত ছিল—সিদ্ধান্তিত হইতে পারে।

এক পক্ষে এই ব্যাপার! অন্য পক্ষে আবার, এই সূক্তের ঐ সকল বাক্যের মধ্যেই যে পরম আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্ত্বসমূহ বিবৃত রহিয়াছে, তাহা উপলব্ধ হয়। ঐ সকল বিষয় সূচনায় প্রকাশ—দিঙ্‌মাত্র। প্রতি মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গেই তত্তৎ তত্ত্ব প্রকটিত দেখিতে পাইবেন। সাধে কি আর বলি—'বেদ দর্পণ-স্বরূপ!' যেমন প্রতিকৃতি ধরিবেন, তেমনই রূপ প্রকাশ পাইবে! ইহাই বেদের বেদত্ব—ইহাই বেদের বিশেষত্ব।

—— • ——

ষট্‌ত্রিংশৎসূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)

অষ্টমেঽনুবাকেঽষ্টৌ সূক্তানি। তত্র প্র বো যহ্বমিতি বিংশত্যৃচং প্রথমং সূক্তং। ঘোরপুত্র কণ্ব ঋষিঃ। অযুজো বৃহত্যঃ তৃতীয়পাদস্য দ্বাদশাক্ষরত্বাৎ। যুজঃ সতো বৃহত্যঃ। প্রথমতৃতীয়য়োঃ পাদয়োর্দ্বাদশাক্ষরত্বাৎ। অগ্নির্দ্দেবতা। উর্দ্ধ ঊষিত্যাদিকে যূপদেবত্যে। তথাচানুক্রান্তং। প্র বো বিংশতি কণ্বো ঘোর আগ্নেয়ং প্রগাথমূর্দ্ধ ঊষু যৌপাবিতি নম্বূর্দ্ধ ঊষিত্যাদিকয়োরপ্যগ্নির্দ্দেবতাত্বেন ভবিতব্যমাগ্নেয়ে ক্রতাবনয়োরনুদ্ধারাৎ। তথা হি সূত্রে এণা বো অগ্নিং প্র বো যহ্বং। আ ৪।১৩। ইতি প্রতীকমাত্রস্যৈবোপাদানাৎ কৃৎস্ন সূক্তমাগ্নেয়মিতি গম্যতে। যদ্যেতে অন্যদেবত্যে স্যাতাং বসিষ্ঠাহীতি সূক্তয়োরুত্তমামুদ্ধরেৎ। আ০ ৪।১৩। ইতিবদুদ্ধারং ব্রূয়াৎ! ন চ ব্রূতে। অতঃ কথং যৌপাবিতি নৈব দোষঃ। যূপাধিষ্ঠানস্যাগ্নেঃ স্তূয়মানত্বাদনয়োরপ্যগ্নির্দ্দেবতেত্যাগ্নেয়ে ক্রতাবুদ্ধারোনকৃতঃ। অধিষ্ঠানপ্রাধান্যবিবক্ষয়া যৌপাধ্যিত্তো তদপি ন বিরুধ্যতে। প্রাতরনুবাক আগ্নেয়ে ক্রতৌ বার্হতে ছন্দসি প্র বো যহ্বমিতি সূক্তং। অথৈতস্যা রাত্রের্বিবাসকাল ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। এণা বো অগ্নিং প্র বো যহ্বমিতি॥

তত্র প্রথমামৃচমাহ॥

ষট্‌ত্রিংশৎসূক্তানুক্রমণিকার মর্ম্ম।

অষ্টম অনুবাকে আটটী সূক্ত। তন্মধ্যে 'প্র বো যহ্বং' ইত্যাদি বিংশতিটী ঋক্ প্রথম সূক্তে। সূক্তের ঋষি—ঘোরপুত্র কণ্ব। তৃতীয়পাদের দ্বাদশাক্ষরত্ব-হেতু উহার ছন্দঃ 'অযুজো-বৃহতী'। প্রথম এবং তৃতীয় দুই পাদে যেখানে দ্বাদশ অক্ষর ঘটিয়াছে, তাহা—'যুজো বৃহতী' ছন্দঃ। সূক্তের দেবতা—অগ্নি। 'উর্দ্ধ ঊষিত্যাদি' মন্ত্রের দেবতা—যূপ। এ বিষয়ে এইরূপ অনুক্রম আছে;—"প্র বো বিংশতি কণ্বো ঘোর" ইত্যাদি। "এণা বো অগ্নিং প্র বো যহ্বং" সূত্রে আরণ্যকে (আ০ ৪।১৩) সূত্রিত হইয়াছে যে, প্রতীকমাত্র উপাদানহেতু সমগ্র সূক্তটিই আগ্নেয়-সূক্ত নামে অভিহিত হইবে। যদিও অন্যদেবতার প্রসঙ্গ থাকে, কিন্তু বসিষ্ঠের উক্তি অনুসারে, উত্তমেরই বিষয় গৃহীত হয় (আ০ ৪।১৩)। অতএব যূপের বিষয় থাকিলেও আগ্নেয় সূক্ত অভিধায়ে দোষ আসিতেছে না। কেন-না, যূপাধিষ্ঠান অগ্নিই লক্ষ্যস্থল। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদ নাই। প্রাতরনু বাকে আগ্নেয়-যজ্ঞেই বৃহতী ছন্দে 'প্র বো যহ্বমিতি' সূক্ত প্রযুক্ত হয়। 'রাত্রেবিবাস কাল' ইতি খণ্ডে এইরূপ সূত্রিত আছে;—'এণা বো অগ্নিং প্র বো যহ্বমিতি।' তাহারই প্রথম ঋক্ কথিত হইতেছে।

প্রথমমণ্ডলস্য অষ্টমেঽনুবাকে ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তং। ঘোরপুত্রঃ কণ্বঋষিঃ।
অগ্নির্দ্দেবতা। প্রাতরনুবাকে আগ্নেয় ক্রতৌ বিনিয়োগঃ।

• • •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎ সূক্তং। প্রথমা ঋক্)।

প্র বো যহ্বং পুরূণাং বিশাং দেবযতীনাং।

অগ্নিং সূক্তেভির্ব্বচোভিরীমহে যং

সীমিদন্য ঈলতে ॥ ১ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং :

প্র। বঃ। যহ্বং। পুরূণাং। বিশাং। দেবঽযতীনাং।

অগ্নিং। সুঽউক্তেভিঃ। বচঃঽভিঃ। ঈমহে। যং।

সীং। ইৎ। অন্যে। ঈলতে ॥ ১ ॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে অন্তরস্থা দেবভাবনিবহাঃ! 'অন্যে' (মন্ত্রদ্রষ্টার ঋষয়ঃ) 'ইৎ' (সদা) 'যং' (অগ্নিং, জ্ঞানং) 'সীং' (সর্ব্বতঃ) 'ঈলতে' (স্তুবন্তি), 'বঃ' (যুষ্মাকং সাহায্যেন ইতি যাবৎ) 'দেবযতীনাং' (দেবান্ কাময়মানানাং) 'পুরূণাং' (বহুনাং) 'বিশাং' (প্রজানাং, লোকানাং মঙ্গলার্থং) বয়ং 'যহ্বং' (মহান্তং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানস্বরূপং তং অগ্নিদেবং) 'সূক্তেভিঃ বচোভিঃ' (সূক্তানন্তৈঃ স্তোত্রৈঃ, বেদমন্ত্রৈঃ) 'প্র-ঈমহে' (প্রকর্ষেণ যাচামহে)। ন কেবলং আত্মতৃপ্ত-কামনয়া পরন্তু লোকহিতসাধনার্থং ভগবন্তং আরাধয়, জ্ঞান-সঞ্চয়ং কুরু। তদর্থং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—২৬সূ—১ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার অন্তরস্থ দেবভাবনিবহ! মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ সর্ব্বদা যে অগ্নিদেবকে সর্ব্বতোভাবে পূজা করেন (যে জ্ঞানসঞ্চয়ে সর্ব্বতঃ প্রযত্নপর আছেন); দেবগণকে (দেবভাবসমূহকে) প্রাপ্তেচ্ছু বহুসংখ্যক মনুষ্যের মঙ্গলার্থ (এস আমরা) মহান্ জ্ঞান-স্বরূপ সেই অগ্নিদেবকে সূক্তনিবদ্ধ স্তোত্রে (বেদমন্ত্রে) প্রকৃষ্টরূপে প্রার্থনা করি। (১ম—৩৬সূ—১ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিগ্‌যজমানাঃ। দেবয়তীনাং দেবান্ কাময়মানানাং পুরূণাং বহুনাং বিশাং প্রজারূপাণাং বো যুষ্মাকমনুগ্রহায় যহ্বং মহান্তং। যহ্বো ববক্ষিথ ইতি মহন্নামসু পাঠাৎ। অগ্নিং সূক্তেভির্ব্বচোভিঃ সূক্তরূপৈর্ব্বাক্যৈঃ প্রেমহে। প্রকর্ষেণ যাচামহে। ঈমহে যামীতি যাচ্ঞাকর্ম্মসু পাঠাৎ। অন্যে ইদন্যেঽপ্যৃষয়ো যমগ্নিং সীং সর্ব্বতঃ ঈলতে। স্তুবন্তি। তমগ্নি-মিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ॥

পুরূণাং। নামন্যতরস্যামিতি নাম উদাত্তত্বং। বিশাং সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। দেবয়তীনাং দেবানাত্মন ইচ্ছন্ত্যো দেবয়ন্ত্যঃ। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। ন চ্ছন্দস্য পুত্রস্যেতী-ত্বস্যেব দীর্ঘস্যাপি প্রতিষেধঃ। অশ্বাঘস্যাদিতি পুনরাত্ববিধানাজ্জ্ঞাপকাৎ। ক্যজন্তাল্লটঃ শতৃ। কর্ত্তরি শপ্। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। শতুশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ক্যচা সহৈকাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইতি শতুরুদাত্তত্বং। উগিতশ্চেতি ঙীপ্। অনিত্যমাগমশাসনমিতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে যজমানগণ! দেবগণকে কামনাকারী বহু প্রজাগণের সম্বন্ধে অনুগ্রহ করিবার জন্য মহৎ (মহৎ নাম সকলের মধ্যে 'যহ্বো' ববক্ষিথ' এইরূপ পাঠ আছে) অগ্নিকে সূক্তরূপ বাক্যের দ্বারা প্রার্থনা করিতেছি (যাচ্ঞা কর্ম্ম সকলের মধ্যে 'ঈমহে, যামি' এইরূপ পাঠ আছে)। অন্য ঋষিগণ যে অগ্নিকে সর্ব্বদা স্তব করিয়া থাকেন (আমরা সেই অগ্নিকে স্তব করি)।

'পুরূণাং' পদটীর 'নামন্যতরস্যাং' এই সূত্রে নামের উদাত্ত হইয়াছে। 'সাবেকাচঃ' এই সূত্রে 'বিশাং' এই পদের বিভক্তির উদাত্ত হইয়াছে। 'দেবয়তীনাং' পদটী 'আত্মনঃ (সম্বন্ধে) দেবানাং ইচ্ছন্তো' এই বাক্যে 'দেবয়ন্তঃ,' 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্' এই সূত্রে ক্যচ্ প্রত্যয়। 'ন ছন্দস্য পুত্রস্যেতীত্বস্যেব' এই সূত্রে দীর্ঘেরও প্রতিষেধ হইয়াছে। 'অশ্বাঘস্যাৎ' এই সূত্র দ্বারা পুনরায় 'আত্ব' হইয়াছে। 'ক্যচ্' অন্তের পর লটের স্থানে শতৃ। কর্ত্তৃবাচ্যে 'শপ্'। 'শপের' পকার ইৎ—লোপ-হেতু অনুদাত্তত্ব। 'লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ' এই সূত্রে ক্যচ্ প্রত্যয়ের সহিত শতৃ-প্রত্যয়ের একাদেশ হওয়ায় 'উদাত্তেনোদাত্তঃ' সূত্রানুসারে শতুর স্বর উদাত্ত হইল। 'উগিতশ্চ' এই সূত্রানুসারে ঙীপ হইয়াছে 'অনিত্যমাগমশাসনমিতি

বচনাদ্ভুম ভাবঃ। একাদেশস্বরস্য পূর্ব্বত্রাসিদ্ধত্বং নেষ্যত ইতি বচনাৎ। পা০ ৮।২।৬।১। শতুরুদাত্তত্বং সিদ্ধমেবেতি শতুরনুম ইতি নদ্যা উদাত্তত্বং। সূক্তেভিঃ। বচেঃ ক্তিচক্তৌ চ সংজ্ঞায়ামিতি ক্তঃ। থাথাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। ঈলতে। ঈড়স্তুতৌ অদাদিত্বাচ্ছপো লুক। অনুদাত্তত্বাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বেন ধাতুস্বর সদ্বৃত্তযোগাদানঘাতঃ ॥ ১ ॥ (১ম — ৩৬সূ—১ঋ) ॥

প্রথম (৪২০) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'বঃ' পদ কাহাদিগের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত, স্বতঃই এই এক সংশয় উপস্থিত হয়। ভাষ্যকার এই উপলক্ষে 'ঋত্বিগ্‌যজমানাঃ' সম্বোধন-পদ অধ্যাহার করিয়াছেন। সে পক্ষে, ঋত্বিগ্‌যজমানদিগকে যেন সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে,—'এস আমরা, দেবযতীদিগের মঙ্গলের জন্য সূক্তের স্তোত্রে অগ্নিদেবের নিকট প্রার্থনা করি,—ঋষিগণ যে অগ্নিকে উপাসনা করেন।' আমরা এখানে 'দেবভাবনিবহাঃ' পদ অধ্যাহার করিয়াছি। আমরা মনে করি, মন্ত্রটি আত্মোদ্বোধনমূলক। সাধক যেন আপনার দেবভাবসমূহকে (হৃদয়ের সদ্বৃত্তিনিবহকে) সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—'হে আমার অন্তরস্থ দেবভাবসমূহ! এস, আমরা একবার ভগবৎপ্রাপ্তিকাম-জনের মঙ্গলের জন্য ভগবানকে আহ্বান করি।'

নিজের মঙ্গল কিসে হয়, এই আকাঙ্ক্ষাই মানুষ সর্ব্বদা করে। অপরের মঙ্গলের প্রতি তাহার দৃষ্টি ক্বচিৎ সঞ্চালিত হয়। কিন্তু সাধু যাঁহারা, প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত যাঁহারা, তাঁহারা কদাচ আত্মসুখ-কামনায় তৃপ্ত থাকেন না। তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা—কিসে সংসারের সকলেই সুখী হয়, সকলেই তৃপ্তি পায়। এ ঋক্ সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। পরন্তু অতি সতর্কতার সহিত কহিতেছে,—'জানি, সকলে সে কৃপালাভের

একাদেশ স্বরের অসিদ্ধত্ব প্রতিপন্ন হয় না—এই বিধি অনুসারে শতৃ-প্রত্যয়ের উদাত্তত্ব প্রতিপন্ন হওয়ায় 'শতুরনুম' ইত্যাদি নিয়ম অনুসারে নদীবাচক শব্দের ধাতুস্বর উদাত্তত্ব প্রাপ্ত হয়। "সূক্তেভিঃ"—এই পদে 'বচঃ ক্তিচক্তৌ চ সংজ্ঞায়াং' এই সূত্রানুসারে ক্ত প্রত্যয়। 'থাথাদি' এই নিয়মে উহার উত্তর পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ঈলতে" পদের ঈড় ধাতু স্তুতি অর্থ জ্ঞাপক। অদাদিত্ব হেতু শপ প্রত্যয়ের লোপ। "অনুদাত্তত্বাল্লসার্ব্বধাতুকানু-দাত্তত্বেন' এই নিয়মে ধাতুস্বরও 'সদ্বৃত্তযোগাৎ' নিয়মানুসারে নিঘাত হয় নাই ॥ ১ ॥

অধিকারী নহে; জানি, ভগবদ্বিদ্বেষী পাপী সে কামনা করেও না এবং সে অনুগ্রহ প্রাপ্তও হয় না। কিন্তু সংসারে এমন বহু লোক আছেন—যাঁহারা ভগবানকে পাইবার কামনা করেন। অথচ, অনেক সময় হয় তো তাঁহারা পথ দেখিতে পান না, অথবা সংসারের বিষম প্রতিবন্ধকতা-বশতঃ সে পথের সন্ধানে তাঁহাদের অবসরও মিলে না। তাঁহারা অবশ্যই ভগবানের অনুগ্রহের পাত্র।' এই অনুভাবনার ফলেই সাধক প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে ভগবন্! আপনি তাঁহাদের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করুন।' এই মন্ত্রে, সাধক অপরের জন্য ভগবানের দ্বারে কৃপা-প্রার্থী হইয়াছেন। অনেক ভগবদ্ভক্ত অনেক সময় অনেক কষ্ট পান; পরীক্ষার তুষানলে পড়িয়া অনেক সময় তাঁহাদিগকে দগ্ধীভূত হইতে হয়। সে যন্ত্রণা তাঁহারা যেন আর ভোগ না করেন, তাঁহারা যেন সহজেই জ্ঞানদেবতার অনুকম্পা প্রাপ্ত হন,—ইহাই প্রার্থনার অভিপ্রায়।

'ঋত্বিগ্‌যজমানগণ! এস, আমরা দেবতাপ্রাপ্তিকামী জনের জন্য প্রার্থনা করি।'—এ ভাবও যে অসমীচীন, তাহা নহে। মানুষ সকলে মিলিয়া যখন এমন প্রার্থনা করিতে পারিবে, যখন এমনই ভাবে তাহারা পরহিতকামনায় উদ্বুদ্ধ হইতে পারিবে, তখন সংসারের অবস্থা অনেক উচ্চ হইয়া আসিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে দিন সে ভাব এখন আর নাই। এখন ক্বচিৎ কোনও সাধক ঐ যদি ভাবে বিভোর হইয়া, আপনার অন্তরস্থ দেবভাবসমূহকে জনহিতসাধক কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারেন;—তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। কতকটা সেই ভাবের সম্বন্ধ আছে মনে করিয়াই আমরা সম্বোধ্য 'দেবভাবনিবহাঃ' পদ অধ্যাহার করিয়াছি। কেহ আবার দেবতাদিগের কামনাকারী জনগণকে সম্বোধন করিয়াছেন। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ হইয়াছে,—"তোমরা বহুসংখ্যক প্রজা, তোমরা দেবতা কামনা করিতেছ, তোমাদের জন্য মহৎ অগ্নিকে সূক্তবাক্য দ্বারা প্রার্থনা করি, অন্য (ঋষিগণ) সেই অগ্নির স্তব করিয়া থাকেন।" যাহা হউক, সকল দিক হইতেই প্রায় এক ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্ত্রটী পরহিত-কামনা-প্রকাশক; মন্ত্রের শিক্ষা—'সংসারের মঙ্গলের জন্য অনুপ্রাণিত হও।' (১ম—৩৬সূ—১ঋ)।

—— • ——

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎসূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

জনাসো অগ্নিং দধিরে সহোবৃধং

হবিষ্মন্তো বিধেম তে।

স ত্বং নো অদ্য সুমনা ইহাবিতা

ভবা বাজেষু সন্ত্য ॥ ২ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

জনাসঃ। অগ্নিং। দধিরে। সহঃ-বৃধং।

হবিষ্মন্তঃ। বিধেম। তে।

সঃ। ত্বং। নঃ। অদ্য। সুঽমনাঃ। ইহ। অবিতা।

ভব। বাজেষু। সন্ত্য ॥ ২ ॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'জনাসঃ' (কর্ম্মানুষ্ঠাতারো জনাঃ) 'সহোবৃধং' (শক্তিবৰ্দ্ধকং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'দধিরে' (ধৃতবন্তঃ); 'হবিষ্মন্তঃ' (হবির্যুক্তাঃ, অর্চ্চনাপরায়ণাঃ, বয়ং) 'তে' (হে অগ্নে, ত্বাং) 'বিধেম' (পরিচরেম, বিধিপূর্ব্বকং অর্চ্চয়ামঃ); 'বাজেষু' (জয়কর্ম্মসু) 'সন্ত্য' (দানশীলো হে অগ্নিদেব) 'স ত্বং' (পরমভক্তিসাধকঃ ত্বং) 'অদ্য' (অস্মিন্নহনি, ত্বরয়া) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ইহ' (কর্ম্মণি, হৃদয়ে) 'সুমনাঃ' (সুদৃষ্টিসম্পন্নঃ সন্) 'অবিতা' (রক্ষিতা) 'ভবা' (ভব)। সৎকর্ম্মপ্রভাবেন বয়ং জ্ঞানং শক্তিঞ্চ সঞ্চয়সমর্থা ভবামঃ। জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ সৎকর্ম্মপরস্য জনস্য প্রতি সদা করুণাপরায়ণো ভবতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৬সূ—২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

কর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণ জনগণ, শক্তিবর্দ্ধনকারী জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে ধারণ করিয়া থাকেন (কর্ম্মপ্রভাবেই শক্তি ও জ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়); অর্চ্চনাপরায়ণ আমরা, হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, আপনাকে উপাসনা করিতেছি (আপনার পরিচর্য্যায়—আপনার শক্তি প্রাপ্তিকামনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছি); জয়কর্ম্মে দানশীল (জয়দানপর) হে অগ্নিদেব!—পরমহিতসাধক সেই যে আপনি, সত্বর আমাদিগের এই কর্ম্মে সুদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া, আমাদিগের রক্ষক হউন। (১ম—৩৬সূ—২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

জনাসোঽনুষ্ঠাতারো জনাঃ সহোবৃধং বলস্য বর্দ্ধয়িতারমগ্নিং দধিরে। ধৃতবন্তঃ। হবিষ্মন্তো হবির্যুক্তা বয়ং হে অগ্নে তে ত্বাং বিধেম। পরিচরেম॥ বিধতিঃ পরিচরণকর্ম্মা। বিধেম-সপর্যতীতি পরিচরণকর্ম্মসু পঠিতত্বাৎ। বাজেষ্বন্নেষু সন্তা দানশীল হে অগ্নে স ত্বমস্মাস্মিন্‌দিন ইহ কর্ম্মণি নোঽস্মান্‌ প্রতি সুমনাঃ শোভনমনস্কোঽভবিতা রক্ষিতা ভব॥

সহোবৃধং। বৃধু বৃদ্ধৌ। অন্যাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ ক্বিপ্‌। কৃদুত্তর পদপ্রকৃতিস্বরঃ। হবিষ্মন্তঃ। তসৌ মত্বর্থে ইতি ভত্বেন পদত্বাভাবাদ্রুত্বাদ্যভাবঃ। বিধেম। বিধ বিধানে। তুদাদিত্বাচ্ছঃ। সুমনাঃ। শোভনং মনো যস্যাসৌ সুমনাঃ। সোমনসী অলোমোষসী। পা০ ৬।২।১১৭। ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। ভব। পাদাদিত্বাৎ তিঙঙতিঙঃ ইতি নিঘাতাভাবঃ। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। সন্তা। ষণু দানে। ক্বিচ তিতুত্রেত্যাদিনা ইট্‌

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অনুষ্ঠাতৃজনসমূহ বলবর্দ্ধনকারী অগ্নিকে ধারণ করিয়াছিলেন। হে অগ্নে! হবির্যুক্ত (অর্থাৎ হবনীয়দ্রব্যবন্ত) আমরা তোমার পরিচরণা (অর্থাৎ সেবা) করি। পরিচরণকর্ম্ম মধ্যে 'বিধেম স পর্য্যতি' এইরূপ পাঠ আছে। অন্ন-বিষয়ে দানশীল হে অগ্নে! আপনি অদ্য এই কর্ম্মে আমাদিগের প্রতি সুমনা হইয়া (অর্থাৎ সুপ্রসন্ন হইয়া) আমাদিগের রক্ষক হউন।

'বৃদ্ধার্থ 'বৃধ্‌' ধাতু হইতে 'অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ' এই বাক্যে ক্বিপ্‌ প্রত্যয় এবং কৃদুত্তর পদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'হবিষ্মন্তঃ' পদটী 'তসৌ মত্বর্থে' এই বাক্যে 'মতু' প্রত্যয় হইয়া 'ভত্বেন পদত্বাভাবাৎ রুত্বাদ্যভাবঃ' এই বাক্যে রুত্বের অভাব হইয়াছে। 'বিধেম' পদটি বিধানার্থ 'বিধ্‌' ধাতু নিষ্পন্ন, তুদাদি হেতু 'শ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'শোভনং মনঃ যস্যাসৌ' এই বাক্যে 'সুমনাঃ' পদটী সিদ্ধ হয়। 'সোমনসী অলোমোষসী' (পা০ ৬।২।১১৭) এই সূত্র দ্বারা উত্তর পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'ভব' পদটী 'পাদাদিত্বাৎ তিঙঙতিঙঃ' এই সূত্রে নিঘাতাভাব, 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' সূত্রে সংহিতার্থে দীর্ঘ। 'সন্তা' পদটী দানার্থ 'ষণু' ধাতু নিষ্পন্ন,

প্রতিষেধঃ। নক্তিচিদীর্ঘশ্চ। পা০ ৬।৪।৩৯। ইত্যনুনাসিকলোপ দীর্ঘয়োর্নিষেধঃ। সন্তি দাতা। তত্র ভবঃ সন্ত্যঃ। ভবে ছন্দসীতি যৎ ॥ ২ ॥ (১ম—৩৬সূ—২ঋ)।

দ্বিতীয় (৪২১) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

সৎকর্ম্মের দ্বারাই শক্তিসঞ্চয় হয়,—সৎকর্ম্মই জ্ঞানার্জ্জনের নিদান-স্থানীয়। সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তিরাই শক্তিস্বরূপ অগ্নিদেবকে (সকল শক্তির মূলীভূত জ্ঞানকে) আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়। জ্ঞানস্বরূপ সেই দেবতা সৎকর্ম্মকারীর প্রতি সদা অনুগ্রহপরায়ণ আছেন। মন্ত্রের প্রথমাংশের ("জনাসঃ" হইতে "দধিরে" অংশের) ইহাই মর্ম্ম।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ—"হবিষ্মন্তঃ তে বিধেম"। এতদ্বাক্যের ভাব এই যে, উপাসক এখানে ভগবদর্চ্চনায় আত্মনিয়োগ করিতেছেন। এখানে যেন প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি জ্ঞানস্বরূপ দেবতার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন।

মন্ত্রের তৃতীয় অংশে—উপসংহারে প্রার্থনা করা হইয়াছে,—'সর্ব্বকর্ম্মে বিজয়-শ্রী প্রদাতা হে দেব! আর বিলম্ব করিবেন না,—অবিলম্বে আসিয়া আপনি আমাদের কর্ম্মের প্রতি সুদৃষ্টিসম্পন্ন হউন এবং আমাদিগকে রক্ষা করুন।' জ্ঞানদেবতাকে কর্ম্মে সুদৃষ্টিসম্পন্ন হইতে বলার তাৎপর্য্য এই যে,—'আমার কর্ম্ম যেন জ্ঞানসহযুত হয়; অর্থাৎ, অজ্ঞানতার মোহে পড়িয়া আমি যেন কোনও অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত না হই।' বলা হইয়াছে,—আমাদের কর্ম্মের প্রতি আপনি 'সুমনাঃ' ও 'অবিতা' হউন। ভাব এই যে,—'আমাদের কর্ম্মে আপনার সুদৃষ্টি পতিত হউক, আর আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন, অর্থাৎ এই সংসার-পারাবার হইতে পরিত্রাণ করুন। চাই—আপনার সুদৃষ্টি! চাই—আপনার রক্ষা।' প্রার্থনার ইহাই ভাব। (১ম—৩৭সূ—২ঋ)।

'তিতুত্রেত্যাদিনা' এই বাক্যে 'ইটের' প্রতিষেধ। 'নক্তিচিদীর্ঘশ্চ' (পা০ ৬ ৪.৩৯) এই সূত্রে অনুনাসিক লোপ ও দীর্ঘের নিষেধ। 'সন্তি' অর্থে দাতা। তাহাতে উৎপন্ন 'সন্ত্য'। 'ভবে ছন্দসি' সূত্রানুসারে ইহাতে 'যৎ' প্রত্যয় হইয়াছে ॥ ২ ॥

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

প্র ত্বা দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসং।

মহস্তে সতো বি চরন্ত্যর্চয়ো দিবি

স্পৃশন্তি ভানবঃ ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

প্র। ত্বা। দূতং। বৃণীমহে। হোতারং। বিশ্বঽবেদসং।

মহঃ-। তে। সতঃ। বি। চরন্তি। অর্চয়ঃ।

দিবি। স্পৃশন্তি। ভানবঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

জ্ঞানস্বরূপ হে দেব! ত্বং 'হোতারং' (দেবভাবানাং আহ্বাতারং) 'বিশ্ববেদসং' (সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞং) দূতং' (সদ্ভাব-সমীপে গমনশীলং, সদ্ভাবপ্রাপকং) অসি; 'ত্বা' ত্বাং) 'প্র' (প্রকৃষ্টরূপেণ, সর্ব্বতোভাবেন) 'বৃণীমহে' (পূজয়ামহে); 'মহঃ' (মহতঃ) 'সতঃ' (নিত্য-বিদ্যমানস্য) 'তে' (তব) 'অর্চয়ঃ' (রশ্ময়ঃ) 'বিচরন্তি' (বিভিন্নমার্গেণ বিকাশং প্রাপ্নুবন্তি); 'ভানবঃ' (তব জ্যোতীংষি) 'দিবিঃ' (দ্যুলোকং, স্বর্গস্থানং) 'স্পৃশন্তি' (স্পর্শং কুর্ব্বন্তি)। জ্ঞানং হি দেবভাবজনকং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞং সদ্ভাবপ্রাপকঞ্চ। জ্ঞানসাহায্যেন সাধকঃ স্বর্গস্থানং মোক্ষঞ্চ প্রাপ্নোতি। হে দেব! তস্মাৎ জ্ঞানং দেহি। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৬সূ—৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানস্বরূপ হে দেব! আপনি দেবগণের (দেবভাবসমূহের) আহ্বান-কারী, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ, সত্ত্বভাবপ্রাপক; আপনাকে আমরা সর্ব্বতোভাবে পূজা করি; মহৎ সৎস্বরূপ যে আপনি, আপনার রশ্মিসমূহ বিভিন্ন পথে বিকাশ-প্রাপ্ত হয়, আপনার জ্যোতিঃসমূহ দ্যুলোক (স্বর্গ) স্পর্শ করে। (প্রার্থনা—আমাদিগকেও স্পর্শ করুক)। (১ম—৩৬সূ—৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে হোতারং হোমনিষ্পাদকমাহ্বাতারং বা বিশ্ববেদসং সর্ব্বজ্ঞং দূতং দেবানাং দূত্যে প্রবৃত্তং। অগ্নির্বৈদেবানাং দূত আসীদিতি শ্রুত্যন্তরাৎ। তাদৃশং ত্বাং প্রবৃণীমহে। প্রকর্ষেণ বরণং কুর্ম্মঃ। মহো মহতঃ সতো নিত্যং বর্ত্তমানস্য তে তবার্চ্চয়ো দীপ্তয়ো বিচরন্তি বিবিধং প্রচরন্তি। ভানবস্তদীয়া রশ্ময়ো দিবি দ্যুলোকে স্পৃশন্তি। তত্রত্যান্ প্রাণিনঃ প্রকাশয়ন্তীত্যর্থঃ॥

বিশ্ববেদসং। বিশ্বানি বেত্তীতি বিশ্ববেদাঃ। অসুন্। মরুদ্বৃধাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। যদ্বা বেদ ইতি ধননাম। বিশ্বং বেদো ধনং যস্য। বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়ামিতি পূর্ব্ব-পদান্তোদাত্তত্বং। মহঃ। মহ পূজায়াং। কিপ্ চেতি কিপ্। সাবেকাচ ইতি ভস উদাত্তত্বং। যদ্বা মহচ্ছব্দেহচ্ছব্দ লোপশ্ছান্দসঃ। সতঃ। অস্তে শতরি শ্নসোরল্লোপঃ। ইত্যাকারলোপঃ। শতুরনুম ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। দিবি উড়িদমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং॥ ৩॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! তুমি হোম-নিষ্পাদক, সর্ব্বজ্ঞ, দেবতাগণের দৌত্যকার্য্যে প্রবৃত্ত (অগ্নি দেবতাদিগের দূত বলিয়া শ্রুতি আছে), আমরা তোমাকে প্রকৃষ্টরূপে বরণ করি। মহৎ এবং নিত্যবিদ্যমান তোমার দীপ্তিসকল (তেজসমূহ) বিবিধরূপে প্রচারিত হইতেছে। ভানুগণ স্বর্গলোকে তোমার রশ্মিসকলকে স্পর্শ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ, তত্রত্য প্রাণি-সমূহকে প্রকাশ করেন (ইহাই তাৎপর্য্য)।

'বিশ্ববেদসং' পদটী, 'বিশ্বসমূহকে জানেন'—এই অর্থে যে 'বিশ্ববেদাঃ' পদ, তাহাতে 'অসুন' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'মরুদ্বৃধাদিত্ব' হেতু পূর্ব্বপদের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অথবা, 'বেদ'—ইহা ধনের নাম। 'বিশ্বং বেদো ধনং যস্য' এই ব্যাস-বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে উহা সিদ্ধ হয়। 'বিশ্বং সজ্ঞায়ামিতি' এই বাক্যে উহার পূর্ব্বপদের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'মহঃ' পদটী পূজার্থ 'মহ' ধাতু নিষ্পন্ন। 'কিপ্ চেতি' সূত্রে উহাতে কিপ্ প্রত্যয় হয়। 'সাবেকাচ' এই সূত্রে উহার 'ভসের' উদাত্তত্ব। অথবা 'মহৎ' শব্দের 'অৎ' ছান্দসে লোপ পাইয়াছে। 'সতঃ' পদটী 'অস' ধাতুর উত্তর শতৃ-প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'শ্নসোরল্লোপঃ' এই সূত্রে উহার অকার লোপ এবং 'শতুরনুম্' এই সূত্রে উহার বিভক্তির উদাত্তত্ব। 'দিবি' পদটীকে 'উড়িদমীতি' এই সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব॥ ৩॥ (১ম—৩৬সূ—৩ঋ)।

তৃতীয় (৪২২) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রচলিত অর্থে প্রকাশ,—অগ্নি যেন ঋষিবিশেষ, তিনি যেন হোমকার্য্য সম্পাদন করেন, তিনি যেন দেবগণের নিকট দূতস্বরূপে গতাগতি করিয়া থাকেন, আর তিনি—বিশ্বতত্ত্বজ্ঞ, তাঁহার দীপ্তি বিস্তৃত হইতেছে, তাঁহার রশ্মি আকাশ স্পর্শ করিতেছে। বলা বাহুল্য, এ প্রকার অর্থে, মন্ত্রের প্রথমাংশের সহিত শেষাংশের ভাবসঙ্গতি প্রতিপন্ন হয় না। শেষাংশে, রশ্মির বা দীপ্তির প্রসঙ্গে, জ্বলন্ত অগ্নিকে বুঝায়; প্রথমাংশে, ঋষি-বিশেষকে লক্ষ্য করে। কিন্তু এই সকল ঋকে অগ্নি-নামে জ্ঞানস্বরূপ দেবতাকে লক্ষ্য আছে মনে করিলে, ভাবসঙ্গতি-রক্ষায় কোথাও কোনরূপ অন্তরায় উপস্থিত হয় না।

অগ্নি বলিতে—এখানে জ্ঞানকেই বুঝাইতেছে। জ্ঞানের সাহায্যেই দেবভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাই অগ্নিকে 'হোতা'—দেবগণের বা দেব-ভাবের আহ্বাতা—বলা যাইতে পারে। জ্ঞানই সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ; তাই অগ্নির বিশেষণ—'বিশ্ববেদসং'। জ্ঞানই সদ্ভাব-সমীপে গমন করে,—সত্ত্বভাবকে পাওয়াইয়া দেয়; তাই অগ্নিকে 'দূত' বলা হইয়া থাকে। জ্ঞানের পূজা করায়, জ্ঞান-সঞ্চয়ে যত্নবান হওয়ার ভাব আসে। জ্ঞান—নিত্য ও মহৎ; জ্ঞানের প্রভাব বিভিন্ন পথে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ জ্ঞান-সাহায্যে সকল দিকেই শ্রেয়োলাভ হয়। জ্ঞানের জ্যোতিঃ দ্যুলোক স্পর্শ করে, [illegible]র্থাৎ জ্ঞানপ্রভাবে স্বর্গাদি-প্রাপ্তি ও মোক্ষলাভ ঘটে। মূলে 'বৃণীমহে' [illegible] আছে। তাহাতে 'বরণ করা' অর্থই সাধারণতঃ আসিতে পারে। [illegible] [illegible]কে দৌত্যেবরণ করা হইয়াছিল—অর্থ গ্রহণ করা হয়। আমরা [illegible] করার' ভাব গ্রহণ করিয়াছি। 'বরণ করা' অর্থ গ্রহণ করিলেও [illegible]-পক্ষে অসঙ্গতি হয়, তাহা নহে। জ্ঞানদেবতাকে (জ্ঞানকে) দূ[illegible] রূপে বরণ করিতে পারিলে যে ইষ্টসিদ্ধি হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। অন্য দিক দিয়া অন্যরূপ অর্থও সিদ্ধ হয় বটে; কিন্তু আধ্যাত্মিক-পক্ষে এই অর্থই আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। (১ম—৩৬সূ—৩ঋ)।

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎসূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

দেবাসস্ত্বা বরুণো মিত্রো অর্য্যমা সং

দূতং প্রত্নমিন্ধতে।

বিশ্বং সো অগ্নে জয়তি ত্বয়া ধনং

যস্তে দদাশ মর্ত্ত্যঃ ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

দেবাসঃ। ত্বা। বরুণঃ। মিত্রঃ। অর্য্যমা। সং।

দূতং। প্রত্নং। ইন্ধতে।

বিশ্বং। সঃ। অগ্নে। জয়তি। ত্বয়া। ধনং।

যং। তে। দদাশ। মর্ত্ত্যঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব!) 'প্রত্নং' (পুরাতনং, আদিভূতং) 'দূতং' (সত্ত্বভাব-প্রাপকং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'বরুণঃ' (অভীষ্টবর্ষণকারী) 'মিত্রঃ' (সুহৃৎস্থানীয়ঃ) 'অর্য্যমা' (গতিবিশিষ্টঃ, করুণাবিতরণশীলঃ) 'দেবাসঃ' (দেবাঃ, দেবভাবাদয়ঃ) 'সং-ইন্ধতে' (সম্যক্ দীপয়ন্তি); 'যঃ মর্ত্ত্যঃ' (যো মনুষ্যঃ) 'তে' (তুভ্যং) 'দদাশ' (হবিঃ দত্তবান্, আত্মসমর্পণ-সমর্থ ইতি যাবৎ) 'সঃ' (জনঃ) 'ত্বয়া' (ত্বদীয়ানুগ্রহেণ) 'বিশ্বং' (সর্ব্বং, পরমং) 'ধনং'

(বিশ্বং, মোক্ষাদিকং) 'জয়তি' (লভতে)। অভীষ্টপূরণেন সৌহার্দ্দ্যকার্য্যেণ করুণাবিতরণেন বিবিধদেবতাবেন সহ বা জ্ঞানক্রিয়া প্রকাশতে। জ্ঞানানুসারী জনঃ জ্ঞানসাহায্যেন সদাকাল সকলমঙ্গলং প্রাপ্নোতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৬সূ—৪ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আদিভূত সদ্ভাবপ্রাপক আপনাকে, অভীষ্টবর্ষণকারী বরুণ, সুহৃৎস্থানীয় মিত্র এবং করুণা-বিতরণশীল অর্য্যমা দেবগণ, সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে মনুষ্য আপনাকে হবির্দ্দান করে (জ্ঞানানুসরণে জ্ঞানস্বরূপ আপনাতে আত্মসমর্পণ করিতে সমর্থ হয়), সে জন আপনার অনুগ্রহে পরমধন (মোক্ষাদি) অধিকার করিতে সমর্থ হয়। (১ম—৩৬সূ—৪ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে বরুণাদয়স্ত্রয়ো দেবাসো দেবাঃ প্রত্নং পুরাতনং দূতং ত্বাং সমিন্ধতে। সম্যক্‌-দীপয়ন্তি। যো মর্ত্ত্যো মনুষ্যো যজমানস্তে তুভ্যং দদাশ। হবির্দ্দত্তবান্। স যজমানস্ত্বয়া সহায়ভূতেন বিশ্বং সর্ব্বং ধনং জয়তি॥

অর্য্যমা। অর্য্যাশ্মমীত ইত্যর্য্যমা। শ্বন্নুক্ষন্নিত্যাদিনা কনিন্ প্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। ইন্ধতে। ঞিইন্ধী দীপ্তৌ। অস্মান্নটিচ্ছন্দাদাদেশে শ্নম্। শ্নান্নলোপঃ। শ্নসোরল্লোপ ইত্যকারলোপঃ। দদাশ। দাশৃ দানে। লিটিণলিলিৎস্বরেণ প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যাকারস্যোদাত্তত্বং। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ॥ ৪॥ (১ম—৩৬সূ—৪ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! বরুণাদি দেবতাত্রয়, পুরাতন দূত তোমাকে সম্যক্‌রূপে দীপ্ত করিতেছে। যে মনুষ্য যজমান তোমাকে হবিঃ দান করিয়া থাকেন, সেই যজমান সহায়-রূপে প্রাপ্ত তোমার দ্বারা সকল প্রকার ধনকে জয় করেন।

'অর্য্যাশ্মমীতে' এই বাক্যে 'অর্য্যমা' পদটী 'শ্বন্নুক্ষণ্' এই নিয়মে 'কনিন্' প্রত্যয় করিয়া নিপাতন সিদ্ধ হইয়াছে। 'ইন্ধতে' পদটি, দীপ্ত্যর্থ 'ইন্ধ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। ঐ ধাতুর উত্তর 'অস্মান্নটিচ্ছন্দাদাদেশে শ্নম্' নিয়মে 'শ্নম্' প্রত্যয় ও 'শ্নসোরল্লোপঃ' সূত্রে 'শ্নসের' অকার লোপ। এইরূপে 'ইন্ধতে' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'দদাশ' পদ, দানার্থ 'দা' ধাতুর নিষ্পন্ন 'লিটিণলিলিৎস্বরেণ' এই নিয়মে প্রত্যয়ের পূর্ব্ব আকার লোপ। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত-নিষেধ হইয়াছে॥ ৪॥ (১ম—৩৬সূ—৪ঋ)।

• • •

চতুর্থ (৪২৩) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রচলিত অর্থ এই যে,—'হে অগ্নিদেব! আপনি পুরাতন দূত; সেই জন্য বরুণ মিত্র ও অর্য্যমা দেবত্রয় আপনাকে দীপ্তিশালী করিতেছেন। যে জন আপনাকে হবিঃ দান করে, আপনার সহায়তায় সে জন জয়যুক্ত হয়।' এ অর্থে, একবার মনে হয়—অগ্নি ঋষিরূপে কল্পিত হইয়াছেন, একবার মনে হয়—তিনি জ্বলন্ত অগ্নি-মূর্ত্তিতে পূজিত হইতেছেন। প্রথম প্রকার অর্থে, মনে আসে—তিনি পুরাতন দূত ছিলেন, এখন তাঁহার প্রভাব যেন কিছু কমিয়াছে, এবং বরুণ মিত্র ও অর্য্যমা দেবতাত্রয় তাঁহার প্রতিষ্ঠার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছেন। অথবা, অগ্নি নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিয়াছিল; বরুণাদি দেবতা তাঁহাকে প্রজ্বালিত করিতেছেন। হবির্দ্দান-প্রসঙ্গে মনে হয়, যে জন অগ্নিতে আহুতি দেয়, সেই জয়যুক্ত হয়; অথবা, অগ্নি ঋষির প্রতি যে নির্ভর করিতে পারে, সেই জয়লাভ করিতে পারে। ফলতঃ, অগ্নিকে মানুষ-ভাবেও দেখা যায়; আবার, অগ্নিমূর্ত্তিতেও গ্রহণ করা যায়;—এই দুই ভাবের অর্থই প্রকাশিত দেখি। বলা বাহুল্য, আমাদের অর্থ একটু স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন। আধ্যাত্মিক-পক্ষে, এখানে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবেরই উপাসনা হইয়াছে; ইহাই আমরা মনে করি।

সে পক্ষে অর্থ হয়,—জ্ঞানই সত্ত্বভাব-প্রাপ্তির মূলীভূত। মূলাধার জ্ঞান, জ্ঞানই আমাদের দূতরূপে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়, এবং ভগবানের সহিত আমাদের সৌহার্দ্দ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেয়। "প্রত্নং দূতং" পদদ্বয় এই ভাব জ্ঞাপন করে। এইবার বুঝিয়া দেখুন—'বরুণ মিত্র ও অর্য্যমা দেবগণ তাঁহাকে দীপ্যমান্ করেন'—এতদ্বাক্যের মর্ম্মার্থ কি? বরুণ—বৃষ্টির দেবতা, বর্ষণ তাঁহার কার্য্য, বারিবর্ষণে শান্তিশীতলতা-দানে তিনি কাহারও প্রতি কদাচ কার্পণ্য করেন না। 'বরুণ তাঁহাকে দীপ্তিমান্ করেন'—এতদ্বাক্যের মর্ম্ম কি? যিনি জ্ঞানদেবতার কৃপালাভ করেন, যিনি জ্ঞানী, তিনি কাহারও প্রতি বিরূপ নহেন; তাঁহার স্নেহধারা সকলের প্রতি সমভাবে বিতরিত হয়। জ্ঞানী সমদৃষ্টিসম্পন্ন। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে,

পাপী বা পুণ্যবান্, সৎ বা অসৎ—সকলেই সমান। বরুণ তাঁহাকে দীপ্তি-শালী করেন অর্থাৎ তিনি বরুণভাবের দ্বারা উদ্ভাসিত হন। ইহাতে অগ্নিতেই বর্ষণের ভাব আসে; জ্ঞানের ক্রিয়া যে বরুণধর্ম্মী, সেই ভাব প্রকাশ পায়। মিত্র ও অর্য্যমা সম্বন্ধে, যথাক্রমে ভগবানের সুহৃদোচিত কার্য্যের ও করুণার বিষয় মনে করিতে হইবে। জ্ঞানীর শত্রু কেহ নাই। ভগবান্ তাঁহাকে মিত্রভাবে গ্রহণ করেন; তিনিও মিত্রভাবেই সকলকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। তিনি 'অর্য্যমা' * কর্তৃক প্রকাশিত হন—বলিতে, ভগবান্ তাঁহাতে আসিয়া মিলিত হন, তাঁহারও সর্ব্বত্র গতিশীলতার ভাব আসে; অর্থাৎ, তাঁহার করুণা কোথাও প্রতিহত নহে। ইহাতে তাঁহার দ্বারা দীপ্তিমন্ত হওয়ার ভাবও প্রকাশ পায়। জ্ঞান যে ঐ সকল গুণবিশিষ্ট, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। ফলতঃ ঐ তিন দেবতার প্রসঙ্গ প্রখ্যাপিত হওয়ায়, জ্ঞানের দ্বারা ঐ সকল ভাব বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে,—ইহাই বুঝিতে পারি।

মন্ত্রের শেষাংশ সরল ও সহজ-বোধ্য। যে জন জ্ঞানের অনুসরণ-কারী হয়, যে জন জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়, তাহার জয় সর্ব্বত্র,—সে বিশ্বজয়ী হইয়া থাকে। ইহাই মর্ম্ম। (১ম—৩৬সূ—৪ঋ)।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

মন্দ্রো হোতা গৃহপতিরগ্নে দূতো বিশামসি।

ত্বে বিশ্বা সঙ্গতানি ব্রতা ধ্রুবা যানি

দেবা অকৃণ্বত ॥ ৫ ॥

---

* 'অর্য্যমা'—আদিত্যগণের একতম। 'অর্য্যমা' পদে কেহ বা মধ্যাহ্ন-কালীন সূর্য্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে দীপ্তিমন্ত অবস্থা প্রকাশ পায়। গত্যর্থক 'ঋ' ধাতু হইতে ঐ পদ ব্যুৎপন্ন বলিয়া উহাতে সর্ব্বত্র গতির ভাব আসে।

পদ-বিশ্লেষণং।

মন্দ্রঃ। হোতা। গৃহঽপতিঃ। অগ্নে। দূতঃ। বিশাং। অসি।

ত্বে ইতি। বিশ্বা। সংঽগতানি। ব্রতা। ধ্রুবা।

যানি। দেবাঃ। অকৃণ্বত ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ, দেব!) ত্বং 'মন্দ্রঃ' (হর্ষহেতুভূতঃ, আনন্দপ্রদঃ) 'হোতা' (দেবভাবানাং আহ্বাতা) 'বিশাং' (প্রজানাং, লোকানাং) 'গৃহপতিঃ' (গৃহস্য পালকঃ, ইহসংসারে রক্ষকস্থানীয়ঃ) 'দূতঃ' (সত্ত্বভাবসমীপে গমনশীলঃ, সত্ত্বভাবপ্রাপকঃ) 'অসি' (ভবসি); 'ত্বে' (তব, তৎসহসম্বন্ধযুতানি) 'বিশ্বা' (সর্ব্বাণি) 'ব্রতা' (কর্ম্মাণি) 'সঙ্গতানি' (শ্রেয়ঃসাধকানি) ভবন্তি; 'ধ্রুবাণি' (স্থিরাণি, যথাবিহিতানি, নিশ্চিতফলপ্রদানি) 'যানি' (কর্ম্মাণি) 'দেবাঃ' (ভগবদ্বিভূতয়ঃ) 'অকৃণ্বত' (কৃতবন্তঃ)। জ্ঞানদেবঃ পরমানন্দদায়কঃ সকলহিতসাধকঃ; তৎসম্বন্ধযুতানি কর্ম্মাণি শ্রেয়ঃ-সাধকানি ভবন্তি; তেন কর্ম্মণা সহ দেবাঃ স্থিরা বিচরন্তি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৬সূ—৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি (আমাদিগের) হর্ষহেতুভূত, (আমাদিগের মধ্যে) দেবভাবের আহ্বানকারী, ইহসংসারে লোকসমূহের রক্ষক-স্থানীয়, এবং সত্ত্বভাবের প্রাপক হয়েন; আপনার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট কর্ম্মসমূহ, শ্রেয়ঃ-সাধক হয়; এবং নিশ্চিতফলপ্রদ সেই কর্ম্ম-সমূহ দেবগণই করিয়া থাকেন (অর্থাৎ, দেবভাবসমূহ হইতেই ভগবৎ-সম্বন্ধবিশিষ্ট কর্ম্মসমূহ উৎপন্ন হয়)। (১ম—৩৬সূ—৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে ত্বং মন্দ্রো হর্ষহেতুর্হোতা দেবানামাহ্বাতা বিশাং যজমানরূপাণাং প্রজানাং গৃহপতি গৃহস্য পালকো দূতো দেবদূতোঽসি। ত্বে ত্বয়ি বিশ্বাব্রতা সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সঙ্গতানি।

সায়ণভাষ্যের-বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! তুমি হর্ষবশতঃ দেবতাদিগের আহ্বানকারী যজমানরূপ প্রজাগণের গৃহপালক দূত হইয়াছে। তোমাতেই সমস্ত কর্ম্ম লিপ্ত রহিয়াছে। (কর্ম্মনামসমূহ-মধ্যে ব্রত শব্দের

ব্রতং কর্ম্মেতি কর্ম্মনামসু ব্রতশব্দঃ পঠিতঃ। পৃথিব্যাদয়ো দেবা এবা স্থিরাণি যানি কর্ম্মাণ্য-কৃণ্বত। কৃতবন্তঃ। পৃথিবী ধারয়তি পর্জ্জন্যো বর্ষতি সূর্য্যঃ প্রকাশয়তি। তাম্যেতানি ত্বয়ি সঙ্গতানীতি পূর্ব্বাত্রান্বয়ঃ॥

গৃহপতিঃ। পত্যাবৈশ্বর্য্যে ইতি পূর্ব্বপদ প্রকৃতিস্বরত্বং। ত্বে। সুপাংসুলুগিতি সপ্তম্যেক-বচনস্য শে আদেশঃ। ত্বমাবেকবচন ইতি ম পর্য্যন্তস্য ত্বাদেশঃ। শেষে লোপ ইতি টিলোপ পক্ষ উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ বিভক্তেরুদাত্তত্বং। অন্ত্যলোপপক্ষে ত্বেকাদেশ স্বরেণ। সঙ্গতানি। গমেঃ কর্ম্মণি নিষ্ঠায়ামেকাচ। পা০ ৭।২।১০। ইতীট্ প্রতিষেধঃ। অনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনা-নুনাসিক লোপঃ। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। ব্রতাব্রবেত্ত্বাভয়ত্র শের্লোপঃ। অকৃণ্বত। কৃবি হিংসাকরণয়োশ্চ। বাত্যয়েনাত্মনে পদং। ইদিত্বান্নুম্। ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচ্চেত্যু-প্রত্যয়॥৫॥ (১ম—৩৬সূ—৫ঋ)।

ইতি প্রথমাষ্টকে তৃতীয়ে অধ্যায়ে অষ্টমো বর্গঃ॥৮॥

• • •

পঞ্চম (৪২৪) ঋকের বিশদার্থ।

—‡○•○‡—

সায়ণের ভাষ্যে এবং অন্যান্য ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—'এখানে অগ্নিদেবকে হর্ষের কারণ, হোমনিষ্পাদক, গৃহপতি এবং দেবগণের দূতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।' আর বলা হইয়াছে,—'পৃথিবী যে লোকসমূহকে ধারণ করিয়া আছেন, পর্জ্জন্যদেব যে বর্ষণ করিতেছেন, সূর্য্যদেব যে প্রকাশ

পাঠ আছে)। পৃথিব্যাদি দেবগণ নিশ্চিত যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন, 'পৃথিবী' ধারণ করেন, 'পর্জ্জন্য' বর্ষণ করেন, 'সূর্য্য' প্রকাশ করেন। তাঁহাদের এই সকল কর্ম্ম তোমাতেই সঙ্গত অর্থাৎ লিপ্ত।

'পত্যাবৈশ্বর্য্যে' এই নিয়মে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়া 'গৃহপতি' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ত্বে' পদটীতে 'সুপাংসুলুক' এই সূত্রে সপ্তমীর এক বচনে 'শে' আদেশ। 'ত্বমাবেকবচন' এই নিয়মে 'ম' পর্য্যন্তের 'ত্বা' আদেশ। 'শেষে লোপ' এই নিয়মে 'টি' লোপ, 'উদাত্ত-নিবৃত্তি স্বরেণ' এই নিয়মে বিভক্তির উদাত্তত্ব। অন্ত্য লোপপক্ষে 'একাদশস্বরেণ' নিয়মে আত্ম লোপ। 'সঙ্গতানি' পদটী 'গমেঃ কর্ম্মণি নিষ্ঠায়ামেকাচ' (পা০ ৭।২।১০) এই নিয়মে 'ইট্' প্রতিষেধ। 'অনুদাত্তোপদেশ' ইত্যাদি নিয়মে অনুনাসিক লোপ। 'গতেরনন্তর' নিয়মে গতির প্রকৃতিস্বরত্ব। 'ব্রতাব্রবে উভয়ত্র' ইত্যাদি নিয়মে উভয়স্থানে 'শি' লোপ। 'অকৃণ্বত' পদটী হিংসা ও অকরণার্থ 'কৃবি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বাত্যয়-হেতু আত্মনেপদ হইয়াছে। 'ই' লোপ হেতু 'নুম্' এবং 'ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচ্চ' এই নিয়ম 'উ' প্রত্যয়॥৫॥ (১ম—৩৬সূ—৫ঋ)।

ইতি প্রথম অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে অষ্টম বর্গ সমাপ্ত॥৮॥

• • •

পাইতেছেন, এ সকল কার্য্যই আপনার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া আছে।' এইরূপ অর্থই সাধারণতঃ প্রচলিত। *

আমরা জ্ঞানময়কে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রটী প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। জ্ঞানময়ের কৃপা হইলে, হৃদয় জ্ঞানালোকে আলোকিত হইলে, আনন্দের অবধি থাকে না; দেবতাকে তাই 'মন্দ্রঃ' বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। জ্ঞানের উদয়ে, হৃদয় দেবভাবে পূর্ণ হয়; তাই তাঁহাকে 'হোতা' (দেবভাবের আহ্বানকারী) বলা হইয়াছে। জ্ঞান সাহায্যেই মানুষ ইহসংসারে রক্ষা-প্রাপ্ত হয়; তাই তিনি 'গৃহপতি'। মানুষ সত্ত্বভাবের সাক্ষাৎ পায়—কি প্রকারে? জ্ঞান-সাহায্যে। তাই তিনি 'দূত' (জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠাতা) অভিধায়ে অভিহিত হন। জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত সকল কর্ম্মই শ্রেয়ঃ-সাধক হয়; তাই "তে বিশ্বা ব্রতা সঙ্গতানি" বাক্য দেখি। জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট যে কর্ম্ম, সকল ভগবদ্বিভূতিই সে কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট—ইহাই অভিপ্রায়। ভগবান্—জ্ঞানস্বরূপ। তাঁহার জ্ঞানমূর্ত্তির যে কর্ম্ম, তাহা সর্ব্বদেবতার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম—ইহাই ভাবার্থ। প্রার্থনা-পক্ষে এ ঋকের মর্ম্ম এই যে,—'হে জ্ঞানময়! আপনি আমার আনন্দের কারণ হউন; আমাতে দেবভাব আনয়ন করুন; সংসারের পাপের প্রলোভন আমায় নিয়ত আক্রমণ করিতে আসিতেছে; আপনি আমার রক্ষক হউন। আপনার সম্বন্ধযুত কর্ম্মসমূহ দেবতার কর্ম্মের ন্যায় সাফল্য-মণ্ডিত হয়। আপনার সংশ্রবে আমার কর্ম্ম জয়যুক্ত হউক।'

উপসংহারে "তে বিশ্বা ব্রতা সঙ্গতানি" বাক্য-সম্বন্ধে আরও দুই এক কথার আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। পৃথিবীর, পর্জ্জন্যের, সূর্য্যের এবং অন্যান্য দেবগণের কার্য্য যে অগ্নিদেবতার সহিত সঙ্গত অর্থাৎ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়া আছে; সায়ণভাষ্যে এইরূপ ভাব পরিব্যক্ত দেখি। তাহাতে একটা কথা মনে আসে। মনে হয়—এতদুক্তির মর্ম্ম সাম্য-সাধন। এ বিষয় গুণসাম্য ও ধাতুসাম্য প্রসঙ্গে (পূর্ব্ব সূক্তে—পঞ্চত্রিংশৎসূক্তে)

---

* ব্যাখ্যায় কেহ কহিয়াছেন,—'আপনি একাই এ সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ আছেন;" কেহ কহিয়াছেন,—'দেবগণ যে সকল অমোঘ ব্রত সম্পাদন করেন, তোমাতে মিলিত হয়।"

পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এখানে সেই গুণসাম্যের ও ধাতুসাম্যের ভাবই প্রকাশমান্। জ্ঞান-সাহায্যেই গুণসাম্য ও ধাতুসাম্য সংসাধিত হয়। তাহা দ্বারাই সকলে নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রাম্যমান্ থাকিয়া আপন-আপন কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া যায়। জ্ঞানরূপ অগ্নিই সেই সাম্যবিধানের মূলাধার। "তে বিশ্বা ব্রতা সঙ্গতানি" বাক্যের এ পক্ষেও সার্থকতা আছে মনে করা যায়। (১ম—৩৬সূ—৫ঋ)।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্)।

ত্বে ইদগ্নে সুভগে যবিষ্ঠ্য বিশ্বমাহূয়তে হবিঃ।

স ত্বং নো অদ্য সুমনা উতাপরং যক্ষি

দেবান্ সুবীর্য্যা ॥ ৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বে ইতি। ইৎ। অগ্নে। সুঽভগে। যবিষ্ঠ্য। বিশ্বং। আ। হূয়তে। হবিঃ।

সঃ। ত্বং। নঃ। অদ্য। সুঽমনাঃ। উত। অপরং। অক্ষি।

দেবান্। সুঽবীর্য্যা ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'যবিষ্ঠ্য' (যুবতম, প্রবলসামর্থ্যসম্পন্ন) 'অগ্নে' (জ্ঞানস্বরূপ, হে দেব) 'সুভগে' (সৌভাগ্যযুক্তে, কল্যাণপ্রদে) 'ত্বে' (ত্বয়ি) 'ইৎ' (এব) 'বিশ্বং' (সর্ব্বং) 'হবিঃ' (হবনীয়ং, আহ্বানং) 'আহুয়তে' (প্রক্ষিপতে, সমর্পয়তে); 'সঃ' (সকলহবনীয়প্রাপ্তঃ) 'ত্বং' (দেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্ প্রতি) 'সুমনাঃ' (অনুগ্রহপরায়ণঃ ভূত্বা) 'অদ্য' (অস্মিন্ দিনে) 'উত' (অপিচ) 'অপরং' (অন্যদিনে, সর্ব্বকালে, নিরন্তরং) 'সুবীর্য্যা' (শোভনবীর্য্যোপেতান্, সৎকার্য্যসম্পাদনে সামর্থ্যপ্রদান্) 'দেবান্' (দেবভাবান্) 'যক্ষি' (যজ, অস্মৎসকাশে আনয়)। অগ্নিমুখে দেবাঃ খাদন্তি; দেবতৃপ্তিসাধনে জ্ঞানদেবস্য সম্বন্ধোঽপরিহার্য্যঃ; সর্ব্বেষাং সকলাঃ পূজাঃ জ্ঞানদেবং প্রাপ্নুবন্তি; স জ্ঞানদেবঃ সর্ব্বদেবভাবং অস্মভ্যং প্রযচ্ছতু। (১ম—৩৬সূ—৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

পরম সামর্থ্যসম্পন্ন জ্ঞানস্বরূপ হে অগ্নিদেব! কল্যাণপ্রদ আপনাতেই বিশ্বের সকল আহবনীয় প্রক্ষিপ্ত হয় (সকল দেবতার সকল পূজাই আপনার মধ্য দিয়াই প্রেরিত হইয়া থাকে); সকল হবনীয়প্রাপ্ত সেই যে আপনি, আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হইয়া, অদ্য এবং অন্যান্য দিনে (নিরন্তর), সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে সামর্থ্যপ্রদ দেবভাবসমূহকে, আমাদের নিকটে আহ্বান করিয়া আনিয়া দেন। (১ম—৩৬সূ—৬ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে যবিষ্ঠ্য যুবতমাগ্নে সুভগে সৌভাগ্যযুক্তে ত্বে ইৎ ত্বয্যেব বিশ্বং সর্ব্বং হবিরাহুয়তে। সর্ব্বতঃ প্রক্ষিপ্যতে। স ত্বং নোঽস্মান্ প্রতি সুমনাঃ শোভনমনস্কো ভূত্বাদ্যাস্মিন্দিন উত অপি চাপরং শ্বঃ। অপরং শ্ব ইত্যাদিকমুত্তরং কালং সর্ব্বস্মিন্নপি কালে নৈরন্তর্য্যেণ। সুবীর্য্যা শোভনবীর্য্যোপেতান্ দেবান্ যক্ষি। যজ ॥

সুভগে। শোভনো ভগো যস্যেতি বহুব্রীহাবাদ্যুদাত্তত্বং। দ্যাচ্ছন্দসীত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। যবিষ্ঠ্য। যুবশব্দাদিষ্ঠন্। স্থূলদূরেত্যাদিনা যণাদেঃ পরস্য লোপঃ পূর্ব্বস্য চ গুণঃ। ছান্দসো

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে যবিষ্ঠ সৌভাগ্যযুক্ত অগ্নে! আপনাতেই সমস্ত হবি সম্যকরূপে হুত হয় অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত হয়। আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্নমনা হইয়া অদ্য এবং অপরদিনও অর্থাৎ সকলকালেই সুবীর্য্য দেবগণকে যজন করুন।

'সুভগে' পদটী 'শোভনো ভগো যস্যেতি' ব্যাসবাক্যে বহুব্রীহি সমাসে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'দ্যাচ্ছন্দসী' নিয়মে উত্তর পদের আদিস্বর উদাত্ত। যবিষ্ঠ পদটী 'যুব' শব্দের উত্তর 'ইষ্ঠ' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। 'স্থূলদূরেত্যাদিনা যণাদেঃ পরস্য লোপঃ পূর্ব্বস্য চ গুণঃ'

যকারোপজনঃ। যক্ষি। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক। সুবীর্য্যা। শোভনং বীর্য্যং যেষাং। বীরবীর্য্যৌচেত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ॥ ৬॥ (১ম—৩৬সূ—৬ঋ)

• • •

ষষ্ঠ (৪২৫) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

এই মন্ত্রের সাধারণ ভাব এই যে,—প্রজ্বলিত অগ্নি যুবতম অর্থাৎ অতিরিক্ত-বলসম্পন্ন এবং সৌভাগ্যযুক্ত; কেন-না, সকল দেবতার উদ্দেশ্যে সমর্পিত হবিঃ অগ্নিতেই সমর্পিত হয়। সেই যে অগ্নি, তিনি অদ্য (অর্থাৎ যজ্ঞের দিনে) এবং অন্যান্য দিনে (পরবর্ত্তিকালে) আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দেবগণকে যজন করুন; অর্থাৎ, আমাদের হইয়া তাঁহাদিগের তৃপ্তিসাধনে প্রবৃত্ত হউন।

আমাদের অর্থের মধ্যেও ঐ ভাবই আছে বটে; তবে আমরা বিষয়টী একটু অন্যভাবে বুঝিবার চেষ্টা পাইয়াছি। যজ্ঞপক্ষে অগ্নিই বটে; অগ্নিদ্বারাই দেবগণ হবিঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন সত্য; অগ্নিই দেবযজন-কার্য্যে সহায়ভূত আছেন নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাৎপর্য্য-পক্ষে কি ভাব অধ্যাহৃত হয়? যজ্ঞের দ্বারা—ক্রিয়ার দ্বারা—যে অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, তাহার আভাষ এখানে কিছু প্রদত্ত হয় নাই কি? আমরা মনে করি, সে ভাবও এ মন্ত্রে প্রকাশমান্।

অগ্নিকে যখন জ্বলন্ত অগ্নি-রূপে মূর্ত্তিমান্ দেখিবে, যখন তাঁহাতে রাশি রাশি হবিঃ নিক্ষিপ্ত হইবে; তখন অগ্নিকে যুবতম শক্তিসম্পন্ন দেখিতে পাইবে,—তাঁহার তেজের পরাকাষ্ঠা লক্ষ্য করিবে, এবং তখন অগ্নিকেই সকল হবিঃ প্রাপ্তি-হেতু সৌভাগ্যযুক্ত বলিয়া মনে হইবে। প্রথম স্তরের উপাসক এই ভাবেই, এই লক্ষ্য রাখিয়াই, অগ্নিতে হবিঃ সমর্পণ করেন।

কিন্তু যাঁহারা অন্য পথের পথিক, যাঁহারা অগ্নিনামে সেই জ্ঞানময় দেবতাকে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এ মন্ত্র অন্য অর্থও

এই নিয়মে পরভাগের লোপ এবং পূর্ব্বভাগের গুণ। 'যক্ষি' পদটীতে 'বহুলং ছন্দসীতি শপো-লুক' এই নিয়মে শপের লুক অর্থাৎ লোপ। 'শোভনং বীর্য্য যেষাং' এই ব্যাস-বাক্যে 'সুবীর্য্যা' পদটীতে 'বীরবর্য্যৌচেতি' নিয়মানুসারে উত্তর পদের আদিস্বর উদাত্ত এবং 'সুপাং সুলুক' সূত্রের দ্বারা বিভক্তির আকার হইয়াছে॥ ৬॥ (১ম—৩৬সূ—৬ঋ)॥

অন্যভাব প্রকাশ করিবে। জ্ঞানের শক্তিকে 'যুবতম' শ্রেষ্ঠ শক্তি বলা যায়। ভগবানের পূজার যে-কিছু সামগ্রী, সকলই জ্ঞানের মধ্য দিয়াই তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া থাকে। ভগবৎপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট পথ—জ্ঞান। সেই পথেই পূজা তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়। এই ভাবই এখানে পরিব্যক্ত। জ্ঞান-সাহায্যে যে পরম কল্যাণ লাভ হয়, তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক হয় না। এ পক্ষে মন্ত্রের প্রথম পংক্তির অর্থ এই যে,—'হে জ্ঞানস্বরূপ! আপনিই শ্রেষ্ঠ সামর্থ্যযুক্ত ও কল্যাণপ্রদ; আপনার মধ্য দিয়াই সকল দেবতার পূজা হইয়া থাকে।' জ্ঞানই যে দেবতুষ্টির সাধক, জ্ঞানই যে দেবভাবের জনক, এই উক্তি তাহাই প্রকাশ করিতেছে। মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তির প্রার্থনায়, সেই জ্ঞান-দেবতাকে জানান হইতেছে,—'হে দেবতা! আপনি আসিয়া আমার হৃদয়ে উদয় হউন; আপনার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে সকল দেবগণ (দেবভাব) আসিয়া আসন গ্রহণ করুন।'

জ্ঞানের সঙ্গে সকল দেবভাবের—সকল ভগবদ্বিভূতির—যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, এখানে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। এ পক্ষে সমগ্র মন্ত্রটীর মর্ম্ম এই যে,—'অগ্নিমুখে দেবগণ আহার করেন; দেবতৃপ্তিসাধনে জ্ঞান-দেবের সম্বন্ধ অপরিহার্য্য; সকলের সকল পূজাই জ্ঞানদেবতাকে প্রাপ্ত হয়; সেই জ্ঞানদেবই আমাদিগকে সকল দেবভাব দান করেন। তিনি আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন।' (১ম—২৬সূ—৬ঋ)।

—— • ——

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

অভিষ্টবে সায়ংকালীন উত্তরস্মিন্ পটলে 'তং ঘেমিত্থা নমস্বিন' ইত্যেষা বিনিযুক্তা। অথোত্তরমিতি খণ্ডে সূত্রিতং। প্রাগাগ্নীং পূর্ব্বাহ্নে কাণ্বমপরাহ্নে। আ০ ৪।৭। ইতি তামেতাং সপ্তমীমৃচমাহ॥

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টসিদ্ধার্থ সায়ংকালে উত্তর দিকে 'তং ঘেমিত্থা নমস্বিন্' ইত্যাদি মন্ত্রের বিনিয়োগ হইয়া থাকে। উত্তর খণ্ডে সূত্রিত আছে,—'প্রাগাগ্নীং পূর্ব্বাহ্নে কাণ্বমপরাহ্নে' (আং ৪।৭)। তাহার সপ্তম সূত্র কথিত হইতেছে।

• • •

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎ সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

তং ঘেমিত্থা নমস্বিন উপ স্বরাজমাসতে।

হোত্রাভিরগ্নিং মনুষঃ সমিন্ধতে তিতির্ব্বাংসো

অতি স্রিধঃ ॥ ৭ ॥

* . *

পদ-বিশ্লেষণং।

তং। ঘ। ঈং। ইত্থা। নমস্বিনঃ। উপ। স্বঽরাজং। আসতে।

হোত্রাভিঃ। অগ্নিং। মনুষঃ। সং। ইন্ধতে। তিতির্ব্বাংসঃ।

অতি। স্রিধঃ ॥ ৭ ॥

* . *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানময় দেব! 'নমস্বিনঃ' (নমস্কারযুক্তাঃ, অর্চ্চনাপরায়ণাঃ জনাঃ) 'ইত্থা' (অনেন প্রকারেণ, হবির্দ্দানাদিরূপেণ) 'স্বরাজং' (স্বতো দীপ্যমানং) 'ঘেং' (পূর্ব্বকথিতং সর্ব্বগুণযুতং ভগবন্তং) 'উপ-আসতে' (উপাসতে, পূজয়ন্তি, সামীপ্যং লভন্তে) ; 'স্রিধঃ' (শত্রূণ, শত্রূণাং) 'অতি' (অতিশয়েন, সর্ব্বতোভাবেন) 'তিতির্ব্বাংসঃ' (তরন্তঃ, উত্তীর্ণা ভবন্তঃ) 'মনুষঃ' (মনুষ্যাঃ, জনাঃ) 'হোত্রাভিঃ' (হোতৃকর্ম্মভিঃ, আহবনীয় প্রদানৈঃ, আত্মসমর্পণৈঃ) 'অগ্নিং' (জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'সমিন্ধতে' (সম্যক্ দীপয়ন্তি, হৃদ্দেশে প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি)। ভগবৎপূজাকর্ম্ম-প্রভাবেন মনুষ্যাঃ জ্ঞানলাভসমর্থা ভবন্তি ; তেন তেষাং শত্রবঃ নাশং প্রাপ্নুবন্তি ; আত্মসমর্পণফলেন হৃদয়ে জ্ঞানসূর্য্যোদয়ঃ সম্ভবতি। (১ম—৩৬সূ—৭ঋ)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানময়! আপনার অর্চ্চনাপরায়ণ জনগণ, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে হবির্দ্দানাদির দ্বারা, স্বতঃদীপ্তিমান্ সর্ব্বগুণোপেত তাঁহাকে (তাঁহার সামীপ্য) লাভ করে; সর্ব্বতোভাবে শত্রুর কবল হইতে উত্তীর্ণ জনগণ হোতৃকর্ম্মের দ্বারা (আহবনীয় প্রদানের—আত্মসমর্পণের জন্য) জ্ঞানময় দেবকে হৃদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত প্রদীপ্ত করেন। (১ম—৩৬সূ—৭ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে নমস্বিনোঽন্নযুক্তা নমস্কারযুক্তা বা। নম আয়ুঃ সূনৃতেত্যন্ননামসু পাঠান্নমঃ শব্দস্যান্নবাচিত্বং। তাদৃশা যজমানাঃ স্বরাজং স্বতো দীপ্যমানং তং যেং ত্বমেব পূর্ব্বোক্তসর্ব্বগুণবিশিষ্টং ত্বামিত্যনেন প্রকারেণ হবিঃপ্রদানাদিরূপেণোপাসতে। মনুষো মনুষ্যা যজমানা হোত্রাভিঃ সপ্তভির্বষট্‌কর্ত্তৃভিঃ। সপ্তহোত্রাঃ প্রাচীর্ব্বষট্ কুর্ব্বন্তীতি শ্রুত্যন্তরাৎ। অগ্নিং ত্বা সমিন্ধতে। সম্যক্ দীপয়ন্তি। কীদৃশা মনুষ্যাঃ। স্রিধঃ শত্রূন্ তিতির্ব্বাংসঃ। অতিশয়েন তরন্তঃ॥

নমস্বিনঃ। অস্মায়ামেধেতি মত্বর্থীয়ো বিনিঃ। স্বরাজং। স্বভাসা রাজত ইতি স্বরাট্। সৎসূদ্বিষেতি ক্বিপ্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। আসতে। আস উপবেশনে। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। তিতির্ব্বাংসঃ। তৃ প্লবনতরণয়োঃ ছন্দসি লিডিতি বর্ত্তমানে লিট্। তস্য ক্বসুশ্চেতি ক্বসুঃ। বস্বেকাজাদ্ঘসামিতি নিয়মাদি ড ভাবঃ। ঋত ইদ্ধাতোরিতীত্বং ঋচ্ছত্যৃতাং। পা০ ৭।৪।১১। ইতি। গুণো হলি চ। পা০ ৮।২।৭৭। ইতি দীর্ঘত্বং চ ন ভবতি। সংজ্ঞা-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! অন্নযুক্ত বা নমস্কার-যুক্ত (অন্ন নাম সকলের মধ্যে নম, আয়ু, সূনৃতা, প্রভৃতি পাঠ আছে, বলিয়া 'নমঃ' শব্দের অন্নবাচিত্ব) যজমানগণ পূর্ব্বোক্ত গুণবিশিষ্ট তোমাকে এই প্রকার হবিঃ প্রদান দ্বারা উপাসনা করিয়া থাকেন। মনুষ্য যজমানগণ সপ্ত বষট্‌কাররূপ হোত্রা দ্বারা তোমাকে সম্যক্ দীপ্ত করেন। যজমানগণ কিরূপ? শত্রুগণকে অতিশয়রূপে তরণশীল (অর্থাৎ শত্রুগণের দৃঢ়পরাভবকারী)।

'নমস্বিনঃ' পদটীতে 'অস্মায়ামেধোত' সূত্রে মত্বর্থীয় 'বিণ্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'স্বরাজং' পদটী 'সৎসূদ্বিষেতি' সূত্রে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় হইয়া কৃদুত্তর পদের প্রকৃতিস্বরত্ব প্রাপ্ত। উপবেশনার্থক 'আস' ধাতু হইতে আসতে পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'অদাদিত্বাৎ শপোলুক' সূত্রে 'শপের' লুক অর্থাৎ লোপ। 'তিতির্ব্বাংসঃ' পদ, প্লবন এবং তরণার্থ 'তৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ছন্দসি লিট্' সূত্রে বর্ত্তমান লিট্, 'তস্যক্বসুশ্চেতি' সূত্রে 'ক্বসু' প্রত্যয়। 'বাস্বেকাজাদ্ঘসামিতি' নিয়মে 'ড' ভাব। 'ঋত'ইদ্ধাতো রিতীত্বং ঋচ্ছত্যৃতাং' (৭।৪।১১) সূত্রে 'ইত্ব' প্রাপ্ত। "গুণো হলিচ' (৮.২।৭৭) এই সূত্রে দীর্ঘ হইল না। 'সংজ্ঞাপূর্ব্বকোবিধিরনিত্য' এই নিয়মে

পূর্ব্বকোবিধিরনিত্য ইতি তয়োরনিত্যত্বাৎ। যদ্বা তিরতিঃ প্রকৃত্যন্তরং দ্রষ্টব্যং। স্রিধঃ। স্রিধু শোষণে। কিপ্ চেতি কিপ্॥ ৭॥ (১ম—৩৬সূ—৭ঋ)।

• • •

সপ্তম (৪২৬) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

এই ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী পদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অর্থের বিষয় প্রথমে আলোচনা করিতেছি। তাহা হইতে, কি ভাবে কোন্ দিক্ হইতে মন্ত্র কি অর্থ প্রকাশ করিতেছে, তাহা বোধগম্য হইবে।

প্রথমে মন্ত্রের প্রথম পংক্তির বিষয় আলোচনা করিতেছি। তাহার প্রথম আলোচ্য পদ—'নমস্বিনঃ'। ভাষ্যে 'অন্নযুক্তাঃ' অথবা 'নমস্কার-যুক্তাঃ' প্রতিবাক্য আছে। তাহাতে, যাঁহাদের অন্ন আছে অর্থাৎ যাঁহারা বড়লোক, অথবা যাঁহারা দেবতার প্রতি নমস্কারযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইতেছে। আমরা ঐ শব্দে 'অর্চ্চনাপরায়ণাঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রের প্রথমাংশের একটী কর্ত্তৃপদ—'নমস্বিনঃ'। ক্রিয়াপদ—'উপ আসতে;' উহার সাধারণ অর্থ—'উপাসনা করে।' আমরা অর্থ করিয়াছি—(উপ) সামীপ্য লাভ করে। 'স্বরাজং' পদে 'দীপ্যমানং' এবং 'ঘেং' পদে 'পূর্ব্বোক্তং গুণোপেতং' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে যাঁহারা 'নমস্বিনঃ' পদে 'অন্নযুক্তাঃ' অর্থ গ্রহণ করেন, তাঁহাদের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—'অন্নসম্পন্ন ধনবানগণ হবির্দ্দানাদির দ্বারা আপনার উপাসনা করেন।' আমাদের অর্থ হইতেছে,—'অর্চ্চনাকারিগণ হবির্দ্দানাদি দ্বারা আপনার সামীপ্যলাভ করিতেছেন।' এখানে, হবির্দ্দান বলিতে, ভক্তিভাব বুঝায়, শুদ্ধসত্ত্বভাব বুঝায়,—ভগবানকে যাহা অর্পণ করা যায়, তাহাই বুঝাইয়া থাকে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম সমস্যাপূর্ণ পদ—'হোত্রাভিঃ।' ভাষ্যে সপ্তভির্ব্বষট্‌কর্ত্তৃভিঃ' এইরূপ প্রতিবাক্য দেখি। সাত জন ঋত্বিক্ বা পুরোহিত দ্বারা হোমাগ্নি প্রজ্বালনের ভাব—এই হইতে আসিয়া থাকে। এ মতে মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্য দাঁড়ায় এই যে,—শত্রুর কবল হইতে উত্তীর্ণ

অনিত্যত্ব। অথবা তিরতির প্রকৃত্যন্তর দ্রষ্টব্য। 'স্রিধঃ'—পদটী, শোধনার্থ "স্রিধ্" ধাতুর উত্তর কিপ করিয়া নিষ্পন্ন॥ ৭॥ (১ম—৩৬সূ—৭ঋ)॥

হওয়ার জন্য সাত জন ঋত্বিক কর্তৃক হোমাগ্নি প্রদীপ্ত করা হয়। ইহাতে রাক্ষসগণ কর্তৃক যজ্ঞ নষ্ট করার কিম্বদন্তীও আনা যায়। ইহাতে আর্য্যানার্য্যের প্রসঙ্গও উত্থাপিত হইতে পারে।

আমরা কিন্তু 'হোত্রাভিঃ' পদের হোতৃকর্ম্মভিঃ' অর্থ ধরিয়া ভাবে 'আত্ম-সমর্পণৈঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে ভাবার্থ সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। 'তরন্তঃ' পদে পরিত্রাণেচ্ছু অথবা পরিত্রাণ-প্রাপ্ত অর্থও গ্রহণ করিতে পারি। শেষের অর্থে ভাব দাঁড়ায়,—'যাঁহারা শত্রুর কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন, ভগবানে আত্মসমর্পণ-রূপ তাঁহাদের হবির্দ্দানের দ্বারা হৃদয় জ্ঞানালোকে আলোকিত হয়।' পক্ষান্তরে, শত্রুর কবল হইতে পরিত্রাণকামী জনও যে, হোতৃকর্ম্মের দ্বারা, ভগবানের উপাসনার প্রভাবে, হৃদয়কে জ্ঞানালোকে আলোকিত করিতে সমর্থ হয় —এই ভাব প্রকাশ পায়।

শত্রু বলিতে প্রধানতঃ অজ্ঞানতা ও তৎসহচর রিপুশত্রুগণকেই বুঝাইয়া থাকে। ভগবৎসম্বন্ধযুত কর্ম্মপ্রভাবে, জ্ঞানোদয়ে, শত্রুনাশপ্রাপ্ত হয়। ইহাই এই মন্ত্রের ভাবার্থ। (১ম—৩৬সূ—৭ঋ)।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

ঘ্নন্তো বৃত্রমতরন্ রোদসী অপ উরু ক্ষয়ায় চক্রিরে।

ভুবৎ কণ্বে বৃষা দ্যুম্ন্যাহুতঃ

ক্রন্দদশ্বো গবিষ্টিষু ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ঘ্নন্তঃ। বৃত্রং। অতরন্। রোদসী ইতি। অপঃ। উরু। ক্ষয়ায়। চক্রিরে।

ভুবৎ। কণ্বে। বৃষা। দ্যুম্নী। আহুতঃ।

ক্রন্দৎ। অশ্বঃ। গোইষ্টিষু॥ ৮॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! ত্বৎসাহায্যেন দেবাঃ 'ঘ্নন্তঃ' (প্রহরন্তঃ) 'বৃত্রং' (অজ্ঞানতারূপশত্রুং) 'অতরণ' (তীর্ণবন্তঃ); তেন তে 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) 'অপঃ' (অন্তরিক্ষং চ) 'ক্ষয়ায়' (পাপক্ষয়কামিনাং নিবাসার্থং) 'উরু' (বিস্তারো যথা ভবতি তথা, বিস্তীর্ণং) 'চক্রিরে' (চক্রুঃ, কৃতবন্তঃ); হে দেব! স ত্বং 'কণ্বে' (ক্ষুদ্রজনে, পাপিনি) 'বৃষা' (কামানাং বর্ষিতা, অভীষ্টসাধকঃ) 'দ্যুম্নী' (ধনবান্, ধনদাতা) 'আহুতঃ' (হোমযুক্তঃ, পূজাপ্রাপ্তঃ) 'ভুবৎ' (ভবতু); যথা 'গোবিষ্টিষু' (জ্ঞানপ্রসারবিষয়েষু) 'অশ্বঃ' (ব্যাপকবুদ্ধিবিশিষ্টো জনঃ, আত্মজ্ঞানসম্পন্নো জনঃ) 'ক্রন্দৎ' (আকুলাহ্বানপরো ব্যাকুলো ভবতি তদ্বৎ)। হে জ্ঞানময়! তব শক্তিপ্রভাবেণ দেবভাবাদয়ঃ অজ্ঞাননাশসমর্থা ভবন্তি; তস্মাৎ অদ্যাপি সংসারে ভগবন্মহিমা বিদ্যতে; আত্মজ্ঞানসম্পন্নো জনো যথা ভগবৎসম্বন্ধবিষয়ে ব্যাকুলো ভবতি, তদ্বৎ হে দেব! পাপাত্মনঃ প্রতি ত্বং স্বতঃ করুণাপরো ভব। (১ম—৩৬সূ—৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনার সাহায্যেই দেবগণ (দেবভাবসমূহ) প্রহার করিয়া (তাড়না করিয়া) অজ্ঞানতারূপ শত্রুকে (বৃত্রকে) অতিক্রম করিয়াছেন; তাহাতেই তাঁহারা দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরিক্ষ ব্যাপিয়া পাপক্ষয়কামী প্রাণিগণের নিবাসস্থান করিতে পারিয়াছেন। হে দেব! সেই আপনি ক্ষুদ্রজনের সম্বন্ধে (পাপীর বিষয়ে) অভীষ্টসাধক ধনদাতা ও পূজাগ্রহীতা হয়েন;—ব্যাপকবুদ্ধিবিশিষ্ট আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জন যেমন জ্ঞানবিতরণবিষয়ে (ভগবৎ-সম্বন্ধে) আকুল আহ্বানপর (ব্যাকুল) হইয়া থাকেন। (১ম—৩৬সূ—৮ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে ত্বত্তস্তব সহায়েনেতরে দেবাঃ প্রহরন্তো বৃত্রমতরন্। তীর্ণবন্তঃ। তদনন্তরং রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যাবপোঽন্তরিক্ষং চ ক্ষয়ায় প্রাণিনাং নিবাসার্থমুরুবিস্তারো যথা ভবতি তথা চক্রিরে। অপশব্দোঽন্তরিক্ষবাচী। আপঃ পৃথিবীতি তন্নামসু পঠিতত্বাৎ। ভবাংস্তু কণ্বে কণ্ব-নামকে মহর্ষৌ বৃষা কামানাং বর্ষিতা। দ্যুম্নী ধনবান্। আহুতঃ সর্বতো হোমযুক্তশ্চ ভুবৎ। ভবতু। তত্র দৃষ্টান্তঃ। গবিষ্টিষু গোবিষয়েচ্ছাযুক্তেষু সংগ্রামেষশ্বঃ ক্রন্দৎ শব্দং কুর্বন্ যথাভীষ্টপ্রাপকস্তথেতি শেষঃ॥

ঘ্নন্তঃ। হন্তে শতরি গমহনেত্যাদিনোপধালোপঃ। হো হন্তের্ঞ্ণিন্নেষু। পা০ ৭।৩।৫৪। ইতি ঘত্বং। অপঃ। উডিদমিতি শস উদাত্তত্বং। ক্ষয়ায়। ক্ষি নিবাসগত্যোঃ। ক্ষিয়ন্তি নিবসন্ত্যস্মিন্নিতি ক্ষয়োনিবাসস্থানং। পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণেতি ঘঃ। ক্ষয়োনিবাসে। পা০ ৬।১।২০১। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। ভুবৎ। ভবতের্লেটাডাগমঃ। ইতশ্চ লোপ ইতীকার-লোপঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। ভূসুবোস্তিঙি। পা০ ৭।৩।৮৮। ইতি গুণ-প্রতিষেধঃ। অডাগমস্যানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। গবিষ্টিষু। ইষু ইচ্ছায়াং। এষণমিষ্টিঃ গবামিষ্টির্যেষু সংগ্রামেষু বহুব্রীহৌ পূর্বপদ প্রকৃতিস্বরত্বং। আহুতঃ। আহূয়ত ইত্যাহুতঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! তোমার সহায় হেতু ইতর দেবগণ প্রহার করিয়া বৃত্রকে অভিভূত করিয়াছিলেন। তদনন্তর প্রাণিদিগের নিবাসার্থ স্বর্গ পৃথিবী ও অন্তরিক্ষকে বিস্তার করিয়াছিলেন। 'অপ' শব্দটী অন্তরিক্ষবাচী (তাহার নাম সমূহ মধ্যে আপঃ পৃথিবী এইরূপ পাঠ আছে)। আপনিও 'কণ্ব' নামক মহর্ষির প্রতি কামবর্ষী অর্থাৎ অভীষ্টসম্পাদনকারী, ধনযুক্ত, এবং সর্বপ্রকার হোমযুক্ত হউন। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত;—গোপ্রাপ্তি-বিষয়ক ইচ্ছাযুক্ত সংগ্রামে অশ্বের শব্দ যেমন অভীষ্টপ্রদানকারী, সেইরূপ।

'ঘ্নন্ত' পদটী 'হন' ধাতুর উত্তর 'শতৃ' প্রত্যয় করিয়া 'গমহনেত্যাদি' সূত্রে উপধার লোপ হইয়াছে। 'হো হন্তের্ঞ্ণিন্নেষু' (পাং ৭।৩।৫৪) সূত্রে 'ঘত্ব' প্রাপ্ত হইয়াছে। 'অপঃ এই পদটী 'উড়িদমিতি' সূত্রে শস ও উদাত্ত হইয়াছে। নিবাস এবং গত্যর্থ 'ক্ষি' ধাতু হইতে 'ক্ষয়ায়' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ক্ষিয়ন্তি নিবসন্তি' অর্থাৎ বাস করে এই স্থানে এই বাক্যে নিবাস-স্থানকে বুঝায়। 'পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ' এই সূত্রে 'ঘঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ক্ষয়ো নিবাসে' (পাং ৬।১।২০১) সূত্রে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'ভুবৎ' পদটী 'ভূ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'ভবতের্লেট'ডাগম' সূত্রানুসারে অড়াগম, 'ইতশ্চ লোপ' সূত্রে ইকারের লোপ, 'বহুলং ছন্দসি' সূত্রে 'শপে'র 'লুক' অর্থাৎ লোপ এবং 'ভূসুবোস্তিঙি' (পাং ৭।৩।৮৮) সূত্রে গুণের নিষেধ। 'অট্' আগমের অনুদাত্তত্ব-হেতু 'ধাতুস্বর' প্রাপ্ত। 'গবিষ্টিষু'—এই পদটী, ইচ্ছার্থ 'ইষ' ধাতু নিষ্পন্ন। 'এষণং ইষ্টিঃ' গো-সম্বন্ধি "ইষ্টি" আছে যে সংগ্রামে—এই ব্যাস-বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব প্রাপ্তি। 'আ' সম্যকরূপে 'হূয়তে' এই বাক্যে 'আহুত' পদটী

হু দানাদনয়োঃ। কর্ম্মণি ক্তঃ। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ। প্রকৃতিস্বরত্বং। ক্রন্দৎ; কদি ক্রদি ক্লদি আহ্বানে। শতরিনুমভাবশ্ছান্দসঃ। অতুপদেশাল্লসার্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ॥ ৮॥ (১ম—৩৬সূ—৮ঋ)॥

• • •

অষ্টম (৪২৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টীতে কতকগুলি সমস্যার বিষয় আছে। সে সকল বিষয় বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, ঋকের সাধারণ প্রচলিত অর্থ কি প্রকার আছে, প্রথমে তাহা অনুধাবন করা প্রয়োজন। *

ঋকে আছে—"ঘ্নন্তঃ বৃত্রমতরণ"। এখানে অর্থোদ্ধার-পক্ষে কয়েকটী পদ অধ্যাহার করিয়া আনিতে হইল। কর্তৃপদ অধ্যাহার করিতে হইল—'দেবাঃ'। আগ্নেয়-সূক্তের সম্বোধ্য দেবতা—অগ্নিদেব; সুতরাং অধ্যাহার করার প্রয়োজন হইল—'হে অগ্নে! ত্বৎসাহায্যেন'। এ বিষয়ে আমরাও ভাষ্যের অনুসরণ করিয়াছি। তবে 'বৃত্রং' পদে বৃত্র-নামক অসুরকে যে বুঝাইতেছে, তাহা আমরা মনে করি না। পূর্ব্বাপর আমরা অজ্ঞানতাকেই বৃত্র-অভিধায়ে অভিহিত করিয়া আসিয়াছি। এখানেও সেই অর্থই অব্যাহত দেখি। জ্ঞানের সাহায্যে দেবভাবসমূহ—সত্ত্বভাব-সাধক কর্ম্মসমূহ—প্রবল হইয়া অজ্ঞানতাকে দমন করে। তাহাতেই অজ্ঞানতা নির্য্যাতিত ও দূরীকৃত হয়। "ঘ্নন্তঃ" পদের তাহাই সার্থকতা। অজ্ঞান-রূপ শত্রুর কবল হইতে দেবভাবসমূহ যে উত্তীর্ণ হয়, জ্ঞানই তাহার প্রধান কারণ। ঐ মন্ত্রাংশে এই ভাব পরিব্যক্ত।

হইয়াছে। দান ও অদনার্থ 'হু' ধাতু হইতে উক্ত নিষ্পন্ন। কর্ম্মণবাচ্যে 'ক্তঃ'; 'গতিরনন্তর' এই সূত্রে গতির প্রকৃতিস্বরত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। 'ক্রন্দৎ' পদটি 'কদি ক্রদি ক্লদি আহ্বানে':— আহ্বানার্থ ক্রন্দ ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয়, 'ছান্দস' হেতু 'নুম্' ভাব প্রাপ্ত। 'অতুপদেশ ল্লসার্ব্ব-ধাতুক' এই নিয়মে 'অনুদাত্ত বিষয়ে 'ধাতুস্বর' হইয়া ছ॥ ৮॥ (১ম—৩৬সূ—৮ঋ)।

* সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ যথাস্থানেই দেখুন। অন্য একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ; যথা,—"হে অগ্নিদেব! অন্য দেবতারা আপনার সাহায্যে বৃত্রাসুরকে অতিক্রম করিয়াছেন; তদনন্তর দ্যুলোক, ভূলোক এবং অন্তরিক্ষ-লোককে প্রাণিসমূহের নিবাসের নিমিত্ত বিস্তৃত করিয়াছেন। আপনি কণ্ব মুনির বিষয়ে কামপ্রদাতা, ধনবান্ ও হোমযুক্ত হউন। যেমন গোলাভের নিমিত্ত সংগ্রামে অশ্ব হ্রেষা শব্দ করিয়া জয়লাভ করাইয়া বাঞ্ছা পূর্ণ করে।"

অতঃপর, মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশ—"রোদসী অপ উরু ক্ষয়ায় চক্রিরে"—কি ভাব প্রকাশ করে, দেখা যাউক। এই অংশে 'ক্ষয়ায়' পদটি বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। ভাষ্যের অর্থ—'প্রাণিনাং নিবাসার্থং'। আমরা অর্থ করিয়াছি—'পাপক্ষয়কামিনাং নিবাসার্থং'। 'ক্ষি' ধাতুর প্রধান অর্থ—ক্ষয়মূলক। আমরা মনে করি, নিবাসার্থ তাহা হইতেই আসিয়াছে। পাপের ক্ষয় না করিতে পারিলে, 'নিবাস' (যেখানেই হউক) হয় না। নিবাসের যে চরম লক্ষ্য—ভগবৎপাদপদ্ম, পাপক্ষয় ভিন্ন তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে। এই সূক্ষ্মতত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম হইলে, মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের মর্ম্ম হৃদয়দর্পণে স্বতঃপ্রতিফলিত হইয়া থাকে। দ্যুলোকে ভূলোকে ও অন্তরিক্ষ-লোকে—তিন লোকে তিন শ্রেণীর প্রাণী আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। সাধারণভাবে বলিতে গেলে বলা যায়, ঐ তিন শ্রেণীর মধ্যে পুণ্যাত্মা, পাপপুণ্যের মধ্যবর্ত্তী প্রাণী এবং পাপী বাস করিয়া থাকে। কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, পাপ পুণ্যের তারতম্যানুসারে, তাহাদের অবস্থার যে বিভিন্ন প্রকার স্তর আছে, তাহা মনে করা যাইতে পারে। এখানে, সেই স্তরগত পার্থক্য-নাশে, শনৈঃ শনৈঃ তাহাদিগকে উন্নত পরম পদ প্রাপ্ত করায়—এই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, মনে আসে। জ্ঞান-সাহায্যে প্রাপ্ত দেবভাবসমূহ, অজ্ঞানতাকে পর্য্যুদস্ত করিয়া, যখন জীবের সহিত মিলিত হয়; তখন, সে সংশ্রবে আসিলে, পাপীর মনে পাপস্খালন-স্পৃহা জাগরূক হইতে পারে। পাপ-পুণ্যের মধ্যপথে যে জন দণ্ডায়মান, সে সংশ্রব লাভে, সে তখন পুণ্যপথে প্রধাবিত হয়। যিনি সামান্যমাত্র পাপসংশ্রবযুক্ত ছিলেন, তিনি সর্ব্বতোভাবে পরিত্রাণ লাভ করেন। তিন শ্রেণীর প্রাণীর জন্যই নিবাস-স্থান বিস্তৃত হয়—ইহাই এ স্থলের মর্ম্মার্থ। এখানে একটা আশা-আশ্বাসের অভয়বাণী বিঘোষিত হইয়াছে বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে একটী ঋকে (পঞ্চত্রিংশৎ-সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে) তিন লোকের একটু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে, 'অমৃত,' 'জীবিত' ও 'মৃত' এই তিন শ্রেণীর প্রাণীর জন্য যথাক্রমে 'দ্যুলোক,' 'ভূলোক' ও 'অন্তরিক্ষ-লোক' নির্দ্দিষ্ট আছে—বলা হইয়াছে। সেখানে সাধারণ-ভাবে সেইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—মনে করা যায়। এখানে তাহার সূক্ষ্মভাব অর্থাৎ পর্য্যায় প্রকাশ পাইয়াছে। যে পাপী, সে

মৃত ; তাহার পক্ষে কোনই আশার কথা নাই—সত্য ; কিন্তু তাহার সূক্ষ্ম-দেহ যদি ভগবৎকৃপালাভে সমর্থ হয়, তাহারও পরিত্রাণের সম্ভাবনা আছে যদি পূর্ব্বার্জ্জিত কণামাত্র সৎকর্ম্মের সূক্ষ্ম-সূত্রেরও সংশ্রব থাকে, তাহার দ্বারাও পাপী উপকার প্রাপ্ত হইতে পারে। যদি মৃত্যুযন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গেও, জীব পূর্ব্বকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা-প্রকাশে ভবিষ্য সদিচ্ছায় অনুপ্রাণিত হয়, মৃত-অবস্থায় তাহার সে ইচ্ছাও সুফলপ্রসূ হয়। ফলতঃ, সময় নাই বলিয়া, আর দিন পাইব না—ভাবিয়া, মৃত্যুকালেও কাহারও হতাশ হইবার কারণ নাই,—এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব যেন এখানে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যে পাপী, জীবনে জ্ঞানে কখনও কোনও পুণ্যকর্ম্ম করিতে পারে নাই, সে হয় তো হতাশে মনে করিতে পারে,—'আমার আর কিসের আশা। আমি তো ডুবিয়াই আছি! ডুবিয়াই যাইব। পাপপুণ্যের বিচারে আমার আর কি প্রয়োজন?' এখানে সেই হতাশ জনকে আশ্বাসিত করা হইয়াছে ; বলা হইতেছে,—'কেন হতাশ হও? এখনও পুণ্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। তাহাতেও দেবভাবসমূহ আসিয়া তোমাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন।' ইহাতে যদি পাপীর হৃদয়ে সংজ্ঞার সঞ্চার হয়, শনৈঃ শনৈঃ সেও ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইতে পারে। ইহাই মন্ত্রের এই অংশের তাৎপর্য্য।

অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশের (দ্বিতীয় পংক্তির) বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। এই অংশের তিন-চারিটী পদে নানা সংশয় ঘনীভূত করিয়া রাখিয়াছে। প্রথম পদ—'কণ্বে'। উহাতে ভাষ্যকার এবং প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই কণ্ব নামক মহর্ষির সম্বন্ধ সূচনা করিয়াছেন। তাহাতে বেদের নিত্যত্বে ও অপৌরুষত্বে বিঘ্ন ঘটিয়াছে ; এবং মন্ত্রার্থও পূর্ব্বাপর সঙ্গতিহীন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা এখানে ধাত্বর্থানুসারে কণ্ব-পদে 'নীচ জন' 'পাপী' অর্থ গ্রহণ করিলাম। পূর্ব্বেও দুই এক ক্ষেত্রে কণ্ব-পদে আমরা ঐরূপ ভাবই পরিগ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। এখানেও সেই অর্থ-সঙ্গতিই লক্ষ্য করা যায়। 'কণ্বে বৃষা দ্যুম্নী আহুতো ভবেৎ'—এই মন্ত্রাংশের তাহাতে সঙ্গত ও সুষ্ঠু ভাবই প্রাপ্ত হই। তদনুসারে বুঝি, ঐ অংশে বলা হইয়াছে,—'(দেবভাবের সহায়তা পাইলে) অতিবড় পাপীর প্রতিও আপনি করুণাপরায়ণ হন, তাহাকে অভীষ্টফল দান

করেন, সে পরম ধন প্রাপ্ত হয়, এবং আপনি তাহার পূজা গ্রহণ করেন।' ঐ অংশের ইহাই সমীচীন অর্থ নহে কি? মন্ত্রের সমস্যামূলক অপর পদত্রয়—'ক্রন্দশ্বো গবিষ্টিষু'। এখানে, 'গবিষ্টিষু' পদে 'গাভী উদ্ধার সংক্রান্ত সংগ্রামে' অর্থ আমনন করা হয়। তাহাতে অসুরগণ কর্তৃক গোরু-চুরির উপাখ্যান আসিয়া যোগ দান করে; এবং বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রসৈন্যগণের যুদ্ধের প্রসঙ্গ প্রখ্যাপিত হইয়া থাকে। সে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া "অশ্বঃ ক্রন্দৎ" অর্থাৎ 'অশ্বগণ হ্রেষা রব করে' এই ভাব তাহার সঙ্গে যোগ হইয়া যায়। 'সোণায় সোহাগা' সমাবেশ ঘটে। কিন্তু গরু-চুরির উপাখ্যান যে আদৌ ভিত্তিহীন, উহা যে একটী রূপক অলঙ্কার মাত্র, তাহা পূর্ব্বাপর নানাস্থানে আমরা প্রতিপন্ন করিয়া আসিতেছি। গো-শব্দে সর্ব্বত্রই প্রায় জ্ঞান-কিরণ অর্থের সঙ্গতি দেখি। এখানেও সেই ভাব গ্রহণ করুন। 'অশ্ব' বলিতেও, এখানে ঘোটককে বুঝাইতেছে না। 'ক্রন্দৎ' পদও—উহার ধাতুগত অর্থ—ক্রন্দনের বা আকুল আহ্বানের ভাব পরিত্যাগ করিয়া, 'আনন্দের ধ্বনি—হ্রেষাধ্বনি' অর্থ কেন খ্যাপন করিবে? 'অশ্ব' পদের ব্যাপক অর্থ, পূর্ব্বেও দুই এক স্থলে আমরা খ্যাপন করিয়াছি। ব্যপ্ত্যর্থক 'অশ্'-ধাতু-নিষ্পন্ন ঐ পদে, আমরা মনে করি, 'ব্যাপকবুদ্ধি-বিশিষ্ট জন—আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জন' অর্থই এখানে সমীচীন ও সুসঙ্গত। 'ক্রন্দৎ' পদ আকুল আহ্বানের ভাব-দ্যোতক। আত্মজ্ঞানসম্পন্ন জন—সদা পরহিতব্রতে রত। কি-সে জীবের উদ্ধার হয়,—এই অনুপ্রেরণায় তাঁহাদের প্রাণ নিয়ত উদ্বুদ্ধ। জগতের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা নিয়ত ব্যাকুল হইয়া আছেন, ভগবানের দ্বারে আকুল প্রার্থনা জানাইতেছেন;—এখানে এই ভাব প্রকাশমান্।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রে একটী সুন্দর প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে—মনে করিতে পারি। সে প্রার্থনা;—'হে জ্ঞানময়! আপনার শক্তি-সাহায্যেই দেবভাবসমূহ কর্তৃক অজ্ঞানতা বিধ্বস্ত হয়; আর তাহারই ফলে সংসারে ভগবন্মহিমা প্রকাশ পাইয়া থাকে। আত্ম-জ্ঞানসম্পন্ন জন যেমন ভগবানের সম্বন্ধ-বিষয়ে ব্যাকুল হন, সংসারে এবং আপনাতে সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্বিভূতি-বিস্তারে যেমন তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়, সেইরূপ ভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগের প্রতি আপনি

করুণা প্রকাশ করুন। আমাদিগের পূজা গ্রহণ করুন; আমাদিগকে ধন-দানে তৃপ্ত করুন; আমাদিগের কামনা পরিপূর্ণ হউক।' আমরা মনে করি, এই ভাব বক্ষে লইয়াই ঋক্ প্রকটিত রহিয়াছে। (১ম—৩৬সূ—৮ঋ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

প্রবর্গ্যে মহাবীরে স্থবে সংসাদ্যমানে সংসীদস্বং মহাং অসীত্যেষা স্পৃষ্টোদকমিতি খণ্ডে স্থত্রিতং। সংসীদস্ব মহাং অসীতি সংসাদ্যমানে। আ০ ৪।৬। ইতি॥

তামেতাং সূক্তে নবমীমৃচমাহ॥

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎসূক্তং। নবমী ঋক।)

সং সীদস্ব মহাঁ অসি শোচস্ব দেববীতমঃ।
বি ধূমমগ্নে অরুষং মিয়েধ্য সৃজ
প্রশস্ত দর্শতং॥ ৯॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সং। সীদস্ব। মহান্। অসি। শোচস্ব। দেবঽবীতমঃ।
বি। ধূমং। অগ্নে। অরুষং। মিয়েধ্য। সৃজ।
প্রঽশস্ত। দর্শতং॥ ৯॥

সায়ণ-ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'সংসীদস্ব মহাং অসীতি সংসাদ্যমানে' (আং ৪।৬) এই মন্ত্র 'প্রবর্গ্যে মহাবীরে...... স্পৃষ্টোদকমিতি খণ্ডে' সূত্রিত আছে।

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব)! ত্বং 'সংসীদস্ব' (সর্ব্বতোভাবেন মম হৃদ্দেশে উপবিশ); ত্বং 'মহান্' (শ্রেষ্ঠঃ) 'অসি' (ভবসি); * 'দেববীতমঃ' (অতিশয়েন দেবান্ কাময়মানঃ, দেবপ্রাপকঃ) ত্বং 'শোচস্ব' (দীপ্যস্ব, দেবভাবপ্রদায়কো ভব); 'মিয়েধ্য' (হে মেধাবী, হে জ্ঞানদ) 'অরুষং' (গমনশীলং, ব্যাপ্তিবিশিষ্টং) 'দর্শতং' (দর্শনীয়ং, লোকপ্রাপনীয়ং) 'ধূমং' (অগ্নেরস্তিত্বজ্ঞাপকং পরিচয়ং, জ্ঞানস্য বিদ্যমানচিহ্নং) 'বি-সৃজ' (বিশেষেণ প্রকাশয়)। হে জ্ঞানময়! মম হৃদয়ে অধিতিষ্ঠ; তব স্বরূপং প্রকাশয়; কিং জ্ঞানং কিং বা অজ্ঞানং তত্তত্বং বিজ্ঞাপয়; তেন তব পরিচয়চিহ্নং দৃষ্ট্বা বয়ং সর্ব্বে তবানুসারিণঃ ভবামঃ। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৬সূ—৯ঋ)।

* . *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানস্বরূপ হে দেব!—আপনি সর্ব্বতোভাবে আমার হৃদয়ে উপবেশন করুন; আপনি শ্রেষ্ঠ হন; দেবপ্রাপক আপনি দ্যোতমান্ অর্থাৎ দেব-ভাব-প্রদায়ক হউন; হে মেধাবী (জ্ঞানপ্রদ) দেব!—ব্যাপ্তিবিশিষ্ট, লোকপ্রাপণীয়, আপনার পরিচয়-চিহ্ন আপনি বিশেষভাবে প্রকাশ করুন (ধূম দেখিয়া যেমন অগ্নির অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়, আপনার অস্তিত্বজ্ঞাপক তেমন কোনও চিহ্ন আমাদিগকে প্রদর্শন করুন)। (১ম—৩৬সূ—৯ঋ)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

• হে অগ্নে সসীদস্ব বর্হিষ্যুপবিশ। মহানসি। গুণাধিকো ভবসি। দেববীতমঃ। অতিশয়েন দেবান কাময়মানঃ। শোচস্ব। দীপ্যস্ব। হে মিয়েধ্য মেধার্হ প্রশস্য উৎকৃষ্টাগ্নে। অরুষং গমনশীলং দর্শতং দর্শনীয়ং ধূমং বিসৃজ। বিশেষেণ সম্পাদয়॥

সীদস্ব। ষদ্‌ বিশরণগত্যবসাদনেষু। ব্যত্যয়েনাত্মনে পদং। প্রার্থনায়াং লোটি শপি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! তুমি কুশোপরি উপবেশন কর, গুণাধিক হও, দেবগণ কর্তৃক প্রার্থ্যমান হইয়া অতিশয় দীপ্ত হও (অর্থাৎ উজ্জ্বলভাব ধারণ কর)। হে মিয়েধ্য উৎকৃষ্টাগ্নে! গমনশীল দর্শনীয় ধূম সৃজন কর (বিশেষরূপে সম্পাদন কর)।

'সীদস্ব' পদটী, 'ষদ্‌ বিশরণগত্যবসাদনেষু' গত্যর্থ 'ষদ' ধাতু হইতে ব্যত্যয়-হেতু আত্মনে পদ

---

* এই মন্ত্রটির প্রথম পংক্তির একটী পাঠান্তর আছে। যথা,—

"সংসীদস্ব মহাঁ অভিশোচস্ব দেববীতমঃ।" তাহাতে অন্বয়মুখে অর্থ হয়,—'মহান্' (শ্রেষ্ঠঃ) 'দেববীতমঃ' (দেবপ্রাপকঃ) ত্বং 'অভিশোচস্ব' (দীপ্যস্ব, দেবভাবপ্রদায়কো ভব)।

ভাব প্রায় একই রহিল। এ পাঠান্তরে ভাবপক্ষে কোনই পরিবর্তন ঘটে নাই।

পাঘ্রাধ্মাদিনা সোদাদেশঃ। মহান্। সংহিতায়াং নকারাকারয়োঃ রুত্বানুনাসিকাবুক্তৌ। শোচস্ব। শুচদীপ্তৌ। অদপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। তিঙঃ পরত্বান্নিঘাতাভাবঃ। দেববীতমঃ। বীগতিব্যাপ্তিপ্রজননকান্ত্যশনখাদনেষু। দেবাঙ্কেতি গচ্ছতীতি দেব বীঃ। কিপ্ চেতি কিপ্। অতিশয়েন দেববীর্দ্দেববীতমঃ। তমপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অরুষং। অরোষণং। রিষরুষহিংসায়াং ঘঞর্থে ক বিধানমিতি ভাবে ক প্রত্যয়ঃ। নাস্তি রুষোঽস্যেতি বহুব্রীহৌ নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। মিয়েধ্য। ছন্দসি চেত্যর্হার্থে য প্রত্যয়ঃ। মকারাৎ পর ইয়াগমশ্ছান্দসঃ। সৃজ। সৃজবিসর্গে। তুদাদিত্বাচ্ছঃ। বিকরণস্বর। পাদাদিত্বাদনিঘাতঃ। দর্শতং। ভৃমৃদৃশীত্যাদিনা দৃশেঃ কর্ম্মণ্যতচ্ প্রত্যয় ॥ ৯ ॥ (১ম—৩৬সূ—৯ঋ) ॥

• • •

নবম (৪২৮) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যানুসারে এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যায় এ ঋকের যে অর্থ প্রকাশ আছে, তাহাতে বুঝা যায়,—যেন বর্হিতে (কুশের উপর) উপবেশন জন্য অগ্নিকে আহ্বান করা হইতেছে; এবং তিনি যেন ইতস্ততঃ-বিচরণশীল ও দর্শনীয় ধূমকে বিশেষরূপে নির্গত করেন।

প্রাপ্ত, প্রার্থনা অর্থে লোট্ 'শপ্' এবং 'পাঘ্রা' ইত্যাদি সূত্রে 'সো' আদেশ হইয়াছে। 'মহান্' পদটীর সংহিতা অর্থে 'ন' কার ও 'অ' কারের গুরুত্ব-হেতু অনুনাসিক হইয়াছে। দীপ্তার্থ 'শুচ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'শোচস্ব' পদটীর 'অদপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে' এই নিয়মে 'অনুদাত্তত্ব' হেতু ধাতুস্বর হইয়াছে। তিঙের পর নিঘাত হয় নাই। 'দেববীতমঃ' পদটী এইরূপে সিদ্ধ হইবে; যথা,—'বীগতিব্যাপ্তিপ্রজননকান্ত্যশনখদনেষু'; এখানে 'বী' ধাতুর গত্যর্থ গ্রহণ হইয়াছে। 'দেবান্' দেবসমূহ 'এতি গচ্ছতি' গমন করেন—এই ব্যাস-বাক্যে 'কিপ্ চেতি' সূত্রে কিপ্ প্রত্যয় করিয়া, 'দেববী' পদ সিদ্ধ হয়। 'অতিশয় হেতু দেববী' এই নিয়মে দেববী শব্দের উত্তর 'তমপঃ' প্রত্যয় করিয়া দেববীতম পদ হইয়াছে। 'তমপঃ' প্রত্যয়ের 'প' থাকে না বলিয়া বলিয়া অনুদাত্তত্ব-হেতু 'কৃতের' উত্তর পদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'অরুষং' শব্দের অর্থ অরোষণ। 'রিষরুষ হিংসায়াং' হিংসার্থ 'রুষ' ধাতুর উত্তর 'ঘঞর্থে কবিধানং' নিয়মে 'ক' প্রত্যয়। রুষ—রাগ নাই ইহার, এই বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে 'নঞ্সুভ্যামিতি' এই সূত্রে উত্তর পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'মিয়েধ্য' পদটী 'ছন্দসি চেত্যর্হার্থে' সূত্রে 'য' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ছান্দসত্ব'—ছন্দ জন্য 'ম'কারের পর 'ইয়' আগম হইয়াছে। বিসর্গার্থ 'সৃজ' ধাতু হইতে 'সৃজ' এই পদটী 'তুদাদি-হেতু 'শ' প্রত্যয়। 'বিকরণস্বর' হেতু স্বরত্ব-প্রাপ্ত। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাত হয় নাই। 'দর্শতং' পদটীর 'ভৃমৃদৃশি' ইত্যাদি সূত্রে দৃশ ধাতুর উত্তর কর্ম্মণিবাচ্যে 'তচ্' প্রত্যয় হইয়াছে ॥ ৯ ॥ (১ম—৩৬সূ—৯ঋ)।

এ প্রকার অর্থে, মন্ত্রের প্রথম অংশের বর্ণনীয় অগ্নিকে মানুষবিশেষ বা ঋষিবিশেষ বলিয়া মনে হয়; কেন-না, কুশে উপবেশন—জ্বলন্ত অগ্নির কার্য্য নহে—মানুষেরই কার্য্য। কিন্তু মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের বর্ণনায়, অগ্নিকে জ্বলন্ত অনল ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হয় না; কেন-না, অগ্নিরই ধূম নির্গত হয়। মন্ত্রের দুই অংশে এইরূপ দুই বিপরীত ভাব পরিব্যক্ত হইয়া পড়ে। "সীদস্ব" এবং "ধূমং বিসৃজ"—এই দুই বাক্যাংশ, সেই দুই বিপরীত ভাবের প্রধান জনক।

কিন্তু আমরা যেদিক দিয়া অর্থ করিতেছি, তাহাতে সকল পক্ষেই সমান ভাব-সঙ্গতি লক্ষিত হইবে। "সীদস্ব" এবং "ধূমং বিসৃজ" পদত্রয় সে পক্ষে কোনই গণ্ডগোল উপস্থিত করিবে না। আমরা বলি, যজ্ঞপক্ষে জ্বলন্ত অগ্নিকে আহ্বান করিয়া মন্ত্র যেরূপ উচ্চারিত হয়, তাহাই হউক। কিন্তু ভাবপক্ষে বুঝা যায় না কি—মন্ত্রের সম্বোধ্য সেই জ্ঞানময় দেবতা! প্রথমে শব্দার্থেরই অনুসরণ করি। ক্রিয়াপদ আছে—'সীদস্ব।' উহাতে কুশাসনের উপরে উপবেশন করিতে বলা হইয়াছে—এরূপ অর্থ কেন আসে? যে ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন, তাহার অর্থ—'বিশরণ গতি অবসাদন' (ষদ্‌লৃ বিশরণগত্যবসাদনেষু)। সায়ণের ভাষ্যেই ঐ অর্থ প্রাপ্ত হই। এ পক্ষে, "অগ্নে সংসীদস্ব" বলিতে, 'হে জ্ঞানময়! হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন'—এই প্রার্থনাই প্রকাশ পাইতেছে না কি? জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ; তাই "মহান্ অসি" পদদ্বয়ের প্রয়োগ। জ্ঞানই যে দেবপ্রাপক ও দেবভাবপ্রদায়ক, তাহাতে সংশয় আসিতেই পারে না; "দেববাতমঃ শোচস্ব" পদদ্বয় সেই ভাবই প্রকাশ করে।

এখন অবশিষ্ট রহিল—"ধূমং বিসৃজ"। ঐ বাক্যের যদি অর্থ করি,—'হে অগ্নিদেব! আপনি ধূম সৃষ্টি করুন'; তাহা করিতে পারি। কিন্তু এরূপ প্রার্থনা কেহ কখনও করিতে পারেন কি না বা করেন কি না, তাহা গভীর সন্দেহের বিষয়। 'আগুন! তুমি উত্তাপ দেও'—এরূপ প্রার্থনা লোকে করিতে পারে; কিন্তু 'হে আগুন! তুমি ধূম দেও'—এরূপ প্রার্থনা কল্পনাতেও আসে না। তবে কি? তাহাই ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। ধূম—অগ্নির পরিচয়-চিহ্ন। নৈয়ায়িকগণের বিতর্কে, "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ"—ধূম দেখিয়া অগ্নির অস্তিত্ব প্রমাণ-

বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ পরিখ্যাপিত হয়। ফলতঃ এখানে জ্ঞানময়ের অস্তিত্ব জ্ঞাপনের ভাবই আসিতেছে। সেই জ্ঞানময়ের নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে জ্ঞানময়! আপনার বিদ্যমানতা কিরূপে কোথায় বুঝিতে পারিব, আমায় তাহার ইঙ্গিত করুন। সে ইঙ্গিত—সে পরিচয়—যেন ব্যাপ্তিগুণবিশিষ্ট হয়; অর্থাৎ, সর্ব্বকালে সকল স্থলে তাহা যেন ব্যাপ্ত হইয়া থাকে; আর, যেন তাহা দর্শনীয় অর্থাৎ লোকের দৃষ্টির গোচরীভূত হয়। এমন ভাবে আপনার (জ্ঞানের) পরিচয়-চিহ্ন প্রকাশ পাউক,—যেন তাহা সকল কালে সর্ব্বলোকে পরিদৃশ্যমান হইয়া পড়ে। ভ্রম যেন না হয়। প্রমাদে যেন না পড়ি। অজ্ঞানতার কুহকে পড়িয়া বিভ্রান্ত যেন না হই।'

মন্ত্রের মর্ম্মে তাই আমরা প্রকাশ করিয়াছি,—'হে জ্ঞানময়! আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠান করুন। আপনার স্বরূপ প্রকাশ পাউক। কি জ্ঞান, আর কি অজ্ঞান, সে তত্ত্ব আমায় জানাইয়া দেন। তদ্দ্বারা আপনার পরিচয়-চিহ্ন পাইয়া আমরা সকলে যেন আপনার অনুসারী হইতে পারি। ধূম-দৃষ্টে মানুষ যেমন আগুনের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, তেমনই একটা পরিচয়-চিহ্ন প্রদর্শন করুন—যাহার অনুসরণে অগ্রসর হইয়া আপনাকে প্রাপ্ত হইতে পারি। পথ দেন; সেই পথে অগ্রসর হই।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ম—৩৬সূ—৯ঋ)।

—•—

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎ সূক্তং। দশমী ঋক্)।

যং ত্বা দেবাসো মনবে দধুরিহ যজিষ্ঠং হব্যবাহন।

যং কণ্বো মেধ্যাতিথির্ধনস্পৃতং যং

বৃষা যমুপস্তুতঃ॥ ১০॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যং। ত্বা। দেবাসঃ। মনবে। দধুঃ। ইহ। যজিষ্ঠং। হব্যঽবাহন।

যং। কণ্বঃ। মেধ্যঽঅতিথিঃ। ধনঽস্পৃতং। যং।

বৃষা। যং। উপঽস্তুতঃ॥ ১০॥

* * *

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'হব্যবাহন' (হে আহবনীয়বাহক, সত্ত্বভাবপ্রাপক, জ্ঞানময় দেব)! 'মনবে' (লোকানুগ্রহায়) 'দেবাসঃ' (সর্ব্বে দেবাঃ, দেবভাবাদয়াঃ) 'যজিষ্ঠং' (যষ্টৃতমং, পরমার্চ্চনীয়ং) 'যং' (দেবং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'ইহ' (অস্মিন্ লোকে) 'দধুঃ' (ধৃতবন্তঃ); 'মেধ্যাতিথিঃ' (জ্ঞানসেবাপরঃ, মেধানুশীলনতৎপরঃ, জ্ঞানানুসন্ধিৎসুঃ) 'কণ্বঃ' (অকিঞ্চনো জনঃ, ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রঃ) 'ধনস্পৃতং' (পরমার্থদানেন প্রীতিসাধকং, পরমার্থ-প্রাপ্তিমূলীভূতং) 'যং' (যং ত্বাং) দধে; 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষণকারী দেবঃ, পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ পুরুষঃ) 'যং' (যং ত্বাং) দধে; 'উপস্তুতঃ' (উপাসনাপরায়ণো জনঃ, সামীপ্যপ্রাপ্তঃ সাধকঃ) 'যং' (যং ত্বাং) দধে; স ত্বং সংসীদস্ব ইতি শেষঃ। সর্ব্বৈর্দেবভাবৈঃ সহ জ্ঞানস্য অভিন্নসম্বন্ধোঽস্তি; জ্ঞানসম্বন্ধযুতস্য জনস্য শ্রেয়ঃ সর্ব্বতোভাবেন ভবতি; সকলমঙ্গলসাধকং তজ্‌জ্ঞানং মম হৃদয়ং অধিকারং করোতু ইতি প্রার্থনা। (১ম—৩৬সূ—১০ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

(ভগবৎসমীপে) আহবনীয়বাহক হে (জ্ঞানময়) অগ্নিদেব!—লোকানুগ্রহের নিমিত্ত সর্ব্বদেবগণ (সকল দেবভাবসমূহ) পরমার্চ্চনীয় যে তুমি সেই তোমাকে ইহসংসারে ধারণ করিয়া আছেন (অর্থাৎ, সকল দেবভাবের সহিত জ্ঞানের বিদ্যমানতা অবিচ্ছিন্ন হইয়া আছে); জ্ঞানসেবাপর (মেধানুশীলনতৎপর) অকিঞ্চন জন, পরমার্থপ্রাপ্তির মূলীভূত যে তুমি, সেই তোমাকে ধারণ করে; যিনি অভীষ্টবর্ষণকারী (পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন), তিনিও যে তোমাকে ধারণ করেন; উপাসনাপরায়ণ জন (ভগবৎ-সামীপ্য-প্রাপ্ত সাধক) যে তোমাকে ধারণ করেন; সেই তুমি আমার হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠান কর। (১ম—৩৬সূ—১০ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে হব্যবাহন হবিষো বাহকাগ্নে মনবে মনোরনুগ্রহায় দেবাসঃ সর্ব্বে দেবা যজিষ্ঠং অতিশয়েন পূজ্যং যষ্টৃতমং বা যং ত্বামিহ যজনদেশে দধুঃ। ধৃতবন্তঃ। মেধ্যাতিথির্মেধ্যৈরতিথিভির্যুক্তৈঃ কণ্ব এতন্নামকো মহর্ষিঃ যং ত্বাং ধনস্পৃতং ধনেন প্রীণয়িতারং কৃত্বা দধ ইতি শেষঃ। তথা বৃষেন্দ্রো যং ত্বাং দধে। তথোপস্তুতোঽন্যোঽপি স্তোতা যজমানো যং ত্বাং দধে স ত্বং সংসীদস্বেতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ॥

দধুঃ। লিট্যুসি কিত্ত্ব আতো লোপ ইটিচেত্যাকার লোপঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। যজিষ্ঠং। যষ্টৃশব্দাত্তু ছন্দসি। পা০ ৫।৩।৫৯। ইত্যগুণবচনাদপ্যাতিশায়নিক ইষ্ঠন্। তুরিষ্ঠেমেয়ঃ সু। পা০ ৬।৪।১৫৪। ইতি তৃলোপ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। হব্যবাহন। হব্যং বহতীতি হব্যবাহনঃ। হব্যেঽনন্তঃপাদং। পা০ ৩।২।৬৬। ইতি বহতেঞ্যুর্যুট্। মেধ্যাতিথিঃ। মেধ্যা অতিথয়ো যস্যেতি বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ধনস্পৃতং। ধনৈরস্বাণপৃণোতি প্রীণয়তীতি ধনস্পৃৎ। স্পৃ প্রীতি বলয়োঃ। কিপ্‌চেতি কিপ। ততস্তুক্। কৃদুত্তরপদ প্রকৃতিস্বরত্বং। উপস্তুতঃ। ক্তিচক্তৌ চ সংজ্ঞায়ামিতি কর্ত্তরি ক্তঃ। থাথাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং॥ ১০॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে নবমো বর্গঃ॥ ৯॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে হবির্ব্বাহক অগ্নে! দেবগণ মানবের অনুগ্রহ জন্য (অর্থাৎ মঙ্গলের জন্য) অতিশয় পূজ্য যে তোমাকে যজন-দেশে ধারণ করিয়াছেন; পূজার্হ অতিথিগণযুক্ত কণ্ব মহর্ষি যে তোমাকে ধনের দ্বারা তৃপ্তি করিয়া ধারণ করিয়াছিলেন; সেইরূপ ইন্দ্র এবং অন্য স্তোতা যজমানগণ যে তোমাকে ধারণ করিয়াছিলেন; (সেই তুমি এই স্থানে উপবেশন কর)। পূর্ব্বের সহিত অন্বয়।

'দধুঃ' পদটীতে 'লিট্যুসি কিত্ত্ব আতো লোপ ইটি চ' এই সূত্রে 'আ'-কারের লোপ; প্রত্যয়ের স্বরত্ব। 'যজিষ্ঠং' পদটী 'যষ্টৃ শব্দাত্তু ছন্দসি' (পাং ৫।৩।৫৯) এই সূত্র দ্বারা 'অগুণ বচনাদপ্যাতিশায়নিক ইষ্ঠন্'—অগুণঃ বচনের উত্তর ও অতিশয়ার্থে ইষ্ঠন্ প্রত্যয়। 'তুরিষ্ঠেমেয়ঃসু' (পা০ ৬।৪।১৫৪) এই সূত্রে 'তৃ' লোপ, 'ন'কারের 'ইৎ' অর্থাৎ লোপ-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'হব্যকে বহন করেন' এই ব্যাস-বাক্যে 'হব্যবাহন' পদটী হইয়াছে। 'হব্যেঽনন্তঃপাদং' (পাং ৩।২।৬৬) সূত্রে 'বহতেঞ্যুর্যুট্' নিয়মে 'যুৎ' অর্থাৎ 'য' হইয়াছে। 'মেধ্যাতিথিঃ'—'মেধ্যা' অর্থাৎ পূজ্য অতিথি যাহার—এই ব্যাস-বাক্যে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। 'ধনস্পৃতং'—ধন দ্বারা প্রীতি উৎপাদন করেন—এই ব্যাস-বাক্যে ধনস্পৃৎ পদ হয়। 'স্পৃ' ধাতু প্রীতি ও বলার্থ বুঝায়। 'কিপ্‌চেতি' সূত্রে কিপ্ প্রত্যয়, তদুত্তর 'ততস্তুক' সূত্রে 'তুক' প্রত্যয়। কৃতের উত্তর-পদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'উপস্তুতঃ' পদে, 'ক্তিচক্তৌচ সংজ্ঞায়াম' সূত্রে কর্তৃবাচ্যে ক্তঃ প্রত্যয়। 'থাথাদিনা' এই নিয়মানুসারে উত্তর পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ ১০॥ (১ম—৩৬সূ—১০ঋ)॥

ইতি প্রথমাষ্টকের তৃতীয়াধ্যায়ের নবম বর্গ সমাপ্ত॥ ৯॥

দশম (৪২৯) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

এই ঋকের সহিত পুরাবৃত্তের নানা সম্বন্ধ কল্পনা করা যায়; তৎসূত্রে ঋকের অর্থও নানাপ্রকারে পরিকল্পিত হইতে পারে। ঋকের অন্তর্গত এক একটী পদের আলোচনা করিতেছি; তাহাতে সে সকল ভাব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

প্রথম পদ—'হব্যবাহন'। এই পদে অগ্নিকে লক্ষ্য করিতে পারে, অগ্নি-নামক ঋষির বিষয় মনে আসিতে পারে, আবার জ্ঞানের প্রতিও দৃষ্টি পড়ে। অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইলে, তাহা দেবগণ-সমীপে সংবাহিত হয়; সে পক্ষে তাঁহাকে 'হব্যবাহন' বলা হয়। অগ্নি-ঋষি দেবগণের নিকট গমন করিয়া উপাসকের প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন, পুরাণে এরূপ উপাখ্যান আছে। সুতরাং সেই ঋষির সম্বন্ধেও 'হব্যবাহন' পদ প্রযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয়। আবার অন্যপক্ষে আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করিয়া দেখুন,—জ্ঞানই প্রকৃত 'হব্যবাহন'। কেন-না, জ্ঞানের সাহায্যেই ভগবান্ আমাদের ভক্তিসুধা (শুদ্ধসত্ত্বভাব) প্রাপ্ত হন। জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারি; জ্ঞানের দ্বারাই তাঁহাতে সত্ত্বভাব লীন হয়। অতএব, জ্ঞানই হব্যবাহন।

দ্বিতীয় পদ—'মনবে'। সাধারণ প্রচলিত অর্থ—মনুকে অনুগ্রহ করিবার জন্য। মনু বলিতে, ব্রহ্মার পুত্র, মনুষ্যের আদি-পুরুষ বুঝায়। চতুর্দ্দশ-কল্পে স্বায়ম্ভুবাদি-ভেদে চতুর্দ্দশ মনুর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পৃথিবীর আদি-রাজা মনু-নামে প্রখ্যাত হন। এ পক্ষে 'মনবে' পদে ইঁহাদের একতম মনুর প্রতি লক্ষ্য পড়ে। কিন্তু আমরা অর্থ করিয়াছি—'লোকের (মনুষ্যের) অনুগ্রহের জন্য।' মনুর যজ্ঞে কোন্ কালে কি হইয়াছিল, সে প্রসঙ্গের অবতারণা না করিয়া, 'সকল কালে সকল অবস্থায় মনুষ্যমাত্রকে অনুগ্রহ করিবার জন্য'—এই ভাবই এখানে গ্রহণীয়। 'মনু' শব্দের 'মনুষ্য' অর্থই এখানে সমীচীন বলিয়া মনে করি।

তৃতীয় পদ—'দেবাসঃ'। ইহার অর্থ 'দেবগণ'। কিন্তু তাহা হইতে

ক্রমশঃ ঋত্বিগ্-গণে পরিণত করা হইয়াছে। আমরা মনে করি, এখানে দেবগণ অর্থই সঙ্গত—দেবভাব-রূপ অর্থই সমীচীন। 'মনুর অনুগ্রহের জন্য ঋত্বিকেরা অগ্নিকে ধারণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ যজ্ঞস্থলে অগ্নি প্রজ্বালিত রাখিয়াছিলেন'—এ অর্থ যে মূল হইতে অধ্যাহৃত হইতে পারে না, তাহা আমরা বলিতেছি না। তবে সকল দিকের সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অর্থ করিলে, বুঝা যায়, এখানে বলা হইয়াছে, 'মনুষ্যের উপকারের জন্য সকল দেবভাবের সহিত জ্ঞানের সমাবেশ আছে।' দেবভাব—সত্ত্বভাব—জ্ঞানের সহিত অবিচ্ছিন্ন-সম্বন্ধে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। এই নিত্যসত্য-তত্ত্বই এখানে প্রকটিত।

'ইহ' পদে 'যজ্ঞক্ষেত্র' না বুঝাইয়া, 'এই সংসার' অর্থ বুঝানই সঙ্গত। 'যজিষ্ঠং' পদে, জ্ঞান যে অর্চ্চনার সামগ্রী, জ্ঞানার্জ্জন যে অত্যাবশ্যক, সেই সেই ভাব দ্যোতনা করিতেছে। 'মেধ্যাতিথিঃ' পদে 'যাগকুশল অতিথিবিশিষ্ট' অর্থ লিখিত হয়। অথবা, ঐ পদে কেহ বা মেধাতিথি নামক ঋষির সহিত সম্বন্ধও সূচনা করেন। কিন্তু আমরা বলি, মেধার (জ্ঞানের) দ্বারে যিনি অতিথি, তিনি মেধাতিথি (মেধ্যাতিথিঃ)। তাহা হইলেই 'মেধানুশীলনতৎপর' 'জ্ঞানানুসন্ধিৎসু' অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'কণ্বঃ' পদে 'অকিঞ্চনের' ভাব আসে। এ পদের আলোচনা পূর্ব্বেও করা হইয়াছে। এ পক্ষে "মেধ্যাতিথিঃ কণ্বঃ" পদদ্বয়ের মর্ম্ম হয় এই যে—অকিঞ্চন (অতি ক্ষুদ্র জনও) জ্ঞানের সেবাপরায়ণ (মেধানুশীলন-তৎপর) হইলে, জ্ঞানের অধিকারী হয় (জ্ঞানের ধারণা করিতে পারে)। 'ধনস্পৃতং' পদ জ্ঞানেরই বিশেষণ। ইহার প্রচলিত অর্থ—'ধনের দ্বারা তৃপ্তিকারক'। কিন্তু সে ধন কি প্রকার? সে ধন—পরমার্থ। 'পরমার্থের দ্বারা তৃপ্তিসাধন করে' বলিতে, 'পরমার্থ প্রাপ্তির মূলাভূত' অর্থই আসিয়া থাকে। ইহাতে "মেধ্যাতিথিঃ কণ্বঃ ধনস্পৃতং যং" বাক্যের তাৎপর্য্য হয়,—'অতি-ক্ষুদ্র অকিঞ্চন জনও জ্ঞানানুশীলনতৎপরতার ফলে পরমার্থপ্রদ যে আপনাকে প্রাপ্ত হয়।' 'বৃষা' পদের অর্থ—অভীষ্ট-বর্ষণকারী। ঐ পদে ইন্দ্রকে বুঝায়। ভাব এই যে,—'পরমৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন জন যে আপনাকে ধারণ করে।' ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় 'উপস্তুতঃ' পদের অর্থ যজমান করা হইয়াছে। কেহ বা, 'উপস্তুতঃ' পদে ঐ নামধেয়

ঋষিকে বুঝাইতেছে—বলিতেছেন। আমরা বলি, ঐ শব্দে ভগবৎ-সামীপ্য-প্রাপ্ত জনকে বুঝাইতেছে। ভাব এই যে,—'উপাসনাপরায়ণ জন যে আপনাকে ধারণ করিতে সমর্থ হয়।' সেই যে আপনি, আসিয়া আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন, এই প্রার্থনা।

এই সকল বিষয় অনুধাবন করিলে, মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ দাঁড়ায়; যথা,—'সকল দেবভাবের সহিত জ্ঞানের অভিন্ন সম্বন্ধ আছে; কি মহৎ, কি ক্ষুদ্র, জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইলে, যে কেহ, সকলেই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়োলাভ করে। সকল-মঙ্গলসাধক সেই জ্ঞান আমার হৃদয় অধিকার করুন—এই প্রার্থনা।' (১ম—৩৬সূ—১০ঋ)।

—— • ——

একাদশী ঋক্‌।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎসূক্তং। একাদশী ঋক্‌।)

যমগ্নিং মেধ্যাতিথিঃ কণ্বঃ ঈধে ঋতাদধি।

তস্য প্রেষো দীদিয়ুস্তমিমা ঋচস্তমগ্নিং

বর্দ্ধয়ামসি ॥ ১১ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

যং। অগ্নিং। মেধ্যঽঅতিথিঃ। কণ্বঃ। ঈধে। ঋতাৎ। অধি।

তস্য। প্র। ইষঃ। দীদিয়ুঃ। তং। ইমাঃ। ঋচঃ। তং। অগ্নিং।

বর্দ্ধয়ামসি ॥ ১১ ॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'মেধ্যাতিথিঃ' (জ্ঞানানুসন্ধিৎসুঃ) 'কণ্বঃ' (দীনজনঃ, অকিঞ্চনঃ) 'ঋতাৎ' (সত্যাৎ, সৎ-সম্বন্ধবশাৎ) 'যং' (পরমশ্রেয়ঃসাধকং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানং) 'অধি' (অধ্যাহৃত্য, সর্ব্বতঃ) 'ঈধে' (আত্মনি দীপ্তবান্), 'তস্য' (জ্ঞানাগ্নেঃ) 'ইষঃ' (রশ্ময়ঃ) 'প্র-দীদিপুঃ' (প্রকর্ষেণ দীপ্যন্তে, সর্ব্বত উদ্ভাসন্তে); 'তং' (শ্রেয়ঃসাধকং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানং) 'ঋচঃ' (স্তোত্রৈঃ, অস্মাকং উপাসনাপ্রভাবেন) বয়ং 'বর্দ্ধয়ামসি' (বর্দ্ধয়ামঃ, হৃদ্দেশে দৃঢ়ভাবেন প্রতিষ্ঠাপয়ামঃ)। জ্ঞানানুসন্ধিৎসুঃ দীনোঽপি সৎকর্ম্মণা সহ নিত্যসম্বন্ধত্বাৎ পরমং জ্ঞানং লভতে ; তেন জ্ঞান-মহিমা সর্ব্বত্র প্রকাশতে ; ভগবদর্চ্চনাপ্রভাবেন সৎকর্ম্মণা চ বয়ং আত্মনি তজ্‌জ্ঞান বর্দ্ধয়ামঃ। হে দেব! তৎপক্ষে সহায়ো ভব। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৬সূ—১১ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানানুসন্ধিৎসু দীনজন, সৎকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধবশতঃ (সৎকর্ম্ম হইতে) যে পরম শ্রেয়ঃসাধক জ্ঞানাগ্নিকে সর্ব্বতঃ আপনার মধ্যে দীপ্যমান্ করিয়া থাকেন, সেই জ্ঞানাগ্নির রশ্মি সর্ব্বতঃ উদ্ভাসিত হয় ; শ্রেয়ঃসাধক সেই জ্ঞানাগ্নিকে, ঋঙ্মন্ত্রোচ্চারণে—ভগবদুপাসনা-প্রভাবে, আমরা যেন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করি। (১ম—৩৬সূ—১১ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

মেধ্যাতিথিযাগযোগ্যা অতিথয়ঃ ঋত্বিগ্‌রূপা যস্য তাদৃশঃ কণ্ব ঋষির্ঋতাদধি। আদিত্যা-দধ্যাহৃত্য যমগ্নিমীধে। দীপ্তবান্। তস্যাগ্নেরিষো গমনস্বভাবা রশ্ময়ঃ প্রদীদিযুঃ। প্রকর্ষেণ দীপ্যন্তে। তথা তমগ্নিমিমা অস্মাভিঃ প্রযুজ্যমানা ঋচো বর্দ্ধয়ন্তীতি শেষঃ। বয়মপি তমগ্নিং বর্দ্ধয়ামাস। স্তোত্রৈর্বর্দ্ধয়ামঃ॥

ঈধে। ইন্ধি ভবতিভ্যাঞ্চ। পা০ ১।২।৬। ইতি লিটঃ। কিত্ত্বাদনিদিতামিতি নকার-লোপঃ। হির্ভাবহলাদিশেষয়োঃ কৃতয়োঃ সবর্ণদীর্ঘঃ। প্রত্যয়স্বর। যদ্‌বৃত্তযোগাদ-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যাঁহার অতিথিসকল যাগযোগ্য ঋত্বিক্‌রূপ, তাদৃশ কণ্বঋষি আদিত্য হইতে আহরণ করিয়া যে অগ্নিকে প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন ; সেই অগ্নির গমনশীল রশ্মিসমূহ প্রকৃষ্টরূপে দীপ্যমান রহিয়াছে ; সেই অগ্নিকে আমাদের কর্ত্তৃক প্রযুজ্যমান ঋক্ সকল বর্দ্ধিত করিতেছে। আমরাও স্তোত্র দ্বারা সেই অগ্নি বর্দ্ধিত করি।

'ঈধে' এই পদে, 'ইন্ধিভবতিভ্যাঞ্চ' (পা০ ১।২।৬) সূত্রে লিট্, 'কিত্ত্বাদনিদিতাম্' এই নিয়মানুসারে 'ন'-কারের লোপ, 'দ্বির্ভাব হলাদিশেষয়োঃ কৃতয়োঃ' এই নিয়মে সবর্ণের দীর্ঘ হইয়াছে। প্রত্যয়ের স্বরত্ব। 'যদ্‌বৃত্তযোগাদনিঘাত' এই সূত্রে নিঘাতের নিষেধ

নিষাতঃ। ইষঃ। ইষগতৌ। ইষ্যন্তি গচ্ছন্তীতীষো রশ্ময়ঃ। দীদিয়ুঃ। দীদতিশ্ছান্দসো ধাতুর্দীপ্তিকর্ম্মা। লিটুঃসীয়ঙাদেশঃ। এরনেকাচ ইতি যণাদেশাভাবশ্ছান্দসঃ। বর্দ্ধয়ামসি। ইদন্তোমসিরিতিমস ইকারাগমঃ ॥ ১১ ॥ (১ম—৩৬সূ—১১ঋ) ॥

• • •

একাদশ (৪৩০) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

এই ঋকের অর্থ-বিষয়ে নানা গবেষণা ও মতান্তর আছে। প্রথমে তাহার একটু আভাষ দিতেছি। পরিশেষে এই মন্ত্রে আমরা যে ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছি, তাহা প্রস্ফুট করা যাইবে। এ ঋকের প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম এই যে,—'যাগশীল কতকগুলি (অথবা সাত জন) ঋত্বিক্‌কে লইয়া কণ্ব ঋষি এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞের প্রভাবে সূর্য্য হইতে অগ্নি আহরিত হয়। তার পর ক্রমশঃ সেই অগ্নি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সেই অগ্নিকে এই ঋকের দ্বারা আমরা বর্দ্ধন করিতেছি; অর্থাৎ, সেই অগ্নির মহিমাবর্দ্ধনার্থ আমরা এই স্তোত্র উচ্চারণ বা রচনা করিতেছি।'

মূলের কোন্ পদ হইতে কি সূত্রে ঐরূপ অর্থ আমনন করা যায় এবং সে সকল পদে আমরাই বা কেন অন্যরূপ অর্থ গ্রহণ করি; প্রথমে তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি। তাহাতে মর্ম্মার্থ সম্যক্ বোধগম্য হইবে। 'মেধ্যাতিথিঃ' ও 'কণ্বঃ' পদদ্বয় সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য পূর্ব্ব ঋকেই প্রকাশিত হইয়াছে। 'মেধ্যাতিথিঃ' বা 'কণ্বঃ' এখানে যে কোনও ঋষির নাম নহে—ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। 'মেধ্যাতিথিঃ' পদে 'জ্ঞানসেবাপর' বা 'জ্ঞানানুসন্ধিৎসু' এবং 'কণ্বঃ' পদে 'দীন জন' অর্থই সঙ্গত হয়। ঋকের তৃতীয় আলোচ্য-পদ—'ঋতাদধি'। উহার অর্থ করা হয়—'আদিত্য হইতে আহরণ করিয়া' (আদিত্যাৎ অধ্যাহৃত্য), সঙ্গে সঙ্গে উপাখ্যানের অবতারণা হইয়া থাকে,—'কণ্ব ঋষি আদিত্যমণ্ডল হইতে অগ্নিকে আনয়ন

হইয়াছে। 'ইষঃ'—গত্যর্থ ইষধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ইষ্যন্তি' অর্থাৎ গমন করে এই বাক্যে 'ইষঃ' শব্দের অর্থ রশ্মি। 'দীদিয়ুঃ'—দীপ্তিকর্ম্মা অর্থমূলক ছান্দস 'দীদতি' ধাতু হইতে লিট্ বিভক্তির 'উস্' প্রত্যয় করিয়া 'ইয়ঙ্' আদেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'এরনেকাচঃ' সূত্রে ছান্দস-হেতু 'যণ' আদেশ হয় নাই। বর্দ্ধয়ামসি পদটীতে 'ইদন্তোমসি' সূত্রে 'মস' বিভক্তির উত্তর 'ই' কার আগম হইয়াছে ॥ ১১ ॥ (১ম—৩৬সূ—১১ঋ) ॥

করেন'। এ বিষয়ে ঋষিদিগের ও শ্রুতির অনেক মত উদ্ধৃত করা হয়; এবং গ্রীস দেশের পুরাতত্ত্বের সহিত এই মতের সাদৃশ্য আছে, সুতরাং এ মত সঙ্গত ও সমীচীন, ইহা প্রতিপন্ন হইয়া যায়। * এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে,—হয় তো মহর্ষি কণ্ব কর্ত্তৃক কোনও সময় অগ্নির ও সূর্য্যের সম্বন্ধ-বিষয়ক বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল; এবং সেই সূত্রে পরবর্ত্তি-কালে ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করা হইয়া থাকিবে। কিন্তু নিত্য সত্য বেদবাক্যের সহিত ঐরূপ উক্তির সম্বন্ধ-স্থাপন আমরা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি না। 'ঋতাদধি' পদের অর্থ, আমাদের মতে, সত্য-সম্বন্ধহেতু—সৎকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধবশতঃ।' ইহাতে ভাবার্থ কত সুন্দর ও সমীচীন হয়, একটু অনুধাবন করিলেই বোধগম্য হইতে পারে।

'মেধ্যাতিথিঃ কণ্বঃ যং অগ্নিং ঋতাৎ অধি ঈধে'—এতদংশের মর্ম্ম, আমরা মনে করি, 'জ্ঞানানুসন্ধিৎসু হইয়া, সৎকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুত থাকিয়া, অতি নীচব্যক্তিও (দীনাতিদীনও) আপনার মধ্যে জ্ঞানকে প্রদীপ্ত রাখিতে সমর্থ হন।' ভাব এই যে,—'তুমি যতই ক্ষুদ্র বা যতই অজ্ঞ হও না কেন, জ্ঞানের পিপাসু হইয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যাও;—জ্ঞান-প্রভা আপনিই তোমাতে দীপ্তিমান্ হইবে, জ্ঞানলাভে ভগবৎ-সম্বন্ধ-স্থাপনে স্বতঃই তুমি সমর্থ হইতে পারিবে।'

'তস্য প্রদীদিপুঃ'—বাক্যাংশের ভাব, ঐ পূর্ব্ব-ব্যাখ্যাতেই সম্যক্ পরিস্ফুট হয়। অজ্ঞজন, ক্ষুদ্রজন, যখন জ্ঞান-ধনের অধিকারী হইয়া যায়; তখন জ্ঞানের মাহাত্ম্যে—তাহার কর্ম্ম-মহিমা স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। দীনের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়াই ভগবান 'করুণাময়' নামে প্রখ্যাত হন। এই সত্যতত্ত্বই এখানে পরিব্যক্ত রহিয়াছে।

উপসংহারে মন্ত্রের শেষাংশে—"তং অগ্নিং ঋচঃ বর্দ্ধয়ামসি" অংশে—

---

* শ্রুতি আছে,—"আদিত্যো বা অস্তং যন্ অগ্নিমনুপ্রাবিশতি। অগ্নিং বা আদিত্যং সায়ং প্রাবিশতি।" অন্যত্র,—"অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যক্ আদিত্যমুপতিষ্ঠতে।" এই সকল উদ্ধৃত করিয়া, পণ্ডিতগণ আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। তাঁহারা (রমানাথ সরস্বতীর টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) আরও বলেন,—"গ্রীকদেশীয় পুরাতত্ত্বের মতেও—প্রমিথিয়স (Prometheus) সূর্য্যের রথচক্র হইতে অগ্নি আহরণ করিয়া পৃথিবীতে আনয়ন করেন এবং তজ্জন্য তাহার ইন্দ্রের (Jupiter) সহিত শত্রুতা জন্মে।"

প্রার্থনা পরিস্ফুট দেখুন। এখানকার ভাব এই যে,—'মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা, উপাসনার দ্বারা, ভগবানের প্রীতিসাধক কর্ম্মের দ্বারা, আমরা যেন আমাদের জ্ঞানকে বর্দ্ধন করিতে পারি। আমরা যেন ভগবদ্ভক্ত হই, আমরা যেন সৎকর্ম্মশীল হই, আমরা যেন জ্ঞানানুসন্ধিৎসু হই ; তাহা হইলে, যদিও ক্ষুদ্র আমরা, তথাপি ভগবানের করুণা অবশ্যই লাভ করিতে সমর্থ হইব।' আত্মোৎকর্ষ-সাধন উদ্দেশ্যেই আত্মোদ্বোধনমূলক এই মন্ত্র,—ইহাই আমাদের অভিমত। (১ম—৩৬সূ—১১ঋ)।

—•—

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্।)

রায়স্পূর্দ্ধি স্বধাবোঽস্তি হি তেঽগ্নে দেবেষ্বাপ্যং।

ত্বং বাজস্য শ্রুত্যস্য রাজসি স নো মৃল

মহাঁ অসি ॥ ১২ ॥

• . •

পদ-বিশ্লেষণং।

রায়ঃ। পূর্দ্ধি। স্বধাঽবঃ। অস্তি। হি। তে। অগ্নে। দেবেষু। আপ্যং।

ত্বং। বাজস্য। শ্রুত্যস্য। রাজসি। সঃ। নঃ। মৃল।

মহান্। অসি ॥ ১২ ॥

• . •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'স্বধাবঃ' (শ্রেয়ঃসাধক) 'অগ্নে' ('জ্ঞানস্বরূপ দেব) অস্মাকং ত্বং 'রায়ঃ' (পরমার্থরূপাণি ধনানি) 'পূর্দ্ধি' (দেহি); 'দেবেষু' (ইন্দ্রাদিষু, সর্ব্বদেবতাবেষু) 'তে' (তব) 'আপ্যং' (প্রাপণীয়ং সখ্যং, সখ্য-সম্বন্ধং) 'হি' (খলু অবিচলিতং) 'অস্তি' (বিদ্যতে); হে দেব!

'ত্বং' 'শ্রুত্যস্য' (শ্রবণীয়স্য, প্রসিদ্ধস্য) 'বাজস্য' (ধনস্য, জয়লাভস্য) 'রাজসি' (ঈশ্বরঃ, কর্ত্তা) ভবসি; 'সঃ' (স ত্বং) 'নঃ' (অস্মান্) 'মৃল' (সুখয়); ত্বং 'মহান্' (শ্রেষ্ঠঃ) 'অসি' (ভবসি)। জ্ঞানদেবস্য কৃপয়া নরঃ সর্ব্বদেবতাভাবং প্রাপ্নোতি, সকলমঙ্গলঞ্চ লভতে। অত্র তৎপ্রার্থনা বিদ্যতে। (১ম—৩৬সূ—১২ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

মঙ্গলসাধক জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি আমাদিগকে পরমার্থরূপ ধনসমূহ দান করুন; সকল দেবভাবের সহিত (সকল দেবতার সহিত) আপনার অবিচলিত সখ্যসম্বন্ধ বিদ্যমান্ আছে; হে দেব! আপনিই প্রসিদ্ধ ধনের (জয়লাভের) কর্ত্তা হয়েন; সেই আপনি আমাদিগকে সুখদান করুন; আপনিই শ্রেষ্ঠ হন। (১ম—৩৬সূ—১২ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে স্বধাবঃ। অন্নবন্নগ্নে। স্বধা অর্ক ইতি তন্নামসু পাঠাৎ। অস্মাকং রায়ো ধনানি পূর্দ্ধি। পূরয় দেহি বা। পূর্দ্ধি পূরয় দেহীতি যাস্কঃ। হে অগ্নে তে তব দেবেষ্বাপ্যং প্রাপণীয়ং সখ্যমস্তি হি। বিদ্যতে খলু। ত্বং শ্রুত্যস্য শ্রবণীয়স্য বাজস্যান্নস্য রাজসি। ঈশ্বরো ভবসি। স ত্বং নোঽস্মান্মৃল। সুখয়। মহান্ গুণৈরধিকোঽসি॥

রায়ঃ। উড়িদমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। পূর্দ্ধি। পৃ পালনপূরণয়োঃ। শ্রুশৃণুপৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসীতি হের্ধিরাদেশঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। হেরপিত্ত্বেন ঙিত্ত্বাদ্গুণাভাবঃ। উদোষ্ঠ্যপূর্ব্বস্যেত্যুত্বং। হলিচেতি দীর্ঘঃ। স্বধাবঃ। মতুবসোরুঃ সম্বুদ্ধৌ ছন্দসীতি রুত্বং। আপ্যং অচুপধস্যা-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অন্নবিশিষ্ট অগ্নে! (অন্ননামসমূহ মধ্যে স্বধা অর্ক প্রভৃতি পাঠ আছে) আমাদিগের ধনসকল পূরণ কর, অথবা দান কর (যাস্ক—'পূর্দ্ধি পূরয় দেহি' এই প্রকার পাঠ করিয়াছেন)। হে অগ্নে! তোমার দেবতাদিগের মধ্যে প্রাপণীয় (প্রাপ্তি যোগ্য) সখ্য আছে। তুমি প্রসিদ্ধ অন্নের ঈশ্বর হও; সেই তুমি আমাদিগকে সুখ প্রদান কর, এবং মহান গুণে বর্দ্ধিত হও।

'রায়ঃ' পদটীতে 'উড়িদং' সূত্রে বিভক্তির উদাত্ত হইয়াছে। 'পূর্দ্ধি' পদটী পালন ও পূরণার্থ 'পৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'শ্রুশৃণুপৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসি' এই সূত্রে 'হি' স্থানে 'ধি' আদেশ হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' সূত্রে 'শপের' লুক অর্থাৎ লোপ হইয়াছে। 'হি'র অপিত্ত্ব অর্থাৎ 'প' ইৎ, লুক নহে বলিয়া ঙিত্ব হেতু গুণ হয় নাই। 'উদোষ্ঠ্যপূর্ব্বস্য' সূত্রে, পূর্ব্বভাগের 'উত্ব' হইয়াছে। 'হলিচ' সূত্রে দীর্ঘ হইয়াছে। স্বধাবঃ—পদটীতে 'সম্বুদ্ধৌ-মতুবসোঃ' এই সূত্রে 'রুত্ব' হইয়াছে। 'আপ্যং' পদটীতে 'অৎ'এর উপধত্বাভাব হইলেও

ভাবেঽপি ব্যত্যয়েন পোরদুপধাৎ। পা০ ৩।১।৯৮। ইতি কর্ম্মণি যৎ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বা গ্যতি ছান্দসমাদ্যুদাত্তত্বং। শ্রুত্যস্য। শ্রু শ্রবণে। ঔণাদিকক্যপ্। তুগাগমঃ। যদ্বা শ্রুতিশব্দাত্তবে ছন্দসীতি যৎ। মৃল। মৃড় সুখনে। শস্ত ঙিত্বাল্লঘূপধগুণাভাবঃ ॥ ১২ ॥

• • •

দ্বাদশ (৪৩১) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রার্থনার ভাব সরল ও স্বাভাবিক। কেবল দুই একটী শব্দের অর্থান্তর থাকায় মর্ম্মানুসারিগণের মনে সামান্য একটু ভাবান্তর ঘটিতে পারে। মন্ত্রে 'স্বধাবঃ' পদ আছে; তাহাতে সাধারণতঃ 'অন্নবন্' (অন্নবিশিষ্ট) অর্থ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু 'স্বধা' পদ মঙ্গলবাচক। শ্রেয়ঃ মঙ্গল প্রার্থনা উদ্দেশ্যেই সাধারণতঃ ঐ বাক্যের প্রয়োগ হইয়া থাকে। আমরা সেই অর্থই গ্রহণ করিলাম। জ্ঞান যে মঙ্গল-প্রদ, জ্ঞান যে শ্রেয়ঃ-সাধক, 'স্বধাবঃ' পদ তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। 'রায়ঃ' পদে যে পরমার্থরূপ ধন বুঝাইয়া থাকে, তাঁহা আমরা অনেক স্থলেই প্রকাশ করিয়াছি। অতএব, শ্রেয়ঃ-সাধক জ্ঞানময় দেবতাকে সম্বোধন করিয়া যে পরমার্থরূপ ধনের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে, মন্ত্রের প্রথমাংশে ("স্বধাবঃ অগ্নে রায়ঃ পূর্দ্ধি" অংশে) তাহাই বোধগম্য হয়। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ ("দেবেষু তে আপ্যং হি অস্তি" অংশ) জ্ঞানদেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছে। জ্ঞানের সহিত যে সকল দেবভাবের অবিচ্ছিন্ন-সম্বন্ধ, ঐ বাক্যে তাহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। জ্ঞানই যে 'বাজস্য' (ধনের বা জয়লাভের) রাজা ঈশ্বর বা কর্ত্তা, মন্ত্রের তৃতীয় অংশ ("শ্রুত্যস্য বাজস্য রাজসি" বাক্যে) তাহাই প্রকাশ করিতেছে। মন্ত্রের শেষ দুই অংশ "স নঃ মৃল" এবং "মহান্ অসি" বাক্যদ্বয় তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব-খ্যাপক এবং তাঁহার নিকট সুখের প্রার্থনা-মূলক।

'পোরদুপধাৎ' (পা০ ৩।১।৯৮) সূত্রে কর্ম্মণি বাচ্যে 'যৎ'প্রত্যয় হইয়াছে। 'যতোঽনাবঃ' সূত্রে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অথবা 'গ্যতিছান্দসং' সূত্রে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'শ্রুত্যস্য' পদটী শ্রবণার্থ 'শ্রু' ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'ক্যস্'প্রত্যয় ও তুক্ আগম করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। অথবা 'শ্রুতিশব্দের উত্তর 'তবে ছন্দসি' এই নিয়মে 'যৎ'প্রত্যয় হইয়াছে। 'মৃল' পদটী 'সুখনার্থ মৃড়' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। এস্থলে 'শ'প্রত্যয়ের ঙিত্ববশতঃ লঘুউপধস্বরের গুণ হয় নাই ॥ ১২ ॥

হে দেব! আপনি শ্রেষ্ঠ; আপনি আমাদিগকে পরম ধন প্রদান করুন; আপনি আমাদিগকে সুখী করুন; আপনার অনুগ্রহে দেবভাব-সমূহ আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। আমরা বলি, এ মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই লক্ষ্য। (১ম—৩৬সূ—১২ঋ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

যূপোচ্ছ্রয়ণ ঊর্দ্ধমূষুণ উতয় ইতি দ্বে' বশাবিষ্টিরিতি খণ্ডে সূত্রিতং। ঊর্দ্ধ উষুণ উতয় ইতি দ্বে। আ০ ৩।১। ইতি এতে এবাভিষ্টবেঽপি বিনিযুক্তে। অথোত্তরমিতি খণ্ডে সূত্রিতং সথে সথায়মভ্যাবৃৎস্বোর্দ্ধং উষুণ উতয় ইতি দ্বে। আ০ ৪।৭। ইতি তয়োরাদ্যাং সূক্তে ত্রয়োদশীমৃচমাহ।

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্)।

ঊর্দ্ধ্বং ঊষুণ ঊতয়ে তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা।

ঊর্দ্ধ্বো বাজস্য সনিতা যদঞ্জিভির্ব্বাঘদ্ভি-

র্ব্বিহ্বয়ামহে ॥ ১৩ ॥

সায়ণ-ভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'ঊর্দ্ধং উষুণ উতয়ে' ইত্যাদি দুইটী মন্ত্র যূপস্থাপন উপলক্ষে 'বশাবিষ্টিঃ' এই খণ্ডে সূত্রিত আছে। 'ঊর্দ্ধং উষুণ'উতয় ইতি দ্বে' (আ০ ৩,১) ইত্যাদি আরণ্যকে উক্ত হইয়াছে। অভীষ্টসিদ্ধির জন্য এই দুইটী ঋকের প্রয়োগ হয়। উত্তরাদি খণ্ডে ইহা সূত্রিত আছে। 'সথে সথায়মভ্যাবৃৎস্বোর্দ্ধ 'উষুণ উতয় ইতি দ্বে' (আ০ ৪৭) আরণ্যকে উক্ত আছে। সেই মন্ত্রদ্বয়ের প্রথম ও এই সূক্তের ত্রয়োদশী ঋক্ কথিত হইতেছে।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের মন্ত্র-সূচী।

(বর্ণানুক্রমিক।)

পৃষ্ঠা।

অ

দ্বিতীয় অধ্যায়ের মন্ত্রসূচী।

পৃষ্ঠা।

জ।

ত।

দ

ন।

পৃষ্ঠা।

ম।

পদ-বিশ্লেষণং।

ঊর্দ্ধ্বং। ঊং ইতি। সু। নঃ। ঊতয়ে। তিষ্ঠ। দেবঃ। নঃ। সবিতা।

ঊর্দ্ধ্বঃ। বাজস্য। সনিতা। যৎ। অঞ্জিঽভিঃ। বাঘৎঽভিঃ।

বিঽহ্বয়ামহে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে অগ্নিদেব! 'নঃ' (অস্মাকং) 'ঊতয়ে' (রক্ষণায়, উদ্ধারার্থং) 'সবিতা দেবঃ ন' (যথা জ্ঞানস্বরূপঃ সবিতাদেবঃ তিষ্ঠতি তদ্বৎ, প্রজ্ঞাবং) 'ঊর্দ্ধ্বং' (উন্নতঃ সন্, মূর্দ্ধিদেশে অবস্থিতঃ সন্) 'উষু' (এব) 'তিষ্ঠ' (অবস্থানং কুরু); 'যৎ' (যস্মাৎ) 'অঞ্জিভিঃ' (শুদ্ধসত্ত্ব-ভাবসমন্বিতৈঃ) 'বাঘদ্ভিঃ' (আহবনীয়ৈঃ সহ) ত্বাং 'বিহ্বয়ামহে' (বিশেষেণ আহ্বয়ামঃ), তস্মাৎ 'ঊর্দ্ধ্বঃ' (উন্নতঃ সন্, মূর্দ্ধিদেশে অবস্থিতঃ সন্) 'বাজস্য' (অন্নস্য, জয়স্য, মঙ্গলস্য) 'সনিতা' (দাতা) ভব ইত্যতি শেষঃ। হে দেব! ত্বং জ্ঞানরূপেণ অস্মাকং মূর্দ্ধি তিষ্ঠ, হিতং সাধয় চ। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৩৬সূ—১৩ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আমাদিগের উদ্ধারের জন্য প্রজ্ঞাবং আপনি মূর্দ্ধি-দেশে অবস্থান করুন (জ্ঞানস্বরূপ সবিতাদেব যেমন মস্তিষ্কে অবস্থান করেন, আপনিও সেইরূপ আমাদের রক্ষার জন্য মস্তকে প্রতিষ্ঠিত হউন); যেহেতু আমরা শুদ্ধসত্ত্বভাবসমন্বিত আহবনীয়ের সহিত আপনাকে বিশেষ-ভাবে আহ্বান করিতেছি, তজ্জন্য আপনি আমাদের মস্তিষ্কে অবস্থান-পূর্ব্বক আমাদিগের জয়-দাতা হউন। (১ম—৩৬সূ—১৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে যূপ যদ্বা যূপাত্মকদারুনিষ্ঠাগ্নে নোঽস্মাকমূতয়ে রক্ষণায়োর্দ্ধ্বং উন্নতস্তিষ্ঠ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। সবিতা দেবো ন। যথা সূর্য্যোদেব উন্নতস্তিষ্ঠতি তদ্বৎ। ঊর্দ্ধ্বঃ উন্নতঃ সন্

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে যূপ অথবা হে যূপনিষ্ঠ অগ্নে! তুমি আমাদিগের রক্ষার্থ উন্নত অর্থাৎ ঊর্দ্ধ হইয়া স্থিত হও। যেমন, সূর্য্যদেব আমাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ঊর্দ্ধস্থিত রহিয়াছেন, সেইরূপ।

বাজস্যাস্য সনিতা দাতা ভবিষ্যসি। যদ্যস্মাৎ কারণাদঞ্জিভিরাজ্যেন যূপমঞ্জয়দ্ভির্বাঘদ্ভির্বহদ্ভির্ঋত্বিগ্‌ভিঃ সহ বিহ্বয়ামহে। অন্নদানায় ত্বাং বিশেষেণাহ্বয়ামঃ। তস্মাদন্নস্য দাতা ভবেতি পূর্বত্রাম্বয়ঃ॥

ঊর্দ্ধ্বঃ। ইকঃ সুঞি পা০ ৬।৩।১৩৪। ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। সুঞঃ। পা০ ৮।৩।১০৭। ইতি ষত্বং। নশ্চ ধাতুস্থোরুষুভ্যঃ। পা০ ৮।৪।২৭। ইতি ণত্বং। ঊতয়ে। অবতেঃ ক্তিনি জ্বরত্বরেত্যাদিনা ঊট্। ঊতিযূতীত্যাদিনা ক্তিন উদাত্তত্বং। তিষ্ঠ। শপি পাঘ্রেত্যাদিনা তিষ্ঠাদেশঃ। দ্ব্যচোহতস্তিঙ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। বাজস্য। ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাচ্চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী। সনিতা। ষণুদানে লুটি তাসি। বলাদিলক্ষণ ইট্। পা০ ৭।২।৩৫। ডিপো ডাদেশঃ। পা০ ২।৪।৮৫। টিলোপঃ। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ তিবাদেশস্যোদাত্তত্বে প্রাপ্তে তস্যাস্মুদাত্তেদিতি তস্যানুদাত্তত্বং। ধাতুস্বরঃ। ন লুট্। পা০ ৮।১।২৯। ইতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। অঞ্জিভিঃ। অঞ্জূ ব্যক্তিম্রক্ষণগতিষু। স্বনিকম্প্যঞ্জীত্যাদিনা। উ০ ৪।১৪৭। ই প্রত্যয়ঃ। বিহ্বয়ামহে। নিসমুপবিভ্যো হ্বঃ। পা০ ১।৩।৩০। ইত্যকর্ত্রভিপ্রায়েহপ্যাত্মনেপদং। অদুপদেশাল্লসার্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। তিঙি চোদাত্তবতীতি গতেরনুদাত্তত্বং। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ॥ ১৩॥ (১ম—৩৬সূ—১৩ঋ)॥

• • •

উন্নত হইয়া তুমি অন্নদাতা হও।' যেহেতু এই কারণেই আজ্য অর্থাৎ ঘৃতের দ্বারা যূপ-অঞ্জনকারী এবং যজ্ঞবহনকারী ঋত্বিকগণের সহিত আমরা অন্নদানের জন্য তোমাকে বিশেষরূপে আহ্বান করিতেছি, সেই হেতু তুমি অন্নদাতা হও। (পূর্ব্বের সহিত অম্বিত)।

'ঊর্দ্ধ্বঃ' পদটী 'ইকঃ সুঞি' (পাঃ ৬।৩।১৩৪) এই সূত্রে সংহিতা-বিষয়ে দীর্ঘ হইয়াছে। 'সুঞঃ' (পাঃ ৮।৩।১০৭) এই সূত্রে ষত্ব হইয়াছে। 'নশ্চ ধাতুস্থোরুষুভ্যঃ' (পা০ ৮।৪।২৭) এই সূত্রে 'ণত্ব' হইয়াছে। 'ঊতয়ে' পদটী 'অবতেঃ ক্তিনি জ্বরত্বরেত্যাদিনা ঊট্' এই নিয়মে 'ঊট্' প্রত্যয় হইয়া 'ঊতিযূতি' ইত্যাদি সূত্রে 'ক্তি'র উদাত্ত হইয়াছে। 'তিষ্ঠ' পদটী 'স্থা' ধাতু 'শপ' পরে 'পাঘ্রা' ইত্যাদি' সূত্রে 'তিষ্ঠ' আদেশ হইয়াছে। 'দ্ব্যচোহতস্তিঙ' সূত্রে সংহিত-বিষয়ে দীর্ঘ হইয়াছে। 'ক্রিয়া গ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাচ্চতুর্থ্যার্থে ষষ্ঠী' এই নিয়মে 'বাজস্য' পদে ষষ্ঠী হইয়াছে। 'সনিতা' পদটী দানার্থ 'ষণু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; 'লুটিতাসি' সূত্রে 'তা' আদেশ, 'বলাদিলক্ষণ ইট্' (পাঃ ৭।২।৩৫) এই সূত্রে 'ইট্' প্রাপ্তি, 'ডিপোডাদেশ' (পাঃ ২।৪।৮৫) সূত্রে 'ডা' আদেশ ও 'টি'র লোপ হইয়াছে। 'উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ' এই নিয়মে 'তিপে'র উদাত্তত্ব-প্রাপ্তি থাকলেও 'তস্যাস্মুদাত্তাদিতি' এই নিয়মে উদাত্ত হয় নাই; ধাতুস্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। 'ন লুট্' (পাঃ ৮।১।২৯) সূত্রে নিঘাতের প্রতিষেধ হইয়াছে। 'অঞ্জিভিঃ' পদটী ব্যক্তিম্রক্ষণ এবং গত্যর্থ 'অঞ্জূ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; 'স্বনিকম্প্যঞ্জীত্যাদিনা' (উঃ ৪।১৪৭) সূত্রে 'ই' প্রত্যয় হইয়াছে। 'বিহ্বয়ামহে' পদটী 'নিসমুপবিভ্যো হ্বঃ' (পাঃ ১।৩।৩০) সূত্রে অকর্ত্রভিপ্রায়েও আত্মনেপদ হইয়াছে। 'অৎ' উপদেশ-হেতু 'লসার্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ' এই নিয়মে ধাতুস্বর প্রাপ্ত, 'তিঙিচোদাত্তবতীতি' নিয়মে গতির অনুদাত্ত ও 'যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাত' সূত্রে নিঘাতের নিষেধ হইয়াছে। (১ম—৩৬সূ—১৩ঋ)।

ত্রয়োদশ (৪৩২) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যে প্রকাশ, ঋকৃটি যূপকাষ্ঠকে অথবা তদন্তর্ভূত অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে যূপ বা যূপস্থিত অগ্নি! তুমি উন্নত হও, এবং উন্নত হইয়া আমাদিগকে অন্ন প্রদান কর। যেহেতু আমরা ঘৃতের দ্বারা ও ঋত্বিকের দ্বারা তোমার পূজা করিতেছি, তজ্জন্য তুমি আমাদিগকে অন্ন প্রদান কর।'

মন্ত্রের প্রয়োগ-বিধি-বিষয়ে আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই। তবে অর্থ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহাই বিবৃত করিতেছি। এখানে সম্বোধন—অগ্নিদেবকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অগ্নিদেব বলিতে, জ্ঞানস্বরূপকে বুঝাইয়া থাকে। আবার, 'সবিতা দেব' বলিতেও জ্ঞানময়কে বুঝায়—বলা হইয়াছে। এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে,—জ্ঞানস্বরূপকে আবার জ্ঞানময়ের বা জ্ঞানস্বরূপের ন্যায় (সবিতা দেবো ন) ঊর্দ্ধে অবস্থান করিতে বলা হইল কেন? এবংবিধ প্রশ্নের উত্তরে এখানে প্রথমে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। এ প্রসঙ্গে এখানে একবার ভগবান ও ভগবানের বিভূতি-সমূহের বিষয় অনুধ্যান করার প্রয়োজন হয়। অসংখ্য অগণ্য বিভূতির সমবায়ে ভগবানের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়। সংসারে যত প্রকার ভাব, যত প্রকার চিন্তা, যত প্রকার মঙ্গলাস্পদ বিষয় আছে বা থাকিতে পারে, তৎসমুদায় সেই ভগবানের বিভূতি মধ্যে পরিগণিত। গুণের যেমন তর-তম ভাব আছে, জ্ঞানের যেমন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বা স্তর আছে, ভগবদ্বিভূতিসমূহও সেইরূপভাবে নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। এখানে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিতে এবং জ্ঞানময় সবিতা-দেবতায় সেইরূপ একটু সূক্ষ্ম পার্থক্যের বিষয় মনে আসে। মনে আসে—সবিতা-রূপ জ্ঞান—পরম জ্ঞান; আর, অগ্নি-রূপ জ্ঞান—সাধারণ জ্ঞান। দুই জ্ঞানই এক ও অভিন্ন বটে; তবে এক জ্ঞান—সোপান স্বরূপ, অন্য জ্ঞান—ঊর্দ্ধস্থানভূত; এই পার্থক্যটুকু এখানে মনে করা যাইতে পারে। ইহাতে যে আমরা কোনও দেবতার মাহাত্ম্য-বৃদ্ধির এবং কোনও

দেবতার গৌরব খর্ব্ব করিবার চেষ্টা পাইয়াছি, কেহ যেন তদ্রূপ মনে না করেন। দেবতা সকলই এক ও অভিন্ন। তবে বিষয় বিশেষ বুঝাইবার জন্য একটা স্তর পর্য্যায়-নির্দ্দেশ সময় সময় আবশ্যক হয় মাত্র। এরূপ বিবেচনায় মন্ত্রের প্রথমাংশের প্রার্থনার মর্ম্ম হয় এই যে,—'হে আমার সাধারণ জ্ঞান! হে আমার পার্থিব সৎকর্ম্মজনিত জ্ঞান! হে আমার নিত্যসঞ্চিত জ্ঞান! তুমি একবার ঊর্দ্ধগতি লাভ কর। তাহা হইলেই আমার রক্ষা হইবে;—তাহা হইলেই আমি উদ্ধার পাইব;—তাহা হইলেই মুক্তি আমার অধিগত হইবে। জ্ঞানদেব কেন্দ্রীভূত হইয়া আমার সহস্রারে অবস্থিত হইলেই,—আমার রক্ষা—আমার উদ্ধার—আমার মুক্তি। তাই প্রার্থনা করি, তুমি আমার মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত হও।'

মন্ত্রের শেষাংশেও ঐ প্রার্থনাই একটু বিশদীকৃত আছে বলিয়া মনে হয়। এখানে বলা হইতেছে,—'হে দেব! আমরা যে তোমার অর্চ্চনা করিতেছি, আমার যে তোমার সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্যই এই যে, তুমি আমাদিগের মস্তিষ্কে অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে অন্ন, জয় বা মঙ্গল দান কর।' অন্নে রক্ষা, জয়ে রক্ষা—উভয়ার্থেই রক্ষার ভাব আসে। তাই 'বাজস্য' পদ প্রযুক্ত দেখি। ফলতঃ, আমাদের যজ্ঞের ফলে, আমাদের পূজার ফলে, আমাদের সৎ-কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে, জ্ঞান আমাদের মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত হউক,—আমরা রক্ষা পাইয়া যাই। ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য।

উপসংহারে মন্ত্রান্তর্গত দুইটি শব্দের বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। কেন-না, ঐ দুই শব্দের অর্থ ভাষ্যের অর্থ হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে। প্রথম—'অঞ্জিভিঃ' পদ। ভাষ্যের অর্থ—'আজ্যেন' অর্থাৎ ঘৃতের দ্বারা! আমাদের প্রতিবাক্য—'শুদ্ধসত্ত্বভাবসমন্বিতৈঃ'। এখানে ধাতুগত অর্থের প্রতি লক্ষ্য করুন। 'অঞ্জ্' (অঞ্জ) ধাতুর অর্থ—গতি, ম্রক্ষণ, সজ্জিত-করণ। স্নেহভাবসমন্বিত দীপ্তি ও শোভার ভাবই উহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাই—শুদ্ধসত্ত্বভাব। শুদ্ধসত্ত্বভাবই ম্রক্ষণ করিয়া পাওয়া যায়, সত্ত্বভাবেই মানুষ সজ্জিত হয়। সত্ত্বভাবই গতি (ভগবৎ-সমীপে উপস্থিতি) করিয়া দেয়। যজ্ঞপক্ষে ঘৃত অর্থ হউক, কিন্তু আধ্যাত্মিক পক্ষে সত্ত্বভাব অর্থই সঙ্গত হয়। 'বাঘদ্ভিঃ' পদে বহন

করার ভাব আসে। ঋত্বিকগণ ভগবৎসমীপে হবিঃ বহন করান বলিয়া, ঐ পদে 'ঋত্বিকগণের দ্বারা' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু 'বাহিত হয় হবিঃ' এই অর্থে আমরা আহবনীয় অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। শুদ্ধসত্ত্বভাব আপনিই ভগবৎসমীপে সংবাহিত হয়। সেই ভাবই এখানে প্রকাশমান্। (১ম—৩৬সূ—১৩)।

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্।)

ঊর্দ্ধো নঃ পাহ্যংহসো নি কেতুনা বিশ্বং

সমত্রিণং দহ।

কৃধী ন ঊর্দ্ধান্ চরথায় জীবসে বিদা

দেবেষু নো দুবঃ ॥ ১৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ঊর্দ্ধঃ। নঃ। পাহি। অংহসঃ। নি। কেতুনা। বিশ্বং।

সং। অত্রিণং। দহ।

কৃধি। নঃ। ঊর্দ্ধান্। চরথায়। জীবসে। বিদাঃ।

দেবেষু। নঃ। দুবঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে অগ্নিদেব! ত্বং 'ঊর্দ্ধঃ' (উন্নতঃ সন, প্রজ্ঞারূপেণ অস্মাকং বুদ্ধিপ্রদেশে অবস্থিতঃ সন্) 'ন' (অস্মান্) 'কেতুনা' (জ্ঞানেন) 'অংহসঃ' (পাপাৎ) 'নি' (নিতরাং) 'পাহি' (পরিত্রাণং কুরু); 'বিশ্বং' (সর্ব্বং) 'অত্রিণং' (ভক্ষকং, সত্ত্বনাশকং, শত্রুং) 'সং দহ' (সর্ব্বতোভাবেন ভস্মীকুরু); 'চরথায়' (লোকে চরণায়, জনহিতসাধনায়) 'নঃ' (অস্মান্) ঊর্দ্ধান্' (উন্নতান্, প্রজ্ঞাসম্পন্নান্) 'কৃধি' (কুরু); 'জীবসে' (জীবনায়, মনুষ্যজন্মসাফল্যহেতবে), 'নঃ (অস্মাকং) 'দুবঃ' (পূজাং, পরিচর্য্যাং) 'দেবেষু' (দেবভাবেষু) 'বিদাঃ' (লম্ভয়, প্রাপয়, বিস্তারয়)। হে দেব! যেন অহং জ্ঞানসাহায্যেন পাপবিদূরণক্ষমো ভবামি, শত্রুনাশসামর্থ্যঞ্চ প্রাপ্নোমি, তৎ বিধেহি; অপিচ, জনহিতসাধনায় দেবভাবলাভায় চ মাং প্রজ্ঞাসম্পন্নং কুরু। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৬সূ—১৪ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! আপনি প্রজ্ঞারূপে আমাদিগের মস্তিকে অবস্থিতি করিয়া জ্ঞান-সাহায্যে পাপ হইতে আমাদিগকে সর্ব্বদা পরিত্রাণ করুন; সত্ত্বভাবনাশক শত্রুদিগকে সর্ব্বতোভাবে ভস্মীভূত করুন; লোকহিত-সাধনার্থ আমাদিগকে উন্নত প্রজ্ঞাসম্পন্ন করুন; এবং আমাদিগের এই মনুষ্য জন্মের সাফল্য-হেতু আমাদিগের পূজা (পরিচর্য্যা) দেবভাবের মধ্যে বিস্তারিত করুন (অর্থাৎ, আমরা যেন দেবভাবের সেবা করিয়া দেবত্বের অধিকারী হইতে পারি)। (১ম—৩৬সূ—১৪ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে যূপ যদ্বা তন্নিষ্ঠাগ্নে ঊর্দ্ধ উন্নতঃ সন্ নোঽস্মান্ কেতুনা জ্ঞানেনাংহসঃ পাপান্নিপাহি। নিতরাং পালয়। বিশ্বমত্রিণং সর্ব্বমত্তারং ভক্ষকং রাক্ষসং সন্দহ। সম্যগ্ভস্মীকুরু। নোঽস্মানূর্দ্ধানুন্নতান্ কৃধি। কুরু। কিমর্থং। চরথায়। লোকে চরণায়। জীবসে জীবনায় চ নোঽস্মাকং দুবো ধনং হবিরূপং দেবেষু বিদাঃ। লম্ভয়॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে যূপ অথবা যূপনিষ্ঠ অগ্নে! তুমি উন্নত হইয়া জ্ঞানের দ্বারা আমাদিগকে পাপ হইতে সম্যক্ পালন কর। সর্ব্বভক্ষক রাক্ষসগণকে দহন কর। আমাদিগকে উন্নত কর। কি জন্য; —লোকে প্রশংসা-লাভের জন্য। জীবন-ধারণের জন্য আমাদের হবিরূপ ধন দেবতাদিগের সমীপে প্রদান কর।

অত্রিণং। অদস্তুকণে। অদেস্ত্রিনিশ্চ। উ০ ৪।৬৯। ইত্যৌণাদিকস্ত্রিনিপ্রত্যয়ঃ। যদ্বা। অদন্তস্ত্রারন্ত ইত্যত্রাঃ। আতোঽনুপসর্গে ক ইতি কঃ। আতো মত্বর্থীয় ইনিঃ। কৃধি। শ্রু শৃণু পৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসীতি হের্ধিরাদেশঃ। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। উর্দ্ধান্। উভয়থর্ক্ষু। পা০ ৮।৩।৮। ইতি বিকল্প বিধানান্নশ্ছব্যপ্রশান্। পা০ ৮।৩।৭। ইতি নকারস্য রুত্বাভাবঃ। চরথায়। চরেরৌণাদিকো ভাবেঽথপ্রত্যয়ঃ। জীবসে। জীব প্রাণধারণে। তুমর্থে সেসেন্নিত্যস্য সে প্রত্যয়ঃ। বিদাঃ। বিদ্‌ লাভে। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাল্লেট সিপি লেটোঽডাটো-বিত্যাডাগমঃ। তুদাদিত্বাচ্ছঃ। শে মুযাদানামিতি নুম ন ভবতি। অনিত্যমাগমশাসন বচনেন তস্যানিত্যত্বাৎ। ইতশ্চলোপঃ। আগমানুদাত্তত্বে বিকরণস্বর॥ ১৪॥

• • •

চতুর্দ্দশ (৪৩৩) ঋকের বিশদার্থ।

—— : • : ——

জ্ঞান উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইলে, মস্তিষ্ক জ্ঞানে পূর্ণ হইলে, পাপের কবল হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। জ্ঞানের সাহায্যেই সত্ত্বভাবনাশক শত্রুকে সর্ব্বতোভাবে ধ্বংস করিতে পারি। জ্ঞানের উন্মেষে প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইলেই জনহিতসাধনায় প্রবৃত্তি আসে। জ্ঞানের দ্বারাই মনুষ্যজন্ম-সাফল্যহেতুভূত দেবভাবসমূহের অধিকারী হওয়া যায়।

ঋক্‌ সেই চতুর্ব্বিধ প্রার্থনা বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। তাহার প্রথম প্রার্থনা,—জ্ঞান আসিয়া মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত হউক। 'হে জ্ঞান-

---

'অত্রিণং' পদটী 'অদেস্ত্রিনিশ্চ' (উ০ ৪।৬৯) সূত্রে 'ত্রিন্‌' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। অথবা 'অদস্ত্রারস্তে' এই বাক্যে 'অত্রাঃ' পদটী হইয়াছে। 'আতোঽনুপসর্গে কঃ' এই সূত্রে 'কঃ', 'আতো মত্বর্থীয় ইনিঃ' এই সূত্রে 'ইনি' প্রত্যয় হইয়াছে। 'কৃধি' পদটী 'শ্রু শৃণু পৃকৃবৃভ্যশ্ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে 'হি' স্থানে 'ধি' আদেশ হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' সূত্রে 'বিকরণে'র 'লুক্' হইয়াছে। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' এই নিয়মে সংহিতা-বিষয়ে দীর্ঘ হইয়াছে। 'উর্দ্ধান' পদটী 'উভয়থর্ক্ষু' (পাং ৮।৩।৮) সূত্রে রুত্বের বিকল্প-বিধান-হেতু 'নশ্ছব্যপ্রশান্‌ (পাং ৮।৩।৭) সূত্রে 'ন'-কারের রুত্বভাব হইয়াছে। 'চরথায়' পদটী চর ধাতুর উত্তর ভাবে ঔণাদিক 'অথ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'জীবসে' পদটী প্রাণধারণার্থ জীব ধাতুর উত্তর 'তুমর্থে সেসেন্নিত্যস্য' নিয়মানুসারে 'সে' প্রত্যয় হইয়াছে। লাভার্থ 'বিদ্‌' ধাতুর উত্তর অন্তর্ভুক্তণ্যর্থ হেতু লেটে 'সিপ' প্রত্যয় ও 'লেটোঽডাটৌ' এই সূত্রে 'অড্‌' আগম, তুদাদি হেতু 'শ' প্রত্যয়, 'শেমুচাদীনাং' সূত্রে নুমের নিষেধ। 'অনিত্যমাগমশাসনং' এই বচনের দ্বারা নুমের অনিত্যত্ব, 'ইতশ্চ লোপ' সূত্রে 'ই' লোপ। আগমের অনুদাত্তত্ব-হেতু বিকরণস্বর প্রাপ্ত হইয়া 'বিদাঃ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে॥ ১৪॥

স্বরূপ দেব! আপনি আমার মধ্যে উন্নত স্থানে অবস্থান করুন।' তাহারই ফল—সাধারণভাবে সকল প্রকার পাপ হইতে পরিত্রাণ-লাভ। দ্বিতীয় প্রার্থনা—'অত্রিদিগকে ভস্মীভূত করুন।' 'অত্রি' শব্দের অর্থ—'ভক্ষক'; ভাষ্যে তাহা হইতে 'রাক্ষস' অর্থ আমনন করা হইয়াছে। আমরা 'ভক্ষক' বলিতে 'সত্ত্বভাব-ভক্ষক' 'সত্ত্বভাব-নাশক' অর্থ গ্রহণ করিলাম। নরভুক্ বা রাক্ষস যাহারা, প্রকৃত শত্রু তো তাহারা নহে। শত্রু—ভীষণ শত্রু—তাহারাই, যাহারা সত্ত্বভাবকে গ্রাস করে। সে পক্ষে কামক্রোধাদি আমাদের রিপুগণই সত্ত্বভাব গ্রাসকারী। মিথ্যা, হিংসা, অপকর্ম্ম প্রভৃতি আমাদের কর্ম্মগুলিই সত্ত্বভাবভক্ষক-স্থানীয়। আমরা তাই মনে করি, 'অত্রিণঃ' পদে তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছে। তৃতীয় প্রার্থনা—"চরথায় নঃ ঊর্দ্ধান্ কৃধি।" এখানকার ভাব এই যে, জনহিতসাধন-সঙ্কল্পে আমায় প্রজ্ঞাসম্পন্ন করুন। 'চরথায়' পদের প্রতিবাক্য ভাষ্যে 'লোকে চরণায়' পদ আছে। আমাদের প্রতিবাক্য—'জনহিতসাধনায়।' ব্যাখ্যায় প্রথম ভাবও যে না আসে, তাহা নহে। নিম্নস্তরের মানুষ এই প্রার্থনাই করে বটে,—'হে ভগবন্! আমায় বড় (ঊর্দ্ধান্) করিয়া দেও, আমি যেন লোকসমাজে বুক ফুলাইয়া চলিতে (চরথায়) পারি।' কিন্তু যিনি বেদমন্ত্রজ্ঞ, তিনি কি কখনও ঐ হেয়-প্রার্থনায় অনুপ্রাণিত হন? তাঁহার প্রার্থনা স্বতঃই এই হয়,—'হে ভগবন্! আমায় এমন প্রজ্ঞাসম্পন্ন (ঊর্দ্ধান্) করুন, আমি যেন লোকহিতসাধনায় (চরথায়) সমর্থ হই।' ইহাই মনুষ্যোচিত কামনা। মন্ত্রের চতুর্থ প্রার্থনা,—'দেবভাবের সেবা করিতে করিতে, আমি যেন দেবভাবাপন্ন হই,—দেবভাবের সেবাই যেন আমার মনুষ্যজন্ম-সাফল্যের হেতুভূত হয়।' মন্ত্রের এই চতুর্থাংশের—"জীবসে নঃ দুবঃ দেবেষু বিদাঃ" এই অংশের—ভাষ্যানুগত অর্থ এই যে,—'আমার জীবনরক্ষার জন্য আমার দুবঃ (অর্থাৎ হবিঃস্বরূপ ধন), দেবগণকে পাওয়াইয়া দেন।' একভাবের কর্ম্মকারী ঐ অর্থই গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু অধ্যাত্মমার্গের অনুসারী জন, মনুষ্যজন্মের সার্থকতা যে দেবভাবের সেবায় এবং দেবভাবের অধিকারী হওয়ায়, তাহাই মনে করিয়া থাকেন। সে পক্ষে, সেই উদার উচ্চভাবই এখানে পরিবর্ণিত আছে—বুঝিতে পারি।

এইরূপে ঋকের মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবতা, আপনাকে জ্ঞানরূপে মস্তিষ্কে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, জ্ঞানের সাহায্যে যেন আমাদিগের পাপরাশিকে বিদূরিত করিতে পারি,—যেন রিপুশত্রুগণকে বিমর্দ্দিত করিতে সমর্থ হই,—যেন লোকহিতসাধক প্রজ্ঞা লাভ করি,—আর যেন দেবত্বের পরিচর্য্যায় দেবত্ব প্রাপ্ত হই,—সত্ত্বভাবের সেবায় আপনিই সত্ত্বগুণান্বিত হইতে পারি।' *

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'উৰ্দ্ধঃ', 'উর্দ্ধান্', 'অত্রিণং', 'চরথায়' ও 'জীবসে' পদ-কয়টীতে কি ভাব কি মর্ম্ম প্রকাশ করে, ঋকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রথমেই তাহা অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। 'অত্রিণং' পদে এখানে ঋষির সম্বন্ধ কেহ খ্যাপন করেন নাই; পরন্তু আমরা বরাবর যে অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, তাহারই পোষকতা প্রাপ্ত হই। অপর পদ-কয়টীর ভাব পরিগ্রহে কোন্ পথে আমরা কি ভাবে অগ্রসর হইয়াছি, আমাদের অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যাতেই তাহা প্রতীত হইবে। (১ম—৩৬সূ—১৪ঋ)।

পঞ্চদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্)।

পাহি নো অগ্নে রক্ষসঃ পাহি ধূর্ত্তেররাব্ণঃ।

পাহি রীষত উত বা জিঘাংসতো

বৃহদ্ভানো যবিষ্ঠ্য ॥ ১৫ ॥

---

* এই ঋকের একটী ইংরাজী অনুবাদ কতটা নিকটে গিয়াছে, দেখুন;—

"Standing straight, protect us by thy splendour from evil; burn down every ghoul. Let us stand straight that we may walk and live. Find out our worship among the gods."—*H Oldenburg.*

পদ-বিশ্লেষণং ।

পাহি । নঃ । অগ্নে । রক্ষসঃ । পাহি । ধূর্তেঃ । অরাব্ণঃ ।

পাহি । রিষতঃ । উত । বা জিঘাংসতঃ ।

বৃহদ্ভানো ইতি বৃহৎ২ভানো । যবিষ্ঠ্য ॥ ১৫ ॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা ।

'বৃহদ্ভানো' (প্রচণ্ডদীপ্তিশালিন্) 'যবিষ্ঠ্য' (যুবতম, তীব্রতেজঃসম্পন্ন) 'অগ্নে' (হে জ্ঞান-স্বরূপ অগ্নিদেব) 'নঃ' (অস্মান্) 'রক্ষসঃ' (সৎকর্ম্মবাধকাৎ) 'পাহি' (পরিত্রাণং কুরু) ; তথা 'অরাব্ণঃ' (পরমার্থরূপাণাং ধনাদীনাং অপ্রাপ্তিসাধকং) 'ধূর্তেঃ' (কুটিলস্য কবলাৎ) 'পাহি' (পরিত্রাণং কুরু) ; 'উত' (অপিচ) 'রিষতঃ' (হিংসকাৎ) 'বা' (অথবা) 'জিঘাংসতঃ' (হন্তুমিচ্ছতঃ শত্রোঃ সকাশাৎ) 'পাহি' (পরিত্রাণং কুরু) । হে জ্ঞানস্বরূপ ! ত্বং প্রচণ্ডশক্তিশালী ; তব শক্তিপ্রভাবেন মম সর্ব্বে শত্রবঃ প্রতিহতা ভবন্তু । ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ । (১ম—৩৬সূ—১৫ঋ) ।

• • •

বঙ্গানুবাদ ।

প্রচণ্ডদীপ্তিশালী, যুবতম তীব্র-তেজঃসম্পন্ন হে অগ্নিদেব ! সৎকর্ম্মে বাধাপ্রদানকারী রাক্ষস হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন ; পরমার্থ-রূপ ধনের অপ্রাপ্তিসাধক কুটিলের কবল হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন ; অপিচ, হিংসাকারী শত্রু হইতে অথবা আমাদের হননাভিলাষী শত্রু হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন । (১ম—৩৬সূ—১৫ঋ) ।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে অগ্নে হে বৃহদ্ভানো বৃহন্তো ভানবো যস্য তাদৃশ হে যবিষ্ঠ্য যুবতম হে অগ্নে নোঽস্মান্রক্ষসো বাধকাদ্রাক্ষসাদেঃ পাহি । পালয় । তথা অরাব্ণো ধনাদীনামদাতৃরূপাদ্ধূর্তে

সায়ণভাষ্যের-বঙ্গানুবাদ ।

হে বৃহদ্ভানো ! (বৃহৎ ভানু অর্থাৎ কিরণ-সকল যাহার) হে যবিষ্ঠ যুবতমাগ্নে ! তুমি আমাদিগকে রাক্ষসাদি হিংসক হইতে রক্ষা কর ; এবং ধনাদির অদাতৃরূপ হিংসক হইতে

হিংসকাৎ পাহি। তথা রিষতো হিংসকাদ্‌ব্যাঘ্রাদেঃ সকাশাৎ পাহি। উত বা অথবা জিঘাংসতো হন্তুমিচ্ছতঃ শত্রোঃ সকাশাৎ পাহি॥

ধূর্ত্তেঃ। ধুর্ব্বি হিংসার্থঃ। ক্তিচক্তৌ চ সংজ্ঞায়ামিতি কর্ত্তরি ক্তিচ্। তিতুত্রেত্যাদি নেট্‌প্রতিষেধঃ। রাল্লোপ ইতি বকারলোপঃ। হলিচেতি দীর্ঘত্বং। অরাব্ণঃ। রা দানে। আতোমনিন্নিত্যাদিনা বনিপ্। নঞ্‌সমাসেঽব্যয় পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। পঞ্চম্যেক-বচনেঽল্লোপোঽন ইতিনোঽকারস্য লোপঃ। রিষতঃ। রিষ হিংসায়াং। লটঃ শতৃ। বহুলং ছন্দসীতি শপোলুক্। প্রত্যয়স্বরে প্রাপ্তে ব্যত্যয়ে নাদ্যুদাত্তত্বং। জিঘাংসতঃ। হন্তেরিচ্ছার্থে সন্‌জ্‌ছন গমাং সনি। পা০ ৬৮।১৬। ইত্যুপধাদীর্ঘত্বং। অভ্যাসাচ্চ। পা০ ৭।৩।৫৫। ইত্যভ্যাসাদুত্তরস্য হকারস্য ঘত্বং। সন্নত ইতীত্বং। অদুপদেশাল্লসার্ব্ব-ধাতুকানুদাত্তত্বে সনো নিত্যান্নিৎস্বরেণ পদস্যাদ্যুদাত্তত্বং। বৃহদ্ভানো। আমন্ত্রিতস্য চেতি বাৰ্ত্তিকমাদ্যুদাত্তত্বং। পাদাদিত্বাদাষ্টমিকনিঘাতাভাবঃ। যবিষ্ঠ্য। স্থূলদূরেত্যাদিনা যণাদি-পরস্য লোপঃ। পূর্ব্বস্য চ গুণঃ। যকারোপজনশ্ছান্দসঃ॥ ১৫॥ (১ম—৩৬সূ—১৫ঋ)॥

ইতি প্রথমাষ্টকে তৃতীয়াধ্যায়ে দশমো বর্গঃ॥ ১০॥

• • •

পালন কর। হিংসক ব্যাঘ্রাদির সমীপ হইতে রক্ষা কর। অথবা, হননেচ্ছু শত্রু হইতে রক্ষা কর।

'ধূর্ত্তেঃ' পদটী হিংসার্থ 'ধুর্ব্বি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ক্তিচক্তৌচ সংজ্ঞায়াং' এই সূত্র দ্বারা সংজ্ঞার্থে ক্তিচ্ প্রত্যয়, 'তিতুত্রেত্যাদি' সূত্রে 'ইটের' প্রতিষেধ; 'রাল্লোপ' সূত্রে 'বকার লোপ, 'হলিচেতি' সূত্রে দীর্ঘ হইয়াছে। দানার্থ 'রা' ধাতু হইতে 'অরাব্ণঃ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'আতো মনিন্' ইত্যাদি সূত্রে 'বনিপ্' প্রত্যয়, নঞ্‌ সমাসে অব্যয়ের পূর্ব্বভাগের প্রকৃতি-স্বরত্ব। 'রিষতঃ' পদটী হিংসার্থ রিষ্-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লটঃ শতৃ' সূত্রে 'শতৃ' প্রত্যয়। 'বহুলং ছন্দসি' সূত্রে 'শপের' লুক অর্থাৎ লোপ। প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হেতু ব্যত্যয়ে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'জিঘাংসতঃ' ইচ্ছার্থে হন ধাতুর উত্তর 'সন্‌যজ্‌ছনগমাংসনি' (পা০ ৬৮।১৬) এই সূত্রে উপধা দীর্ঘ হইয়াছে। 'অভ্যাসাচ্চ' (পা০ ৭।৩।৫৫) সূত্রে অভ্যাসের উত্তর 'হকার' স্থানে 'ঘ' হইয়াছে। 'সন্নতঃ এই সূত্রে "ই" হইয়াছে। অৎ' উপদেশ হেতু 'লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে' এই নিয়মে 'ন' কার ইৎ অর্থাৎ ন থাকে না বলিয়া 'নিৎস্বরেণ' এই নিয়মে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'বৃহদ্ভানো' পদটী 'আমন্ত্রিতস্য চেতি বার্ত্তিকং' এই নিয়মে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পাদাদিত্বহেতু আষ্টমিক নিঘাত হয় নাই। 'যবিষ্ঠ্য' পদটী 'স্থূলদূরেত্যাদিনা' সূত্র দ্বারা যণাদি-পরভাগের লোপ, পূর্ব্বভাগের গুণ। ছান্দস-হেতু 'যকার' হইয়াছে। (১ম—৩৬সূ—১৫ঋ)।

প্রথমাষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ের দশম বর্গ সমাপ্ত।

• • •

পঞ্চদশ (৪৩৪) ঋকের বিশদার্থ।

—:o:—

এ ঋকে অগ্নিদেবের সম্বোধনে 'বৃহদ্ভানো' ও 'যবিষ্ঠ্য' পদদ্বয় দৃষ্ট হয়। তাহাতে তিনি যে সূর্য্যের অধিক দীপ্তিশালী এবং প্রচণ্ডতেজঃসম্পন্ন, তাহাই বুঝা যায়। সেই যে অগ্নিদেব, তাঁহার নিকট চতুর্ব্বিধ বিপদ হইতে পরিত্রাণের প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

প্রথম প্রার্থনা—'রক্ষসঃ পাহি।' ইহার 'রক্ষসঃ' পদের প্রতিবাক্যে ভাষ্যেই 'বাধকাৎ' পদ প্রযুক্ত দেখি। এখানে সাধারণভাবে 'সৎকর্ম্মে বাধাপ্রদানকারী হইতে এইরূপ অর্থ ই আমনন করা যায়। রাক্ষসেরা বা অনার্য্যেরা যজ্ঞ নষ্ট করিত; ইহাতে তাহাদেরই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে,—কেহ কেহ এমন কথাও কহিয়া থাকেন। কিন্তু এখানে কাল-বিশেষের বা লোক-বিশেষের কোনও সংশ্রব আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। এখানকার প্রার্থনার ভাব এই যে,—'আমাদের যে কোনও কার্য্যে বা যে কোনও ভাবে, সৎকর্ম্মে বাধা উৎপাদন করে, তাহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।'

দ্বিতীয় প্রার্থনা—'অরাব্ণঃ ধূর্ত্তে পাহি।' প্রচলিত অর্থ এই যে,—'ধনের অদাতৃরূপ হিংসক হইতে পরিত্রাণ করুন।' আমরা এখানে ধন বলিতে 'পরমার্থরূপ ধন' ভাব গ্রহণ করি। সে ধন যাহার-তাহার নাই; সুতরাং তাহার 'অদাতাই' যে শত্রু, তাহা বলা যায় না। আমরা বলি, এস্থলে 'অদাতার' পরিবর্ত্তে 'অপ্রাপ্তিসাধক' প্রতিবাক্যই সঙ্গত হয়। কুটিল বা অসৎকর্ম্ম মাত্রই পরমার্থ-রূপ ধনের অপ্রাপ্তিসাধক। এখানে "অরাব্ণঃ ধূর্ত্তে" পদদ্বয়ে, পরমার্থ-রূপ ধনের অপ্রাপ্তিসাধক কুটিল কর্ম্ম-মাত্রকে বুঝাইতেছে। তেমন কর্ম্মের সংশ্রবে যেন আমরা না থাকি, সেরূপ কর্ম্মের কবল হইতে আমায় পরিত্রাণ করুন,—ইহাই এখানকার প্রার্থনা।

তৃতীয় ও চতুর্থ প্রার্থনা—"রিষতঃ বা জিঘাংসতঃ পাহি।" ভাব এই যে,—'যাহারা আমাদিগের প্রতি হিংসা করে, অথবা যাহারা আমাদিগের হনন ইচ্ছা করে, তাহাদিগ হইতে আমায় পরিত্রাণ করুন।' ভাষ্যের

মতে,—'ব্যাঘ্রাদিই আমাদের হিংসাকারী এবং মানুষ শত্রুই (দুর্জ্জনগণই) আমাদের হননাভিলাষী। সুতরাং ব্যাঘ্রাদি হইতে বা অন্য হিংসক মানুষ-শত্রু হইতে রক্ষার প্রার্থনাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে।' আমরা কিন্তু বলি,—ব্যাঘ্রাদিই মানুষের চরম-শত্রু নহে, মানুষ-শত্রুও মানুষের হননকারী পরমশত্রু নহে। হননকারী বা হিংসাভিলাষী সে শত্রু—মানুষের দেহের মধ্যেই আছে। কে কাহাকে হিংসা করে? কে কাহাকে হনন করে? নিজের কর্ম্মই নিজেকে হনন করে না কি? অন্তরস্থিত আপনার রিপুশত্রুগণই আপনাকে হিংসা করে না কি? ফলতঃ, এখানকার প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমি যেন আমার আত্মনাশক কোনও কর্ম্ম না করি,—আমার হৃদয়ের বৃত্তিগুলি যেন আমায় বিভ্রান্ত করিয়া আমায় ধ্বংসের পথে লইয়া না যায়।' ইহাই এ মন্ত্রের তাৎপর্য্য। (১ম—৩৬সূ—১৫ঋ)

—— • ——

ষোড়শী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তং। ষোড়শী ঋক্।)

ঘনেব বিষ্বগ্বি জহ্যরাব্ণস্তপুর্জম্ভ যো অস্মধ্রুক্।

যো মর্ত্ত্যঃ শিশীতে অত্যক্তুভির্মা নঃ

স রিপুরীষত॥ ১৬॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ঘনাঽইব। বিষ্বক্। বি। জহি। অরাব্ণঃ। তপুঃঽজম্ভ। যঃ। অস্মঽধ্রুক্।

যঃ। মর্ত্ত্যঃ। শিশীতে। অতি। অক্তুঽভিঃ। মা। নঃ।

সঃ। রিপুঃ। ঈশত॥ ১৬॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'তপুর্জম্ভ' (তপ্যমানরশ্মিযুক্ত, শত্রুসন্তাপকারিন্, হে অগ্নিদেব) 'অরাব্ণঃ' (পরমার্থরূপাণাং ধনানাং অপ্রাপ্তিসাধকান্ শত্রূন্) 'ঘনা ইব' (কঠিনেন আয়ুধেন ইব, যথা—দণ্ডপাষাণাদিনা যথা ভাণ্ডাদিভঙ্গং করোতি তদ্বৎ) 'বিষ্বক্' (সর্ব্বতঃ) 'বি জহি' (বিশেষেণ মারয়); 'যঃ' (অন্যোঽপি রিপুঃ) 'অস্মধ্রুক্' (অস্মদ্বিষয়ে দ্রোহকারী, হিংসাপরায়ণঃ) অথবা 'যঃ মর্ত্ত্যঃ' (যঃ চ অন্যো মরণধর্ম্মী শত্রুঃ) 'অক্তুভিঃ' (আয়ুধৈঃ) 'অতি শিশীতে' (অতিশয়েন অস্মান্ প্রহরতি, ক্লেশপ্রদানং করোতি) 'সঃ রিপুঃ' (তদ্বিধঃ শত্রুঃ) 'ন' (অস্মান্ প্রতি) 'মা ঈশত' (হিংসাসমর্থো মা ভূৎ)। ভাবার্থঃ—হে প্রচণ্ডশক্তিশালিন্ দেব! সৎকর্ম্মণি বাধাপ্রদানকারিণঃ শত্রূন্ সর্ব্বথা নাশয়। যো রিপুর্বা যো মনুষ্যঃ হিংসাপরায়ণঃ, স নিধনং প্রাপ্নোতু। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৩৬সূ—১৬ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নিদেব! পরমার্থ-রূপ ধনের অপ্রাপ্তিসাধক শত্রুদিগকে কঠিন অস্ত্রের দ্বারা (পাষাণাদির আঘাতে ভাণ্ডাদি যেরূপ ভঙ্গ হয় তদ্বৎ) সর্ব্বতোভাবে বিশেষপ্রকারে বিনাশ করুন; অন্য যে রিপুশত্রু অস্মদ্বিষয়ে হিংসাপরায়ণ আছে, অথবা মরণধর্ম্মী যে শত্রু নানারূপ অস্ত্রের দ্বারা আমাদিগকে অতিশয় ক্লেশ প্রদান করে, সেই দ্বিবিধ শত্রু আমাদের প্রতি যেন হিংসা-প্রকাশে সমর্থ না হয়। (১ম—৩৬সূ—১৬ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে তপুর্জম্ভ তপ্যমান রশ্মিযুক্তাগ্নে। অরাব্ণোঽস্মভ্যং দেয়স্য ধনস্যাদাতৄন্ বৈরিণো বিষ্বক্ সর্ব্বতো বিজহি। বিশেষেণ মারয়। তত্র দৃষ্টান্তঃ। ঘনেন যথা কঠিনেন দণ্ড-পাষাণাদিনা ভাণ্ডাদি ভঙ্গং করোতি তদ্বৎ। যোঽন্যোঽপি রিপুরস্মধ্রুক্। অস্মদ্বিষয়ে দ্রোহ-কারী ভর্ৎসনাদিনা বাধতে। যশ্চান্যো মর্ত্ত্যো মনুষ্যঃ শত্রুরক্তুভিরায়ুধৈরপি শিশীতে। তনূকরোতি। অস্মান্ প্রহরতীত্যর্থঃ। স রিপুর্ভর্ৎসন্ প্রহারকারী দ্বিবিধোঽপি শত্রুর্নোঽস্মান্ প্রতি মেশত। ঈশত শক্তো মা ভূৎ॥

সায়ণভাষ্যের-বঙ্গানুবাদ।

হে তপনশীল রশ্মিযুক্ত অগ্নে! তুমি আমাদিগকে দেয় ধনের অদাতারূপ বৈরিসমূহকে (অর্থাৎ দান-প্রতিষেধক শত্রুসকলকে) সমূলে বিনাশ কর। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত;—কঠিন দণ্ডপাষাণাদি দ্বারা যেরূপ ভাণ্ড প্রভৃতি ভঙ্গ হইয়া থাকে, সেই প্রকার। আমাদিগের দ্রোহকারী ভর্ৎসনাকারী শত্রু যে রিপুগণ এবং যে সকল মনুষ্য-শত্রু অস্ত্রাদি দ্বারা আমাদিগকে প্রহার করিতে চেষ্টা করে, সেই দ্বিবিধ শত্রু যেন আমাদের প্রতি হিংসা করিতে সমর্থ না হয়।

ঘনাহইব। সুপাং সুলুগিতি তৃতীয়ায়া ডাদেশঃ। জহি হন্তেলোটি হীহন্তের্জঃ। পা০ ৬।৪।৩৬। ইতি আদেশঃ। তস্যাসিদ্ধত্বাদ্ধের্লুগভাবঃ। তপুর্জম্ভঃ। তপঃ সন্তাপে। ঔণাদিকঃ করণ উসিন্‌প্রত্যয়াস্তস্তপুস্‌শব্দঃ নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। জভিনাশনে। জম্ভতে শএব এভিরিতি জম্ভান্যায়ুধানি। করণে ঘঞ্। তপুংষ্যেব জম্ভানি যস্যাসৌ তপুর্জম্ভঃ। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। অস্মধ্রুক্। দ্রুহি জিঘাংসায়াং। সৎসুদ্বিষেত্যাদিনা ক্বিপ্। বা দ্রুহমুহস্নুস্নিহাং। পা০ ৮।২।৩৩। ইতি হকারস্য ঘত্বং। ভস্‌ভাবঃ। শিশীতে। শী তনু-করণে। ব্যত্যয়েনাত্মনে পদং। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য শ্লুঃ। আদেচ ইত্যাত্বং। ততো দ্বির্বচনে বহুলং ছন্দসি। পা০ ৭।৪।৭৮। ইত্যভ্যাসস্যেত্বং। ঈংঘ্বোরিতীত্বং ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। ঈশত। লঙি বহুলং ছন্দসীতি শপো লুগভাবঃ। ন মাঙ্‌যোগ ইত্যড়াগমাভাবঃ॥ (১ম—৩৬সূ—১৬ঋ)।

ষোড়শ (৪৩৫) ঋকের বিশদার্থ।

এখানে অগ্নিদেবকে 'তপুর্জম্ভ' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। উহার ভাব এই যে, তিনি শত্রুগণকে সন্তপ্ত করিতে—বিনাশ করিতে সমর্থ হন। 'অরাব্নঃ' (অরাবণঃ) পদের মর্ম্ম পূর্ব্ব ঋকেই পরিব্যক্ত হইয়াছে। যে শত্রু পরম ধন প্রাপ্তির অন্তরায় হয়, তাহাকেই

'ঘনাহইব' পদটী 'সুপাং সুলুক' সূত্রে তৃতীয়া স্থানে 'ডা' আদেশ। 'জহি'—নাশার্থ হন ধাতুর লোটে 'হীহন্তের্জঃ' (পা০ ৬।৪।৩৬) সূত্রে 'জ' আদেশ, 'তস্যাসিদ্ধত্বাদ্ধের্লুগভাব' এই বাক্যে 'হি' লুক অর্থাৎ লোপ হইতে পারে নাই। 'তপুর্জম্ভ' পদটী সন্তাপার্থ 'তপ' ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'উসিন্' প্রত্যয়, 'তপুস্' শব্দের 'ন' ইৎ অর্থাৎ থাকে না বলিয়া আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। নাশনার্থ 'জভি' ধাতুর উত্তর 'নাশ হয় শত্রু সকল ইহাদের দ্বারা' এই অর্থে 'জম্ভানি'; তাহার অর্থ—অস্ত্রসকল। করণে 'ঘঞ্' প্রত্যয়। 'তাপই আয়ুধ হইয়াছে যাহার' —এই ব্যাসবাক্যে 'তপুর্জম্ভ' পদটী নিষ্পন্ন। আমন্ত্রিত-হেতু তাঁহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'অস্মধ্রুক্' পদটী জিঘাংসার্থ 'দ্রুহি' ধাতুর উত্তর 'সৎসুদ্বিষেত্যাদি' সূত্র দ্বারা 'ক্বিপ্' প্রত্যয়, 'দ্রুহ মুহ স্নুহস্নিহাং (পা০ ৮।২।৩৩) সূত্রে 'হ' কারের স্থানে 'ঘ' এবং 'ভস্‌ভাব' হইয়াছে। 'শিশীতে' পদটী তনু অর্থাৎ অল্পকরণার্থ 'শী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; ব্যত্যয়হেতু আত্মনে পদ হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' সূত্রে বিকরণ স্থানে 'শ্লু' প্রত্যয়, 'আদেচ' ইত্যাদি সূত্রে 'আ', 'ঈংঘ্বোঃ' ইত্যাদি সূত্রে 'ই' হইয়া ব্যত্যয়-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'যদ্বৃত্ত যোগাৎ' এই নিয়মে নিঘাত হয় নাই। 'ঈশতঃ' পদটীতে 'লঙিবহুলং ছন্দসি' সূত্রে 'শপের' লুক অর্থাৎ লোপ হইতে পারে নাই। 'নমাঙ্‌যোগে' এই সূত্রে অড়াগম হইতে পারে নাই॥ ১৬॥

'অরাবুঃ' বলা যায়। 'ঘনা' (ঘনেন) পদে 'কঠিন অস্ত্রের আঘাতে' ভাব আসে। উহার সহিত 'ইব' অব্যয় পদের সমাবেশ থাকায় ভাষ্যকার একটা উপমার অধ্যাহার করিয়াছেন। তাহাতে 'ঘনা ইব' পদের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—'কঠিন প্রস্তরাদির আঘাতে ভাণ্ডাদি যেমন বিভঙ্গ হয় তদ্বৎ।' যাহা হউক, মন্ত্রের প্রথমাংশের ("অরাবু ঘনা ইব বিষ্বক বি জহি" অংশের) মর্ম্ম এই যে,—'হে শত্রুত্রাসকারী দেব! সৎকর্ম্মের প্রতিবন্ধক শত্রুদিগকে আপনি চূর্ণ বিচূর্ণ করুন,—সর্ব্বতোভাবে তাহারা বিনষ্ট হউক।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে ("যঃ অস্মধ্রুক্" হইতে "মা ঈশত" পর্য্যন্তে) দ্বিবিধ শত্রুর বিষয় উক্ত হইয়াছে। এক প্রকার শত্রুকে "মর্ত্ত্য" নামে অভিহিত; এবং অন্য প্রকার শত্রুর পরিচয়ে "যঃ অস্মধ্রুক্" বাক্য দৃষ্ট হয়। এখানে 'মর্ত্ত্যঃ' শব্দে ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণ 'মনুষ্যঃ' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু ঐ পদে মরণধর্ম্মী জীব মাত্রকেই লক্ষ্য করিতেছে বলিয়া মনে করি। তাহাতে ভাব আসে এই যে, এক প্রকার শত্রু—এই সংসারের মনুষ্যাদি প্রাণি-সমূহ, অন্যপ্রকার শত্রু—হৃদয়ের অসদ্ভাবনিবহ। মনুষ্যাদি প্রাণিরূপ শত্রু মরণধর্ম্মী, তাই তাহাদিগকে 'মর্ত্ত্য' বলিয়া পরিচিত করা হইল; অন্য যে শত্রু, তাহারা মৃত্যুর অধীন নহে, তাহারা সহসা মরে না, অনেক কষ্টে তাহাদিগকে হৃদয় হইতে দূর করিতে হয়, তাই তাহাদিগের পরিচয়ে "অস্মধ্রুক্" মাত্র বলা হইল। তাহারা আমাদিগের শত্রু—চিরশত্রু, তাহারা মরে না; তাহারা হিংসাপরায়ণ—চিরহিংসা-পরায়ণ হইয়াই থাকে। 'অস্মধ্রুক্' পদে এই ভাবই প্রকাশ পাইল। এ পক্ষে "অক্রুভিঃ" পদেরও বেশ একটু সার্থকতা দেখা যায়। মরণধর্ম্মী যে শত্রু, বলা হইয়াছে—তাহারা অস্ত্রের দ্বারা আমাদিগকে আহত করে। অস্ত্র নানা প্রকার হইতে পারে। নখ, দন্ত প্রভৃতিকেও অস্ত্রপর্য্যায়ভুক্ত করা যায়। আবার বাক্যাদিও (মিথ্যাকথনাদিও) এ পক্ষে অস্ত্রের পর্য্যায়ে আসিয়া থাকে। মর্ত্ত্যগণ যে আমাদের সৎকর্ম্ম-সাধনে বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহা তাহাদিগের ব্যবহৃত নানারূপ অস্ত্রের দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। অনিষ্টকরণে তাহাদের নিজের শক্তি-

সামর্থ্য অল্প; তাই তাহারা যেন অন্যের—অস্ত্রের সাহায্য লইয়াই সে কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। কিন্তু অন্য যে শত্রু, তাহারা স্বয়ং শক্তিমান্; অনিষ্টসাধনে তাহারা স্বতঃক্ষমতাপন্ন। হৃদয়ের অসদ্ভাবসমূহ বা রিপু-শত্রুগণ আমাদের যে অহিতসাধন করে, তাহার জন্য তাহাদের কখনও অপর আয়ুধের সাহায্য লইতে হয় না; তাহারা আপনারাই আপনাদের দ্বারাই অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে। ভাবটা একটু প্রস্ফুট করিতেছি। মনে করুন, হিংসা-বৃত্তি। সে যখন আমার অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইবে, কোনও আয়ুধের সাহায্য তাহার আবশ্যক হইবে না। সে আপনা-আপনিই জাগিয়া উঠিয়া আপনার কার্য্য করিয়া যাইবে। হৃদিস্থিত বিভিন্ন অসদ্‌বৃত্তি সম্বন্ধেই এই ভাব বুঝিতে হইবে। উহারা কেহই শরণধর্ম্মী নহে; পরন্তু অনন্যসাহায্যে আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া যাইতে পারে। এ পর্য্যায়ের মধ্যে আধ্যাত্মিক ক্লেশপ্রদায়ক সর্ব্ববিধ শত্রুকেই গণ্য করিতে পারি, অন্য পর্যায়ে আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক ক্লেশ-প্রদায়ক শত্রুদিগকে নির্দ্দেশ করা যায়। ফলতঃ, ঐ দুই পর্য্যায়ের দ্বিবিধ শত্রুর প্রভাবের ও আক্রমণের বিষয়ই এখানে প্রখ্যাপিত হইয়াছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'হে ভগবন্! সংসারের দ্বিবিধ শত্রুর কবল হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। যেন অন্তঃশত্রু আমাদিগকে ক্লেশ দিতে না পারে। যেন বহিঃশত্রু আমাদিগের ক্লেশদায়ক না হয়। যেন সকল প্রকার শত্রুর গ্রাস হইতে মুক্তি পাইয়া আমরা পরমধন-লাভে সমর্থ হই।' (১ম—৩৬সূ—১৬ঋ)।

—— • ——

সপ্তদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তং। সপ্তদশী ঋক্।)

অগ্নির্ব্বব্রে সুবীর্য্যমগ্নিঃ কণ্বায় সৌভগং।

অগ্নিঃ প্রাবন্মিত্রোত মেধ্যাতিথিমগ্নিঃ

সাতো উপস্তুতং ॥ ১৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অগ্নিঃ। বন্বে। সুঽবীর্য্যং। অগ্নিঃ। কণ্বায়। সৌভগং।

অগ্নিঃ। প্র। আবৎ। মিত্রা। উত। মেধ্যঽঅতিথিং। অগ্নিঃ।

সাতৌ। উপঽস্তুতং ॥ ১৭ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অগ্নিঃ' (জ্ঞানস্বরূপো দেবঃ) 'সুবীর্য্যং' (শোভনবীর্য্যোপেতং ধনং উদ্দিশ্য, পরমধন-প্রাপ্তিকামনায়াঃ) 'বন্বে' (যাচিতঃ, প্রার্থিতঃ); 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানস্বরূপঃ স দেবঃ) 'কণ্বায়' (অতিক্ষুদ্রায়, অকিঞ্চনায়) 'সৌভগং' (পরমধনদানরূপং ভাগ্যং) প্রযচ্ছত ইতি শেষঃ; 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানস্বরূপঃ স দেবঃ) 'মিত্রা' (মিত্রাণি, মিত্রভাবাপন্নান্ জনান্, জ্ঞানাধিকারিণঃ) 'প্র আবৎ' (প্রকর্ষেণ রক্ষিতবান্); 'উত' (অপিচ) 'মেধ্যাতিথিং' (জ্ঞানানুশীলনপরং, জ্ঞানানুসন্ধিৎসুং) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানস্বরূপ স দেবঃ) প্রাবৎ তথা 'উপস্তুতং' (উপাসনাপরায়ণং জনং) "সাতা' (সাতৌ, ধনাদিদানেন) প্রাবৎ ইতি শেষঃ। জ্ঞানানুসারিণঃ সর্ব্বে সর্ব্বপ্রকারেণ সফলকামা ভবন্তীতি ভাবঃ। (১ম—৩৬সূ—১৭ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব পরমধন প্রাপ্তির জন্য উপাসিত হইয়া থাকেন; জ্ঞানস্বরূপ সেই অগ্নিদেব অতিক্ষুদ্র অকিঞ্চনকে পরমধনদানরূপ সৌভাগ্য প্রদান করেন; মিত্রভাবাপন্ন জ্ঞানাধিকারী জনকে তিনি রক্ষা করিয়া থাকেন; জ্ঞানানুসন্ধিৎসু জনকে তিনি রক্ষা করিয়া থাকেন; এবং উপাসনা-পরায়ণ জনকে তিনি রক্ষা করিয়া থাকেন। (১ম—৩৬সূ—১৭ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অগ্নির্দেবঃ সুবীর্য্যং শোভনবীর্য্যোপেতং ধনমুদ্দিশ্য বন্বে। যাচিতঃ। সোঽগ্নিঃ কণ্বায় মহর্ষয়ে সৌভগং শোভনধনাদিরূপং ভাগ্যং প্রাযচ্ছদিতি শেষঃ। তথাগ্নির্মিত্রাস্মন্মিত্রাণি

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অগ্নিদেব উত্তমবীর্য্য ধনোদ্দেশে প্রার্থিত হইয়াছিলেন। সেই অগ্নি কণ্ব নামক মহর্ষিকে শোভনধনাদিরূপ ভাগ্য (ঐশ্বর্য্য) প্রদান করিয়াছিলেন। অগ্নি আমাদের মিত্রগণকে

প্রাবৎ। প্রকর্ষেণ। রক্ষিতবান্। উত অপিচ। মেধ্যাতিথিং মেধযোগ্যেরতিথিভিরুপেত-মৃষিং প্রাবৎ। তথোপস্তুতমপি স্তোতারং যজমানং সাতৌ ধনাদি দাননিমিত্তং প্রাবদিতি শেষঃ ॥

ববে। বহু যাচনে। কর্ম্মণি। লিট্। ন শসদদবাদিগুণানাং। পা০ ৬।৪।১২৬। ইত্যেত্বাভ্যাস লোপয়োঃ প্রতিষেধঃ। উপধা লোপশ্ছান্দসঃ। সৌভগং। সুভগাম্মন্ন ইত্যুদ্গাত্রাদিষু পাঠাত্তস্য ভাবঃ ইত্যেতস্মিন্নর্থেঽঞ্। পা০ ৫।১।১২৯। ক্রিয়াদাদ্যুদাত্তত্বং। মিত্রা। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শেলোপঃ। উপস্তুতং। ক্তিচক্তৌচ সংজ্ঞায়ামিতি স্তৌতেঃ কর্ত্তরি ক্তঃ। থাথাদিনোত্তরপদাস্তোদাত্তত্বং ॥ (১ম—৩৬সূ—১৭ঋ)।

সপ্তদশ (৪৩৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত 'কণ্বায়' 'মেধ্যাতিথিং' এবং 'উপস্তুতং' পদত্রয় সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই কহেন—এখানে কণ্বাদি নামধেয় ঋষিত্রয়ের বিষয় কথিত হইয়াছে। * ভাষ্যের মত এই যে, 'কণ্বায়' পদে কণ্ব-নামক মহর্ষিকে, 'মেধ্যাতিথিং' পদে 'পূজনীয় অতিথিদিগের সহিত ঋষিকে' এবং 'উপস্তুতং' পদে উপাসনাকারী যজমানকে বুঝাইতেছে।

প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন।' পূজনীয় অতিথিযুক্ত ঋষিকেও রক্ষা করিয়াছিলেন। অন্তু স্তোতৃ যজমানকেও ধনদান করিবার জন্য রক্ষা করিয়াছিলেন।

'ববে' পদটী যাচনার্থ 'বপ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। কর্ম্মবাচ্যে 'লিট,' 'নশসদদবাদিগুণানাং' (পা০ ৬।৪।১২৬) সূত্রে 'এ' এবং 'অভ্যাস' লোপের প্রতিষেধ। 'ছান্দস' হেতু উপধার লোপ। 'সৌভগং' পদটী 'সুভগাম্মন্ন ইত্যুদ্গাত্রাদিষু পাঠাৎ তস্য ভাবঃ' এই অর্থে অঞ্ (পা০ ৫।১।১২৯)। 'উপস্তুতং' পদটী 'ক্তিচক্তৌচ সংজ্ঞায়াম্' এই সূত্রে 'স্তৌতি' স্তবার্থ 'স্তু' ধাতুর উত্তর কর্ত্তরি ক্তঃ। 'থাথাদিনা' এই সূত্রে উত্তর পদের অন্তভাগের উদাত্তত্ব হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

---

* ঋকের একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। দেখুন—সেখানেও এই ভাব প্রকটিত। যথা,—"Agni has won abundance in heroes, Agni prosperity (for Kanva). Agni and the two Mitras (i. e. Mitra and Varuna) have blessed Medhyatithi, Agni (has blessed) Upastuta in the acquirement (of wealth"). অনুবাদক 'মিত্রা' পদে মিত্র ও বরুণ দুই দেবতাকে অতিরিক্তভাবে আনিয়াছেন; এবং তাঁহারা তিন দেবতায় মেধ্যাতিথিকে অনুগৃহীত করিতেছেন—প্রকাশ করিয়াছেন।

আমরা কিন্তু ঐ তিন পদে অন্যরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'কণ্ব' ও 'মেধ্যাতিথি' সম্বন্ধে আমাদের মতের আলোচনা পূর্ব্ববর্ত্তী ঋক্‌সমূহে (এই সূক্তের দশম ও একাদশ ঋকে) দেখিতে পাইবেন। এখানেও সেই সিদ্ধান্তই অব্যাহত রহিল। অর্থ-সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন নাই। 'উপস্তুতং' পদও সেই যুক্তি-অনুসারেই 'উপাসনাপরায়ণং জনং' প্রতিবাক্য প্রাপ্ত হইল। ব্যক্তিবিশেষের নামের সহিত মন্ত্রের সম্বন্ধ-কল্পনা—পরবর্ত্তিকালের নির্দ্দেশ, ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত।

ঋক্‌টি অগ্নিদেবের মাহাত্ম্যমূলক। ধনাকাঙ্ক্ষাতেই মানুষ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে। তিনিও যথাপর্য্যায় সকলকে সকল প্রকার ধন দান করেন। এখানে 'কণ্বায়' 'মিত্রা' 'মেধ্যাতিথিং' 'উপস্তুতং'—এই চারিটী পদে চারি শ্রেণীর উপাসকের বা প্রার্থীর বিষয় প্রখ্যাপিত হইয়াছে। তিনি জ্ঞানস্বরূপ; তাঁহাকে পাইতে হইলে বা তাঁহাতে মিশিতে হইলে, জ্ঞানের অধিকারী হওয়া আবশ্যক। 'কণ্ব' বলিতে অল্পজ্ঞানীকে বুঝাইতেছে। 'মিত্রা' পদে মিত্রের ন্যায় জ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ যে জ্ঞানে জ্ঞানী হইলে তাঁহার সহিত মিত্রত্ব সম্ভবপর, তদ্রূপ জ্ঞানিগণকে লক্ষ্য করিতেছে। 'মেধ্যাতিথিং' অর্থাৎ যিনি জ্ঞানের দ্বারে অতিথি—জ্ঞানানুসন্ধিৎসু। 'উপস্তুতং' অর্থাৎ যিনি জ্ঞানের উপাসনায় ব্রতী হইয়াছে। চারি পদে চারি পর্য্যায়ের অর্চ্চনাকারীকে বুঝাইয়া থাকে। উচ্চাবচ স্তরগত সকল প্রকার প্রার্থনাকারীকেই জ্ঞানময় দেবতা জ্ঞান-বিতরণে পরিতৃপ্ত করেন—ইহাই এই মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ। প্রার্থনা পক্ষে ঋকের মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন্! সকলেই আপনার অনুকম্পা লাভ করে। অল্প-জ্ঞানীকে জ্ঞানধন-দানে আপনি জ্ঞানসম্পন্ন করেন; যিনি জ্ঞানবান্, তিনি মুক্তি পাইয়া যান; যিনি জ্ঞানের দ্বারে অনুসন্ধিৎসু, তিনি জ্ঞানের সন্ধান প্রাপ্ত হন; যিনি আপনার উপাসনা-পরায়ণ—একটু নিকটস্থ হইয়াছেন, আপনাকে প্রাপ্তিরূপ ধন তাঁহার অধিগত হয়। চারিদিকেই আপনার অনুকম্পা। এ অভাজন সে অনুকম্পা প্রাপ্ত হউক,—জ্ঞানালোকের শুভ্রকিরণচ্ছটা আমার এই তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে প্রবেশ করুক।' (১ম—৩৬সূ—১৭ঋ)।

—•—

অষ্টাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশং সূক্তং। অষ্টাদশী ঋক্।)

অগ্নিনা তুর্ব্বশং যদুং পরাবত উগ্রাদেবঁ হবামহে।

অগ্নির্নয়ন্নববাস্ত্বং বৃহদ্রথং তুর্ব্বীতিং

দস্যবে সহঃ॥ ১৮॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অগ্নিনা। তুর্ব্বশং। যদুং। পরাঽবতঃ। উগ্রাঽদেবং। হবামহে।

অগ্নিঃ। নয়ৎ। নবঽবাস্ত্বং। বৃহৎঽরথং। তুর্ব্বীতিং।

দস্যবে। সহঃ॥ ৮॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অগ্নিনা' (অগ্নিদেবেন, জ্ঞানসাহায্যেন) 'পরাবতঃ' (দূরদেশাৎ) 'তুর্ব্বশং' (সংসার-চক্রে আত্মারূপেণ চিরবিশ্বমানস্ত তুর্ব্বশস্ত আদর্শং, যদ্বা—কর্ম্মপ্রভাবেণ ক্ষিপ্রং ভগবদা-শ্রয়প্রাপ্তং) 'যদুং' (আত্মারূপেণ চিরবিশ্বমানস্ত যদোঃ আদর্শং, যদ্বা—অমিতসাধনসাপেক্ষং) 'উগ্রাদেবং' (তন্নামঃ রাজর্ষেঃ আদর্শং, যদ্বা—কঠোরদেবভাবং) 'হবামহে' (আহ্বয়ামঃ) বয়মিতি শেষঃ; 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানস্বরূপঃ স দেবঃ) 'নববাস্ত্বং' (তন্নামঃ রাজর্ষেঃ আদর্শং, তথা—নববাসস্থানপ্রদং দেবং) 'বৃহদ্রথং' (তন্নামঃ রাজর্ষেঃ আদর্শং, যদ্বা—অস্মাকং সংবাহনযোগ্যং বৃহদ্রথবিশিষ্টং দেবং) 'তুর্ব্বীতিং' (তন্নামঃ রাজর্ষে আদর্শং, যদ্বা—ক্ষিপ্রত্রাণ-কারকং দেবং) 'নয়ৎ' (আনয়তু, অস্মৎ সকাশে অস্মদর্থং বা); স দেবঃ 'দস্যবে' (সদ্ভাবাপহারকায়) 'সহঃ' (অভিভাবিতা, বিমর্দ্দকঃ) ভবতী'ত শেষঃ। অস্যাঃ ঋচঃ অন্তিমা ব্যাখ্যা বিবিধপ্রকারেণ সঙ্গতা ভবতি। একার্থঃ—যেন বয়ং তুর্ব্বশাদয়স্ত আদর্শং প্রাপ্নুমঃ, হে দেব, তৎ বিধেহি। অপরার্থঃ—বয়ং কঠোরব্রতাচারপরায়ণাঃ ভবামঃ। হে দেব! ত্বং অস্মাকং পরিত্রাণোপায়ং কুরু। (১ম—৩৬সূ—১৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

অগ্নিদেবের দ্বারা (জ্ঞানের সাহায্যে) এই দূর দেশ হইতে আমরা তুর্ব্বশ যদু ও উগ্রদেবকে অর্থাৎ তাঁহাদের আদর্শকে আহ্বান করিতেছি; অথবা, মোক্ষপথ হইতে অতি দূরে থাকিয়াও, ক্ষিপ্রভগবদাশ্রয়প্রাপ্ত, অমিতসাধনসাপেক্ষ, কঠোর দেবভাবকে আমরা আহ্বান করিতেছি (অর্থাৎ, যে কঠোর দেবভাবের অধিকারী হইতে হইলে ক্ষিপ্রভগবদাশ্রয়-প্রাপ্তিমূলক কর্ম্ম ও অমিত সাধনার প্রয়োজন হয়, তাঁহাদের হইতে এত দূরে থাকিয়াও আমরা সেই দেবভাবেরই প্রাপ্তি-কামনা করিতেছি,—সেইরূপ কর্ম্ম সেইরূপ সাধনাতেই উদ্বুদ্ধ হইয়াছি); জ্ঞানস্বরূপ সেই অগ্নিদেব, নববাস্ত্বকে (তাঁহার আদর্শকে) বৃহদ্রথকে (তাঁহার আদর্শকে) এবং তুর্ব্বীতিকে (তাঁহার আদর্শকে) আমাদের নিকট আনয়ন করেন; অথবা, নববাসস্থানপ্রদ, আমাদের সংবাহনযোগ্য বৃহৎ রথ-বিশিষ্ট ক্ষিপ্র-ত্রাণকারী দেবতাকে আমাদের জন্য আনয়ন করেন (অর্থাৎ, এই দূর পৃথিবী হইতে যে পরিত্রাণকারী দেবতা সেই চির-নূতন স্বর্গধামে মোক্ষ-প্রাপ্তিমূলক আবাসে আমাদিগকে সংবাহন করিয়া লইয়া যান, জ্ঞানের দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়); সেই দেবতা (জ্ঞানদেবতাই) সদ্ভাবাপহারক দস্যুর বিমর্দ্দনকারী হয়েন। (১ম—৩৬সূ—১৮ঋ।

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অগ্নিনা সহাবস্থিতাস্তুর্ব্বশনামকং যদুনামকমুগ্রাদেবনামকং চ রাজর্ষীন্ পরাবতো দূরদেশাদ্ধ-বামহে। আহ্বয়ামঃ। স চাগ্নির্নববাস্ত্বনামকং বৃহদ্রথনামকং তুর্ব্বীতি নামকং চ রাজর্ষীন্নয়ৎ। ইহানয়তু। কীদৃশোঽগ্নিঃ। দস্যবে সহঃ। অস্মদুপদ্রবহেতোশ্চোরস্যাভিভবিতা॥

নয়ৎ। নীঞ্ প্রাপণে লেটাডাগমঃ। ইতশ্চলোপঃ ইতীকারলোপঃ। নববাস্ত্বং। নবং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অগ্নির সহিত অবস্থিত তুর্ব্বশ-নামক যদু-নামক ও উগ্রাদেব-নামক রাজর্ষিগণকে আমরা দূরদেশ হইতে আহ্বান করিতেছি। সেই অগ্নি নববাস্ত্ব-নামক বৃহদ্রথ-নামক ও তুর্ব্বীতি-নামক রাজর্ষিগণকে এই স্থানে আনয়ন করুন। কি প্রকার অগ্নি? আমাদিগের উপদ্রবকারী চৌরগণের অভিভবকারী।

প্রাপণার্থ 'নীঞ্' ধাতু হইতে 'নয়ৎ' পদটী নিষ্পন্ন. 'লেটাডাগমঃ' সূত্রে অডাগম অর্থাৎ অট্ আগম, 'ইতশ্চ লোপঃ' সূত্রে ইকারের লোপ হইয়াছে। 'নববাস্ত্ব' পদটী, নব বাস্ত

যাস্ত বস্তাসৌ নববাস্তঃ। বা ছন্দসীত্যাহুবৃত্তেরমি পূর্ব্বত্বা বণাদেশঃ। বৃহদ্রথং। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদ প্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—৩৬সূ—১৮)॥

অষ্টাদশ (৪৩৭) ঋকের বিশদার্থ।

এক দৃষ্টিতে এই ঋকের অর্থ সরল ও সহজবোধ্য এবং ইহার বিশেষ ব্যাখ্যার কোনই প্রয়োজন নাই। অন্য দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায়, ঋক্‌টি বড়ই জটিল এবং ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আবশ্যক আছে।

ঋকের অন্তর্গত 'তুর্ব্বশং' 'যদুং' 'উগ্রাদেবং' 'নববাস্ত্বং' 'বৃহদ্রথং' প্রভৃতি পদ বিশেষ সমস্যা-মূলক। সায়ণের ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে, ঐ সকল পদে বিভিন্ন রাজর্ষিগণকে বুঝাইতেছে—এইরূপ প্রখ্যাপিত হয়। সে অর্থ যে হয় না, তাহা আমরা বলিতেছি না। তবে তাহাতে ভাব যে বিশেষ পরিস্ফুট হয় না এবং বেদবাক্যে অনিত্য-বস্তুর সংশ্রবজনিত যে দোষ ঘটে, তাহা বলাই বাহুল্য। বেদ-বাক্যের নিত্যানিত্য যাঁহারা মানেন না, তাঁহাদের পক্ষে শেষোক্ত কারণটী কারণ মধ্যেই গণ্য নহে। তবে প্রথম কারণটি কেহই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। অগ্নি—দেবতা; তাঁহার অর্চ্চনা বা পূজা মানুষ করিতে পারে। কিন্তু তাঁহার সহিত যদু তুর্ব্বশ প্রভৃতিকে আহ্বান করিবে কেন? নববাস্ত্ব এবং বৃহদ্রথকেই বা আসিতে বলিবে কেন? তার পর পুরাণেও যে যদু তুর্ব্বশ (সে কিন্তু তুর্ব্বশ নহে—তুর্ব্বসু) নববাস্ত্ব বৃহদ্রথ প্রভৃতির নাম আছে, তাহাতে তাঁহাদিগকে সমসাময়িক বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না। সুতরাং, মনুষ্য-হিসাবে তাঁহাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে বলিলেও ভাবের ও কালের সঙ্গতি থাকে না। উগ্রাদেব-নামক রাজর্ষির নাম আমরা তো এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, ঐ সকল পদে ব্যক্তি-বিশেষকে (রাজর্ষি-

---

হইয়াছে যাহার—এই ব্যাসবাক্যে সিদ্ধ হইয়াছে। 'বাছন্দসীত্যাহুবৃত্তে রমি পূর্ব্বত্বা বণাদেশঃ' এই সূত্রে 'বণ্' আদেশ হইয়াছে। 'বৃহদ্রথং' পদটীতে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে॥ ১৮॥ (১ম—৩৬সূ—১৮ঋ)।

বিশেষকে) যে বুঝায় নাই, তাহাই প্রতীত হয়। প্রতীতি জন্মে—ঐ সকল পদের অন্য কোনও নিগূঢ় অর্থ আছে।

আমরা দুই দিক দিয়া দুই ভাবে ঐ সকল পদের একই অভিন্ন অর্থ কল্পনা করিতে পারি। প্রথম, ঐ শব্দগুলিকে যদি রাজর্ষিগণের নাম বলিয়াই গ্রহণ করা যায়, সে পক্ষে তাঁহাদের চিরবিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হয়; অর্থাৎ, তাঁহাদের পবিত্র আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে—বলিতে পারি।

কথাটা একটু বিশদ করার আবশ্যক বোধ হয়। সংসার-চক্রনেমীর আবর্ত্তন চলিয়াছে। সে আবর্ত্তনে চক্রের একই অংশ কখনও ঊর্দ্ধে উত্থিত অর্থাৎ প্রকাশিত হইতেছে এবং কখনও বা নিম্নে নিপতিত অর্থাৎ আবরিত থাকিতেছে। এ পক্ষে ইন্দ্রাদি দেবগণ বা তুর্ব্বশ যদু নববাস্ত্ব বৃহদ্রথ প্রভৃতি রাজর্ষিগণ সেই সংসার-চক্রের অন্তর্গত এক একটী বিন্দু স্থানীয়। চক্রের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহারা পুনঃপুনঃ লুপ্ত ও পুনঃপুনঃ বিকাশ-প্রাপ্ত হইতেছেন। অনন্ত কাল ব্যাপিয়া তাঁহারা সংসারে ক্রীড়া করিয়া চলিয়াছেন। এ পক্ষে, কেবল তাঁহারাই বা কেন, তুমি-আমি এই যে ক্ষুদ্র জীব, আমাদেরও অনন্তত্ব আছে; অনন্ত কালের ক্রোড়ে পড়িয়া, আমরাও একবার এদিকে এবং একবার অন্যদিকে গতাগতি করিতে বাধ্য হইতেছি। দেহ লইয়া কথা নহে; আত্মা লইয়াই কথা। দেহ ধ্বংসশীল; আত্মা অবিনশ্বর। দেহ নাশপ্রাপ্ত হইলেও আত্মা বিদ্যমান্ থাকিবে। ইহাই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। এবংবিধ ভাব পরিগ্রহ করিলে, তুর্ব্বশকে বা যদুকে আহ্বান করায়, বেদের নিত্যত্বে বিঘ্ন আসিতে পারে না। কেন-না, তাঁহারা চিরকালই বিদ্যমান্ আছেন; কখনও প্রকটভাবে, কখনও বা অপ্রকটভাবে। পুরাণেও দেখি, ইন্দ্রাদি দেবগণ যুগে যুগে আবির্ভূত হন। তাহাতে তাঁহাদের প্রকট ও অপ্রকট, জাগ্রৎ ও সুপ্ত, দুই অবস্থার বিষয় মনে আসে। সুতরাং, তুর্ব্বশাদিকে আহ্বান করায়, তাঁহাদের পবিত্র আত্মাকে—তাঁহাদের পুণ্য-পুত আদর্শকে, আহ্বান করা হইয়াছে মনে করিতে পারি। আর সেই জন্যই 'তুর্ব্বশং' প্রভৃতি পদে 'সংসারচক্রে আত্মারূপেণ চিরবিদ্যমানস্য তুর্ব্বশাদয়স্য আদর্শং' এইরূপ অর্থই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। মানুষ

মরিয়া যায় ; কিন্তু থাকে—আদর্শ। এখানে তাঁহাদের আদর্শই লক্ষ্য-স্থল। তদনুসারে মন্ত্রের মর্ম্মার্থ হয়,—'আমরা যেন আমাদের জ্ঞানের সাহায্যে সেই সকল মহাত্মার আদর্শ অনুসরণ করিতে পারি,—তাঁহাদের ধ্যানে তাঁহাদের জ্ঞানে যেন তাঁহাদের ন্যায় গুণসম্পন্ন পবিত্র হই। আমরা যেন তেমন সাধনাপর হইতে পারি।' আমরা যেন তাঁহাদের ন্যায় সৎকর্ম্ম সাধনে সত্বভাব প্রাপ্ত হই।

তবে এ প্রসঙ্গে নানা কূটপ্রশ্ন উঠিতে পারে। অনাদিত্ব স্বীকার করিলেও, একটা আদির ভাব আসিয়া পড়ে—চিন্তার পথে বিঘ্ন ঘটে। আর তাহাতে, যে কোনও লোক, যে কোনও নাম, যে কোনও সময়ের ব্যাপার, অনন্তের মধ্যে পর্য্যবসিত করিতে গিয়া, একটা বিষম বিভ্রম সৃষ্টি করিয়া বসিতে প্রবৃত্তি আসে। সুতরাং, সে পথ পরিত্যাগ করিয়া, লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, অন্য সরল সহজগম্য পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃ ও সমীচীন বলিয়া মনে করি।

সে পথ—সার্ব্বকালিক ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মন্ত্রের অর্থ-পরিগ্রহণ। 'যদ্বা' অভিধায়ে—'অথবা' বলিয়া, অপর দিক হইতে মন্ত্রের সেই অর্থই আমরা গ্রহণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। সেই দিক হইতে মন্ত্রের যে অর্থ অধ্যাহার করিতে পারি, মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটি পদের আলোচনায় এক্ষণে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেছি। মন্ত্রের একটী পদ—'পরাবত।' উহার অর্থ—'দূরদেশ হইতে।' ভাব এই যে, ভগবানের চরণপ্রান্ত হইতে আমরা অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছি। এই 'দূরদেশ হইতে' তাঁহার নিকটে গমন-পক্ষে এক উপায়—মহাজনগণের আদর্শ পরিগ্রহণ। সে আদর্শ চিরকাল অক্ষুণ্ণ আছে। এক পক্ষে (পূর্ব্বের মতানুসারে) বলিতে পারি,—'তুর্ব্বশাদি রাজর্ষিগণ যে সকল সৎকর্ম্মের প্রভাবে ভগবচ্চরণে আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সকল কর্ম্ম আমরা কি প্রকারে সম্পন্ন করিতে পারি, তাহাই আমাদের প্রধান সঙ্কল্প ও লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক ; তাহাই আমাদের আদর্শ।' কিন্তু ইহাতেও অনিত্য বস্তুর সহিত সংশ্রবহেতু নিত্যত্বে বিঘ্ন ঘটে। কোনও কালে না কোনও কালে তুর্ব্বশ নামে কেহ জন্মিয়াছিলেন—এই ভাব আপনা-আপনিই মানসপটে উদ্ভাসিত হইয়া পড়ে। সুতরাং, সে পথ পরিত্যাগ করিয়া,

যাহা চিরন্তন, যাহা অনাদি, তাহার সংশ্রব কিসে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা অনুসন্ধান করাই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

সে পক্ষে, আদর্শ কি, কর্ম্ম কি, তাহারই বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তজ্জন্য অধিক আয়াস-স্বীকারেরও আবশ্যক হয় না। সেই আদর্শ, সেই কর্ম্ম যে কি, তুর্ব্বশাদি-পদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেই (শেষোক্ত যুক্তি অনুসারে) তাহার আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে জন সত্বর আশ্রয় প্রাপ্ত হন, (তূর্ণং ক্ষিপ্রং বশতে আশ্রয়ং লভতে) তাঁহাকেই তুর্ব্বশ বলা যায়। কঠোর কর্ম্মপ্রভাবে, অশেষ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে, যিনি শীঘ্র ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করেন, তিনিই তুর্ব্বশ। 'তুর্ব্বন্' পদের অর্থ সায়ণ এক স্থলে (ঋক্ ৮।৯।১৩) লিখিয়াছেন—"তুর্ব্বণে শত্রুণাং হিংসনে।" নিঘণ্টুতে "তুর্ব্বশে" পদের অর্থ "অন্তিক নিকট" লিখিত আছে। ঐ সকল পদই এক-ধাতু-মুলক প্রতিপন্ন হয়। এই মন্ত্রেরই অন্তর্গত "তুর্ব্বীতিং" পদও ঐ একই মুল হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করা যায়। তাহা হইলে, 'তুর্ব্বণং' পদে, আমাদিগের শত্রুর হিংসাকারী, আমাদিগের অসদ্ভাবের দমনকারী, এবং আমাদিগকে ভগবৎসমীপে পৌঁছাইয়া দিবার কাণ্ডারী, প্রভৃতি ভাবই প্রাপ্ত হইতে পারি। 'তুর্ব্বীতিং' পদের অর্থে 'ক্ষিপ্রত্রাণ-কারীং' প্রতিবাক্য পুর্ব্বেই ব্যবহার করিয়াছি। এইরূপ 'যদু' পদের মুল 'যজ্' ধাতু। তাহাতে অমিত-সাধনার ভাব জ্ঞাপন করে। 'উগ্রাদেব' পদে কঠোর কৃচ্ছ্রকর্ম্মসাধ্য দেবভাবকে বুঝাইয়া থাকে। এ পক্ষে অর্চ্চনা-কারী অগ্ন্যাম্বোধনপূর্ব্বক কহিতেছেন,—'সেই কঠোর দেবভাবকেও আমরা আহ্বান করিতেছি; অর্থাৎ, চরম সাধনার দ্বারা, কঠোর কর্ম্মের দ্বারা, সেই দেবভাব-সঞ্চয়ের জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছি। এ অবস্থায়, হে জ্ঞানদেব, আপনি একবার সহায় হউন; কেন-না, আপনার সহায়তা ভিন্ন আমাদের উদ্যম সকলই যে বৃথাই হইবে।'

এই সকল বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনা দাঁড়ায়—'হে দেব! আপনি আমাদের হৃদয়ের সদ্ভাবাপহারক চোর-বৃত্তিগুলিকে বিমর্দ্দন করুন; এবং আমরা যাহাতে সেই চির-নূতন আনন্দময় আবাসে আশ্রয় লাভ করিতে পারি, তাহার উপযোগী পরিত্রাণকারী যান আমাদিগের জন্য আনয়ন করুন। আমরা যেন ত্বরায় মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হই,

হে জ্ঞানদেব, আমাদের জন্য সেই ব্যবস্থা করিয়া দেন। আমরা যেন কর্ম্মী হই, আমরা যেন জ্ঞানী হই, আমরা যেন ভগবৎ-পাদ-পদ্মে আশ্রয় পাই।' এ ঋকের প্রার্থনার ইহাই সার-মর্ম্ম। (১ম—৩৬সূ—১৮ঋ)।

—•—

একোনবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তং। একোনবিংশী ঋক্।)

নি ত্বামগ্নে মনুর্দ্দধে জ্যোতির্জনায় শশ্বতে।

দীদেথ কণ্ব ঋতজাত উক্ষিতো যং

নমস্যন্তি কৃষ্টয়ঃ॥ ১৯॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

নি। ত্বাং। অগ্নে। মনুঃ। দধে। জ্যোতিঃ। জনায়। শশ্বতে।

দীদেথ। কণ্বে। ঋতঽজাতঃ। উক্ষিতঃ। যং।

নমস্যন্তি। কৃষ্টয়ঃ॥ ১৯॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানস্বরূপ দেব) ত্বং 'জ্যোতিঃ' (প্রকাশরূপঃ) 'ঋতজাতঃ' চ (সত্য-সম্ভূতশ্চ); 'শশ্বতে' (সর্ব্বায়) 'জনায়' (লোকায়, লোকহিতসাধনার্থং) 'মনুঃ' (মনুষ্যঃ, জ্ঞানিজনঃ) 'নি' (নিরন্তরং) 'ত্বাং দধে' (ত্বাং দধৌ, হৃদি প্রতিষ্ঠিতবান্); 'যং' (অগ্নিং, জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'কৃষ্টয়ঃ' (আত্মোৎকর্ষসাধনসম্পন্না মনুষ্যাঃ) 'নমস্কুর্ব্বন্তি' (পূজয়ন্তি), স অগ্নিদেবঃ 'উক্ষিতঃ' (অর্চ্চিতঃ সন্) 'কণ্বে' (অকিঞ্চনে জনে) 'দীদেথ' (দীপ্তবানসি)। লোকহিতকামনায়া বিজ্ঞজনো নিরন্তরং জ্ঞানোপাসকোঽস্তি। তদাদর্শেন জ্ঞানানুসন্ধিৎসুর্ভূত্বা অকিঞ্চনোঽপি শ্রেয়ো লভতে। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৬সূ—১৯ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব! আপনি প্রকাশ-রূপ (স্বতঃপ্রকাশশীল) এবং সত্যসমুদ্ভূত। সকল লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত জ্ঞানিজন নিরন্তর আপনাকে ধারণ করেন (হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রাখেন); আত্মোৎকর্ষসাধনসম্পন্ন মনুষ্যগণ যে জ্ঞানদেবতাকে পূজা করেন (যে জ্ঞানের অনুসরণকারী হয়েন), সেই জ্ঞানদেবতা (জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব) পূজিত হইলে, অতি-অকিঞ্চন জনকেও তিনি দীপ্তিমান্ (জ্ঞানে বিভূষিত) করিয়া থাকেন। (১ম—৩৬সূ—১৯ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে জ্যোতিঃপ্রকাশরূপং ত্বাং শশ্বতে বহুবিধায় জনায় মনুঃ প্রজাপতির্নিদধে। দেবযজনদেশে স্থাপিতবান্। হে অগ্নে ঋতজাত ঋতেন যজ্ঞেন নিমিত্তভূতেনোৎপন্ন উক্ষিতো হবির্ভিস্তর্পিতঃ সন্ কণ্ব এতন্নামকো মহর্ষৌ দীদেথ। দীপ্তবানসি। যমগ্নিং কৃষ্টয়ো মনুষ্যাঃ কৃষ্টয়শ্চর্ষণা। ইতি মনুষ্যনামসু পঠিতত্বাৎ। নমস্যন্তি। নমস্কুর্ব্বন্তী স ত্বামিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ॥ দীদেথ। দোদতিশ্ছান্দসো দীপ্তিকর্ম্মা। থলি দ্বির্ব্বচনপ্রকরণে ছন্দসি বেতি বাক্তব্যমিতি দ্বির্ব্বচনাভাবঃ। অনিত্যমাগমশাসনমিতি বচনাদিডভাবঃ। লিৎস্বরেণ প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। ঋতজাতঃ। ঋতেন জন্মত ইত্যৃতজাতঃ। ষোদিতো নিষ্ঠায়ামিতীট্ প্রতিষেধঃ। জনসনেত্যাদিনাত্বং। তৃতীয়া পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। নমস্যন্তি। নমোবরিব

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! জ্যোতিঃ-প্রকাশরূপ তোমাকে বহুপ্রকার লোকের জন্য প্রজাপতি দেবযজনস্থানে স্থাপন করিয়াছেন। হে অগ্নে! তুমি ঋতজাত অর্থাৎ নিমিত্তভূত যজ্ঞ-উৎপন্ন হবিসমূহ দ্বারা তর্পিত হইয়া কণ্ব-নামক মহর্ষির প্রতি দীপ্তিবান্ হও। মনুষ্যগণ যে অগ্নিকে প্রণাম করিয়া থাকেন (মনুষ্যগণ সকলের মধ্যে কৃষ্ণয়শ্চর্ষণাঃ এই প্রকার পাঠ আছে); সেই তুমি। পূর্ব্বের সহিত অন্বিত।

'দীদেথ' পদটী 'দোদতিশ্ছান্দসো দীপ্তিকর্ম্মা' এই নিয়মে, দীপ্তি অর্থক 'দোদতি' এই ছান্দস ধাতু নিষ্পন্ন। 'থলিদ্বি দ্বির্বচনপ্রকরণে ছন্দসি বেতি বক্তব্যম্' এই বক্তব্য সূত্রে দ্বির্বচন হয় নাই। 'অনিত্যমাগমশাসনং' এই বচন-হেতু 'ইট্' ভাব হইয়াছে। 'লিৎস্বরেণ' এই বাক্যে প্রত্যয়ের পূর্ব্ব-স্বরের উদাত্তত্ব হইয়াছে। 'ঋতজাত' পদটী, 'ঋতেন' যজ্ঞদ্বারা 'জন্মতে' উৎপন্ন হয়—এই বাক্যে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ষোদিতো নিষ্ঠায়ামিতি' এই সূত্রে 'ইটের' নিষেধ হইয়াছে। 'জনসন' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'আ' হইয়াছে। তৃতীয়ার পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। 'নমস্যন্তি' পদটী 'নমোবরিব' এই সূত্রে পূজার্থে 'ক্যচ্' প্রত্যয় হইয়াছে।

ইতি পূজার্থে ক্যচ্। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ক্যজন্ত ধাতুস্বর। কৃষ্টয়ঃ। কৃষ বিলেখনে। ক্তিচক্তৌ চ সংজ্ঞায়ামিতি ক্তিচ্॥ ১৯॥ (১ম—৩৬সূ—১৯ঋ)।

• • •

ঊনবিংশ (৪৩৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত 'মনুঃ' এবং 'কণ্বে' পদদ্বয় লইয়া মতান্তর উপস্থিত হয়। 'কৃষ্ণয়ঃ' পদও আলোচনার বিষয়ীভূত। ভাষ্যের মত এই যে, 'মনুঃ' পদে প্রজাপতি মনুকে এবং 'কণ্বে' পদে কণ্ব-নামক মহর্ষিকে বুঝাইতেছে; আর, 'কৃষ্টয়ঃ' পদে সাধারণ মনুষ্যগণের প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে। *

এ পক্ষে আমাদের অভিমত নানা ক্ষেত্রেই ব্যক্ত করিয়াছি। আমরা বলি, 'মনুঃ' পদে এখানে জ্ঞানিজনকে ('মন্—জ্ঞানে' এই অর্থে) বুঝাইতেছে। 'কণ্ব' বলিতে 'অতিক্ষুদ্র অকিঞ্চন-জন' বুঝায়। 'কৃষ্টয়ঃ' পদে 'যাঁহাদের আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে', তাঁহাদিগের প্রতি লক্ষ্য আছে। 'কৃষ্টয়ঃ' ও 'কণ্বে' পদ যথাপর্য্যায় প্রযুক্ত হওয়ায়, বেশ বুঝা যাইতেছে, এখানে উন্নত-স্তরের সাধকের প্রসঙ্গে নিম্নস্তরের উপাসকের বিষয় প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

তার পর, বিবেচনা করিয়া দেখুন,—অগ্নি-সম্বোধনে এখানে কাহাকে সম্বোধন করা হইয়াছে! বলা হইয়াছে—তিনি 'জ্যোতিঃ।' বলা হইয়াছে—তিনি 'ঋতজাতঃ।' এ পক্ষে অগ্নিরূপে জ্ঞানদেবতারই অর্চ্চনা করা হইয়াছে—বুঝা যায়। জ্ঞান যে জ্যোতিঃ, জ্ঞান যে স্বপ্রকাশ, জ্ঞান যে সত্যসঞ্জাত, সত্য হইতেই যে জ্ঞানের উদ্ভব, তাহা বোধ হয়,

---

'অৎ' উপদেশ-হেতু 'লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে' 'ক্যচ্' অন্ত হইয়া ধাতুস্বর হইয়াছে। 'কৃষ্ণয়ঃ' পদটী বিলেখনার্থ 'কৃষ' ধাতুর উত্তর 'ক্তিচ্‌ক্তৌচ' এই সূত্রে ক্তিচ্ প্রত্যয় হইয়াছে॥ ১৯॥

---

* কি এ দেশে, কি অন্য দেশে, এ ঋকের যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, সর্ব্বত্রই ঐ ভাব পরিব্যক্ত। এ পক্ষে, এই ঋকের, একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

"Manu has established thee, O Agni, as a light for the people. Thou hast shone forth with Kanva, born from Rita, grown strong, thou whom the human races worship."—H. OLDENBERG, in the VEDIC HYMNS.

বুঝাইবার আবশ্যক করে না। জ্ঞানের সেবার দ্বারা প্রাজ্ঞজন লোক-হিতসাধনে ব্রতী আছেন। এ কথা নিত্যসত্যস্বরূপ। দীপশিখা হইতে যেমন নানা আকারে নানা দিকে অগ্নি প্রজ্বালিত হইতে পারে, এক জন জ্ঞানীর দ্বারা সংসারে সেইরূপে জ্ঞানালোক বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞজন, লোক-হিতসাধনের জন্যই সংসারে অবস্থিতি করেন। যাঁহাদের আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাঁহারা সর্ব্বদাই জ্ঞানদেবতার নিকট প্রণত আছেন। তাঁহাদের আদর্শে যদি 'কণ্ব' (ক্ষুদ্রজন) কচিৎ জ্ঞানসেবাপর হয়, সেও তরিয়া যায়। ইহাই ভাবার্থ। (১ম—৩৬সূ—১৯ঋ)।

বিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তং। বিংশী ঋক্।)

ত্বেষাসো অগ্নেরমবন্তো অর্চ্চয়ো ভীমাসো

ন প্রতীতয়ে।

রক্ষস্বিনঃ সদমিদ্‌যাতুমাবতো বিশ্বং

সমত্রিণং দহ ॥ ২০ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বেষাসঃ। অগ্নেঃ। অমহবন্তঃ। অর্চ্চয়ঃ। ভীমাসঃ।

ন। প্রতিহইতয়ে।

রক্ষস্বিনঃ। সদং। ইৎ। যাতুহমাবতঃ। বিশ্বং।

সং। অত্রিণং। দহ ॥ ২০ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'অগ্নেঃ' (অগ্নিদেবস্য, জ্ঞানস্য) 'ত্বেষাসঃ' (দীপ্তাঃ, তীব্রাঃ) 'অমবন্তঃ' (বলবন্তঃ, প্রচণ্ডাঃ) 'ভীমাসঃ' (ভয়ঙ্করাঃ) 'অর্চ্চয়ঃ' (জ্বালাঃ) 'ন প্রতীতয়ে' (প্রত্যেতুং ন শক্যাঃ, জ্ঞানিভিঃ কদাচিদপি প্রত্যক্ষীভূতা ন ভবন্তি); হে জ্ঞানস্বরূপ দেব! 'রক্ষস্বিনঃ' (বলবতঃ, স্পর্দ্ধান্বিতান্, রাক্ষসসদৃশান্) 'যাতুমাবতঃ' (যাতুধানান্, শত্রূন্) 'সদং' (সর্ব্বদা) 'ইৎ (এব) 'সংদহ' (সম্যগ্ ভস্মীকুরু); তথা 'বিশ্বং' (সর্ব্বং) 'অত্রিণং' (সদ্ভাবনাশকং শত্রুং) সংদহ ইতি শেষঃ। জ্ঞানরশ্মের্জ্বালাঃ জ্ঞানিনং ন স্পৃশন্তি; পরন্তু তেষামভ্যন্তরে জ্ঞানিনঃ স্নিগ্ধভাবং উপলভন্তে। সত্ত্বভাবো হি জ্ঞানমূলকঃ। তস্মাৎ, হে দেব, সত্ত্বনাশকং শত্রুং জহি। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৬সূ—২০ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

অগ্নিদেবের (জ্ঞানের) তীব্র প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর জ্বালাসমূহ জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষীভূত হয় না (অজ্ঞানীরাই জ্ঞানের পথে বিঘ্ন-বিপত্তির সমাবেশ দেখে)। হে জ্ঞানস্বরূপ দেবতা! বলবান্ স্পর্দ্ধান্বিত শত্রুগণকে সর্ব্বদা আপনি ভস্মীভূত করুন; আমাদের সদ্ভাবনাশক সকল শত্রু নাশপ্রাপ্ত হউক। (তাহা হইলেই আপনার স্নিগ্ধতা অনুভব করিতে সমর্থ হইব—ইহাই ভাব)। (১ম—৩৬সূ—২০ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

অগ্নেরর্চ্চয়ো জ্বালাস্ত্বেষাসো দীপ্তা অমবন্তো বলবন্তো ভীমাসো ভয়ঙ্করাঃ। অতঃ প্রতীতয়ে অস্মাভিঃ প্রত্যেতুং ন শক্যা ইতি শেষঃ। হে অগ্নে রক্ষস্বিনঃ বলবতো যাতুমাবতো যাতুধানানসুরান্ সদমিৎ সর্ব্বদৈব সংদহ। সম্যগ্ ভস্মীকুরু। তথা বিশ্বং সর্ব্বমত্রিণং ভক্ষকমস্মদ্বাধকং শত্রুং সংদহ ॥

ত্বেষাসঃ। ত্বিষ দীপ্তৌ। পচাদ্যচ্। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। অমবন্তঃ। অম রোগে অমতি শত্রূন্ রুজতীত্যমো বলং। পচাদ্যচ্। বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। তদেষামস্তী-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

অগ্নির জ্বালাসকল, দীপ্তিসকল, বলবান এবং ভয়ঙ্কর; এই হেতু আমাদের প্রতীতি অর্থাৎ ধারণাশক্তির অতীত। হে অগ্নে! তুমি বলবান অসুরসমূহকে সর্ব্বদা সম্যক্‌রূপে ভস্মীভূত কর। সেই প্রকার সর্ব্বভক্ষক (আমাদের যজ্ঞবিঘ্নকারী) শত্রুগণকে সম্যক্ দহন কর।

'ত্বেষাসঃ' পদটী দীপ্ত্যর্থ 'ত্বিষ' ধাতুর উত্তর 'পচাদিত্ব' হেতু 'অচ্' প্রত্যয়। 'চিত' এই সূত্রে অন্তস্বরের উদাত্ত হইয়াছে। 'অমবন্ত' পদটী,—'অম' ধাতু রোগ বুঝায়, শত্রুগণকে রোগ অর্থাৎ পীড়াদান করেন—এই অর্থে 'অম' অর্থাৎ বল। 'পচাদি' হেতু 'অচ্' প্রত্যয়। 'বৃষাদিত্ব' হেতু

ত্যমবন্তঃ। প্রতীতয়ে ভাদোচ নিত্তীতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। রক্ষস্বিনঃ। রক্ষত্যনেনেতি রক্ষো বলং। করণেঽসুন্। অস্মায়ামেধেতিমত্বর্থীয়ো বিনিঃ। যাতুমাবতঃ। যাতবো যাতনাঃ। তান্মিমতে নির্ম্মমতে ইতি রাক্ষসব্যাপারা যাতুমাঃ। আতোঽনুপসর্গে ক ইতি কঃ। তদেষামস্তীতি মতুপ্। মন্তৌবহ্বচোঽনজিরাদীনাং। পা০ ৬।৩।১১৯। ইতি দীর্ঘত্বং। সংজ্ঞায়াং। পা০ ৮।২।১১। ইতি বত্বং। মতুপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অত্রিণং। অদেস্ত্রিনিশ্চেতি কর্ত্তরি ত্রিণি প্রত্যয়ঃ॥ ২০॥ (১ম—৩৬সূ—২০ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে একাদশো বর্গঃ॥ ১১॥

বিংশ (৪৩৯) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রচলিত অর্থে, প্রথমাংশের মর্ম্ম এই যে,—'অগ্নির ভয়ঙ্কর জ্বালা আমাদিগের অসহনীয়।' তার পরের অংশের ভাব এই যে,— 'হে অগ্নিদেব! তুমি মনুষ্যখাদক মায়াবী রাক্ষসদিগকে ভস্মীভূত কর।'*

আদিস্বর উদাত্ত। 'অম' ইহাদের আছে, এই বাক্যে 'অমবন্ত' হইয়াছে। 'প্রতীতয়ে' পদটী 'তাদোচ নিতি' এই সূত্রে গতির প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'রক্ষস্বিনঃ' পদটী,—ইহার দ্বারা রক্ষা হয়—এই বাক্যে 'রক্ষ' শব্দে বল বুঝায়। করণে 'অসুন' প্রত্যয়, 'অস্মায়ামেধেতি' সূত্রে মত্বর্থে 'বিনিঃ' প্রত্যয়। 'যাতুমাবতঃ'—'যাতবঃ' শব্দে যাতনা বুঝায়। 'তান্ মিমতে নির্ম্মমতে' এই অর্থে 'যাতুমাঃ' শব্দে রাক্ষসব্যাপার, 'আতোঽনুপসর্গে কঃ' এই সূত্রে 'কঃ' প্রত্যয়। 'তদেষামস্তীতি' বাক্যে অস্ত্যর্থে 'মতুপ' প্রত্যয়, 'মন্তৌ বহ্বচোহনজিরাদীনাং' (পা০ ৬।৩।১১৯) সূত্রে দীর্ঘ, 'সংজ্ঞায়াং' (পা০ ৮।২।১১) সূত্রে 'বত্ব' অর্থাৎ 'ব' হইয়াছে। মতুপের পকার ইৎ অর্থাৎ প থাকে না বলিয়া, অনুদাত্ত-বিষয়ে কৃদুত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। 'অত্রিণং'— 'অদেস্ত্রীনিশ্চ' সূত্রে কর্ত্তৃবাচ্যে ত্রিণি প্রত্যয় হইয়াছে॥ ২০॥ (১ম—৩৬সূ—২০ঋ)।

ইতি প্রথমাষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে একাদশ বর্গ সমাপ্ত।

---

* এই ঋকের অনুবাদ নানা জনে নানারূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কেহ বা "ন প্রতীতয়ে" শব্দের অর্থে "অগ্নিকে প্রত্যয় করা যায় না" এইরূপ লিখিয়াছেন। বঙ্গদেশ-প্রচলিত দুইটী অনুবাদ এবং একটী ইংরাজী অনুবাদ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে এক অনুবাদের সহিত অন্য অনুবাদের পার্থক্য উপলব্ধ হইবে।

(১) "অগ্নির অর্চিঃ প্রদীপ্ত, বলবান ও ভয়ঙ্কর, এবং তাহাকে প্রত্যয় করা যায় না; হে অগ্নি! রাক্ষসদিগকে, যাতুধানদিগকে এবং বিশ্বভক্ষক (শত্রুকে) দমন কর।"

(২) "অগ্নির শিখাসকল প্রদীপ্ত, বলবিশিষ্ট ও ভয়ঙ্কর; এই কারণে আমাদের বুদ্ধিগম্য হইবার বিষয় নহে। হে অগ্নিদেব, আপনি বলবান্ অসুরদিগকে সর্ব্বদা সম্যক্‌রূপে ভস্ম করুন এবং আমাদিগের ক্লেশদায়ক সমুদয় শত্রুকে ভস্ম করুন।"

আমাদের অর্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবপ্রকাশক হইল। অগ্নির জ্বালা—অগ্নির তেজ—অসহনীয় ও তীব্র; সে তেজের নিকট সহসা কেহই তিষ্ঠিতে পারে না। কিন্তু পারে কে? যে জন অগ্নির ব্যবহার জানে,—যে জন অগ্নির স্বরূপ অবগত হইয়া অগ্নিকে আয়ত্তাধীন রাখিতে সমর্থ হয়। বৈজ্ঞানিকের নিকট অগ্নির ব্যবহার এবং অজ্ঞের নিকট অগ্নির অপব্যবহার—এ পক্ষের দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করা যায়।

সাধারণ অগ্নি-সম্পর্কে যে ভাব, অসাধারণ জ্ঞান-সম্বন্ধেও সেই ভাব প্রত্যক্ষীভূত হয়। যে অজ্ঞানী, সে জ্ঞানীর নিকট অগ্রসর হইতে ভয় পায়। অজ্ঞানের নিকট জ্ঞান বা জ্ঞানের কার্য্য আতঙ্কোৎপাদক। অজ্ঞ শিশু বিদ্যার্জ্জনে কত বিভীষিকা দেখে। কিন্তু যিনি একটু অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি বিদ্যায় পরমানন্দ প্রাপ্ত হন। একের পক্ষে যাহা ভয়ের সামগ্রী, অন্যের পক্ষে তাহাই আবার আনন্দের বস্তু। মন্ত্রের প্রথমাংশে ("অগ্নে" হইতে "ন প্রতীতয়ে" অংশে), আমরা মনে করি, সেই ভাব পরিব্যক্ত। যাঁহারা জ্ঞান-মার্গে একটু অগ্রসর হইয়াছেন, অগ্নির জ্বালা—জ্ঞানের বিভীষিকা, তাঁহারা আদৌ দেখিতে পান না। তাঁহাদের জ্ঞান—জ্বালাময় নহে, পরন্তু শান্তিপ্রদ।

অতঃপর মন্ত্রের প্রার্থনার বিষয় অনুধাবন করুন। শত্রুরা—আমাদের অজ্ঞানতা ও তৎসহচর রিপুগণ, দুষ্প্রবৃত্তিগণ—বড়ই বলদর্পী, বড়ই স্পর্দ্ধান্বিত, বড়ই দুর্দ্দান্ত। জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে তাহারা কেবলই বাধাপ্রদান করিতেছে,—কেবলই বিভীষিকা দেখাইতেছে। অর্চ্চনাকারী তাই প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে অগ্নিদেব! আপনি সেই দুর্দ্দান্ত শত্রুকে ভস্মীভূত করুন।' এখানে জ্ঞানের প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়। প্রার্থনা,—'হে জ্ঞানরূপী ভগবন্! আপনি আমার হৃদয়ে উদয় হউন; অজ্ঞানতা-রূপ শত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হউক।'

'অত্রিণং' পদে ভক্ষক বা সদ্ভাবনাশক অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অজ্ঞানতার

---

(৩) "Agni's flames are impetuous and violent; they are terrible and not to be withstood. Always burn down the sorcerers, and the allies of the Yatus, every ghoul."

প্রাদুর্ভাবেই সত্বভাব নাশপ্রাপ্ত হয়। জ্ঞানোন্মেষে সত্বভাব পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাই বলা হইয়াছে,—'আমাতে জ্ঞানের সঞ্চার হউক, আমার জ্ঞাননাশকারী শত্রু ধ্বংস পাউক; আর, তাহার ফলে, জ্ঞান-স্বরূপ সেই অগ্নিদেব আমার নিকট জ্বালামালার হেতুভূত না হইয়া শান্তিপ্রদ হউন।' আমরা মনে করি, ইহাই ঋকের প্রার্থনার মর্ম্মার্থ। (১ম—৩৬সূ—২০ঋ)।

সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্যাকৃতা)।

ক্রীলং বঃ ইতি দ্বিতীয়ং সূক্তং পঞ্চদশর্চ্চং। অত্রেয়মনুক্রমণিকা। ক্রীলং পঞ্চোনা মারুতং হি গায়ত্রং ত্বিতি। ঋষিশ্চান্যস্মাদৃষেস্ববিশিষ্ট ইতি পরিভাষয়া ঘোরপুত্রঃ কণ্ব ঋষিঃ। ইদমুত্তরং চ গায়ত্রীচ্ছন্দস্কে। ইদমাদি সূক্তদ্বয়ং মরুদ্দেবতাকং। তুহি হবেতি পরিভাষিতত্বাৎ॥ বৃলহে দ্বিতীয়ে ছন্দোমে আগ্নিমারুতশস্ত্রে এতৎ সূক্তং নিবন্ধনীয়ং। দ্বিতীয়স্যাগ্নিং বো দেব ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। ক্রীলং বঃ শর্দ্ধোঽগ্নে মৃলেত্যাগ্নি মারুতং। আ০ ৮।১০। ইতি॥ ব্রাহ্মণং চ ক্রীলং বঃ শর্দ্ধো মারুতমিতি মরুদ্ভ্যঃ ক্রীড়ভ্যঃ পুরোডাশং সপ্তকপালমিত্যস্যামিষ্টৌ ক্রীলং ব ইত্যেষা প্রধানস্যানুবাক্যা। তথা তত ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। ক্রীলং বঃ শর্দ্ধো মারুতমনর্বাণং রথে শুভমিত্যাদিকং কৃত্বা মরুত্বতীয়ে যাজ্যা। আ০ ২।১৮। ইতি॥ তামেতাং সূক্তে প্রথমামৃচমাহ।

• • •

সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'ক্রীলং বঃ' প্রভৃতি ঋকাত্মক দ্বিতীয় সূক্তে পনেরটী ঋক আছে। এস্থলে এইরূপ অনুক্রান্ত হইয়াছে; যথা,—'ক্রীলং পঞ্চোনা' ইত্যাদি। 'ঋষিশ্চান্যস্মাদৃষেস্ববিশিষ্ট' ইত্যাদি পরিভাষা হেতু এই সূক্তের ঋষি—ঘোরপুত্র কণ্ব। এই সূক্তের এবং ইহার পরবর্ত্তী সূক্তের ছন্দ—গায়ত্রী। 'তুহি হবেতি' এইরূপ পরিভাষা আছে বলিয়া, ইহার আদিসূক্ত তিনটীর দেবতা—মরুৎ। 'বৃলহে দ্বিতীয়ে ছান্দোম' যাগে অগ্নি-মারুতশস্ত্রে এই সূক্তের বিনিয়োগ উক্ত আছে। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে 'দ্বিতীয়স্যাগ্নি বো' ইত্যাদি খণ্ডে এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে; যথা,— "ক্রীলং বঃ শর্দ্ধোঽগ্নে" ইত্যাদি (আ০ ৮.১০)। "ব্রাহ্মণং চ ক্রীলং ব শর্দ্ধো" ইত্যাদি ইহার প্রধান অনুবাক্যারূপে পঠিত হয়। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের সেই খণ্ডে সূত্রিত আছে,— "ক্রীলং বঃ শর্দ্ধো মারুতমনর্বাণং" ইত্যাদি (আ০ ২।১৮)। সেই খণ্ডে এই সূক্তের প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

• • •

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

———‡•‡———

প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ। অষ্টমোঽনুবাকঃ। সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং।
দ্বাদশারভ্য চতুর্দ্দশপর্য্যন্তং ত্রয়ো বর্গাঃ।

সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং।

এই সূক্তের ও ইহার পরবর্ত্তী সূক্তের দেবতা—মরুদ্দেবগণ। পূর্ব্বে দুইটী সূক্তে (ষষ্ঠ সূক্তে ও উনবিংশ সূক্তে) মরুদ্দেবগণের উল্লেখের বিষয় অবগত আছি। তাহার মধ্যে ষষ্ঠ সূক্তে মরুদ্দেবগণের নাম নাই। ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ 'বহ্নিভিঃ' প্রভৃতি পদে তাঁহাদের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। যাহা হউক, ঐ দুই ক্ষেত্রেই তাঁহারা অন্যান্য দেবগণের সহিত (ষষ্ঠ সূক্তে ইন্দ্রদেবের সহিত এবং উনবিংশ সূক্তে অগ্নিদেবের সহিত) সম্পূজিত হইয়াছেন। কিন্তু এখানে তাঁহাদের উপাসনাতেই পর পর দুইটী সূক্ত প্রযুক্ত হইয়াছে—দেখিতেছি।

মরুদ্দেবগণের উৎপত্তি ও কর্ম্ম সম্বন্ধে পুরাণে নানা উপাখ্যান আছে। তাঁহারা আপন জননীর উদর বিদারণ-পূর্ব্বক বিনির্গত হইয়াছিলেন। 'তাঁহারা ইন্দ্রের বাহক ছিলেন। তাঁহাদের সাহায্যে ইন্দ্রদেব কর্ত্তৃক অসুরদিগের নিকট হইতে অপহৃত গাভীসকল উদ্ধার-প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইন্দ্র তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।' এবম্বিধ সে সকল উপাখ্যান। সে সকল উপাখ্যানের অভ্যন্তর হইতে সত্যতত্ত্ব উদ্ধার করা বড়ই কঠিন। এই যে সূক্তটী এক্ষণে ব্যাখ্যাত ও আলোচিত হইবে, ইহার মধ্যেও সে জটিলতা ঘনীভূত হইয়া আছে। সূক্তান্তর্গত ঋক্-কয়েকটীর যে অর্থ অধুনা প্রচলিত, তাহাতে দেখি, গাভীর উদরে তাঁহারা থাকেন *, মৃগ তাঁহাদের বাহন †, কণ্ববংশীয় ঋষিগণ তাঁহাদের পরিচর্য্যা করেন ‡। অন্যত্র আবার (এই সূক্তের অন্য আর এক ঋকের ব্যাখ্যায়) ঐ সকল বিশেষণের ব্যত্যয় দেখি। প্রথমে গাভীকে

---

* পঞ্চম ঋক্ দেখুন। মূলে আছে—"গোষু"; সায়ণভাষ্যে প্রকাশ—"গোষু" মরুন্মাতৃভূতপৃশ্নিপ্রভৃতিষু ধেনুষবস্থিতং।" তিনি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছিল,—"পৃশ্নিয়ৈ বৈ প্রথমো মরুতো জাতা ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ।" প্রচলিত অনুবাদেও (রমেশ বাবুর অনুবাদে) দেখি.—"যে মরুৎগণ (পৃশ্নিরূপ) ধেনুর মধ্যে অবস্থিত।" ইত্যাদি।

† মূলে "পৃষতীভিঃ" আছে। ব্যাখ্যায়—"বিন্দুযুক্তাভিঃ মৃগীভিঃ" প্রতিবাক্য দেখি। (৩য় ঋক)।

‡ মূলে "কণ্বেষু·বো দুবঃ" (১৪ ঋক) আছে। তাহা হইতে ঐ অর্থ গ্রহণ করা হয়। সায়ণের অর্থ কিন্তু ওখানে একটু বদলাইয়াছে।

মরুদ্গণের জননী বলিয়া খ্যাপন করা হইয়াছে। শেষে আবার (নবম ঋকে) 'আকাশ তাঁহাদের মাতা' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ফলতঃ, এ সকল ব্যাখ্যায় মরুদ্গণ অভিধায়ে যে ভগবানের কোন্ বিভূতি-সমূহের প্রতি লক্ষ্য আছে, তাহা বোধগম্য হওয়া বড়ই কঠিন।

যাহা হউক, মরুদ্দেবগণ বলিতে, স্থূলতঃ আমরা যে ভাব গ্রহণ করিতে পারি, তাহারই একটু আভাষ দিতেছি। সেই যে ভগবান্, সেই যে পরমেশ্বর, সেই যে ব্রহ্ম, যে নামেই তাঁহাকে অভিহিত কর, এক হইয়াই তিনি বহু, আবার বহু হইয়াও তিনি এক। অসংখ্য অনন্ত বিভূতির দ্বারা তিনি অভিব্যক্ত। বায়ু তাঁহার এক অভিব্যক্তি। তেজঃ তাঁহার এক অভিব্যক্তি। রস তাঁহার এক অভিব্যক্তি। ইত্যাদি। এই সকল অভিব্যক্তির আবার বিভিন্ন স্তর-পর্য্যায় আছে। 'তেজঃ' বলিলে, কত আধারে কত প্রকারে তেজের সমাবেশ সম্ভবপর হয়, তৎসমুদায়ের বিষয় মনে আসে। তখন, সূর্য্যের তেজঃ, অগ্নির তেজঃ, সত্ত্বভাবের তেজঃ প্রভৃতির নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে। অতএব, সাধারণভাবে 'তেজঃ' শব্দ উচ্চারিত হইলে, ঐ সকল প্রকার তেজই তাহার অন্তর্নিবিষ্ট থাকে। কিন্তু, বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যার সময় যাঁহারা তেজোমাত্র বলিলে তেজঃপদার্থের স্বরূপ ধারণা করিতে পারিবেন না—তাঁহাদিগকে বুঝাইবার সময়, অগ্নির ও সূর্য্যের এবং অন্যান্য যেখানে যে ভাবে তেজঃ সন্নিবিষ্ট আছে—তাহার, নানা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করার আবশ্যক হয়। অধিকারিবিশেষের অধিগত হওয়ার উদ্দেশ্যেই ঐরূপ বিশ্লেষণ-বিবৃতি। এক ঈশ্বর যে তিন হন, তিন হইতে তাঁহাকে যে তেত্রিশে এবং পরিশেষে তেত্রিশ কোটীতে—অগণ্য অসংখ্য পর্য্যায়ে পর্য্যবসিত করা হয়, তাহার কারণ আর কিছুই নহে; কারণ—তাঁহার স্বরূপ-অনুভূতি-পক্ষে সহায়তা। মরুদ্দেবগণ-সম্বন্ধেও সেই ভাব মনে করিতে হইবে। প্রথমে অগ্নিদেবতার, পরে বায়ু-দেবতার উপাসনার বিষয় প্রখ্যাপিত হয়। তার পর, একে একে তাঁহারা কিরূপে কি ভাবে অভিব্যক্ত, তাহাই বুঝাইবার প্রয়াস দেখি। মনে করুন,—দেবতার পরিচয়ে প্রথমে বলা হইল—তিনি বায়ু। বায়ু বলিলে, কি ভাবে কত রূপে তিনি বিদ্যমান, তাহারই বিষয় মনে আসে। তখন বায়ুর পর্য্যায়-বিভাগ আবশ্যক হইয়া পড়ে। সেই অবস্থাতেই তিনি মরুদ্গণ আখ্যা প্রাপ্ত হন। বায়ু প্রধানতঃ কত ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকেন, উহা দ্বারা তাহারই একটা আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে অধিকারী বায়ুর ধারণায় অসমর্থ হইবে, সে জন মরুদ্দেবগণের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ বায়ুতত্ত্ব অধিগত করিতে সমর্থ হইবে,—ইহাই অভিপ্রায়। সে পক্ষে, মরুদ্গণে—বায়ুরই বিশ্লেষণ-বিবৃতি মনে করা যাইতে পারে। যিনি বায়ুরূপে বিদ্যমান্, তিনিই মরুদ্গণ-রূপে বিস্তৃত হইয়া আছেন। ইহাই মর্ম্মার্থ।

যদি বলা হয়—পৃশ্নি তাঁহাদের মাতা, আর যদি বলা হয়—আকাশ তাঁহাদের জননী; বেদ-বাক্যে যদি এই দুই ভাবই ব্যক্ত থাকে, তাহাতেও কিছু আসে-যায় না। অনন্ত আকাশই তো বায়ুর বা মরুদ্গণের জননী; আবার সকল শূন্য-প্রদেশেই—কেবল শূন্য প্রদেশেই বা বলি কেন—সর্ব্বত্রই তাঁহাদের অধিষ্ঠান। সুতরাং 'ইহার মধ্যে বা উহার মধ্যে তাঁহারা আছেন' বলিলেও, সে পক্ষে কোনও বিপরীত বিপর্য্যয় ভাবের আশঙ্কা

করা যায় না। তার পর, 'পৃশ্নি' শব্দের অর্থও অনুরূপ হইয়া থাকে। এই সকল বিষয় অনুধাবন করিলে, স্পষ্টই প্রতীত হয়, মরুদ্দেবগণ নামে সেই জগৎপাতাকেই তাঁহার একবিধ বিভূতসত্ত্বের মধ্য দিয়া আহ্বান করা হইয়াছে।

প্রথমমণ্ডলস্য অষ্টমেঽনুবাকে সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং। কণ্বঋষিঃ।
গায়ত্রীছন্দঃ। মরুদ্দেবতা। ব্যূঢ়ে দ্বিতীয়ে ছন্দোমে
আগ্নিমারুতশস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

ক্রীলং বঃ শর্দ্ধো মারুতমনর্ব্বাণং রথে শুভং।
কণ্বা অভি প্র গায়ত ॥ ১ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ক্রীলং। বঃ। শর্দ্ধঃ। মারুতং। অনর্ব্বাণং। রথেঽশুভং।
কণ্বাঃ। অভি। প্র। গায়ত ॥ ১ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'কণ্বাঃ' (অকিঞ্চনাঃ, হে অস্মৎসদৃশাঃ ক্ষুদ্রজনাঃ) 'বঃ' (যুষ্মদর্থং) 'মারুতং' (মরুৎসমূহরূপং) 'শর্দ্ধঃ' (বলং, শক্তিং) 'ক্রীলং' (বিহরণশীলং, সর্ব্বত্র ক্রীড়মানং) 'অনর্ব্বাণং' (শত্রুসংশ্রবরহিতং) 'রথে শুভং' (রথে শোভমানং, সর্ব্বেষাং হৃদ্দেশে বিরাজমানং); তং দেবং 'অভি' (অভিলক্ষ্য) 'প্র গায়ত' (সর্ব্বতোভাবেন স্তুধ্বং, পূজয়ধ্বং) যূয়মিতি শেষঃ। আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। অস্য ভাবঃ—মরুদ্রূপেণ স ভগবান্ সর্ব্বেষাং হৃদয়ে নিত্যং বিহরতি। তং অভিলক্ষ্য, আগচ্ছত, ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রাঃ বয়ং সর্ব্বে পূজাপরায়ণা ভবাম। (১ম—৩৭সূ—১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে ক্ষুদ্র অকিঞ্চন জন (আমরা)। তোমাদেরই (আমাদেরই) জন্য, মরুদ্দেবগণের শক্তি, সর্ব্বত্র ক্রীড়মান, শত্রুসংস্রবরহিত এবং সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান; সেই সেই দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া তোমরা (আমরা) অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হও (হই)। (১ম—৩৭সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে কণ্বাঃ কণ্বগোত্রোৎপন্না মহর্ষয়ঃ। যদ্বা মেধাবিন ঋত্বিজঃ। বো যুষ্মদর্থং মারুতং মরুৎসমূহরূপং শর্দ্ধো বলমভিপ্রগায়ত। অভিতঃ প্রকর্ষেণ স্তুধ্বং। কীদৃশং শর্দ্ধঃ। ক্রীলং। বিহরণশীলং। অনর্ব্বাণং। ভ্রাতৃব্যরাহিতং। অতএব শ্রুত্যন্তরব্রাহ্মণেন মন্ত্রান্তরমেব ব্যাখ্যাতং। অনর্ব্বা প্রেহীত্যাহ। ভ্রাতৃব্যো বা অর্ব্বেতি। রথে শুভং। স্বকীয়ে রথে অবস্থায় শোভমানং॥

ক্রীলং ক্রী ড় বিহারে। পচাদ্যচ্। শর্দ্ধঃ। শৃধু প্রহরণে। শর্দ্ধয়ত্যনেন শত্রূনিতি শর্দ্ধো বলং। অসুন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। মারুতং। মরুতাং সম্বন্ধি। তস্যেদমিত্যণ্। ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বা সমূহার্থেঽনুদাত্তাদেরঞ্। পা০ ৪।২।৪৪। ইত্যনুদাত্তাদিলক্ষণোঽঞ্ প্রত্যয়ঃ। অনর্ব্বাণং। ব্যত্যয়েন পুংলিঙ্গতা। নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। রথে শুভং।

সায়ণভাষ্যের-বঙ্গানুবাদ।

হে কণ্বগোত্রোৎপন্ন মহর্ষিগণ। অথবা মেধাবী ঋত্বিকসমূহ! তোমাদের জন্য মরুৎসমূহরূপ বল চতুর্দ্দিকে প্রকৃষ্টরূপে স্তুত হইতেছে। কি প্রকার বল? বিহরণশীল। ভ্রাতৃব্যরহিত। এই হেতু, শ্রুত্যন্তরে ব্রাহ্মণ কর্তৃক মন্ত্রান্তরেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অনর্ব্বা-পদে প্রেহি অর্থ উপলব্ধ হয়। অর্ব্বা-পদে ভ্রাতৃব্য অর্থাৎ শত্রু বুঝায়। 'রথে শুভং' বাক্যে—সেই মরুদ্গণ স্বকীয় রথে অবস্থিত হইয়া শোভমান।

'ক্রীলং' পদটী বিহারার্থ 'ক্রী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। পচাদিগণীয় বলিয়া, 'পচাদ্যচ্' সূত্রে তদুত্তর 'অচ্' প্রত্যয় হইয়াছে। "শর্দ্ধঃ" (শর্ধ) পদটী, প্রহরণার্থ 'শৃধ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। শত্রুগণকে প্রহার করে ইহার দ্বারা—এই ব্যাসবাক্যে 'শর্দ্ধ' অর্থে 'বল' বুঝায়। উক্ত 'শৃধ' ধাতুর উত্তর 'অসুন্' প্রত্যয়। নিত্ব ('ন'কার 'ইৎ') হেতু উহার আদিস্বর উদাত্ত। 'মারুতং' পদটীতে 'তস্য ইদম্' এই বাক্যে 'ইদমর্থে' 'অণ' প্রত্যয় ও ব্যত্যয়-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। অথবা, 'সমূহার্থেঽনুদাত্তাদেরঞ' (পা০ ৪।২।৪৪) সূত্রে অনুদাত্তাদিলক্ষণ-হেতু 'অঞ্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'অনর্ব্বাণং' পদটী ব্যত্যয়-হেতু পুংলিঙ্গ হইয়াছে। 'নঞ্সুভ্যাং' এই সূত্রে উত্তর পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'রথে শুভং' পদটী দীপ্ত্যর্থক 'শুভ্' ধাতুর

শুভ দীপ্তৌ। রথে শোভত ইতি রথে শুপ্। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। তৎপুরুষে কৃতি বহুলমিত্যলুক। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। গায়ত। কৈ গৈ শব্দে। তিঙ্ঙতিঙ্ ইতি নিঘাতঃ ॥ ১ ॥

• . •

প্রথম (৪৪০) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের ব্যাখ্যায় একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়—'কণ্বাঃ' পদ। সায়ণ এ পর্য্যন্ত বরাবরই 'কণ্ব' শব্দে কণ্ব-নামক মহর্ষির সংশ্রব সূচনা করিয়া আসিয়াছেন। এখানে তিনি আরও একটী অর্থ করিলেন; লিখিলেন—"যদ্বা মেধাবিন ঋত্বিজঃ।" পরন্তু এই সূক্তেরই চতুর্দ্দশ ঋকের ব্যাখ্যায় তাঁহার প্রথম প্রকারের অর্থ একেবারে পরিবর্ত্তিত হইল; তিনি সেখানে "কণ্বেষু" পদের প্রতিবাক্যে লিখিলেন—"মেধাবিষনুষ্ঠাতৃষু।" সেখানে মহর্ষির নাম-গন্ধ পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিলেন। ইহাতে মনে হয়, মহর্ষির নামের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট করায়, অনিত্যবস্তুর সহিত সম্বন্ধহেতু বেদবাক্যের নিত্যত্বে যে বিঘ্ন ঘটিতেছিল, এক্ষণে তৎপ্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল; এবং তদনুসারেই তিনি কণ্ব-পদের অর্থ-নিষ্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহা হউক, আমরা নানা কারণে সে 'মেধাবী' অর্থও এখানে গ্রহণ করিলাম না। কণ্ব-পদে পূর্ব্বাপর আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, আমাদের সেই অর্থই এখানেও অব্যাহত রাখিলাম। *

উত্তর 'রথে শোভা পায়'—এই বাক্যে, রথ শব্দে 'শুপ্' হইয়াছে। 'ক্বিপ চ' এই সূত্রানুসারে 'ক্বিপ' প্রত্যয়ঃ; 'তৎপুরুষে কৃতিবহুলং' এই বাক্যে 'লুক্' (লোপ) হয় নাই। কৃৎ-প্রত্যয়-হেতু উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "গায়ত"—কৈ গৈ শব্দে গৈ ধাতু হইতে 'গায়ত' পদটী সিদ্ধ হইয়াছিল। 'তিঙ্ঙতিঙঃ' সূত্রে নিঘাত হইয়াছে ॥ ১ ॥ (১ম—৩৭সূ—১ঋ)।

---

* এই মন্ত্রের প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ এবং দুইটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। বঙ্গানুবাদ;—"হে কণ্বগোত্রোদ্ভব ঋষিগণ, ক্রীড়াশীল ও শত্রুরহিত মরুৎসমূহের উদ্দেশে গাও; তাঁহারা রথে শোভা পাইতেছেন।" ইংরাজী অনুবাদ (ম্যাক্সমূলারের),—"Sing forth, O Kanvas, to the sportive host of your Maruts, brilliant on their chariots, and unscathed." (উইলসনের),—"Celebrate, Kanvas, aggregate strength of the Maruts, sportive, without horses, but but shining in their car." 'অনর্ব্বাণং' পদের অর্থ-বিষয়ে বিশেষ মতান্তর লক্ষিত হয়। এক মতে ঐ পদের অর্থ—শত্রুরহিত, অন্যমতে—অশ্বরহিত। অভিধানে দেখি,—

আমরা মনে করি, এ মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমুলক; পরন্তু এ মন্ত্রে পারিপার্শ্বিক আত্মীয়-স্বজনকেও সম্বোধন আছে। "আমরা অতিক্ষুদ্র; আমাদের জন্য সেই ভগবান্ মরুদ্দেবগণ রূপে সর্ব্বত্র ক্রীড়া-পরায়ণ রহিয়াছেন। আমাদের দৃষ্টি তাঁহাদের প্রতি পতিত হউক; তাঁহাদের অনুকম্পা আমরা লাভ করি; তাঁহাদের শক্তিতে আমরা শক্তিমান্ হই। ইহাই এ মন্ত্রের প্রার্থনা বা সঙ্কল্প। এখানে বলা হইতেছে,—সেই দেবগণ আমাদের নিকটেই আছেন, আমাদের মধ্যেই বিচরণ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে প্রাপ্তির পথে শত্রুর বাধা-প্রদানের আশঙ্কা পর্য্যন্ত নাই; অথচ, আমরা তাঁহাদিগের প্রতি উদাসীন রহিয়াছি। ইহাই আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতা। তাই যেন সঙ্কল্প করা হইতেছে, এস, অতঃপর আমরা তাঁহাদের চিনিবার চেষ্টা করি, তাঁহাদের পূজায় তাঁহাদের শক্তির অনুসরণে প্রবৃত্ত হই।'

মন্ত্রের অন্তর্গত শব্দ-কয়েকটীর বিষয় আলোচনা করিলে, ঐ ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম—'কণ্বাঃ'। এই পদে কণ্ব-বংশীয়গণকে বা মেধাবিগণকে যে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহা বোধগম্য হয় না। কেন-না, মন্ত্রের দ্রষ্টা বা প্রবর্ত্তকের নাম দেখি—কণ্ব-ঋষি। সে পক্ষে তাঁহার পূর্ব্বে ঐ মন্ত্রের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। সুতরাং ঐ মন্ত্রে 'কণ্বাঃ' পদে কণ্ব-বংশীয়গণকে যে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। মেধাবিগণকে সম্বোধন করিয়াই বা মরুদ্দেবগণের মহিমা-ঘোষণা (স্তুতিবাদ) করিতে বলা হইবে কেন? যাঁহারা মেধাবী, যাঁহারা প্রাজ্ঞ, তাঁহারা কি জানেন না—কোন্ দেবতা উপাস্য বা পূজ্য? অপিচ, এ পক্ষে কে কাহাকে সম্বোধন করিতেছে, তাহার আবার সন্ধান করার প্রয়োজন হয়। এই সকল বিষয় বিচার করিলে, আমরা 'কণ্বাঃ' পদে যে প্রতিবাক্য পূর্ব্বাপর গ্রহণ করিয়া আসিতেছি, তাহারই সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। "ক্রীলং"

'অর্ব্বণ' (ঋ গমন করা + বন্ (বনিপ)—ক) শব্দে ঘোটক বুঝায়। কিন্তু সায়ণ শ্রুত্যন্তর হইতে 'অনর্ব্বাণং' পদের 'ভ্রাতৃব্যরহিতং' অর্থাৎ শত্রুরহিত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। ম্যাক্সমুলার এ সম্বন্ধে বলেন,—'অর্ব্বৎ-পদেই ঘোটক বুঝায়, অর্ব্বন্-পদে নহে; ঘোটক বুঝাইলে, 'অনর্ব্বন্তং' পদ হইত, 'অনর্ব্বাণং' হইত না। আমরা সায়ণের অনুসরণে 'শত্রুসম্বন্ধরহিত' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। সেই অর্থই এখানে সমীচীন।

পদে 'সর্ব্বত্র ক্রীড়াশীল' এই ভাব আসে। মরুদ্গণ-রূপ বায়ু সর্ব্বত্রই বিচরণ করিতেছে। এখানে 'ক্রীলং' পদে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। "অনর্ব্বাণং" পদে 'শত্রুর সংশ্রবরহিত' অর্থাৎ সেই দেবতাকে ঘেরিয়া শত্রু অবস্থান করিতে পারে না—এই ভাব ব্যক্ত হইতেছে। মরুদ্গণকে কোন্ শত্রু স্পর্শ করিবে? "রথে শুভং" বাক্যে আমাদের হৃদয়-রূপ রথে তিনি শোভা পাইতেছেন—এই ভাব আসে। তিনি হৃদয়ের সামগ্রী, হৃদয়ে অবস্থিত আছেন; তাহা জানিয়াও, কেন আমরা উদাসীন আছি? তাই হৃদ্বৃত্তিকে সম্বোধনে সঙ্কল্প বদ্ধ হইতেছি,—'এস, মরুদ্গণের দ্বারাই আমরা ভগবদনুসরণে অগ্রসর হই।' ইহাই তাৎপর্য্য। (১ম—৪৭সূ—১ঋ)।

—— • ——

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

যে পৃষতীভির্ঋষ্টিভিঃ সাকং বাশীভিরঞ্জিভিঃ।

অজায়ন্ত স্বভানবঃ ॥ ২ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

যে। পৃষতীভিঃ। ঋষ্টিঽভিঃ। সাকং। বাশীভিঃ। অঞ্জিভিঃ।

অজায়ন্ত। স্বঽভানবঃ ॥ ২ ॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'যে' (মরুতঃ) 'পৃষতীভিঃ' (মেঘৈঃ, অভীষ্টবর্ষণৈঃ) 'ঋষ্টিভিঃ' (শত্রুনাশকৈঃ আয়ুধৈঃ) 'বাশীভিঃ' (বাগ্‌ভিঃ, শত্রুত্রাসকরৈঃ হুঙ্কারৈঃ, অথবা—উপাসকানাং প্রতি অভয়প্রদৈর্ব্বাক্যৈঃ) 'অঞ্জিভিঃ' (স্নেহার্দ্রভাবৈঃ, শুদ্ধসত্ত্বভাবৈঃ) 'সাকং' (সহ) 'স্বভানবঃ' (স্বয়ং দীপ্তিমন্তঃ) 'অজায়ন্ত' (অভবন্); হে মনঃ, ত্বং তান অর্চ্চয় ইতি শেষঃ। মরুদ্দেবগণাঃ শত্রুনাশকাঃ স্বয়ং দীপ্তিমন্তঃ অভীষ্টপূরকাঃ; তান্ পূজয়। ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (১ম—৩৭সূ—২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্দেবগণ অভীষ্টবর্ষণশীল মেঘের সহিত, শত্রুনাশক অস্ত্রের সহিত, শত্রুত্রাসকর হুঙ্কারের অথবা উপাসকের প্রতি অভয়প্রদ বাক্যের সহিত, এবং স্নেহার্দ্র ভাবের (শুদ্ধসত্ত্ব ভাবের) সহিত স্বয়ং দীপ্তিমন্ত হয়েন ; হে মন, তুমি তাঁহাদের অর্চ্চনা কর। (১ম—৩৭সূ—২ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

যে মরুতঃ পৃষতাদিভিঃ সাকং স্বভানবঃ স্বকীয় দীপ্তিযুক্তা অজায়ন্ত ইতি সম্পন্নাঃ। পৃষত্যো বিন্দুযুক্তা মৃগ্যো মরুদ্বাহনভূতাঃ। পৃষত্যো মরুতামিতি নিঘণ্টাবুক্তত্বাৎ। ঋষ্টয় আয়ুধানি। বাশ্রঃ শব্দবিশেষাঃ পরকীয়সেনাভীতিহেতবঃ বাশী বাণীতি বাঙ্‌নামসু পঠিতত্বাৎ। অঞ্জয়োহলঙ্করণানি তান্ স্তুম ইতি শেষঃ॥

অজায়ন্ত। জনী প্রাদুর্ভাবে। জ্ঞাজনোর্জ্জা। পা০ ৭।৩।৭৯। ইতি জাদেশঃ। অডাগম উদাত্তঃ। স্বভানবঃ। স্বকীয় ভানবো যেষাং। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ ২॥

• • •

দ্বিতীয় (৪৪১) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ এই—'মরুদ্দেবগণ যখন একত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহারা আপনার দীপ্তিতে দীপ্তিমান্ ছিলেন, তখনই তাঁহাদের বাহক বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট মৃগগণ তাঁহাদের রথে সংযোজিত

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে বায়ুসকল পৃষত্যাদির সহিত স্বকীয় দীপ্তিবিশিষ্ট হইয়া থাকেন (পৃষতী শব্দে বিন্দুযুক্ত, মরুতের বাহনভূত মৃগীকে বুঝায়। নিঘণ্টুতে মরুতাং অর্থাৎ বায়ুর পৃষত্যা বাহন এইরূপ পাঠ আছে)। ঋষ্টি শব্দে আয়ুধ অস্ত্র, এবং বাশ্রঃ শব্দে পরকীয় সেনার ভীতি উৎপাদক বুঝায়। বাঙ্ নামসমূহ মধ্যে বাশী বাণী এইরূপ পাঠ আছে। অঞ্জি শব্দে অলঙ্কার অর্থ দ্যোতনা করে। তাৎপর্য্য এই যে, যে মরুৎ পৃষতী, ঋষ্টি, বাশ্র ও অঞ্জি প্রভৃতির সহিত স্বকীয় দীপ্তিতে দীপ্তিযুক্ত আছেন, সেই বায়ুসকলকে আমরা স্তব করি।

"অজায়ন্ত"—প্রাদুর্ভাবার্থ 'জন্' ধাতু হইতে 'অজায়ন্ত' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'জ্ঞানি-জ্ঞাজনোর্জ্জা' (পাং ৭।৩।৭৯) এই সূত্রে 'জা' আদেশ হইয়াছে। অট্ আগম হেতু উহার স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "স্বভানব" পদে—'স্বকীয় ভানু অর্থাৎ দীপ্তি যাহাদের',—এই ব্যস-বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ ২॥ (১ম—৩৭সূ—২ঋ)।

ছিল, তখনই তাঁহারা আয়ুধ ধারণ করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহাদের হুঙ্কারে দিক্ প্রকম্পিত হইয়াছিল, তখনই তাঁহাদের অলঙ্কারের জ্যোতিতে দিক্ উদ্ভাসিত করিয়াছিল। * অলঙ্কারাদি পরিয়াই, রথে চড়িয়াই, অস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়াই, তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন—ইহাই প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহের সাধারণ মত।

এখন, আমরা যে পথে যে অর্থে উপনীত হইলাম, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি। প্রথম—দেবগণ বলিতে কি ভাব মনে আসে, তাহা অনুধ্যান করা আবশ্যক। বুঝিতে হইবে, জড়-পদার্থ তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত হইলেও, তাঁহারা জড়পদার্থের অতীত। আর, বুঝিতে হইবে, অশরীরী সেই দেবগণকে অশরীরী ভাবের মধ্য দিয়াই গ্রহণ

---

* এই মন্ত্রের ইংরাজী ও বাঙ্গালা দুই একটী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

MAX-MULLER :—"They who were born together, self-luminous, with the spotted deer (clouds), the Spears, the daggers, the glittering ornaments."

WILSON :—"Who, borne by spotted deer, were born self-radiant, with weapons, war-cries, and decorations."

রমেশ বাবু :—"তাঁহারা স্বকীয় দীপ্তিযুক্ত হইয়া, এবং বিন্দুচিহ্নিত মৃগরূপ বাহনের সহিত ও যুদ্ধগর্জ্জন ও আয়ুধ ও নানারূপ অলঙ্কারের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

রমানাথ :—"যে মরুদগণ নিজের বাহক বিচিত্র মৃগাদিগের সহিত, অস্ত্রের সহিত, বাক্যের সহিত, অলঙ্কারের সহিত দীপ্তিযুক্ত হইয়াছিলেন, আমরা তাঁহাদিগকে স্তব করি।"

এই সকল মতের প্রতিষ্ঠা-বিষয়ে, বলা বাহুল্য, গবেষণার অন্ত নাই। ম্যাক্সমূলার বলেন,—মরুদগণ বলিতে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতকে বুঝায়। 'পৃষতীভিঃ' পদে 'বৃষ্টিপূর্ণ মেঘের সহিত' অর্থ সূচিত হয়। তাঁহাদের 'আয়ুধ' বলিতে, বজ্রকে বুঝায়। তাঁহাদের অলঙ্কার—বিদ্যুৎ। এ বিষয়ে তাঁহার উক্তি ও যুক্তি একটু উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—"The spotted deer (Prishati) are the recognised animals of the Maruts, and were originally, as it would seem, intended for rain-clouds. Sayana is perfectly aware of the original meaning of the "prishati," as clouds. The legendary school, he says, takes them for deer with white spots, the etymological school for many-coloured lines of clouds. (RV. B. H. I. 64.8). * * * The spears and daggers of the Maruts are meant for the thunder-bolts, and the glittering ornaments for the lightning." রোথ (Roth) 'পৃষতী' পদে চিত্রবিচিত্র-বিশিষ্ট গাভী বা অশ্ব (spotted cow or horse) অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

করিতে হইবে। দেবতত্ত্ব বিশ্লেষণ উপলক্ষে অনেক স্থলেই এ সকল বিষয় বিবৃত করিয়াছি। এখানে আর তত্তৎবিষয়ের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন মাত্র। ফলতঃ, জড়পদার্থের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া ভাব-পদার্থ গ্রহণ করিতে হইবে—ইহাই সিদ্ধান্তিত হয়। তাহা হইলে, দেবতার বাহন-রূপ অশ্বের বা মৃগের কোনও প্রয়োজন হয় না। বুঝা যায়,—সে কেবল্ রূপক,—তাঁহাদের তত্ত্ব প্রকাশ-পথে উপমেয় উপমান্ প্রভৃতির পরিকল্পনা মাত্র। এই দৃষ্টিতে, ঋকের এক একটী শব্দের প্রতি লক্ষ্য করুন ;—সত্যতত্ত্ব আপনিই উপলব্ধ হইবে।

প্রথম—'পৃষতীভিঃ'। ঐ শব্দের মূল 'পৃষ্' ধাতু ; তাহার অর্থ—'সেচন'। 'মেঘ জল সেচন করে'—এই ভাবে, ঐ শব্দে মেঘ অর্থ আমনন করা যায়। মেঘ বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট। তাহা হইতে চিত্র-বিচিত্র চিহ্নযুক্ত ভাব গ্রহণ করিয়া, মৃগের (হরিণের) সহিত উহার সম্বন্ধ-সূচনা করা হয়। আর, তাহার ফলে, মরুদ্দেবগণের বাহনাদি-রূপ নানা উপাখ্যানের অবতারণা হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বলি, অত দূরে ঘুরিবার কি আবশ্যক আছে ? ধাতুর অর্থ—সেচন। তিনি সেচনের—বর্ষণের—অভীষ্টপূরণের সহিত বিদ্যমান্ আছেন, এই সহজ অর্থ গ্রহণ করিলেই চলে না কি ? দেবগণের দ্বারা আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। এই ভাবই সমীচীন ও সঙ্গত নহে কি ? আমরা তাই 'পৃষতীভিঃ' পদের প্রতিবাক্যে 'অভীষ্টবর্ষকৈঃ' পদ ব্যবহার করিয়াছি। দ্বিতীয়—'ঋষ্টিভিঃ' পদ। গত্যর্থক 'ঋষ্' অথবা দর্শনার্থক 'দৃশ্' ধাতু এই পদের মূল। এই মূল হইতেই আত্মদর্শনশীল ঋষি-পদের উৎপত্তি। এখানে এই পদের 'আয়ুধ' অর্থের সার্থকতা আছে। তাহাতে মোক্ষপথের (আত্মদর্শনের) বাধানাশক ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। মরুদ্দেবগণের নিকট এমন অস্ত্র আছে যে, সৎকর্ম্মে বা সৎপথে অগ্রসর হইবার পক্ষে বাধাপ্রদানকারীরা তদ্দারা নিহত হয়। তৃতীয়—'বাশীভিঃ' পদ। এই পদে কেহ অস্ত্র (কুড়ালি, খোন্তা প্রভৃতি) অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন * ; কেহ বা বাক্যরূপ বজ্র অর্থ

* 'বাশী' শব্দে সায়ণ এখানে বাক্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন বটে ; কিন্তু অন্যত্র (১ম—৮৮সূ—৩ঋ) তিনিও অস্ত্র অর্থ কল্পনা করেন। তাহা হইতে ম্যাক্সমূলার আবার জুতাপ্রস্তুত-কারীদের অস্ত্র (Shoemaker's awl) ভাব গ্রহণ করিয়াছেন ; এবং লিখিয়াছেন,—

আমনন করেন। আমরা "বাগ্‌ভিঃ" অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তবে সে বাক্য যুগপৎ শত্রুর পক্ষে ত্রাসকর এবং উপাসকের পক্ষে অভয়প্রদ—এই ভাব আমনন করি। কেন-না, 'বাশী' পদে ধাতুগত অর্থে কঠোর ও কোমল দুই ভাবই ব্যক্ত হয়। চতুর্থ পদ—'অঞ্জিভিঃ'। 'অঞ্জ' (অঞ্জ্‌) ধাতু স্নেহভাবসমন্বিত দীপ্তির ও শোভার ভাব প্রকাশ করে। তাহা হইতেই অলঙ্কার অর্থ গ্রহণ করা হয়। স্নেহার্দ্র ভাবই (শুদ্ধসত্ত্ব ভাবই) দেবতার প্রকৃষ্ট অলঙ্কার। এই অর্থই এখানে আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। দেবতা যে স্বয়ং দীপ্তিমন্ত, 'স্বভানবঃ' পদে তাহাই ব্যক্ত করে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের যে অর্থ হয়, আমাদের বঙ্গানুবাদে তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। ঋকে মরুদ্দেবগণের স্বরূপ ব্যক্ত আছে। সেই মরুদ্দেবগণ কেমন? তাঁহারা মেঘের ন্যায় অভীষ্ট-বর্ষণ-শীল। তাঁহারা আর কেমন? না—আমাদিগের শত্রুনাশের জন্য সর্ব্বদা অস্ত্র ধারণ করিয়া আছেন। আর তাঁহারা কেমন? আমাদের প্রতি অভয়প্রদ, আর আমাদের শত্রুদের প্রতি তীব্র কঠোর। আর তাঁহারা কেমন? না—অনুগত আশ্রিতের প্রতি সদা স্নেহপরায়ণ হইয়া আছেন। 'সেই যে শত্রুনাশক, সেই যে উপাসকের হিতসাধক মরুদ্দেব-গণ, হে আমার অন্তর, এস, তাঁহাদের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হও। শুভফল প্রাপ্ত হইবে।' ইহাই মর্ম্মার্থ। (১ম—৩৭সূ—২ঋ)।

—•—

তৃতীয়া ঋক্‌।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্‌।)

ইহেব শৃণ্ব এষাং কশা হস্তেষু যদ্বদান্‌।

নি যামঞ্চিত্রমৃঞ্জতে ॥ ৩ ॥

"Grassman (Kuhn's Zeitschrift, vol xvi, p. 193) translates 'Vasi' by axe." ইত্যাদি।

পদ-বিশ্লেষণং।

ইহ্ইব। শৃণ্বে। এষাং। কশাঃ। হস্তেষু। যৎ। বদান্।

নি। যামন্। চিত্রং। ঋঞ্জতে ॥ ৩ ॥

• . •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'এষাং' (মরুদ্দেবানাং) 'হস্তেষু' (করেষু, আয়ত্তাধীনেষু) অবস্থিতাঃ 'কশাঃ' (তাড়নদণ্ডাঃ 'যৎ' (কঠোরোপদেশবাক্যং) 'বদান' (বদন্তি, প্রদদতি) 'ইহ' (ইহসংসারে) 'এব' (অপি) 'নি' (নিতরাং) 'শৃণ্বে' (তদ্বাক্যং শৃণোমি); বিবেকস্তু তদুপদেশঃ 'যামন্' (সংগ্রামে, সংসারসমরাঙ্গণে) 'চিত্রং' (বিবিধং শৌর্য্যং) 'ঋঞ্জতে' (অলঙ্করোতি, জয়যুক্তো ভবতি)। তে মরুদ্দেবা বিবেকদণ্ডতাড়নেন নিতরাং অস্মান্ সতর্কং কুর্ব্বন্তি। যদি বয়ং তেষাং তাড়নং শৃণুমঃ, তর্হি ইহসংসারে জয়শ্রীং লভেমহি। (১ম—৩৭সূ—৩ঋ)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

সেই মরুদ্দেবগণের হস্তে (আয়ত্তাধীনে) অবস্থিত বিবেক রূপ তাড়নদণ্ড যে কঠোর উপদেশ-বাক্য প্রদান করে, ইহসংসারেও সে বাক্য শুনিতে পাই। বিবেকের সেই উপদেশ, সংসারসমরাঙ্গণে বিবিধ শৌর্য্যকে বিভূষিত (জয়যুক্ত) করে। (১ম—৩৭সূ—৩ঋ)।

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

এষাং মরুতাং হস্তেষু স্থিতাঃ কশাঃ স্ব স্ব বাহনতাড়নহেতবো যদ্বদান্। বদন্তি। যং ধ্বনিং কুর্ব্বন্তি তং ধ্বনিমিহৈবাত্রৈব স্থিতা শৃণ্বে। শৃণোমি। স ধ্বনিবিশেষো যামন্ সংগ্রামে চিত্রং বিবিধং শৌর্য্যং ন্যৃঞ্জতো নিতরামলঙ্করোতি। ঋঞ্জতিঃ প্রসাধনকর্ম্মেতি যাস্কঃ। নি০ ৬।২১ ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই মরুদগণের হস্তস্থিত স্ব স্ব বাহন-তাড়ন-হেতুভূত কশা (অশ্বতাড়নী) যে ধ্বনি করিয়া থাকে, সেই ধ্বনি আমরা এইস্থানে থাকিয়া শুনিতেছি। সেই ধ্বনিবিশেষ সংগ্রামে বিবিধ শৌর্য্যকে সম্যক্‌রূপে অলঙ্কৃত করে (অর্থাৎ সংগ্রামকালে সাহস উৎপাদন করে)। যাস্ক বলিয়াছেন,—ঋঞ্জতি শব্দে প্রসাধন-কর্ম্ম বুঝায়। (নি০ ৬।২২)।

শৃণ্বে। শ্রু শ্রবণে। ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। শ্রুবঃ শৃ চেতি শৃ। হুশ্নুবোঃ সার্ব্বধাতুকঃ ইতি যণাদেশঃ। বদাৎ। বদ ব্যক্তায়াং বাচি। লেটোড়াগমঃ। ইতশ্চ লোপ ইতীকারলোপে সংযোগান্তলোপঃ। আগমানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। যামন্। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যালুক্। ন ঙিসম্বুদ্ধ্যোঃ। পা০ ৮।২।৮। ইতি ন লোপ প্রতিষেধঃ। ঋঞ্জতে। ঋঞ্জী ভৃজ্জী ভর্জ্জনে। অত্র প্রসাধনার্থঃ॥ ৩॥

তৃতীয় (৪৪২) ঋকের বিশদার্থ।

প্রথমে এই ঋকের প্রচলিত অর্থের একটু আভাষ দিতেছি। তাহা হইলে, কি শব্দে কি ভাব গ্রহণে আমরা কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, তাহা বোধগম্য হইবে। প্রচলিত অর্থ-সমূহের মর্ম্ম এই,—

'মরুদ্দেবগণের হস্তে বাহন-তাড়নের জন্য কশা (চাবুক) আছে; সেই কশার শব্দ (বাহন-তাড়নে যে শপাশপ্ শব্দ হয়) আমি এখানেও (যজ্ঞক্ষেত্রেও) শুনিতে পাই; আর সেই যে কশার শব্দ, তাহা বীরত্বকে অলঙ্কৃত করে।' *

"শৃণ্বে"—শ্রবণার্থ শ্রু ধাতু হইতে এই পদ নিষ্পন্ন। ব্যত্যয়-হেতু আত্মনে পদ হইয়াছে। 'শ্রুবঃ শৃচ' ইত্যাদি সূত্রে 'শৃ' আদেশ। 'হুশ্নুবো সার্ব্বধাতুকঃ' এই নিয়মানুসারে যণ্ আদেশ হইয়াছে। "বদাৎ"—পদটী বক্তা ও বাচ্ অর্থক 'বদ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। লেট বিভক্তি প্রযুক্ত অট্ আগম হইয়াছে। 'ইতশ্চ লোপ' সূত্রানুসারে উহাতে 'ই'কারের এবং সংযোগের অন্তভাগের লোপ হইয়াছে। আগমানুদাত্তত্ব হেতু ধাতুস্বরই অবশিষ্ট রহিয়াছে। যদ্বৃত্ত-যোগ-হেতু নিঘাত হয় নাই। "যামন" পদটীতে, 'সুপাং সুলুক' এই সূত্রানুসারে সপ্তমীর 'লুক্' অর্থাৎ লোপ হইয়াছে। 'নঙি সম্বুদ্ধ্যাঃ' (পা০ ৮।২৮) এই সূত্রে ন লোপের নিষেধ হইল। "ঋঞ্জতে"—ঋঞ্জ্ ও ভৃজ্ ধাতু ভর্জ্জনার্থে প্রযুক্ত হয়। ভর্জ্জনার্থক সেই ঋজ্ ধাতু হইতে 'ঋঞ্জতে' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এস্থলে ঐ পদ প্রসাধনার্থে প্রযুক্ত। (১—৩৭—৩ঋ)।

* কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালী, কি জর্ম্মণ, যিনিই ঋকের অনুবাদ করিয়াছেন, তিনিই এইরূপ মতই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মাক্সমূলার দুই প্রকারে অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার এক অনুবাদ;—"I hear their whips, almost close by, when they crack them in their hands; they gain splendour on their way." অন্য অনুবাদ,—"Here, close by, I hear what the whips in their hands say; they drive forth the beautiful (chariot) on the road." প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদও দেখুন,—"এই মরুদ্গণের হস্তস্থিত কশা-সকল যে ধ্বনি করে সেই ধ্বনি এই স্থানে থাকিয়াই আমি শুনি। সেই ধ্বনি সংগ্রামে বীরত্বকে অংকৃত করে।" সায়ণের ব্যাখ্যা, তাঁহার ভাষ্যে ও বঙ্গানুবাদেই দেখুন।

এই যে সকল ব্যাখ্যা, ইহা হইতে কি ভাব গ্রহণ করিতে পারা যায়—সুধিগণ তাহা বুঝিয়া দেখুন। আমাদের যাহা বক্তব্য, অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যাতেই তাহা প্রস্ফুট। তথাপি প্রসঙ্গতঃ কিছু বলিতেছি।

মন্ত্রে প্রথম লক্ষ্য করুন—"যৎ বদান"—যাহা বলে। কশার শপাশপ্ শব্দ—কিছু বলে কি? সহসা বোধগম্য হয় না। সেই বলা—সেই শপাশপ্ শব্দ—সংগ্রামে যে কি শৌর্য্য প্রকাশ করে, তাহাও বুঝিতে পারি না। পক্ষান্তরে, ঐ কশাকে যদি বিবেকের শাসনদণ্ড বলিয়া মনে করি, তাহাতে সঙ্গত ও সুষ্ঠু ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিবেকের শাসনদণ্ড, অস্ফুটস্বরে আমাদিগকে নিরন্তর কত কথাই কহিতেছে না কি? এ পক্ষে "ইহ এব" পদদ্বয়ের সার্থকতা কত সুন্দর অনুভূত হয়—বুঝিয়া দেখুন দেখি। এই সংসারে—এই পাপসঙ্কুল বিষম ক্ষেত্রে—এখানেও আমরা বিবেক-বাণী শুনিতে পাইতেছি। এ ভাব বিস্ময়জ্ঞাপক। অশরীরী দেবতার সম্বন্ধ দেবলোকে অশরীরী দেবতাতেই সম্ভবপর। কিন্তু এমনই তাঁহাদের করুণা যে, এসংসারেও তাঁহাদের বাণী আমরা শুনিতে পাই,—সে বাণী আমাদিগকে সাবধান করিয়া দেয়। কশার শব্দ শুনি বা না শুনি, তাহাতে কিছুই আসে-যায় না। সে পক্ষে "ইহ এব শৃণ্বে" বাক্যের কোনও সার্থকতাই থাকে না। কিন্তু বিবেক-বাণী—দেবতাদিগের নির্দ্দেশ—এখানে, এই মরলোকে থাকিয়াও, আমরা যে শুনিতে পাই, সে তাঁহাদের পরম অনুগ্রহ, সে আমাদের পরম সৌভাগ্য। "ইহ এব শৃণ্বে" বাক্যাংশ, সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে।

অতঃপর "হস্তেষু কশাঃ" পদদ্বয়ের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অনুধাবন করুন। "কশাঃ" বহুবচনান্ত পদ। অপকর্ম্মের প্রলোভনে চিত্তস্রোত, অনন্তপথে অনন্তভাবে প্রধাবিত হয়। সুতরাং বিবেকের কশাঘাতসমূহও নানাভাবে নানারূপে আমাদের উপর কার্য্য করে। তাই একবার একটী কশাঘাত করিয়া দেবতারা নিশ্চিন্ত নহেন। তাঁহারা নিত্য নিত্য নূতন নূতন কশাঘাতের দ্বারা উচ্ছৃঙ্খল আমাদিগকে সুপথে আনয়নের জন্য চেষ্টা পাইতেছেন। আমরা মনে করি, সেই জন্যই এখানে 'কশাঃ' বহুবচনান্ত। "হস্তেষু" পদে, সে কশা তাঁহাদেরই মুষ্টির মধ্যে আবদ্ধ আছে—সে বিবেক-বাণী এক মাত্র দেবগণ হইতেই আগমন করে—এই ভাবই প্রকাশ

করিতেছে। মানুষের নিকট পাইবে না, অন্য কাহারও নিকট শুনিবে না, দেবতার নিকট হইতেই সে বাণী অস্ফুট-ভাবে তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবে, ইহাই "হস্তেষু কশাঃ" বাক্যের তাৎপর্য্য।

উপসংহারে মন্ত্রের উপসংহার অংশের প্রতি লক্ষ্য করুন। বলা হইয়াছে—"যামন্ চিত্রং ঋঞ্জতে।" ভাব এই যে,—সংগ্রামে শৌর্য্য অলঙ্কৃত হয়। চাবুকের শপাশপ্ শব্দ, কদাচ সংগ্রামে শৌর্য্যকে অলঙ্কৃত বা মানুষকে জয়যুক্ত করে না। বিচার করিয়া দেখুন দেখি— "কশাঃ যৎ বদান" বাক্যের অর্থে যদি "বিবেক-বাণী যাহা বলে" এই ভাব গ্রহণ করি, তাহাতে এখানে কি সুন্দর অর্থসঙ্গতি হয়? অর্থ হয়,— 'যদি বিবেকের বাণী শ্রবণ করি, বিবেক-বাণীর অনুসরণে যদি সংসার-সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হই, বিজয়-শ্রী অবশ্যই অধিগত হয়।' ইহাই সত্য নহে কি? বিবেকের অনুসরণেই মানুষ জয়যুক্ত হয় না কি? আমরা মনে করি, এই নিত্য-সত্য বিবেক-তত্ত্বই এখানে এ ঋকে প্রখ্যাপিত আছে। 'মানুষ! তুমি ভগবানের নিকট হইতে আগত বিবেক-বাণী স্মরণ কর; তদনুসরণে কর্ম্মপর হও; তাহাতে, সংসার-সমরে তোমার জয় অবশ্যম্ভাবী।' ইহাই এ মন্ত্রের মর্ম্ম। (১ম—৩৭সূ—৩ঋ)।

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

প্র বঃ শর্দ্ধায় ঘৃষ্বয়ে ত্বেষদ্যুম্নায় শুষ্মিণে।
দেবত্তং ব্রহ্ম গায়ত ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

প্র। বঃ। শর্দ্ধায়। ঘৃষ্বয়ে। ত্বেষহদ্যুম্নায়। শুষ্মিণে।
দেবত্তং। ব্রহ্ম। গায়ত ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে মম অন্তর্বৃত্তিনিবহা! 'দেবত্তং' (দেবানুগ্রহাৎ লব্ধং) 'ব্রহ্ম' (মন্ত্রং উদ্দিশ্য, সংস্বরূপং অভিলক্ষ্য) যূয়ং 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'শর্দ্ধায়' (অনুগ্রাহকায়) 'ঘৃষ্বয়ে' (শত্রুদমনশীলায়) 'ত্বেষদ্যুম্নায়' (দীপ্যমানধনপ্রদায়) 'শুষ্মিণে' (অমিতশক্তিশালিনে, শত্রুশোষকায়) মরুদ্গণায় 'প্র গায়ত' (বিশেষেণ স্তুধ্বং)। বেদমন্ত্রং অভিলক্ষ্য পরমশ্রেয়ঃসাধকায় মরুদ্গণায় আরাধয়ত ইত্যুপদেশঃ। (১ম—৩৭সূ—৪ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার অন্তরস্থ বৃত্তিসমূহ! দেবানুগ্রহে লব্ধ মন্ত্র লক্ষ্য করিয়া, তোমরা তোমাদের অনুগ্রহকারী, শত্রুদমনশীল, পরমধনপ্রদ, অমিতশক্তিশালী (শত্রুশোষকারী) মরুদ্দেবগণকে স্তব কর। (১ম—৩৭সূ—৪ঋ)

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিজঃ। বো যুষ্মাকং সম্বন্ধিনে শর্দ্ধায় প্রহসনশীলায় ঘৃষ্বয়ে শত্রুঘর্ষণযুক্তায় ত্বেষদ্যুম্নায় দীপ্যমান যশসে। দ্যুম্নং দ্যোততের্যশোবান্নং বেতি যাস্কঃ। নি০ ৫।৫। শুষ্মিণে বলবতে। শুষ্মং। শুষ্মমিতি বলনামসু পাঠাৎ। এবম্ভূতায়। মরুদ্গণায় ব্রহ্ম ব্রহ্ম হবির্লক্ষণমন্নমুদ্দিশ্য প্রগায়ত স্তুধ্বং। কীদৃশং ব্রহ্ম। দেবত্তং। দেবৈর্দত্তং। দেবতানুগ্রহাল্লব্ধং॥ শর্দ্ধায়। শৃধু প্রহসনে। শর্দ্ধয়ত্যভিভাবয়তি শর্দ্ধো বলং। পচাদ্যচ্। বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। ঘৃষ্বয়ে। সংঘর্ষে। কুবিঘৃষাভ্যাদিনা। উ০ ৪।৫৩। কিণ্ প্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। ত্বেষদ্যুম্নায়। ত্বিষদীপ্তৌ। পচাদ্যচ্। ত্বেষং দীপ্তং দ্যুম্নং যস্য। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতি-

---

সায়ণভাষ্যের-বঙ্গানুবাদ।

হে ঋত্বিক্‌গণ! তোমাদের সম্বন্ধি প্রহসনশীল, শত্রুধর্ষণযুক্ত, দীপ্যমান যশোবিশিষ্ট, (যাস্ক বলিয়াছেন—দ্যুম্ন' শব্দে দ্যুতি, যশ বা অন্নকে বুঝায়। (নি০ ৫।৫), বলবিশিষ্ট (বল নামসমূহ মধ্যে শুষ্ম শুষ্ম এইরূপ পাঠ আছে) মরুদ্গণের নিমিত্ত (ব্রহ্মঃ) হবির্লক্ষণ অন্নকে উদ্দেশ করিয়া স্তব কর। ব্রহ্ম কি প্রকার? দেবত্ত, দেবদত্ত অথবা দেবানুগ্রহহেতু লব্ধ।

"শর্দ্ধায়" পদটী প্রহসনার্থ-'শৃধ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'শর্দ্ধয়তি অভিভাবয়তি' অর্থাৎ পরাভবকে প্রাপ্ত করায় অর্থাৎ অভিভূত করে—এই অর্থে 'শর্দ্ধ' পদে বল বুঝায়। পচাদিগণীয় বলিয়া, 'পচাদ্যচ্' সূত্র দ্বারা 'অচ্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'বৃষাদিত্ব' হেতু উহার আদিস্বর উদাত্ত। 'ঘৃষ্বয়ে' পদটী সংঘর্ষার্থ 'ঘৃষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'কুবি ঘৃষ' ইত্যাদি (উ০ ৪।৫৩) সূত্রে 'কিণ্' প্রত্যয় করিয়া নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। "ত্বেষদ্যুম্নায়" পদটী দীপ্ত্যর্থ 'ত্বিষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'পচাদ্যচ্' সূত্রে অচ্ প্রত্যয়। 'ত্বেষ' দীপ্ত হইয়াছে। 'দ্যুম্ন' যশ যাহার—এই ব্যাস-বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে।

স্বরত্বং। দেবত্তং। দেবৈর্দত্তং। ছান্দসো বর্ণলোপঃ। উক্তঞ্চ। দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশাবিতি। তৃতীয়া কর্ম্মণীতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ ৪॥ (১ম—৩৭সূ—৪ঋ)।

• • •

চতুর্থ (৪৪৩) ঋকের বিশদার্থ।

———:•:———

প্রচলিত অর্থে এ ঋকে ঋত্বিক্‌গণকে সম্বোধন আছে। তাঁহাদিগকে বলা হইতেছে,—'তোমরা এই ব্রহ্ম (হবিঃ-স্বরূপ অন্নের দ্বারা) মরুদ্দেবগণকে স্তব কর।'

আমরা এখানে অন্তরস্থ বৃত্তিনিবহকে সম্বোধন করিলাম। এরূপ ক্ষেত্রে আত্মোদ্বোধনই মন্ত্রের লক্ষ্য বলিয়া মনে করি। এখানে, মরুদ্দেবগণের কয়েকটী বিশেষণ আছে, এবং আমার অন্তরস্থ বৃত্তিনিবহ কি প্রকারে তাঁহাদের স্তব করিবে—তাহার উপদেশ আছে।

তাঁহারা কি গুণে গুণান্বিত? তাহাতে বলা হইয়াছে—তাঁহারা আমাদিগের শত্রুগণকে সংহার করেন, তাঁহাদিগের নিকট আমরা পরম ধন প্রাপ্ত হই। দ্বিতীয়তঃ, এই মন্ত্রে দেবগণের উপাসনা-বিষয়ে একটু উপদেশ আছে। তাঁহাদিগের অর্চ্চনা করিব কি প্রকারে? বেদমন্ত্র লক্ষ্য করিয়া। দেবগণ অশরীরী। আমাদিগের এ স্থূল-দৃষ্টিতে আমরা তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইব না। তবে তাঁহাদের অর্চ্চনা তাঁহাদিগের নিকট পৌঁছিবে কি প্রকারে? তাহার উত্তর—'দেবত্তং ব্রহ্ম' অর্থাৎ দেবানুগ্রহে এই বেদমন্ত্রই আমাদিগের স্তুতি তাঁহাদিগের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। মন্ত্ররূপ ব্রহ্মের অনুধ্যান কর; তাঁহাদের অনুকম্পা প্রাপ্ত হইবে। ইহাই মর্ম্মার্থ—ইহাই উপদেশ।

এই ঋকে প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়—'দেবত্তং ব্রহ্ম'। ব্রহ্ম বা বেদমন্ত্র যে দেবতা হইতে প্রাপ্ত হই, আমাদিগের অন্তরস্থ দেবভাবই যে আমাদিগকে মন্ত্রের সন্ধান প্রদান করে, এখানে এই এক তত্ত্ব আমরা অবগত হইতে পারি। সায়ণ এখানে 'ব্রহ্ম' পদের প্রতিবাক্যে 'হবি-

---

"দেবত্তং" পদটী 'দেবগণ কর্তৃক দত্ত' এই বাক্যে সিদ্ধ। ছান্দস-হেতু বর্ণলোপ হইয়াছে। উক্ত আছে যে,—অপর দুটী বর্ণের বিকার বা নাশ হয়। 'তৃতীয়া কর্ম্মণীতি' নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর প্রাপ্ত হইয়াছে ৪॥ (১ম—৩৭সূ ৪ঋ)।

লক্ষণং অন্নং' লিখিয়াছেন। বলা বাহুল্য, উহার মূল লক্ষ্য—প্রার্থনা, হৃদয়ে সত্ত্বভাব-সমাবেশ। * ব্রহ্ম (মন্ত্র) হৃদয়ে সত্ত্বভাব আনয়ন করে। প্রার্থনায়—উপাসনায়, হৃদয় সত্ত্বভাবে পূর্ণ হয়। তাই মন্ত্রের মধ্য দিয়াই দেবগণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়—এবংবিধ উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

মন্ত্রের শব্দার্থ-বিষয়ে আমাদের ব্যাখ্যায় যে সামান্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার আলোচনা বাহুল্য মাত্র। "শর্দ্ধঃ" পদের অর্থ প্রথম মন্ত্রে সায়ণ 'বলং' লিখিয়াছিলেন; কিন্তু এখানে "শর্দ্ধায়" পদে "প্রহসনশীলায়" লিখিলেন। ধাতুর অর্থ বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে। 'প্রহসনশীলায়' হইতেই 'অনুগ্রহকায়' ভাব আসে। যিনি হাস্যদান করেন, আনন্দদান করেন, তাঁহাকে অনুগ্রহকারী বলা যায়। "ত্বেষদ্যুম্নায়" পদের "ত্বেষ" ও "দ্যুম্ন" দুইই দীপ্তির ভাব প্রকাশ করে। তাহা হইতেই 'দীপ্যমান ধন' 'পরমার্থ-রূপ ধন' অর্থ আসে। 'ঘৃষ্যয়ে' ও 'শুষ্মিণে' পদদ্বয়ে শত্রুকে ঘর্ষণ (বিমর্দ্দন) এবং শোষণ (নিঃশেষকরণ) ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল বিষয় বিবেচনায়, ঋকের প্রার্থনার মর্ম্ম হয় এই যে,—'হে দেবগণ! আমরা যেন সত্ত্বভাবান্বিত হইয়া মন্ত্রব্রহ্মের দ্বারা আপনাদিগকে হৃদয়ে ধারণা করিতে সমর্থ হই। আমাদের শত্রুগণ যেন নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।' (১ম—৩৭সূ—৪ঋ)।

—•—

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

প্র শংসা গোষ্বঘ্ন্যং ক্রীলং যচ্ছর্দ্ধো মারুতং।

জম্ভে রসস্য বাবৃধে॥ ৫॥

---

* ম্যাক্সমূলারও "দেবত্তং ব্রহ্ম" পদের অনুবাদে "the god-given prayer" লিখিয়া গিয়াছেন। আলোচনাই ভাবের জনয়িত্রী।

পদ-বিশ্লেষণং।

প্র। শংস। গোষু। অঘ্ন্যং। ক্রীলং। যৎ। শর্দ্ধঃ। মারুতং।

জম্ভে। রসস্য। বাবৃধে ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'গোষু' (জ্ঞানকিরণেষু) 'অঘ্ন্যং' (অহন্তব্যং, অজেয়ং) 'ক্রীলং' (সর্ব্বত্রবিহরণশীলং) 'মারুতং' (মরুদ্দেবসম্বন্ধি) 'শর্দ্ধঃ' (তেজঃ) 'যৎ' (যৎ সংসারে বিদ্যমানোঽস্তি), 'রসস্য' (রসরূপস্য, আনন্দস্বরূপস্য, তৎ তেজঃ) 'জম্ভে' (হৃদয়ে) 'বাবৃধে' (বৃদ্ধ্যর্থং, আত্মোৎকর্ষসাধনার্থং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'প্র শংস' (স্তুহি, সেবস্ব), হে মম মন ইতি সম্বোধনং। মরুদ্দেবানাং পূজয়া আত্মোৎকর্ষসাধনং কুরু। ইতি উপদেশঃ। (১ম—৩৭সূ—৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানকিরণে অজেয়, সর্ব্বত্র বিহরণশীল, মরুদ্দেব-সম্বন্ধি যে তেজঃ সংসারে বিদ্যমান আছে, রসস্বরূপ (আনন্দস্বরূপ) সেই তেজকে হৃদয়ে পরিবৃদ্ধির জন্য (আত্মোৎকর্ষ-সাধন-নিমিত্ত) সর্ব্বতোভাবে বন্দনা (সেবা) কর। (১ম—৩৭সূ—৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

গোষু মরুন্মাতৃভূত পৃশ্নি প্রভৃতিষু ধেনুষবস্থিতং। পৃশ্নৈ বৈ পয়সো মরুতো জাতা ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ। অঘ্ন্যমহন্তব্যং ক্রীলং বিহারোপেতং মারুতং মরুৎসম্বন্ধি শর্দ্ধঃ প্রহসনশীলং তেজো যদস্তি তৎপ্রশংসা হে ঋত্বিকসমূহ স্তুহি। রসস্য গোক্ষীররূপস্য সম্বন্ধি তত্তেজো জম্ভে মুখ উদরে বা বাবৃধে। বৃদ্ধমভূৎ ॥

শংস। শংসু স্তুতৌ। দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। গোষু। সাবেকাচ ইতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মরুন্মাতৃভূত পৃশ্নি প্রভৃতি গোসমূহে অবস্থিত (পৃশ্নির 'পয়সো' দুগ্ধ হইতে মরুৎসকল জাত এইরূপ শ্রুত্যন্তর আছে), অব্যাহত ক্রীড়নশীল মরুৎসম্বন্ধি যে তেজ আছে, হে ঋত্বিকগণ, তাহাকে স্তব করুন। গোক্ষীররূপ রস-সম্বন্ধি সেই তেজ মুখ কিম্বা উদরে বৃদ্ধি হইয়াছিল।

'শংস' পদটী স্তুত্যর্থ 'শংস' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' এই নিয়মানুসারে সংহিতা-বিষয়ে দীর্ঘ হইয়াছে। 'গোষু' পদটীতে 'সাবেকাচ' এই নিয়মানুসারে প্রাপ্ত বিভক্তির

প্রাপ্তস্য বিভক্ত্যাদাত্তত্ব ন গোশ্বন্ সাববর্ণেতি প্রতিষেধঃ। অঘ্ন্যং। হ্নো হননং। ঘঞর্থে কবিধানং। পা০ ৩।৩।৫৮।৪। ইতি কঃ। গমহনেত্যাদিনোপধালোপঃ। সো হন্তেঃ। পা০ ৭।৩।৫৪। ইতি ঘত্বং। তদর্হতীতি ঘ্ন্যং। ছন্দসি চেতি যঃ। ন ঘ্ন্যমঘ্ন্যং। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ক্রীলাদয়ো গতাঃ। জম্ভে। জভি নাশনে। জম্ভ্যতে ভক্ষ্যতেহনেনেতি জম্ভমাস্যং। করণে ঘঞ্। বাবৃধে। বৃধু বৃদ্ধৌ লিটঃ। ছান্দসং সংহিতায়ামভ্যাসদীর্ঘত্বং॥ (১ম ৩৭সূ- ৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে দ্বাদশো বর্গঃ॥ ১২॥

• • •

পঞ্চম (৪৪৪) ঋকের বিশদার্থ।

-‡○·○‡-

এই ঋকের অর্থ বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ বিভিন্ন প্রকারে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সায়ণের ব্যাখ্যা—ভাষ্যে লক্ষ্য করিবেন। ইংরাজী ও বাঙ্গালা অপর চারিটি ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ;—

(1) "Praise the sportive and resistless might of the Maruts, who were born amongst kine, and whose strength has been nourished by (the enjoyment of) the milk."

(2) "Celebrate the bull among the cows (the storm among the clouds), for it is the sportive host of the Maruts, endowed with terrible vigour and strength."

(৩) "ধেনুলাভের নিমিত্ত হননাযোগ্য, অজেয়, ক্রীড়াবিশিষ্ট মরুৎসম্বন্ধি সহনশীল যে তেজ আছে, হে ঋত্বকসকল, উদর পূরিয়া ক্ষীর পান করিবার জন্য সেই তেজের স্তব কর।"

'গোশ্বন্সাবর্ণেতি' এই নিয়মানুসারে প্রতিষেধ হইয়াছে। 'অঘ্ন্যং'—'হ্নো' অর্থে হনন বুঝায়, 'ঘঞর্থে ক বিধানং' (পা০ ৩।৩।৫৮।৪) এই সূত্রে 'কঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'গমহনেত্যাদি' সূত্রে উপধার লোপ হইয়াছে। 'সো হন্তেঃ (পা০ ৭।৩।৫৪) এই সূত্রে 'ঘত্ব' হইয়াছে। 'তদর্হতী' এই বাক্যে 'ঘ্ন্যং'। 'ছন্দসি চেতি' সূত্রে 'যঃ'। 'ন ঘ্ন্যং'—অঘ্ন্যং পদ হইয়া অব্যয়পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। ক্রীলাদি পদের ব্যাকরণ-প্রক্রিয়া পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। 'জম্ভে' পদটী নাশনার্থ 'জভি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ভক্ষণ করা যায় ইহার দ্বারা—এই ব্যাসবাক্যে 'জম্ভ' অর্থে আস্য (মুখ) বুঝায়। উক্ত জভ্ ধাতুর উত্তর করণে 'ঘঞ্'। 'বাবৃধে' (বৃধু বৃদ্ধৌ) বৃদ্ধ্যর্থ 'বৃধ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। লিট্। ছান্দস প্রযুক্ত সংহিতা-বিষয়ে অভ্যাসের দীর্ঘ হইয়াছে॥ ৫॥ (১ম—৩৭সূ—৫ঋ)।

ইতি প্রথম অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বাদশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১২॥

(৪) "যে মরুৎগণ (পৃশ্নিরূপ) ধেনুর মধ্যে অবস্থিত, তাঁহাদের বিনাশ-রহিত ক্রীড়াশীল ও প্রহসনশীল তেজ প্রশংসা কর; দুগ্ধ আস্বাদনে সেই তেজ বৃদ্ধি পাইয়াছে।"

এক ব্যাখ্যার সহিত অন্য ব্যাখ্যার প্রায়ই মিল নাই। পরন্তু পূর্ব্বাপর অর্থসঙ্গতি-রক্ষা-পক্ষেও কাহারও প্রয়াস দেখি না।

যাহা হউক, আমরা কি সূত্রে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, তাহারই আভাষ দেওয়া যাউক। 'গো' শব্দে পূর্ব্বাপরই আমরা জ্ঞানকিরণ অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। আমাদের সেই অর্থই এখানে অব্যাহত।* "গোষু অঘ্ন্যং" পদদ্বয়ে তাহা হইলে কি ভাব ব্যক্ত করে, বুঝিয়া দেখুন। 'জ্ঞানকিরণে অজেয়'—অর্থাৎ 'পূর্ণজ্ঞান সেখানে কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে', ঐ দুই পদে, এই ভাবই প্রকাশ করে না কি? 'ক্রীলং' পদে 'সর্ব্বত্র-বিহরণশীল সর্ব্বব্যাপী' ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'শর্দ্ধঃ' পদে 'বল শক্তি তেজঃ' বুঝায়। 'যৎ' পদে 'যাহা আছে' অর্থাৎ 'সংসারে যাহা বিদ্যমান্' এই ভাব প্রকাশ করে। তাহা হইলে মন্ত্রের "গোষু অঘ্ন্যং ক্রীলং মারুতং যৎ" পর্য্যন্ত অংশের অর্থ হয় এই যে,—'মরুদ্দেবগণের যে শক্তি বা তেজঃ সংসারে বিদ্যমান্ আছে, তাহা জ্ঞানকিরণে অজেয় এবং সর্ব্বত্র সঞ্চরণশীল।'

অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশের সহিত উহার সম্বন্ধ-সঙ্গতি উপলব্ধি করুন। উহার একটী পদ—'রসস্য'। স্থায়ী আনন্দের ভাবকে রস কহে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—'রস বৈ আনন্দঃ।' আমরা "রসস্য" পদের প্রতিবাক্যে তাই "আনন্দস্বরূপস্য" পদ গ্রহণ করিয়াছি। 'জম্ভে' পদে সাধারণতঃ উদর অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা ঐ পদের প্রতিবাক্যে "হৃদয়ে" পদ ব্যবহার করিয়াছি। 'জম্ভ' ও 'হৃদয়' এই দুই পদের উৎপত্তিমূলীভূত ধাতু দুইটীর অর্থ প্রায় অভিন্ন ('হৃ'—হরণে, 'জভি'—নাশনে)। ঐ পদ ও উহার প্রতিবাক্য-সম্বন্ধে একটী নিগূঢ় ভাব মনে আসে। জম্ভে বা উদরে কোনও আহার্য্য-দ্রব্য প্রদত্ত হইলে, তাহা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ, হৃদয়ে কোনও সদ্ভাব উপস্থিত হইলে, প্রায়ই তাহা লোপ প্রাপ্ত হয়। মানুষের এমনই প্রকৃতি যে, তাহারা স্বতঃই হৃদয়ে অসদ্ভাবের পোষণ করে, সদ্ভাব প্রায়ই ধারণা করিতে চাহে

সায়ণ তাঁহার পূর্ব্বের অর্থ এখানে কতটা পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, লক্ষ্য করিবেন।

না। এখানে তাই যেন বলা হইয়াছে,—'সদ্ভাবের স্বতঃক্ষয়কারী তোমার যে হৃদয়, একটু চেষ্টা কর, সে যেন সত্ত্বভাব-বৃদ্ধি-পক্ষে—আত্মোৎকর্ষ-সাধনে একটু প্রযত্নপর হয়।' কিন্তু সে ভাব-বৃদ্ধির উপায় কি? 'প্র শংস' পদ তাহাই খ্যাপন করিতেছে। মরুদ্গণের সেই তেজের (শর্দ্ধঃ)—সত্ত্বভাবের সেবাপরায়ণ হও; তাহাই তোমার শ্রেয়োলাভের কারণ হইবে। যদি চাও—শ্রেয়ঃ, যদি চাও—মঙ্গল, জ্ঞান-কিরণের দ্বারা অজেয় যে শক্তি, তাহারই অনুসরণ কর। আমরা মনে করি, এ মন্ত্রের ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্য। (১ম—৩৭সূ—৫ঋ)।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

কো বো বর্ষিষ্ঠ আ নরো দিবশ্চ

গ্মশ্চ ধূতয়ঃ।

যৎসীমন্তং ন ধূনুথ॥ ৬॥

পদ-বিশ্লেষণং।

কঃ। বঃ। বর্ষিষ্ঠঃ। আ। নরঃ। দিবঃ। চ।

গ্মঃ। চ। ধূতয়ঃ।

যৎ। সীং। অন্তং। ন। ধূনুথ॥ ৬॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'গ্মঃ' (ভূলোকস্য) 'চ' (এবং) 'দিবশ্চ' (দ্যুলোকস্যাপি) 'ধূতয়ঃ' (পাপবিধৌত-কারিণঃ, পাপনাশকাঃ) হে মরুতঃ, 'বঃ' (যুষ্মাকং মধ্যে) 'আ' (সমন্তাৎ) 'বর্ষিষ্ঠঃ' (পাপনাশায় শ্রেষ্ঠঃ) 'নরঃ' (নেতা, অস্মাকং পরিচালনযোগ্যঃ) 'কঃ' (কোঽস্তি); 'যৎ' (যস্মাৎ, যস্য দেবস্য সম্বন্ধবশাৎ) 'সীং' (সর্ব্বতোভাবেন) 'অন্তং ন' (অন্তদশাপ্রাপ্তং, পরমপাপাচারিণং মাদৃশং জনং ইব) 'ধূনুথ' (চালয়থ, পাপাৎ পরিত্রায়ধ্বে)। অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্নোঽহং দেবতত্ত্বং ন জানামি। দেবাঃ সংখ্যাতীতাঃ। মম ধারণাশক্তি সংকীর্ণা। তস্মাৎ প্রার্থনা—'হে দেবাঃ! মাং স্বরূপং বিজ্ঞাপয়ত।' ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৭সূ—৬ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

ভূলোকের এবং দ্যুলোকেরও পাপবিধৌতকারী হে মরুদ্দেবগণ, আপনাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার পাপনাশ-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ নেতা (আমাদের পরিচালনযোগ্য) কে আছেন? যদ্দ্বারা (অর্থাৎ, যে দেবতার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইতে পারিলে) সর্ব্বতোভাবে অন্তদশাপ্রাপ্ত পাপাচারী আমার ন্যায় জনকেও আপনারা পরিত্রাণ করেন। (১ম—৩৭সূ—৬ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

দিবশ্চ দ্যুলোকস্যাপি গ্মশ্চ ভূলোকস্যাপি। গৌঃ গ্মেতি ভূনামসু পঠিতত্বাৎ। ধূতয়ঃ কম্পনকারিণো হে নরো নেতারো মরুতঃ। বো যুষ্মাকং মধ্যে আ সমন্তাদ্বর্ষিষ্ঠো বৃদ্ধতমঃ কঃ। যদ্যস্মাৎ কারণাৎ সীং সর্ব্বতোঽন্তং ন বৃক্ষাগ্রমিব ধূনুথ। চালয়থ। তস্মাৎ কারণাৎ কম্পয়িতৃণাং যুষ্মাকং মধ্যে কঃ প্রবল ইতি প্রশ্নঃ॥

বর্ষিষ্ঠঃ। বৃদ্ধশব্দাদিষ্ঠনি প্রিয়স্থিরেত্যাদিনা বর্ষাদেশঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। গ্মঃ। গ্মাশব্দাৎ ষষ্ঠ্যেকবচন আতো ধাতোরিত্যত্র। পা০ ৬।৪।১৪০। আত ইতি যোগবিভাগঃ

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

দ্যুলোক এবং ভূলোক (ভূনাম-সমূহের মধ্যে গৌঃ, গ্ম এইরূপ পাঠ আছে) উভয়ের কম্পনকারী হে নেতৃবায়ুসকল! তোমাদের মধ্যে বৃদ্ধতম কে? যেহেতু সমস্ত দিক বৃক্ষাগ্রের ন্যায় তুমি চালনা করিতেছ; সেই হেতু কম্পনকর্ত্তৃগণের তোমাদের মধ্যে প্রবল কে? ইহাই প্রশ্ন।

'বর্ষিষ্ঠ' পদটী 'বৃদ্ধ' শব্দের উত্তর 'ইষ্ঠ' প্রত্যয়। প্রিয়স্থিরেত্যাদি সূত্রানুসারে 'বর্ষ' আদেশ হইয়াছে। 'ন' ইৎ অর্থাৎ 'ন' থাকে না বলিয়া আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'গ্মঃ' পদটি—'গ্মা' এই শব্দের উত্তর ষষ্ঠীর একবচন, 'আতো ধাতোরিত্যত্র' (পা০ ৬।৪।১৪০) সূত্রে, 'আতঃ' এই যোগবিভাগ কর্ত্তব্য—এই উক্তি হেতু, 'আ'কার লোপ হইয়াছে। 'উদাত্ত-

কর্ত্তব্য ইত্যুক্তত্বাদাকারলোপঃ। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ বিভক্তেরুদাত্তত্বং। ধূতয়ঃ। ধূঞ্ কম্পনে। ক্তিচ্ক্তৌ চ সংজ্ঞায়ামিতি ক্তিচ্।• তিতুত্রেত্যাদিনেট্ প্রতিষেধঃ। আমন্ত্রিতস্য চেতি সর্ব্বানুদাত্তত্বং। ধূনুথ। স্বাদিভ্যঃ শ্নুঃ। সতি শিষ্টস্বরবলীয়স্ত্বমন্যত্র বিকরণেভ্যঃ ইতি বচনাৎ সতি শিষ্টোঽপি বিকরণস্বরো লসার্ব্বধাতুকস্বরং ন বাধতি। অতস্তিঙ পব স্বরঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ॥ (১ম—৩৭সূ—৬ঋ)॥

ষষ্ঠ (৪৪৫) ঋকের বিশদার্থ।

বড়ই সঙ্কট-সমস্যায় পড়িতে হয়—ব্যাখ্যার উপর ব্যাখ্যা দেখিয়া! অথচ, ভাব-পরিগ্রহণ-পক্ষে সকলের সকল প্রকার ব্যাখ্যারই সার্থকতা দেখিতে পাই।

এ ঋকে প্রথম সংশয় আনয়ন করিল—'নরঃ' পদ। ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই ঐ পদকে সম্বোধন-পদ বলিয়া মানিয়া লইলেন; এবং প্রথমার এক বচনের ঐ পদটীকে, সম্বোধনের বহুবচনান্ত "হে নেতারঃ মরুতঃ" রূপে ব্যাখ্যা করিলেন। তার পর সমস্যা আনিল—'ধূতয়ঃ' পদ। মনে ধারণা ছিল—মরুদ্দেবগণ বলিতে ঝড়ঝঞ্ঝাবাত বুঝায়। সুতরাং 'ধূঞ্ কম্পনে'—এই ধাত্বর্থানুসারে 'দ্যুলোক ভূলোক কম্পনকারী' অর্থই গ্রহণ করা হইল। তার পর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমস্যা আনিল—'অন্তং ন ধূনুথ।' অনেকের ধারণা,—বেদে যেখানেই 'ন' পদ আছে, তাহাই উপমাবাচক; সুতরাং একটা উপমার বস্তুকে সন্ধান করিয়া আনার প্রয়োজন হইল। সায়ণ লিখিলেন,—'অন্তং ন বৃক্ষাগ্রমিব ধূনুথ চালয়থ।' 'অন্ত' বলিলেই 'কিসের অন্ত' সন্ধান করিতে হয়। ঝড়-ঝঞ্ঝায় বৃক্ষের অন্তভাগই অগ্রে বিকম্পিত হইয়া থাকে। অপরাপর

নিবৃত্তিস্বরেণ' এই নিয়মে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। 'ধূতয়ঃ' পদটি কম্পনার্থ 'ধূঞ্' (ধু) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ক্তিচ্ ক্তৌচ' সূত্রে 'ক্তিচ্' প্রত্যয়, 'তিতুত্রেত্যাদি' সূত্রে 'ইট্' নিষেধ হইয়াছে। 'আমন্ত্রিতস্য' সূত্রে সকলই অনুদাত্ত হইয়াছে। 'ধূনুথ' পদটি 'স্বাদিভ্যঃ শ্নুঃ' এই সূত্রে 'শ্নুঃ' প্রত্যয়। 'সতিশিষ্টস্বরবলীয়স্ত্বমন্যত্র বিকরণেভ্যঃ' এই বচন দ্বারা শিষ্ট হইলেও বিকরণস্বর লসার্ব্বধাতুকস্বরকে বাধ করিতে পারে না। "অতস্তিঙ্ পব স্বয়" এই নিয়মে 'তিঙ্' হইয়াছে। এখানে যদ্বৃত্তযোগহেতু নিঘাত হইতে পারে নাই। ৬॥

ব্যাখ্যাকারগণ তাঁহারই অনুসরণ করিয়া গেলেন। * তাহাতে অর্থ দাঁড়াইল—"আপনারা সকল বস্তুকে বৃক্ষাগ্রের ন্যায় চালনা করেন।" কেহ বা লিখিলেন—"তোমরা বৃক্ষাগ্রের ন্যায় চারিদিক পরিচালিত কর।" ঋকের অন্তর্গত "বর্ষিষ্ঠঃ" পদের অর্থ অনেকেই জ্যেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তাহাতে প্রশ্ন দাঁড়াইয়া গেল,—'হে মরুদ্দেবগণ! তোমাদের মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ, তাহা আমাদিগকে জানাইয়া দেও।'

এই সকল ব্যাখ্যার ও এই সকল ভাবের মধ্য হইতে কি প্রকারে মর্ম্মার্থ উদ্ধার করিব? সমস্যা সুকঠিন। তথাপি, যে ভাবে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, এক্ষণে আমাদের ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে তাহাই একটু আলোচনা করিতেছি। প্রথম—'ধূতয়ঃ' পদ। এই পদে আমরা 'পাপ বিধৌতকারিণঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। কম্পনার্থক 'ধু' ধাতু হইতে ধৌতের (পরিষ্কৃতের) ভাব আসে। বস্ত্রের ময়লা পরিষ্করণ অর্থেই 'বস্ত্র ধৌত' বাক্য প্রচলিত। পরন্তু 'ত্যক্ত' অর্থে পাপ-পক্ষে ধূত শব্দের সচরাচর প্রয়োগ দৃষ্ট হয় (ধূতপাপা ভবিষ্যসি)। মহাকবি কালিদাস 'ত্যক্ত' অর্থেই বিভিন্ন স্থানে 'ধূত' পদ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন (পাদানতঃ কোপনয়াবধূতঃ)। এই হিসাবে, ঝড়ের বা কম্পনের ভাব গ্রহণ না করিয়া, পাপ-বিধৌতের ভাবই সঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম। 'দিবশ্চ' এবং 'গ্মশ্চ' পদদ্বয়ে দুইটী 'চ' আছে। উহার একটী 'চ' এবমর্থক, এবং অপর 'চ' টি অপ্যর্থক। অপ্যর্থক 'চ'-কে 'দিবঃ' পদের সহিত আমরা সঙ্গত করিয়াছি। পরন্তু 'গ্মঃ' পদের সহিতও উহা সংযোজন করা যাইতে

---

* ম্যাক্সমূলার এখানে একটু অন্যমত গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার মত এই যে, 'অন্ত' পদে বৃক্ষাগ্র বুঝায় না; বস্ত্রের বসনের অন্ত বুঝায়। এ বিষয়ে তাঁহার মতটী একটু কৌতুকপ্রদ। সুতরাং উদ্ধৃত করা গেল। যথা,—"ANTAM NA, literally, like an end, is explained by Sayana as the top of a tree. Wilson, Langlois, and Benfey accept the interpretation. Roth proposes, like the hem of a garment, which I prefer: for VASTRANTA, the end of a garment, is a common expression in later Sanskrit, while ANTA is never applied to a tree in the sense of the top of a tree. Here AGRA would be more appropriate." NOTE on the VEDIC HYMNS.

পারে। তাহাতে ভাব হয় এই যে, স্বর্গের এবং মর্ত্ত্যেরও পাপ তাঁহারা বিধৌত করেন। স্বর্গের পক্ষে 'অপি' (ও) যোগ করিলে, বলা যায়,—'স্বর্গ পাপশূন্য, তথাপি যে একটু পাপ সেখানে প্রবেশ করিবে, সে পাপটুকুও তাঁহারা দূরীভূত করেন; নিষ্পাপ করা—বিশুদ্ধতা-সম্পাদন, তাঁহাদের ব্রত।' আবার ঐ 'অপি' (ও) যদি 'গ্মঃ' পদে যুক্ত হয়, তাহাতে ভাব আসে,—'স্বর্গের বা পুণ্যস্থানের পাপ তো তাঁহারা দূর করেনই; অপিচ, এই যে পাপের ভরা ধরা, এখানকার পাপও তাঁহাদের দ্বারা দূরীভূত হয়।' যাহা হউক, যেদিক দিয়াই বিচার করুন, "দিবশ্চ গ্মশ্চ ধূতয়ঃ" বাক্যে "দ্যুলোকের ও ভূলোকের পাপ বিধৌতকারী" অর্থই সঙ্গত বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। 'বর্ষিষ্ঠঃ' পদে 'পাপনাশের জন্য শ্রেষ্ঠ' এই ভাব জ্ঞাপন করে। বহুর মধ্যে একের সন্ধানের ভাব এখানে ব্যক্ত আছে। 'কঃ' 'বর্ষিষ্ঠঃ' এবং 'নরঃ' এই তিনটী পদ পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট। পাপনাশ-পক্ষে শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী এবং আমাদিগের নেতৃত্বের যোগ্য (পরিচালন-পরায়ণ) কে আছেন,—তাঁহাকে চিনাইয়া দেন; এই প্রার্থনাই এখানে পরিস্ফুট দেখি। 'যৎ' পদ, সেই দেবতার স্বরূপ-জ্ঞান-বিষয়কে লক্ষ্য করিতেছে। উহার অর্থ—সেই জ্ঞান হেতু; সেই জ্ঞানের নিমিত্ত; দেবতাকে জানাইয়া দিয়া। 'সাং' পদ 'সর্ব্বতোভাবে' অর্থ প্রকাশ করে। এখন অবশিষ্ট—"অন্তং ন ধূনুথ।" এখানে "অন্তং" পদে আমরা 'চরম অবস্থায় উপনীত' এই ভাব গ্রহণ করি। পাপের পথে অগ্রসর হইতে হইতে মানুষ যখন পরমপাপাচারী হইয়া পড়ে, তাহার সেই অবস্থাকে 'অন্ত' অবস্থা বলা যায়। 'অন্তকালে হরি বোলে কি ফল হবে বল না।'—ইত্যাদি বাক্যে, ঐ ভাবই ব্যক্ত হয়। 'সারাজীবন পাপ করিয়া আসিলে; পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছে; এখন আর অন্ত-কালে হরি-নামে ফল কি?'—ইহাই ঐ সকল বাক্যের তাৎপর্য্য। এখানে 'অন্তং' পদ তদুদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত বলিয়া মনে করি। 'ন' উপমারও তাহাতে সম্পূর্ণ সার্থকতা বোধগম্য হয়। এখানে অর্চ্চনাকারীর আত্মগ্লানির ভাব প্রকাশ পায়। তিনি যেন আত্মগ্লানিতে জরজর হইয়া বলিতেছেন,—'দেবতার স্বরূপ-জ্ঞান বিতরণ করিয়া আমার ন্যায় পরম পাপাচারীকেও আপনারা

পরিত্রাণ করেন। আপনাদের এতই করুণা!' এখানে 'ধূনুথ' পদ পরিচলানার অর্থাৎ পাপ হইতে পরিত্রাণের ভাব আনয়ন করে। তাহাতে ধাত্বর্থও অটুট থাকে।

এ সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—'হে দেবগণ! অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন আমি, দেবতত্ত্ব কিছুই জানি নাই। দেবতা অসংখ্য। সংসারে দেবভাবের ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আমি ক্ষুদ্র। আমার ধারণাশক্তি সঙ্কীর্ণা। সকল দেবভাব ধারণায় আসে না। অতএব প্রার্থনা, আমায় স্বরূপ-জ্ঞান প্রদান করুন। আমায় জানাইয়া দেন,—আমি কোন্ পথে কি ভাবে অগ্রসর হইব।' (১ম—৩৭সূ—৬ঋ)।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

নি বো যামায় মানুষো দধ্রে উগ্রায় মন্যবে।

জিহীত পর্ব্বতো গিরি॥ ৭॥

পদ-বিশ্লেষণং।

নি। বঃ। যামায়। মানুষঃ। দধ্রে। উগ্রায়। মন্যবে।

জিহীত। পর্ব্বতঃ। গিরিঃ॥ ৭॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে মরুতঃ! 'উগ্রায়' (তীব্রায়) 'মন্যবে' (ক্রোধায়, তেজসে) 'পর্ব্বতঃ' (দৃঢ়মূলঃ) 'গিরিঃ' (ভূধরঃ) 'জিহীতঃ' (বিচালিতঃ, বিকম্পিতঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; কিন্তু 'যামায়' (সামীপ্যলাভায়, পরিত্রাণকামনায়ৈঃ) 'মানুষঃ' (নরঃ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'নি' (নিরন্তরং, অক্লেশে ইতি যাবৎ) 'দধ্রে' (দধার, হৃদি ধারয়তি ইতি শেষঃ)। মরুদ্দেবানাং তেজঃ কোঽপি ধারণসমর্থো ন ভবতি; পরন্তু পরিত্রাণকামিনো নরস্তু হৃদয়ে তে দেবা নিরন্তরং তিষ্ঠন্তি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৭সূ—৭ঋ)

বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্দেবগণ! আপনাদের তীব্র তেজে (ক্রোধে) দৃঢ়মূল ভূধর বিকম্পিত বিচালিত হয়; কিন্তু পরিত্রাণকামনায় (অনুপ্রাণিত হইয়া) মানুষ নিরন্তর (অনায়াসে) আপনাদিগকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছে। (১ম—৩৭সূ—৭ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ! বো যুষ্মাকং যামায় গমনার্থং মানুষো গৃহস্বামী কশ্চিন্মনুজো নিদধ্রে। গৃহদার্ঢ্যার্থং দৃঢ়ং স্তম্ভং নিক্ষিপ্তবান্। ভবদীয় গমনেন চালিতং গৃহং পতিষ্যতীতি ভীত্যা তন্নিরাকরণায় দৃঢ়স্তম্ভপ্রক্ষেপঃ। কীদৃশায় যামায়। উগ্রায়। তীব্রায়। মন্যবে। চালনার্থ-মভিমন্যমানায়। যুজ্যতে হি ভবদ্গমনাদ্ভীতিঃ। যতো ভবদ্গত্যা চালিতঃ পর্ব্বতো বহুবিধ পর্ব্বযুক্তো গিরিঃ শিখরী জিহীত। গচ্ছেত॥

মানুষঃ। মনোর্জাতা বঞ্যতৌ যুক্ চ। পা০ ৪।১।১৬১। ইতি মনুশব্দাদপত্যার্থে-ঽঞ্। সুগাগমশ্চ। ঞ্নিত্যাদির্নিত্যমিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। দধ্রে। ধৃঞ্ অবস্থান ইত্যস্ম লিটি কিত্ত্বাদ্গুণাভাবে সতি যণাদেশঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। পাদাদিত্বান্নিঘাতঃ। জিহীত। ওহাঙ্ গতৌ। লিঙি জুহোত্যাদিত্বাচ্ছপঃ শ্লুঃ। ভৃঞামিৎ। পা০ ৭।৪।৭৬। ইত্যভ্যাস-স্যেত্ত্বং। শ্নাভ্যস্তয়োরাত ইত্যাকারলোপে প্রাপ্ত ঈ হল্যঘোরিতীত্বং। পর্ব্বতান পর্ব্বতঃ। মত্বর্থীয়স্তপ্রত্যয়॥ ৭॥ (১ম—৩৭সূ—৭ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ! তোমাদের গমনের জন্য গৃহস্বামী কোনও মানুষ গৃহ দৃঢ়ীকরণের উদ্দেশে দৃঢ় স্তম্ভ নিক্ষেপ করিয়াছিল। তোমার গমন-হেতু চালিত গৃহ পতিত হইবে—এই ভয়-প্রযুক্ত তন্নিবারণার্থই দৃঢ়স্তম্ভপ্রক্ষেপ। কিরূপ গমনের জন্য? উগ্রগমন জন্য। চালনার্থ অভিমন্যমান। তোমার গমন-হেতু ভীতিযুক্ত; যেহেতু তোমার গতি দ্বারা চালিত হইয়া বহুবিধ পর্ব্বযুক্ত গিরি পতিত হইয়া থাকে

'মানুষঃ' পদটী 'মনোর্জাতাবঞ্যতৌষুকচ্' (পা০ ৪।১।১৬১) এই সূত্রে মনু শব্দের উত্তর অপত্যার্থে 'অঞ্' প্রত্যয়, 'সুক্' আগম, 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যম্' এই সূত্রে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'দধ্রে' পদটী অবস্থানার্থ 'ধৃঞ্' (ধৃ) ধাতুর উত্তর লিট্ বিভক্তিতে 'ক' ইৎ অর্থাৎ থাকে না বলিয়া গুণাভাব বিষয়ে 'যণ্' আদেশ ও প্রত্যয়-স্বর প্রাপ্ত। 'পাদাদিত্ব' হেতু নিঘাতের নিষেধ হইয়াছে। 'জিহীত' পদটী গত্যর্থ 'ওহাঙ্' (হা) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। জুহোত্যাদিগণীয় হেতু লিঙ্-বিভক্তিতে 'শপের' স্থানে 'শ্লু' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ভৃঞামিৎ' (পা০ ৭।৪।৭৬) সূত্রে অভ্যাসের 'ই'কার হইয়াছে। 'শ্নাভ্যস্তয়োরাৎ' এই সূত্রে 'আ'কার লোপ হইয়া প্রাপ্ত ঈ হল্যঘোরিতীত্বং' এই নিয়মানুসারে 'ঈত্ব' হইয়াছে। পর্ব্বতান্ এই অর্থে মত্বর্থীয় 'স্ত' প্রত্যয় করিয়া 'পর্ব্বতঃ' পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। (১ম—৩৭সূ—৭ঋ)।

সপ্তম (৪৪৬) ঋকের বিশদার্থ।
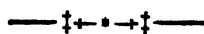
দেবতা রুদ্রভাবাপন্ন; দেবতা স্নেহকারুণ্য-সম্পন্ন। তাঁহারা একদিকে যেমন কঠোর, অন্যদিকে তাঁহারা আবার তেমনই কোমল। একদিকে তাঁহাদের কঠোর তীব্র তেজে পাহাড়-পর্ব্বত বিমর্দ্দিত বিচূর্ণিত হয়; অন্যদিকে আবার তাঁহাদের করুণার অভিসিঞ্চনে বিদগ্ধ মরুভূমিতে শান্তি-শীতলতা আনয়ন করে। ঋক্ তাঁহাদের এই দুই মুর্ত্তির দুই ভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। বুঝাইতেছে,—'যাহারা দেবভাবের নিকট মস্তক নত করিতে জানে না, পরন্তু যাহারা মোহমদে আত্মগর্ব্বে বক্ষ স্ফীত করিয়া বিচরণ করে, তাহারা পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় ও উন্নত হইলেও, দেবকোপে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়; কিন্তু যাহারা দেবতার দ্বারে অতিথি হইয়া দণ্ডায়মান হইতে পারে, তাহারা তৃণের ন্যায় তুচ্ছ হইলেও দেব-পূজার উপকরণ-সহযুত নির্ম্মাল্যের মত আশ্রয় পাইয়া যায়।'

মরুদ্গণকে যদি ভীষণ ঝঞ্ঝা-বায়ু বলিয়া মনে কর, সে পক্ষেও ঐ ভাব উপমায় কেমন সুন্দর অভিব্যক্ত আছে—দেখিতে পাই। সে ক্ষেত্রে যোগসিদ্ধ যোগীর উদাহরণ অন্তরে উদয় হয়। সেই যে ভীষণ ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত, যাহা পাহাড়কে কাঁপাইয়া দেয়, গিরিশিখর উন্মূলিত করে, যোগপরায়ণ যোগী অনায়াসে সেই ঝঞ্ঝাবাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন,—তাঁহার হৃদিস্থিত অবরুদ্ধ বায়ু বহিঃস্থিত বায়ুকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে পরমানন্দময় স্থানে লইয়া যায়। পঞ্চভূতের আক্রমণকে অবহেলায় উপেক্ষা করিয়া যোগিগণ যে আনন্দে বিচরণ করেন, এ সংসারে সে দৃষ্টান্ত বিরল নহে। যোগযুক্ত ঋষি বল্মীকস্তূপে পরিণত থাকিয়া, কতকাল ধরিয়া কত ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়া, শেষে নবযৌবন-লাভ করেন;—শাস্ত্রে এরূপ ঘটনা কতই বিবৃত আছে! অধুনা-পরিদৃশ্যমান্ অনেক ঘটনাতেও, ভগবদ্ধ্যানপর যোগীর, নৈসর্গিক বিপ্লবে ভ্রূকুটি-প্রদর্শনের শত দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষীভূত হয়। এখানে এ ঋকে এই ভাবই পরিব্যক্ত দেখি। মরুদ্গণের যে তীব্র তেজঃ পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় সামগ্রীও

ধারণ করিতে পারে না, ক্ষুদ্র মনুষ্যও, ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ হইয়া, সে তেজঃ অনায়াসে হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকে। ইহাই মর্ম্মার্থ।

কিন্তু এ ঋকের এ অর্থ প্রচারিত নাই। সায়ণের ভাষ্যানুসারে এ ঋকের যে অর্থ অধুনা প্রচলিত, তাহাতে প্রকাশ,—'মরুদ্দেবগণের গতিবিধিতে অর্থাৎ ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতে গিরিপর্ব্বতও বিচলিত হয়; মানুষ তাই ভীষণ সেই মরুদ্দেবতার আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য আপনাদের গৃহে দৃঢ় স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন।' * এ অর্থে পূর্ব্বাপর কি সঙ্গতি-রক্ষা হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

আমরা কি শব্দের কি অর্থে মন্ত্রের ঐ আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করিলাম, উপসংহারে তাহার একটু আলোচনা করিতেছি। প্রথমতঃ, "যামায়" পদটীকে আমরা "মানুষঃ" পদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া মনে করি? "দধ্রে" ক্রিয়া পদের অর্থ—ধারণা করিয়াছিল। কে ধারণা করিয়াছিল?—"মানুষঃ"। কি জন্য ধারণা করিয়াছিল?—"যামায়" অর্থাৎ পরিত্রাণ-কামনায়। কাহাকে ধারণ করিয়াছিল? কোথাও কিছু সম্বন্ধ নাই, ভাষ্যকার অধ্যাহার করিয়া বলিলেন—"গৃহদার্ঢ্যার্থং দৃঢ়ং স্তম্ভং।" কোথায় গৃহ, কোথায় স্তম্ভ—কোনও সম্বন্ধ নাই। কেন ঐ বাক্য অধ্যাহার করিব? যাঁহাদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত, যাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া মন্ত্রবাক্য প্রযুক্ত, তাঁহাদিগকে ধারণার বিষয়ই এ ক্ষেত্রে স্বতঃই মনে আসে। তাহাতে মন্ত্রের "নিবঃ যামায় মানুষঃ দধ্রে" অংশের মর্ম্ম হয় এই যে,—'পরিত্রাণকারী

---

* এই ভাবের অর্থ প্রায় সকলেই গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। কেবল ম্যাক্সমূলার ইহার উপর একটু রঙ্ ফলাইয়া লিখিয়াছেন,—"At your approach the son of man hold himself down; the gnarled clould fled at your fierce anger." এখানে 'পর্ব্বত' শব্দে মেঘ অর্থ গ্রহণ করা হয়। ভাব এই যে, ঝড়ে মেঘ বিচালিত হইয়া থাকে। অপিচ, গৃহে স্তম্ভ স্থাপনের ভাব তিনি গ্রহণ করেন নাই। 'ঝড়ে মেঘ উড়ে যায়, মানুষ নত হয়';—এই তাঁহার অর্থের মূল তাৎপর্য্য। পাশ্চাত্য সকল অনুবাদক অবশ্য এ মতের পরিপোষক নহেন। উইলসনের অনুবাদ;—"The householder, in dread of your fieroe and violent approach, has planted a firm (buttress); for the many-ridged mountain is shattered (before you)."

মানুষ মরুদ্দেবগণকে নিরন্তর (নি) ধারণা করিতে পারে বা করিয়া থাকে।' এ অর্থ, কোনরূপ অসঙ্গতি-দোষ-দুষ্ট হইতে পারে না। পরন্তু "উগ্রায় মন্যবে জিহীত পর্ব্বতঃ গিরিঃ"—এই অংশও ঐ ভাবের সহিত সংলগ্ন থাকিয়া যায়। তাহাতে সমগ্র মন্ত্রের তাৎপর্য্য হয়,—'যে তেজে পর্ব্বত বিধ্বস্ত হয়, ভগবৎ-পরায়ণ ক্ষুদ্র মানুষ অনায়াসে সে তেজকে ধারণা করিতে সমর্থ হয়।' এখানে ও "পর্ব্বতঃ" ও "গিরিঃ" সমানার্থবাচক দুই পদের সমাবেশ হইয়াছে কেন—বলিয়া বিতর্ক উঠে। সুতরাং ব্যাখ্যাকারগণ নানা দিক হইতে ঐ দুই পদের অর্থ নিষ্কাশনে প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা ঐ দুই পদে একের দৃঢ়ত্ব-সম্পাদনের ভাব গ্রহণ করি। চাক্ষুষ বলিলেও চলে; প্রত্যক্ষ বলিলেও চলে। কিন্তু আমরা বলি—'চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ'। 'আমি শুনিয়াছি' না বলিয়া, যদি বলি—'আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি;' তাহাতে যে ভাব প্রকাশ পায়; আমরা মনে করি, এখানে "পর্ব্বতঃ গিরিঃ" পদদ্বয় সেই ভাব প্রকাশ করে। ভাব—'দৃঢ়মূল ভূধর।' কেহ কেহ "পর্ব্বতঃ গিরিঃ" পদদ্বয়ের 'গিরিঃ' পদে 'মেঘ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী একটী ঋকে আমরাও 'গিরি' পদের 'মেঘ' (ভাবে—অজ্ঞানতা-রূপ মেঘ) অর্থ স্বীকার করিয়াছি। সে ভাব এখানে যদি গ্রহণ করি, তাহাও চলিতে পারে। তাহাতেও একটা সুন্দর ভাব পাওয়া যায়। (পাপকর্ম্মে) পাষাণবৎ দৃঢ় যে আমরা, অজ্ঞানতা-রূপ মেঘকে অনেক সময় আমাদের অঙ্গীভূত মনে করিয়া স্পর্দ্ধান্বিত হই। কিন্তু জ্ঞানোদয়ে সে মেঘ কোথায় উড়িয়া যায়। এ ভাবও গ্রহণ করা যায়। তাহাতেও মূল লক্ষ্য অভিন্নই থাকে (১ম—৩৭সূ—৭ঋ)।

—o—

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

যেষামজ্মেষু পৃথিবী জুজুর্ব্বাঁ ইব বিশ্পতিঃ।

ভিয়া যামেষু রেজতে॥ ৮॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যেষাং। অজ্‌মেষু। পৃথিবী। জুজুর্ব্বান্ঽইব। বিশ্‌পতিঃ।

ভিয়া। যামেষু। রেজতে ॥ ৮ ॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'যেষাং' (মরুতাং, বিবেকরূপানাং, সত্ত্বভাবানাং) 'অজ্‌মেষু' (সম্বন্ধত্যাগজনিতেষু, বিক্ষেপেষু) 'ভিয়া' (বৈরিভয়াৎ) 'পৃথিবী' (ইহলোকঃ, মর্ত্ত্যবাসী) 'জুজুর্ব্বান্ ইব' (আসন্নমৃত্যুশয্যাশায়ী ইব প্রকম্পিতো ভবতি ইতি শেষঃ); 'বিশ্‌পতি' (লোকপালকঃ, সর্ব্বেষাং সেবাপরায়ণো জনঃ) 'যামেষু' (পরিত্রা·মার্গগতেষু, ভগবৎসামীপ্যলাভেষু) 'রেজতে' (দীপ্যতে)। সত্ত্বভাবাৎ বিচ্ছিন্নত্বাৎ নরাঃ অশেষাক্লেশং সহন্তে; সত্ত্বসম্বন্ধযুতেষু জনেষু শ্রেয়ান্ অচঞ্চলো ভবতি ইতি ভাবঃ। (১ম—২১সূ—৮ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

মরুদ্দেবগণের (বিবেকরূপী দেবগণের অথবা সত্ত্বভাব-সমূহের) সম্বন্ধ-ত্যাগে মর্ত্ত্যবাসী শত্রুভয়ে আসন্নমৃত্যুশয্যাশায়ীর ন্যায় প্রকম্পিত হয়; কিন্তু সর্ব্বজীবের সেবাপরায়ণ জন (বিশ্‌পতি) ভগবৎসামীপ্য-লাভে দীপ্তিমান্ হয়েন। (১ম—৩৭সূ—৮ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ! যেষাং যুষ্মাকং যামেষু গমনেষ্বজ্‌মেষু ক্ষেপকেষু সৎসু পৃথিবী ভূমিঃ রেজতে। কম্পতে। তত্র দৃষ্টান্তঃ। জুজুর্ব্বা ইব বিশ্‌পতিঃ। যথা বয়োহানিরোগাদীনাং জীর্ণঃ প্রজাপালকো রাজা বৈরিভয়াৎ কম্পতে তদ্বৎ ॥

অজ্‌মেষু। অজ গতিক্ষেপণয়োঃ। বহুলগ্রহণাদৌণাদিকো মন্। অজের্ব্ব্যঘঞপোঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ! যে তোমাদের গমন-সময়ে ক্ষেপকসমূহ অবস্থিত হইলে পৃথিবী কম্পিতা হইয়া থাকেন। যেরূপ বয়োহানি অর্থাৎ বৃদ্ধত্ব-নিবন্ধন এবং রোগাদি-হেতু জীর্ণ প্রজাপালক রাজা শত্রুভয়ে কাম্পিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ।

'অজ্‌মেষু' পদটী—গতি ও ক্ষেপণার্থ 'অজ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'বহুল গ্রহণাদৌনাদিকো মন্' এই নিয়মানুসারে ঔণাদিক 'মন্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'বলাদাবার্ধ ধাতুকে বিকল্পমিষ্যতে'

পা০ ২।৪।৫৬। ইতি বীভাবো ন ভবতি। বলাদাবার্দ্ধধাতুকে বিকল্পয়িষ্যতে। পা০ ২।৪।৫৬।২। ইতি বচনাৎ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। জুজুর্বান্। জৄষ্ বয়োহানৌ। লিটঃ কসুঃ। বহুলং ছন্দসি। পা০ ৭।১।১০৩। ইত্যুত্বং। অভ্যাসহলাদিশেষৌ। বস্বেকাজাদ্ঘসামিতি নিয়মাদিড়াগমাভাবঃ। ঋচ্ছত্যৄতাং। পা০ ৭।৪।১১। ইতি গুণো হলি চেতি দীর্ঘত্বং চ সংজ্ঞাপূর্ব্বকো বিধিরনিত্য ইতি বচনান্ন ভবতি। বিশাং পতির্বিশ্পতিঃ। পত্যাবৈশ্বর্য্য ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরে প্রাপ্তে পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। ভিয়া। সাবেকা চ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। যামেষু। যম উপরমে। ভাবে ঘঞ্। কর্ষাত্বতো ঘঞ্ ইত্যন্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে বৃষাদিষু পাঠাৎ আদ্যুদাত্তত্বং। রেজতে। রেজৃ কম্পনে। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ ॥ ৮ ॥

• • •

অষ্টম (৪৪৭) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

প্রায় প্রতি মন্ত্রেই আমাদের ব্যাখ্যা, প্রচলিত প্রায় সকল ব্যাখ্যা হইতে স্বতন্ত্ররূপ হইতেছে। ইহাতে অনেকেই বিস্মিত হইতে পারেন। এতকাল সকলে ভুল করিয়া আসিলেন; আর এখন আমরাই প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে বসিয়াছি! ইহা মনে করিতে গেলেও হাস্য

(পা০ ৪।৫৬) এই সূত্রানুসারে বিকল্পের আদেশ হইলেও, 'অজের্ব্যঘঞপোঃ' (পা০ ২।৪ ৫৬) এই সূত্রানুসারে ভাবের অর্থাৎ বিকল্পের নিষেধ হইয়াছে। 'ন' ইৎ অর্থাৎ থাকে না বলিয়া আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'জুজুর্বান' পদটী—বয়োহানি অর্থক 'জৄষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লিটঃ কসু' সূত্রে কসু প্রত্যয়। 'বহুলং ছন্দসি' (পা০ ৭।১।১০৩) এই সূত্রে 'উ'কার হইয়াছে। 'অভ্যাসহলাদিশেষৌ বস্বেকাজাদঘসাং' এই নিয়মানুসারে 'ইট্' আগম হয় নাই। সংজ্ঞাপূর্ব্বক বিধি অনিত্য বলিয়া, 'ঋচ্ছত্যৄতাং' (পা০ ৭।৪।১১) এই সূত্রে গুণ ও 'হলিচেতি দীর্ঘত্বঞ্চ' এই বাক্যে 'দীর্ঘ' হইতে পারে নাই। 'বিশাং পতি' এই বাক্যে 'বিশ্পতিঃ' পদ হইয়াছে। 'পত্যাবৈশ্বর্য্য' এই নিয়মানুসারে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়া 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং' এই নিয়মে উত্তর পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'ভিয়া' পদটীতে 'সাবেকাচ' এই সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। 'যামেষু' পদটী উপরমার্থ 'যম' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ভাবে ঘঞ্ প্রত্যয় হইয়া 'কর্ষাত্বতো ঘঞ্' এই নিয়মানুসারে অন্তোদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইলেও বৃষাদিমধ্যে পঠিত হওয়ায় আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'রেজতে' পদটী 'রেজৃ কম্পনে' কম্পনার্থ 'রেজ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অৎ' উপদেশ হেতু 'লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ' এই নিয়মানুসারে ধাতুস্বর হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগহেতু নিঘাত হয় নাই। (১ম—২৭সূ—৮ঋ)

• • •

সম্বরণ করিতে পারা যায় না। সুতরাং আমাদের ব্যাখ্যার অনুসরণ করিবার পূর্ব্বে সকলকেই আমরা অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন এ মত-ভেদের নিগূঢ় কারণটুকু প্রথমেই অনুসন্ধান করিয়া দেখেন।

বেদের ব্যাখ্যা নানা দিক হইতে নানা প্রকারে সম্পাদিত হইতে পারে। সেই সকল প্রকার ব্যাখ্যাকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ,—যজ্ঞপক্ষে ব্যাখ্যা। দ্বিতীয়তঃ,—লোক-মতের উপযোগী ব্যাখ্যা। তৃতীয়তঃ,—আধ্যাত্মিক ভাবের ব্যাখ্যা। প্রথম প্রকার ব্যাখ্যার লক্ষ্য—যেন যজ্ঞকার্য্যে কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে,—যেন উচ্চারণে ত্রুটি-বিচ্যুতি না আসে। সে পক্ষে, উচ্চারণ-বিশুদ্ধির এবং কর্ম্মবুদ্ধি-উন্মেষের উপযোগী যতটুকু অর্থজ্ঞান আবশ্যক—তাহারই মাত্র আভাষ দেওয়া হয়। অধুনা শ্রীমৎ সায়ণাচার্য্যকে এইরূপ ব্যাখ্যার প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তাঁহার ব্যাখ্যা যে প্রমাদ-পূর্ণ—এ কথা কেহই বলিতে পারেন না; যে কারণে যে দিক হইতে যেরূপ ব্যাখ্যা আবশ্যক, তিনি সেইটুকু মাত্র ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তার পর—দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারগণ। প্রাচীনের মধ্যে শ্রীমৎ মহীধর প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আধুনিকগণের মধ্যে—পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের প্রায় সকলকেই, এবং আমাদের দেশের যাঁহারা তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলেন—তাঁহাদিগকেও, ঐ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিতে পারি। এ ক্ষেত্রে রুচি-প্রকৃতি-অনুসারে কাহারও কাহারও অর্থের একটু আদটু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া আসিয়াছে—দেখা যায়। তৃতীয় শ্রেণীর ব্যাখ্যার আদর্শ—উপনিষৎ—জ্ঞানমার্গ। আমরা সেই ব্যাখ্যারই অনুসরণকারী মাত্র।

কোনও ব্যাখ্যাকেই আমরা ভুল বলিতে চাহি না। তবে আমরা যে পথে অগ্রসর হইয়াছি, সেই ব্যাখ্যারই সঙ্গতি প্রখ্যাপন-পক্ষে, অন্য মতের আলোচনা করিতেছি মাত্র। ইহাতে কেহ অন্য ভাব গ্রহণ করিবেন না, ইহাই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। অপিচ, আমাদের ব্যাখ্যার অনুসরণ পক্ষে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন—আমরা কোন্ আদর্শে কোন্ পথে অগ্রসর হইয়াছি!

এই যে অষ্টম ঋক্‌টি, যাহার ব্যাখ্যার সূচনায় এত অবান্তর কথার

অবতারণা হইল, তাহার প্রচলিত ব্যাখ্যা কি—প্রথমে একটু আভাষ দেওয়া আবশ্যক। এখানে সায়ণের মতই প্রায় অনুসৃত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে কেহ কিছু টিপ্পনী করিয়াছেন মাত্র। মোটামুটি সকলেরই অর্থের মর্ম্ম এই যে,—'রোগজীর্ণ রাজা যেমন শত্রুভয়ে প্রকম্পিত হন; (ঝড়ঝঞ্ঝাবাতের প্রভাবে) পৃথিবী সেইরূপ কম্পিত হয়।' তবে এ ক্ষেত্রে, কেহ বা অন্ধের ন্যায় সায়ণের অনুসরণে, মরুদ্দেবগণকে সম্বোধন করিয়া, ঐ ভাব প্রকাশ করিয়া-গিয়াছেন; কেহ বা, সাধারণ ভাবে, কাহারও সম্বোধনের অপেক্ষা না রাখিয়া, অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। *

ঐ সকল ব্যাখ্যার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার পার্থক্যের কারণ, মন্ত্রান্তর্গত পদ-কয়েকটীর বিশ্লেষণ দ্বারাই বোধগম্য হইতে পারে। প্রথম—'যেষাং' পদ। ঐ পদ মরুদ্দেবগণকেই বুঝাইতেছে। দেবগণ সত্ত্বভাবের আধার। সুতরাং ঐ পদের ব্যাখ্যায় 'মরুতাং' ও 'সত্ত্ব-ভাবানাং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয় পদ—'অজ্মেষু'। গতি ও ক্ষেপণার্থক 'অজ্' ধাতুই উহার মূল বলিয়া আমরাও স্বীকার করি। তবে সে গমন সে ক্ষেপণ—মরুদ্দেবগণের সম্বন্ধ-ত্যাগ-রূপ গমন ও ক্ষেপণ, তাহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। বৈরিভয় তাহাদেরই হয়—যাহারা সে সম্বন্ধ (সত্ত্বভাব-সম্বন্ধ) ত্যাগ করে। সে পক্ষেই "ভিয়া" পদের প্রয়োগে সার্থকতা। 'পৃথিবী' পদের অর্থ, আমাদের মতে, এখানে 'ইহলোক' বা 'মর্ত্ত্যবাসী' বুঝিতে হইবে। "জুজুর্ব্বান্ ইব" বাক্যে,

* ঋকের ইংরাজী ও বাঙ্গালা দুই একটী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে কোন্ ব্যাখ্যাকার কোন্ পথে অগ্রসর হইয়াছেন, বোধগম্য হইবে। ইংরাজী অনুবাদ;—

Wilson :—"At whose impetuous approach earth trembles; like an enfeebled monarh, through dread (of his enemies)."

Max-Muller: "They at whose racings the earth, like a hoary king, trembles for fear on their ways."

রমানাথ,—"হে মরুদ্দেবগণ, আপনাদের গমনকালে পৃথিবী কম্পিত হয়, যেমন রোগাদি দ্বারা জীর্ণ রাজা শত্রুর ভয়ে কম্পিত হইয়া থাকে।"

রমেশ বাবু,—"তাঁহাদিগের গতিক্রমে পদার্থসকল বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; পৃথিবীও বৃদ্ধ ও জীর্ণ নৃপতির ন্যায় কম্পিত হয়।"

'আসন্নমৃত্যুশয্যাশায়ীর ন্যায়' (সায়ণের ভাব) বুঝায়। এই কয়টী শব্দের বিষয় অনুধাবন করিলেই প্রতীত হয়, মন্ত্রের অন্তর্গত "যেষাং অজ্মেষু ভিয়া পৃথিবী জুজুর্ব্বান্ ইব" অংশের মর্ম্ম এই যে,—'দেবসম্বন্ধ হইতে অর্থাৎ সত্ত্বভাব হইতে বিচ্যুত হইলে, মানুষকে সর্ব্বদা শত্রুর ভয়ে প্রকম্পিত থাকিতে হয়।' আমরা মনে করি, এই নিত্য-সত্য ভাবই ঐ মন্ত্রাংশে প্রকটিত আছে।

অতঃপর মন্ত্রের শেষাংশের ("বিশ্পতি যামেষু রেজতে" অংশের) অর্থ-সঙ্গতির বিষয় অনুধাবন করুন। 'বিশ্পতি' পদে, বিশ্ববাসী প্রাণীর পোষক বা সেবক এই ভাব আসে। তাহা হইতে 'জনসেবা-পরায়ণ' অর্থ গ্রহণ করিতে পারা যায়। অর্থাৎ, আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া যিনি সকলকে আপনার জ্ঞান করিতে পারিয়াছেন, ঐ পদে সেই জনকেই বুঝাইতেছে। "যামেষু" পদে, 'উপরাম' (নিবৃত্তি) অর্থ-মূলক 'যম্' ধাতু হইতেই 'পরিত্রাণমার্গগতেষু' 'ভগবৎসামীপ্যলাভেষু' অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'যাম' কোথায়? উপরাম বা নিবৃত্তি—সে কোথায়? সে কি ভগবৎসামীপ্য নহে? সেই ভাবই এখানে পরিব্যক্ত। অবশিষ্ট—'রেজতে' পদ। সায়ণ কম্পনার্থক 'রেজ্' ধাতু হইতে ঐ পদের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন। আমরা দীপ্ত্যর্থক 'রাজ্' ধাতু ঐ পদের ব্যুৎপত্তি-মূল বলিয়া গ্রহণ করি। এ পক্ষে তাহাতেই সঙ্গত অর্থ হয়। তদনুসারে এই মন্ত্রাংশের ভাব হয়,—'জনহিতপরায়ণ সাধুগণ ভগবৎসামীপ্যলাভ করিয়া দীপ্তিযুক্ত হন।'

মন্ত্রে এক দিকে দেব-সম্বন্ধ-ত্যাগীর যন্ত্রণার বিষয় এবং অন্যদিকে দেবভাবাপন্ন জনের আনন্দের বিষয় প্রখ্যাত আছে।

কি প্রকারে দুষ্কৃতের দমন ও অসাধুর নির্য্যাতন সাধিত হয়; আর কি প্রকারেই বা সুকৃতের সৌভাগ্য-প্রাপ্তি ও সাধুজনের মোক্ষ লাভ ঘটে;—মন্ত্র এই ভাব বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। প্রার্থনা-পক্ষে মন্ত্রের ভাব হয় এই যে,—'হে দেবগণ! আমরা যেন তোমাদিগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সদা যন্ত্রণা-ভোগ না করি;—আমরা যেন সৎকর্ম্মের দ্বারা তোমাদিগের সামীপ্য লাভ পূর্ব্বক পরমানন্দ প্রাপ্ত হই।' (১ম—৩৭সূ—৮ঋ)।

———

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং। নবমী ঋক্।)

স্থিরং হি জানমেষাং বয়ো মাতুর্নিরেতবে।

যৎসীমনু দ্বিতা শবঃ॥ ৯॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

স্থিরং। হি। জানং। এষাং। বয়ঃ। মাতুঃ। নিঃ৺এতবে।

যৎ। সীং। অনু। দ্বিতা। শবঃ॥ ৯॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'এষাং' (দেবানাং) 'জানং' জ্ঞানং) 'হি' (নিশ্চিতং) 'স্থিরং' (অচঞ্চলং, দৃঢ়ং); 'মাতুঃ' (মাতৃস্থানীয়াৎ জ্ঞানাৎ) 'বয়ঃ' (অবিতথং বলং) 'নিরেতবে' (নির্গন্তুং শক্নোতি); 'যৎ' (বলং জ্ঞানং বা) 'অনু' (অনুসৃত্য) 'শবঃ' (শবোপমঃ অবসন্নো জনোঽপি) 'দ্বিতা' (দ্বিগুণিতেন) শক্তিসম্পন্নো ভবতীতি শেষঃ। জ্ঞানসম্বন্ধো হি শক্তিসাধকঃ। জ্ঞানসম্বন্ধাৎ মৃতেঽপি প্রাণসঞ্চারো ভবতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৭সূ—৯ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

এই দেবগণের জ্ঞান নিশ্চয়ই দৃঢ় অচঞ্চল। মাতৃস্থানীয় সেই জ্ঞান হইতেই প্রকৃত শক্তি নির্গত হইয়া থাকে। সেই জ্ঞানের বা সেই শক্তির অনুসরণে শবোপম অবসন্ন জনও দ্বিগুণিত শক্তিসম্পন্ন হয়। (১ম—৩৭সূ—৯ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

এষাং মরুতাং জানং জন্মস্থানমাকাশং স্থিরং হি। চলনরহিতং খলু। মাতুর্মরুতাং জননীস্থানীয়াদাকাশাদ্বয়ঃ পক্ষিণো নিরেতবে নির্গন্তুং সমর্থা ভবন্তীতি শেষঃ। তাদৃশাদাকাশা-

---

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই মরুদ্গণের (বায়ুসমূহের) জন্মস্থান আকাশ নিশ্চল অর্থাৎ চলনরহিত। বায়ুর জননীস্থানীয় আকাশকে আশ্রয় করিয়া পক্ষিগণ নির্গমন করিতে সমর্থ হয়। তাদৃশ আকাশ

স্তুগজ্জন্মেতি মরুতাং স্তুতিঃ। যদ্ যস্মাৎ কারণাচ্ছবো ত্বদীয়ং বলমনুক্রমেণ সীং সর্বতো দ্বিতা দ্বিধেন দ্যাবাপৃথিব্যোর্নিভজ্য বর্ত্ততে। অতো ভবদীয়ং জানং স্থিরং ইতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ॥ জানং। জায়তেঽস্মিন্নিতি জানমন্তরিক্ষং। অধিকরণে ঘঞ্। এষাং। ইদমোঽন্বাদেশঃ ইত্যশাদেশোঽনুদাত্তঃ। বিভক্তিশ্চ সুপত্বাদনুদাত্তঃ। নচোঙিদমিত্যাদিনা বিভক্ত্যুদাত্তত্বং। অন্বোদাত্তাদিদং শব্দাত্তস্য বিধানাৎ। নিরেতবে। ইন্ গতৌ। তুমর্থে সেসেন্নিতি তবেন্ প্রত্যয়ঃ। তাদৌ চেতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং॥ ৯॥ (১ম—৩৭সূ—৯ঋ)।

• . •

নবম (৪৪৮) ঋকের বিশদার্থ।

—:০:—

এক দৃষ্টিতে এই ঋকের ভাব বড়ই সরল ও সুন্দর; অন্য দৃষ্টিতে আবার এই ঋকের ভাব বড়ই জটিল ও কঠিন। * আমাদের ব্যাখ্যায় সেই সরলভাব লক্ষ্য করুন; আর অন্যান্য ব্যাখ্যায় সেই জটিলতায় নিমজ্জমান্

হইতে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া মরুদ্গণের স্তুতি। তাঁহাদের বল যথাক্রমে সর্ব্বতোভাবে স্বর্গে ও পৃথিবীতে বিশেষরূপ ভজনীয় হইয়া আছে বলিয়া তাঁহাদের জন্মস্থান স্থির। পূর্ব্বের সহিত এইরূপ অন্বয় করিতে হইবে।

'জানং' পদটী 'জাত হয় ইহাতে' এই ব্যুৎপত্তিতে 'জান' শব্দে অন্তরিক্ষকে বুঝায়। অধিকরণে 'ঘঞ্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'এষাং' পদটীতে 'ইদমোঽন্বাদেশে' এই সূত্র দ্বারা 'অশ্' আদেশ, এবং উহার স্বর অনুদাত্ত হইয়াছে। বিভক্তির 'সুপত্ব' হেতু স্বরের অনুদাত্ত। অন্বোদাত্ত 'ইদং' শব্দের উত্তর 'স্ত' বিধানহেতু 'নচোঙিদমিতি' ইত্যাদি নিয়মানুসারে বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'নিরেতবে' পদটী গত্যর্থ ইন্' (ই) ধাতুর উত্তর 'তুমর্থে সেসেন' এই নিয়মানুসারে 'তবেন্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'তাদৌ চ' ইত্যাদি নিয়মানুসারে গতির প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। (১ম—৩৭সূ—৯ঋ)॥

---

* ম্যাক্সমূলার এই ঋকটির অনুবাদ করিতে গিয়া তাই লিখিয়াছেন,—"A very difficult verse." তার পর তিনি একরূপ অনুবাদ করিয়াছেন; উইলসন আর একরূপ অনুবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ম্যাক্সমূলারের অনুবাদ,—"Their birth is strong indeed: there is strength to come forth from their mother, nay, there is vigour twice enough for it." আর উইলসন্ লিখিয়াছেন—"Stable is their birth-place; (the sky); the birds (are able) to issue from (the sphere of) their parent: for your strength is everywhere divided between two (regions,—or, heaven and earth)." বলা বাহুল্য, উইলসন

থাকুন। সকল প্রকার অর্থেই প্রায় আকাশকে মরুদ্গণের জন্মস্থান বলা হইয়াছে; আর বলা হইয়াছে,—পক্ষিগণ তাঁহাদের মাতৃস্বরূপ সেই আকাশ হইতে নির্গত হইতে পারে, এবং মরুদ্গণের বল দ্যুলোক ও পৃথিবীকে বিভাগ করিয়া থাকে।

কোথায় উৎপত্তিস্থান আকাশ—কোথায় পক্ষিগণের নির্গমন—কোথায় দ্যুলোক ও ভূলোককে বিভাগীকরণ! আর কোথায়—আমাদের ব্যাখ্যায়—জ্ঞানের ও শক্তির সম্বন্ধ-খ্যাপন! মর্ম্মার্থ এতই পৃথক হইয়া পড়িয়াছে! কি করিব? উপায় নাই। যে পথে চলিয়াছি, সেই পথই যখন পরিষ্কার দৃষ্টি-গোচর হইতেছে, কেন পথান্তর গ্রহণ করিব?

আমাদের অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যাতেই আমাদের পরিগৃহীত পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। তথাপি, যে দুই একটী পদের অর্থ, সায়ণের অর্থ হইতে ভিন্নরূপ গ্রহণ করিয়াছি, তাহার কারণ একটু প্রদর্শন করা আবশ্যক মনে করি। প্রথম—'জানং'। এই পদে 'আকাশ' অর্থ কেন গ্রহণ করিব? 'জ্ঞা' ধাতু হইতে 'প্রজ্ঞা' 'জ্ঞান' অর্থ সহজেই পাওয়া যায়। সেই অর্থই আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। দ্বিতীয় পদ—'বয়ঃ'। এই পদে 'পক্ষী' পরিকল্পনা না করিয়া 'বল' বা 'শক্তি' অর্থ গ্রহণ করিলাম। * 'মাতুঃ' পদে জননীস্থানীয় আকাশকে পাইতেছি কোথায়? 'জানং' পদে যখন 'জ্ঞানং' অর্থ গৃহীত হইল, তখন ঐ পদে মাতৃস্থানীয় জ্ঞানকেই লক্ষ্য করিতেছে—বুঝিতে পারি। 'যৎ' পদে, বলকে বা জ্ঞানকে দুইয়ের এককে লক্ষ্য আসে—মনে করিলেই চলিতে পারে। 'শবঃ' পদে 'বলং' অর্থই বা কেন গ্রহণ করি? এখানে 'শবঃ' পদে 'শবোপম অবসন্ন জন' অর্থ আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'দ্বিতা' পদে ভাষ্যেরই অনুসরণ করিয়াছি।

এই সকল শব্দগত অর্থের বিষয় অনুধাবন করিলে বুঝা যায়,—একটী

সায়ণেরই অনুসরণ করিয়াছেন; ম্যাক্সমূলার একটা স্বতন্ত্র পথে চলিয়াছেন। বঙ্গদেশ-প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রায়ই সায়ণের অনুগত। একটীর নমুনা; যথা,—"মরুদ্দেবগণের জন্মস্থান অচল আকাশ, যেহেতু তাঁহাদিগের বল যথাক্রমে সর্ব্বতোভাবে স্বর্গলোক ও ভূলোক উভয়কে বিভাগ করিয়া রহিয়াছে। এই আকাশ হইতে পক্ষিসকল নির্গত হইতে সমর্থ হয়।"

* এখানে ম্যাক্সমূলারের মত, আমাদের মতের অনুকূল। তিনি 'বয়ঃ' শব্দে strength (শক্তি) লিখিয়াছেন।—The Vedic Hymns, Vol. I, p. 63.

নিত্যসত্য তত্ত্বই এই ঋকে বিবৃত আছে। ঋক্ উপদেশ দিতেছেন,—'দেবতার জ্ঞান সঞ্চয় কর; দেবভাবে ভাবাপন্ন হও। সেই জ্ঞান দৃঢ় অচঞ্চল। সে জ্ঞান কখনও প্রমাদবিশিষ্ট হয় না। সেই জ্ঞান হইতেই প্রকৃত শক্তি-সামর্থ্য উৎপন্ন হয়। সেই জ্ঞানের অনুসরণের ফলে, এই যে মৃতকল্প হতাশ অবসন্ন তুমি, তুমিও দ্বিগুণ শক্তিশালী হইতে পারিবে,—তোমারও গতিমুক্তির পথ তুমি দেখিতে পাইবে।' আমরা মনে করি, এ ঋকের ইহাই শিক্ষা। এ মন্ত্র মানুষকে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে জ্ঞানানুবর্ত্তী হইতে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। (১ম—৩৭সূ—৯ঋ)।

—•—

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং। দশমী ঋক্।)

উদু ত্যে সূনবো গিরঃ কাষ্ঠা অজ্মেষত্নত।

বাশ্রা অভিজ্ঞু যাতবে॥ ১০॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

উৎ। উং ইতি। ত্যে। সূনবঃ। গিরঃ। কাষ্ঠাঃ। অজ্মেষু। অত্নত।

বাশ্রাঃ। অভিঽজ্ঞু। যাতবে॥ ১০॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ত্যে' (প্রসিদ্ধা মরুতঃ) 'উদু' (শ্রেষ্ঠস্ত) 'গিরঃ' (বাচঃ, শব্দস্ত) 'সূনবঃ' (উৎপাদকাঃ); 'অজ্মেষু' (তেষাং গতিরূপেষু) 'কাষ্ঠাঃ' (দিশঃ) 'অত্নত' (অতনিষত, বিস্তৃতবন্তঃ); 'বাশ্রাঃ' (দিবসাঃ, কালেতি যাবৎ) 'অভিজ্ঞু' (তেষাং আভিমুখ্যে অনুসরণে) 'যাতবে' গন্তুং (প্রেরিতবন্তঃ)। দিক্কালশব্দাঃ তেষাং মরুদ্দেবানাং শাসনপরিচালিতাঃ সন্তি ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৭সূ—১০ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সেই প্রসিদ্ধ মরুদ্দেবগণ শ্রেষ্ঠ বাক্যের উৎপাদক; তাঁহাদের গতি-রূপে (গতিপথে) দিক্-সমূহ বিস্তৃত রহিয়াছে; কাল তাঁহাদিগের অভিমুখেই প্রধাবিত হইয়াছে। (১ম—৩৭সূ—১০ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

ত্যে পূর্ব্বপ্রকৃতা গিরঃ সুনবো বাচ উৎপাদকা মরুতঃ। বায়বো হি তাল্বোষ্ঠাদিষু সংচরন্তো বাচমুৎপাদয়ন্তি। অজ্মেষু স্বকীয়েষু গমনেষু সৎসু কাষ্ঠা অপঃ। আপোঽপি কাষ্ঠা উচ্যন্তে ক্রান্তাস্থিতা ভবন্তি। নি০ ২।১৫। ইতি যাস্কঃ। উৎ উৎকর্ষেণৈবাস্তত। অতনিষত। বিস্তারিতবন্তঃ। উদকং বিস্তার্য্য তৎপানার্থং বাশ্রা হম্বারবোপেতা গা অভিজ্ঞু। জান্বাভিমুখ্যং যথা ভবতি তথা যাতবে গন্তুং প্রেরিতবন্ত ইতি শেষঃ॥

সুনবঃ। ষূ প্রেরণে। সুবঃ কিৎ। উ০ ৩।৩৫। ইতি নু প্রত্যয়ঃ। কিত্বাদ্‌গুণাভাবঃ। অত্নতঃ। তনু বিস্তারে। ছন্দস্যাদেশে বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। তনিপত্যো-শ্ছন্দসী। পা০ ৩,৪।৯৯। ইত্যুপধালোপঃ। অড়াগমঃ। অভিজ্ঞু। অভিগতে জানুনী যস্য তদভিজ্ঞু। প্রসম্ভ্যাং জানুনো জ্ঞুঃ। পা০ ৫।৪।১২৯ ইতি বাত্যয়েনাভিপূর্ব্ব-

---

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

পূর্ব্বপ্রকৃত মরুদ্গণ বাক্য-সমূহের উৎপাদক। বায়ুসমূহ তালু ও ওষ্ঠাদিতে সঞ্চরণ করিয়া বাক্য উৎপাদন করে। আপনাদের গমন-সময়ে মরুদ্গণ, জল-সমূহকে (কাষ্ঠা) উৎকর্ষ দ্বারা বিশেষরূপ বিস্তার করিয়াছিল। অপও কাষ্ঠা নামে অভিহিত হইয়া থাকে; অপও ক্রান্তস্থিত থাকে, যাস্ক তাহা বলিয়াছেন (নি০ ২।১৫)। জল বিস্তার করিয়া, তাহা পান করিবার জন্য, হম্বারবযুক্ত গো-সমূহকে প্রেরণ করিয়াছিল। তাহাদের জানু পর্য্যন্ত সেই জলে নিমজ্জিত হইয়াছিল।*

'সুনবঃ' পদটী প্রেরণার্থ 'ষূ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'সুবঃ কিৎ' (উ০ ৩,৩৫) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে উক্ত 'ষূ' ধাতুর উত্তর 'নু' প্রত্যয়। কিত্ব (অর্থাৎ 'ক' ইৎ) হেতু গুণ হইতে পারে নাই। 'অত্নতঃ' পদটী বিস্তারার্থ তনু (তন্) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ছন্দস্যাদা-দেশে, বহুলং ছন্দসিতি' ইত্যাদি নিয়মানুসারে বিকরণের লুক্ অর্থাৎ লোপ হইয়াছে। 'তনি-পত্যোশ্ছন্দসি' (পা০ ৩।৪।৯৯) এই সূত্রানুসারে উপধার লোপ এবং অট্ আগম হইয়াছে। 'অভিজ্ঞু' পদটী, 'অভিগত হইয়াছে জানুদ্বয় যাহার'—এই অর্থে সিদ্ধ হইয়াছে। 'প্রসম্ভ্যাং জানুনো জ্ঞুঃ' (পা০ ৫ ৪,১২৯) এই সূত্রে ব্যত্যয় হেতু 'অভি'-পূর্ব্ব হইলেও সমাসনিষ্পন্ন 'জানু'

* এখানে সায়ণের ভাষ্যটি বড়ই জটিল। মাক্ষমূলার তাই ভাষ্যটিরও অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ,—"There, the producers of speech, have spread water in their courses, they cause the cows to walk up to their knees in order to drink the water,"

ত্বাপি জানুশব্দস্য জ্ঞুশব্দাদেশঃ সমাসান্তঃ। যাতবে। তুমর্থে সেসেন্নিতি তবেন্‌ প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং ॥ (১ম—৩৭সূ—১০ঋ) ॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে ত্রয়োদশো বর্গঃ ॥ ১৩ ॥

দশম (৪৪৯) ঋকের বিশদার্থ।

—— : • : ——

এই ঋকের অর্থ পরিগ্রহ বড়ই আয়াসসাধ্য। ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী পদ—বিভিন্ন বিপরীত ভাব-দ্যোতক। ভাষ্য এবং প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহ অন্য এক পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে। বৈদেশিক ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে কাহারও বা পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলি এই মন্ত্রের ভাবের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইয়া আছে। দেশ-কাল-পাত্রের প্রভাব প্রতি মন্ত্রের ব্যাখ্যাতেই দেখা যায়। কাহারও কাহারও ব্যাখ্যায় সে প্রভাব বড়ই প্রকট হইয়া রহিয়াছে। দুইটী ইংরাজী এবং দুইটী বাঙ্গালা ব্যাখ্যা এস্থলে প্রথমে উদ্ধৃত করিতেছি। তার পর আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা কথিত হইতেছে। ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যা; যথা,—

(১) "বাক্যোৎপাদক মরুদ্দেবসকল স্বীয় গমনানন্তর জলকে বিলক্ষণরূপে বিস্তীর্ণ করিয়াছেন, এবং বিস্তীর্ণ জল পান করিতে হম্বারবিশিষ্ট গোসকলকে সত্বর গমনের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন।'

(২) "তাঁহারা শব্দের উৎপাদক, তাঁহারা গমনকালে জল বিস্তার করেন, এবং (গাভীদিগকে) হম্বারবপূর্ব্বক জানু পর্য্যন্ত (সেই জলে) প্রেরণ করেন।"

(3) "They are the generators of speech : they spread out the waters in their courses : they urge the lowing (cattle) to enter (the water), up to their knees, (to drink)"

(4) "And these sons, the singers, stretched out the fences in their racings ! the cows had to walk knee-deep."

ব্যাখ্যাকারগণ প্রায়ই সায়ণের অনুসরণ করিয়াছেন। কাহারও

শব্দের স্থানে 'জ্ঞু' আদেশ হইয়াছে। 'যাতবে' পদটীতে 'তুমর্থে সেসেন' ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'তবেন্‌' প্রত্যয় হইয়াছে। নিত্-হেতু ইহার আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। (১ম—৩৭সূ—১০ঋ)॥

প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় অধ্যায়ে ত্রয়োদশ বর্গ সমাপ্ত। ১৩॥

ব্যাখ্যায় বা কোনও কথা বাদ পড়িয়াছে; কাহারও ব্যাখ্যায় বা অতিরিক্ত এক-আদটা কথা আসিয়া পড়িয়াছে। তবে শেষোক্ত (ইংরাজী) ব্যাখ্যাটি দেখিয়াই, এই সকল ব্যাখ্যার মধ্যে যে দেশকালের পারিপার্শ্বিক প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারি। অনুবাদক ইংলণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। সেখানে ঘোড়দৌড়ের মাঠে কাঠ দিয়া ঘেরা বেড়া দেখিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার ব্যাখ্যায় তাহারই প্রতিচ্ছবি আসিয়া পড়িয়াছে। * এইরূপ মনে হয়,—গরুই যাঁহাদের প্রধান সম্পত্তি ছিল, বেদ তাঁহাদের সমাজে প্রচলিত ছিল বা তাঁহাদের জন্য রচিত হইয়াছিল—এই ভাব যাঁহাদের মনে আসিবে, তাঁহারা মন্ত্রের মধ্যে স্বতঃই গাভীর উপমা-সমূহ প্রত্যক্ষ করিতে থাকিবেন। এ ক্ষেত্রে, এ কথা আমরাও অবশ্য অস্বীকার করি না যে, যে ভ্রান্তির মধ্যে আমরা নিমজ্জিত আছি, আমাদিগের ব্যাখ্যাও সে ভ্রান্তির কবল হইতে হয় তো সম্পূর্ণরূপ পরিত্রাণ পায় নাই। যাহা হউক, যে সূত্রে মন্ত্রের যে অর্থ আমরা গ্রহণ করিলাম, এক্ষণে তাহারই একটু পরিচয় প্রদান করিতেছি।

মন্ত্রটীকে (আমাদের অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা দেখুন) আমরা তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথমাংশের ("ত্যে উ নু গিরঃ সূনবঃ" বাক্যের) অর্থ-বিষয়ে প্রায়ই ঐকমত্য লক্ষিত হইবে। 'মরুদ্দেবগণই শব্দের উৎপাদক'—এ উক্তির সার্থকতা সর্ব্বপ্রকারেই প্রতিপন্ন হয়। এক পক্ষে বায়ুই শব্দের জনয়িতা। অন্যপক্ষে সত্ত্বভাবেই শব্দব্রহ্মের উদ্ভূতি,—দেবভাব হইতেই মন্ত্ররূপ শব্দব্রহ্মের সন্ধান পাওয়া যায়। এ পক্ষে, কোনই মতান্তরের কারণ নাই। অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ—"অজ্মেষু কাষ্ঠা অত্নত।" এখানে 'কাষ্ঠাঃ' পদে 'কাঠের বেড়া' অর্থ গ্রহণ করিলাম না;—'অপঃ' (জল) অর্থও গ্রহণ করা সঙ্গত বলিয়া বুঝিলাম না। 'কাষ্ঠাঃ' পদে, 'দিক্‌সকল' অর্থই আমরা এখানে নির্দ্দেশ

---

* তিনি লিখিয়াছেন,—মরুদ্গণ তাঁহাদের ঘোড়দৌড়ক্ষেত্রের (race-course) বেড়া বাড়াইয়াছিলেন—এবংবিধ বাক্যের ভাব এই যে, আকাশে ঝড়ঝঞ্ঝাবাত বিস্তৃত হইয়া মেঘাদিগকে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে বিচালিত করিয়াছিল। এই সূত্রে তিনি বলেন,—"KASTHA may mean the wooden enclosures (carceres) or the wooden poles that served as turning and winning-posts (metae)."

করি। তাহাতে অর্থ দাঁড়ায়,—'তাঁহাদের গতিরূপে (গতিপথে) দিক্-সকল বিস্তৃত।' ভাব এই যে,—তাঁহারাও অনন্ত অসীম, দিক্‌সকলও অনন্ত অসীম। ইহাতে দেবভাবসমূহের প্রভাবের বিষয় উপলব্ধ হয়। সে প্রভাব —দিক্-সকলের ন্যায় অসীম; অথবা, অনন্ত অসীম যে দিক্‌সমূহ, তাহারাও সে প্রভাবের আয়ত্তাধীন হইয়া আছে। ঐ অংশে এইরূপ ভাবই গ্রহণ করা যায়। শেষাংশ—"বাশ্রাঃ অভিজ্ঞু যাতবে।" কেন হাম্বারবকারী গাভীর সম্বন্ধ এখানে টানিয়া আনি? 'বাশ্' ধাতুর অর্থ 'শব্দ করা।' এই হইতে হাম্বারব ও সেই সঙ্গে সঙ্গে গাভীকে টানিয়া আনা হইয়াছে। অথচ, 'বাশ্র' শব্দের একটী অর্থ—'দিবস, দিন;' সে অর্থ ব্যাখ্যায় পরিত্যক্ত। আমরা এখানে সেই দিবস অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'বাশ্রাঃ' পদ এখানে বহুবচনান্ত। তাহাতে দিবস-সমূহকে—দিবস-সমূহের সমষ্টিভূত কালকে লক্ষ্য করে। ভাব পরিগ্রহ হয় এই যে,—'হে দেবগণ! কালও আপনাদের অভিমুখে ধাবমান্। অর্থাৎ, কালও আপনাদের আয়ত্তাধীন।'

এখন একবার পূর্ব্বাপর পদ-কয়েকটীর ভাব-সমাবেশ অনুধাবন করুন। দিক্, কাল, শব্দ—এই তিন লইয়াই সংসার বা সৃষ্টি-বিভাগ। কিন্তু এ তিনই ধ্যান-ধারণার অতীত—অনন্ত অসীম। অথচ, প্রকারান্তরে এখানে বলা হইয়াছে, এই তিনকেও মানুষ আয়ত্তীকৃত করিতে পারে। কি প্রকারে?—দেবভাবের প্রভাবে। মানুষ যখন দেবভাবসমূহের অধিকারী হয়, তখন দিক্-কাল-শব্দকে তাহারা আপনাদের আয়ত্তাধীনে আনিতে পারে। এখানে যোগের প্রসঙ্গ প্রখ্যাপিত আছে—মনে করিতে পারি। যোগ আর কি?—সে তো ভগবানে আত্মলীন হওয়া। সে আত্মলীন হওয়া—কি প্রকারে সম্ভবপর? দেবভাবের অধিকারী হওয়া—দেবত্ব লাভ করা। বায়বীয়-সূক্তের আলোচনায়, বায়ু-দেবতার সহিত যোগের সম্বন্ধ-বিষয়ে আমরা একটু আভাষ দিয়াছি। এখানেও সেই ভাব ব্যক্ত দেখিতেছি। মরুদ্দেবগণ-রূপ দেবভাব-সমূহকে হৃদয়ে ধারণা করিতে সমর্থ হইলে, ভগবানের সহিত যুক্ত (যোগ-পরায়ণ) হইতে পারিলে, দিক্ কাল বা শব্দ সকলই তোমার আয়ত্তীকৃত হইয়া আসিবে। তখন, তোমার শ্রেয়ঃসাধনের পথে কেহই কোনরূপ অন্তরায় উপস্থিত করিতে

সমর্থ হইবে না। দিক্ কাল শব্দ আয়ত্ত হইলে, দিক্-কাল-শব্দরূপী অনন্ত ভগবানও তোমার আয়ত্ত হইবেন। এতদুভয় অলক্ষ্য পারস্পারিক সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ। এই মন্ত্র, এই তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছে'।

প্রার্থনা-পক্ষে এই মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'হে মরুদ্দেবগণ-রূপ ভগবদ্বিভূতিনিবহ। দিক্-কাল-শব্দ আপনাদের আয়ত্তাধীন। আপনাদিগের অনুসরণকারী আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন; আপনাদের অঙ্গে অঙ্গীভূত করিয়া লউন; তাহাতে, আপনাদের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া, আপনাদের শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হইয়া, আমরাও যেন দিক্-কাল-শব্দের প্রভাব ধারণা করিতে সমর্থ হই।' (১ম—৩৭সূ—১০ঋ)।

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং। একাদশী ঋক্।)

ত্যং চিদ্ঘা দীর্ঘং পৃথুং মিহো নপাতমমৃধ্রং।

প্র চ্যাবয়ন্তি যামভিঃ ॥ ১১ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্যং। চিৎ। ঘ। দীর্ঘং। পৃথুং। মিহঃ। নপাতং। অমৃধ্রং।

প্র। চ্যাবয়ন্তি। যামহভিঃ ॥ ১১ ॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

তে দেবাঃ 'ত্যং' (প্রসিদ্ধং) 'দীর্ঘং' (দীর্ঘকালব্যাপিনং) 'পৃথুং' (বহুলোকবিস্তৃতং) 'অমৃধ্রং' (অধৃষ্যং) 'মিহঃ' (স্নেহস্য, 'সম্বভাবস্য) 'নপাতং' (প্রতিবন্ধকং) 'যামভিঃ' (পরিত্রাণমার্গপ্রদর্শনৈঃ) 'চিৎ ঘ' (নিশ্চিতং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'প্রচ্যাবয়ন্তি' (অপসরন্তি)। দেবকৃপয়া সাধনমার্গস্য সর্ব্বা বাধা দূরীভবন্তি। (১ম—৩৭সূ—১১ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সেই দেবগণ, সেই প্রসিদ্ধ, দীর্ঘকালব্যাপী, বহুলোকবিস্তৃত, অধৃষ্য, সত্ত্বভাবের প্রতিবন্ধককে, পরিত্রাণোপায়-প্রদর্শনের দ্বারা, নিশ্চয়ই সর্ব্বতোভাবে অপসারণ করেন। (১ম—৩৭সূ—১১ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

ত্যং চিদ্ঘ প্রসিদ্ধো যো মেঘস্তমপি মেঘং যামভিঃ স্বকীয়গমনৈঃ প্রচ্যাবয়ন্তি। মরুতঃ প্রকর্ষেণ গময়ন্তি। কীদৃশং। দীর্ঘং। আয়ামোপেতং। পৃথুং। তির্য্যগ্বিস্তৃতং। মিহো নপাতং। সেচনীয়স্য জলস্য ন পাতয়িতারং। বৃষ্টিমকুর্ব্বন্তমিত্যর্থঃ। অমৃধ্রং। কেনাপ্যহিংস্যং ॥

ঘ। ঋচি তুনুঘেত্যাদিনা দীর্ঘঃ। মিহ সেচনে। মেহতি সিঞ্চতীতি মিট্ বৃষ্টি। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। নপাতং। ন পাতয়তীতি ন পাৎ। নভ্রাণ্নপাদিত্যাদিনা নঞঃ প্রকৃতি ভাবঃ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অমৃধ্রং। মৃধু মৃধু উন্দনে। মর্ধত্যুদকেনোনত্তীতি মৃধ্রঃ। বহুলবচনাদৌণাদিকো রক্‌-প্রত্যয়ঃ। নঞ্সমাসে অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। যদ্বা সংগ্রামবাচিনা মৃধশব্দেন হিংসা লক্ষ্যতে। মত্বর্থীয়ো রঃ। পূর্ব্ববৎ স্বরসমাসৌ। চ্যাবয়ন্তি। চ্যুঙ্ গতৌ। ণিচি বৃদ্ধ্যাবাদেশৌ। পদকালে হ্রস্বশ্ছান্দসঃ ॥ (১ম—৩৭সূ—১১ঋ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

প্রসিদ্ধ যে মেঘ, সেই মেঘকে স্বকীয় গমনের দ্বারা মরুদ্গণ প্রকৃষ্টরূপে গমন করাইয়া থাকেন (চালিত করেন)। মেঘ কি প্রকার? দীর্ঘ অর্থাৎ বিস্তৃতিসম্পন্ন। তির্য্যক্‌ভাবে বিস্তৃত। সেচনীয় জলের অবর্ষণকারী অর্থাৎ বৃষ্টিকারী নহে। কাহারও হিংসনীয় নহে।

'ঘ' পদটী 'ঋচি তুনুঘ' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা দীর্ঘ হইয়াছে। 'মিহঃ' পদটী সেচনার্থ 'মিহ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'মিহতি' অর্থাৎ 'সেচন করেন' এই বাক্যে 'মিট্' শব্দে বৃষ্টি বুঝায়। 'ক্বিপ চ' সূত্রে উক্ত মিহ্ ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্' প্রত্যয়। 'সাবেকা চ' সূত্রে বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'নপাতং' পদটী—'পতন করান না' এই বাক্যে 'নপাত্' হইয়াছে। 'নভ্রাণনপাৎ' ইত্যাদি সূত্রে 'নঞে'র প্রকৃতিভাব এবং অব্যয়-পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। 'অমৃধ্রং' পদটী, উন্দন অর্থাৎ ক্লেদন সিক্তকরণার্থক 'মৃধু' (মৃধ্) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'জলের দ্বারা ক্লেদন করেন'—এই অর্থে 'মৃধ্রঃ' পদ সিদ্ধ হয়। 'বহুলবচনাদৌণাদিকো রক্' এই সূত্রে উক্ত 'মৃধ্' ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'রক্' প্রত্যয় হইয়াছে। নঞ্ সমাসে অব্যয়ের পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। অথবা সংগ্রামবাচী মৃধ শব্দে হিংসা বুঝায়। মত্বর্থীয় 'রঃ' প্রত্যয়। স্বর ও সমাস পূর্ব্বের ন্যায়। 'চ্যাবয়ন্তি' পদটী গত্যর্থক 'চ্যুঙ্' (চ্যু) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। উহাতে ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া উহার বৃদ্ধি ও 'য়া' আদেশ হইয়াছে। ছান্দস-হেতু পদকালে হ্রস্ব হইয়াছে। (১ম—৩৭সূ—১১ঋ)।

একাদশ (৪৫০) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকে মরুদ্দেবগণের একটী প্রধান মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ভাষ্যকারের ও ব্যাখ্যাকার-গণের সাধারণ মত এই যে, এ ঋকে বলা হইয়াছে—'দীর্ঘ বিস্তৃত বৃষ্টির-প্রতিবন্ধক অধৃষ্য মেঘকে মরুদ্দেবগণ বিচালিত করেন, আর তাহার ফলে বৃষ্টি হয়।' *

বলিতে পারি, উপমা-পক্ষে এ অর্থের অসঙ্গতি বোধ হয় না। বায়ু যেমন বিচ্ছিন্ন মেঘসমুহকে একত্রিত করিয়া বৃষ্টিপতনে সহায়তা করেন, মরুদ্দেব রূপ ভগবদ্বিভূতিসমুহ সেইরূপ মানুষের বিচ্ছিন্ন সদ্বৃত্তিসমুহকে একীভুত করিয়া ইষ্টদান করেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা হইতে এ ভাব আনা যাইতে পারে। তবে একটা কথা এই যে, ব্যাখ্যাকারগণ কেহই সে ভাবে অর্থ গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা সাদাসিধা মেঘের ও বৃষ্টির ভাবই গ্রহণ করিয়াছেন। মরুদ্দেবগণ বলিতে, ঝড়ঝঞ্ঝাবাত বুঝায়। এই ধারণাই তাঁহাদের ঐরূপ অর্থ পরিগ্রহণের হেতুভুত বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এ পক্ষে একটী বিষয় বিশেষভাবে বিচার করিবার আছে। মুল ঋকে মেঘ-বাচক কোনও পদ নাই। অথচ, একটা সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কেন মেঘকে টানিয়া আনি? আছে—'মিহঃ নপাতং'। 'মিহঃ' পদের মূল—'মিহ্' ধাতু। উহার অর্থ—'সেচন' বটে; ঠিক জলসেচন নহে; কিরণ-সেচনই উহার প্রকৃত অর্থ। 'নপাতং' পদে প্রতিবন্ধকতার ভাব আসে। তাহা হইতে 'কিরণ-স্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় সত্ত্বভাবের প্রতিবন্ধক' অর্থই গ্রহণ করা যাইতে পারে। সেই অর্থেই সকল দিকে সকল বিশেষণে সুসঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায়। 'দীর্ঘং' 'পৃথুং' 'অমৃধ্রং' 'মিহো নপাতং প্রভৃতি পদগুলিকে কল্পিত মেঘের বিশেষণ-রূপে কল্পনা করিতে কত বেগ পাইতে হইয়াছে,—সায়ণের

---

* অধিক মত উদ্ধৃত করার আবশ্যক নাই। ঋকের একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। তাহাতেই সকল ব্যাখ্যাকারগণের ভাব উপলব্ধ হইবে। যথা,—"They drive before them, in their course. the long, vast, uninjurable, rain-retaining cloud."

ভাষ্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। "ত্যং চিদ্ঘ" হইতে "প্রসিদ্ধো যো মেঘস্তমপি মেঘং" এতটা টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে অর্থ করিতে হইয়াছে। কিন্তু সে পক্ষেও বিশেষণ কয়টির (দীর্ঘং, পৃথুং প্রভৃতির) বিষয় ভাবিতে গেলে, অর্থ যুক্তিবিগর্হিত হইয়া পড়ে। যদি দীর্ঘ বিস্তৃত মেঘই হইল, তাহা জলের প্রতিবন্ধক হইবে কেন? আর, দীর্ঘ বিস্তৃত মেঘের সঞ্চারে যে বৃষ্টিপাত ঘটিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সুতরাং এ পক্ষে দেবগণের কৃতিত্ব অতি অল্পই অনুভূত হয়। 'যামভিঃ' পদে 'তাঁহাদের গতি দ্বারা' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বাপর ঐ পদে 'মুক্তির বা পরিত্রাণের পথ প্রদর্শনের দ্বারা' ভাব গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। এখানেও সেই ভাবেরই সঙ্গতি থাকে। দেবগণ (দেব-ভাবসমূহ) সর্ব্বতোভাবে আমাদের পরিত্রাণ-মার্গের বাধা অপসারণ করেন। তাঁহাদের নিকট হইতেই আমরা সত্ত্বভাব প্রাপ্ত হই। সত্ত্বভাবই আমাদের মুক্তি-লাভের মূলীভূত।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রে উপদেশ পাওয়া যায় এই যে,—'দেবভাব-সমূহের সেবক হও, তোমাদের মুক্তিপথের সকল বাধা তাঁহারা দূর করিয়া দিবেন।' (১ম—৩৭সূ—১১ঋ)।

—— • ——

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্।)

মরুতো যদ্ধ বো বলং জনাঁ অচুচ্যবীতন।

গিরীঁরচুচ্যবীতন ॥ ১২ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

মরুতঃ। যৎ। হ। বঃ। বলং। জনান্। অচুচ্যবীতন।

গিরীন্। অচুচ্যবীতন ॥ ১২ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'মরুতঃ' (হে দেবাঃ) 'যৎ' (যস্মাৎ) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'বলং' (অমিতসামর্থ্যং) অস্তি, তস্মাৎ 'হ' (এব) 'জনান্' (মাদৃশান্ অজ্ঞানান্) 'অচুচ্যবীতন' (নিয়োজয়ত, ভগবৎকর্ম্মেতি যাবৎ); গিরিং' (মেঘং, অজ্ঞানরূপং) 'অচুচ্যবীতন' (অপসারয়ত)। সৎকর্ম্মসাধনেন যেন বয়ং ভগবৎকৃপা লভামহে, হে দেবাঃ তৎ কুরুত। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৩৭সূ—১২ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্দেবগণ! যেহেতু আপনারা অমিতসামর্থ্যসম্পন্ন, সেই জন্যই (প্রার্থনা করি) আমাদের ন্যায় অজ্ঞদিগকে ভগবৎকর্ম্মে নিয়োজিত করুন; আমাদিগের অজ্ঞানতা-রূপ মেঘ (সর্ব্বতোভাবে) অপসারিত করিয়া দেন। (১ম—৩৭সূ—১২ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ। যদ্ধ যস্মাদেব কারণাদ্বো যুষ্মাকং বলমস্তি। অস্মাদেব কারণাজ্জনান্-প্রাণিনোঽচুচ্যবীতন। স্ব স্ব ব্যাপারেষু প্রেরয়ত। তথা গিরীন্ মেঘান্ অচুচ্যবীতন। প্রেরয়ত॥

মরুতঃ। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। অচুচ্যবীতন। চ্যবতের্লুঙি ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। তপ্তনপ্তনথনাশ্চেতি তস্য তনবাদেশঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। বহুলং ছন্দসি। পা০ ৭;৩৷৯৭। ইতীডাগমঃ। গুণাবাদেশৌ। তিঙ্ঙতিঙ্ ইতি নিঘাতঃ। গিরীন্। দীর্ঘাদটি সমানপাদ ইতি সংহিতায়াং নকারস্য রুবং। অত্রানুনাসিক ইতীকারস্যানু-নাসিকঃ॥ (১ম—৩৭সূ—১২ঋ)॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদগণ। যে কারণ-হেতু তোমাদিগের বল আছে, সেই কারণেই তোমরা প্রাণি-গণকে স্ব স্ব কার্য্যরূপ ব্যাপার-বিষয়ে প্রেরণ করাইয়া থাক। সেইরূপ মেঘসমূহকেও প্রেরণ করাইয়া থাক।

'মরুতঃ' পদটীতে আমন্ত্রিত হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'অচুচ্যবীতন' পদটীতে 'চ্যব' ধাতু লুঙ ব্যত্যয়হেতু পরস্মৈপদ। 'তপ্তনপ্তনথনাশ্চ' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'ত' স্থানে 'তনব' আদেশ হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে 'শপের' স্থানে শ্লুঃ। 'বহুলং ছন্দসি' (পা০ ৭৷৩৷৯৭) সূত্রে অট্ আগম্। অতঃপর গুণ এবং অবাদেশ। 'তিঙ্ঙতিঙঃ' সূত্রে নিঘাত হইয়াছে। 'গিরীন্' পদটী 'দীর্ঘাদটি সমানপাদ' এই নিয়মানুসারে সংহিতা-বিষয়ে ন-কারের 'রুত্ব' হইয়াছে। 'অত্রানুনাসিক' এই নিয়মে এখানে 'ঈ' কারের অনুনাসিক হইয়াছে। (১ম—৩৭সূ—১২ঋ)।

দ্বাদশ (৪৫১) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের অর্থ তিন প্রকারে পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে। ঋকের অন্তর্গত 'গিরিং' পদে কেহ 'পর্ব্বত' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; কেহ বা (সায়ণের অনুসরণে) 'মেঘ' অর্থ আমনন করিয়া লইয়াছেন। যাঁহারা পর্ব্বত অর্থ গ্রহণ করেন, তাঁহাদের ব্যাখ্যা এই যে, মরুদ্দেবগণের প্রভাবে প্রাণিগণ বিচালিত হয় এবং পাহাড়ও বিচালিত হয়। * অন্য প্রকার ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে,—মরুদ্গণের প্রভাবে মানুষগণকেও তাঁহারা স্ব স্ব কর্ম্মে প্রেরণ করেন। অথবা, মানুষের মধ্যে তাঁহারা যেমন প্রাণ-শক্তি সঞ্চার করেন, মেঘের মধ্যেও সেইরূপ প্রাণশক্তি প্রদান করেন।

মন্ত্রের প্রথম অংশের ব্যাখ্যা-বিষয়ে আমরা এ পক্ষে শেষোক্ত মতেরই অনুসরণ করিয়াছি। তবে মন্ত্রের শেষাংশের ভাব আমরা অন্য-রূপ মনে করি। মেঘ বটে; কিন্তু আমাদের মতে, সে মেঘ অজ্ঞানতা-রূপ মেঘ। সে পক্ষে মন্ত্রের দুই অংশই প্রার্থনা-মূলক। প্রথমাংশে বলা হইয়াছে,—'হে মরুদ্দেবগণ! আমাদের ন্যায় অজ্ঞজনকে আমাদের পরিত্রাণের উপায়-স্বরূপ সৎকর্ম্মে নিয়োজিত করুন। আমাদের সৎকর্ম্মে যেন মতি আসে। আমরা যেন সদা সৎকর্ম্মশীল হই।' আর প্রার্থনা (শেষাংশের)—'আমাদের হৃদয় হইতে অজ্ঞানতা-রূপ মেঘকে দূরীভূত করুন। অজ্ঞানতা দূর হইলে, আমরা ভগবৎকর্ম্মে ন্যস্তচিত্ত হইতে পারিব। তাই প্রার্থনা, আমাদিগকে সৎকর্ম্মশীল করুন, আমাদের অজ্ঞানতা দূর হউক।' একই মন্ত্রে একই ক্রিয়াপদ (অচুচ্যবীতন) দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং একই মূলীভূত দ্বিবিধ অর্থ ঐ পদে

---

* দুইটী ইংরাজী অনুবাদে ঐ দুইরূপ ভাব উপলব্ধি করুন। প্রথম প্রকারের অর্থ,—"Maruts, with such strength as yours, you have caused men to tremble: you have caused mountain to tremble." দ্বিতীয় প্রকারের অর্থ,—"Maruts, as you have vigour, invigorate mankind: give animation to the mankind." অন্য অর্থ সায়ণ-ভাষ্যে প্রকটিত আছে।

দ্যোতনা করে। আমরা সেইজন্যই "নিযোজয়ত" ও "অপসারয়ত" দুই প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। (১ম—৩৭সূ—১২ঋ)।

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্।)

যদ্ধ যান্তি মরুতঃ সং হ ব্রুবতেঽধ্বন্না।

শৃণোতি কশ্চিদেষাং ॥ ১৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যৎ। হ। যান্তি। মরুতঃ। সং। হ। ব্রুবতে। অধ্বন্। আ।

শৃণোতি। কঃ। চিৎ। এষাং ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা) 'হ' (এব) 'মরুতঃ' (বিবেকরূপাঃ তে দেবাঃ) 'সং' (অস্মাকং সঙ্গং) 'আ যান্তি' (প্রাপ্নুবন্তি), তদা 'হ' (এব) 'অধ্বন্' (অস্ফুটধ্বনিং, বিবেক-বাণী ইতি যাবৎ) 'ব্রুবতে' (কথয়ন্তি); 'এষাং' (মরুতাং তদ্ধ্বনিং) 'কশ্চিৎ' (যঃ কোঽপি) 'শৃণোতি' (সর্ব্বেষাং অস্মাকং শ্রুতিগোচরং ভবতীতি শেষঃ)। যদা দেবাঃ কৃপয়া অস্মৎসকাশং আগচ্ছন্তি, তদা তেষাং আগমনবার্ত্তা অজানিতা ন তিষ্ঠতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৭সূ—১৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

যখনই বিবেক রূপ সেই মরুদ্দেবগণ আমাদিগের সঙ্গ প্রাপ্ত হন (আমাদিগের নিকট উপস্থিত হন), তখনই বিবেক-বাণী-রূপ অস্ফুট-বাক্য কহিয়া থাকেন। সেই ধ্বনি তখন আমাদিগের সকলেরই শ্রুতিগোচর হয়। (১ম—৩৭সূ—১৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

যত্র যদা খলু মরুতো যান্তি। গচ্ছন্তি। তদানীমধ্বন্মা মার্গে সর্ব্বতঃ সংক্রবতে হ। সম্ভূয় ধ্বনিমবশ্যং কুর্ব্বন্তি। এষাং মরুতাং সম্বন্ধিনং শব্দং কশ্চিৎ যঃ কোঽপি শৃণোতি॥

যান্তি। যা প্রাপণে। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। ছোঽন্ত ইত্যন্তাদেশস্যোপদেশিবত্ত্বাবাদভ্যস্তী-ত্যেতদাদ্যুদাত্তত্বং। ধাতুনা সহৈকাদেশ একাদেশস্বরঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। ক্রবতে। ক্রুঞ্ বাক্যায়াং বাচি। চ্ছন্ত্যাদাদেশে কৃতে পরত্বাৎ প্রাপ্তস্য গুণস্য ঙিত্ত্বেন বাধিতত্বাদুবঙা-দেশঃ। অধ্বন্। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্। শৃণোতি। তিপঃ পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে বিকরণস্বরঃ॥ (১ম—৩৭সূ—১৩ঋ)॥

ত্রয়োদশ (৪৫২) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যে এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রকটিত আছে, ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই সেই অর্থেরই অনুসরণ করিয়াছেন। সকল ব্যাখ্যারই মর্ম্ম এই যে—যখন উনপঞ্চাশ বায়ু প্রবলবেগে বহিয়া যায়, তখন তাহাতে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, সংসারের সকলেই তাহা শুনিতে পান।

সকল ব্যাখ্যাতেই 'যান্তি' পদে গমনের ভাব গ্রহণ করা হয়; 'ক্রবতে' পদে, বায়ুগতির 'শোঁ শোঁ বোঁ বোঁ' প্রভৃতি শব্দই লক্ষ্য-স্থলে আসিয়া দাঁড়ায়। 'শৃণোতি' পদের সার্থকতা—সে ঝড়ঝঞ্ঝাবাতের

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যখন মরুদ্গণ গমন করেন, তখন (তাঁহারা তাঁহাদের) মার্গে অর্থাৎ গমন-পথে সর্ব্বতোভাবে মিলিত ধ্বনি অবশ্যই করিয়া থাকেন। এই মরুদ্গণের সম্বন্ধি শব্দ, যে কেহ শুনিতে পায়।

'যান্তি' পদটী প্রাপণার্থ 'যা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অদাদি-গণীয় হেতু উহার 'শপে'র লুক্ অর্থাৎ লোপ হইয়াছে। 'ছোঽন্ত' এই নিয়মানুসারে 'অন্ত' আদেশের 'উপদেশিবত্ভাব' হেতু 'অভ্যস্তী' নিয়মে 'অন্তি' পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। ধাতুর সহিত একাদেশ হয়—এই নিয়মানুসারে, উহা একাদেশ স্বর প্রাপ্ত। যদ্বৃত্তযোগহেতু নিঘাত হয় নাই। 'ক্রবতে' পদটী বাক্য ও বাচ অর্থক 'ক্রুঞ্' (ক্রু) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ঙিত্ব' হেতু 'চ্ছন্ত্যাদাদেশে কৃতে পরত্বাৎ' এই নিয়মানুসারে প্রাপ্ত গুণের বাধ অর্থাৎ নিষেধ হওয়ায়, 'উবঙ্' আদেশ হইয়াছে। 'অধ্বন' পদটীতে 'সুপাং সুলুক্' এই সূত্রানুসারে সপ্তমীর লুক্ অর্থাৎ লোপ হইয়াছে। 'শৃণোতি' পদটী 'তিপ্' প্রত্যয়। পিত্ব-হেতু 'প'কার ইৎ অর্থাৎ থাকে না বলিয়া অনুদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইয়াও বিকরণস্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৩॥ (১ম—৩৭সূ—১৩ঋ)।

শব্দ শ্রবণেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়। ক্ষোভের বিষয়, কেহ একটু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া বুঝিবার চেষ্টাই করেন না যে, এই গতাগতি কথন-শ্রবণ প্রভৃতির মধ্যে কোনও নিগূঢ় তত্ত্বকথার সমাবেশ আছে কিনা!

আমরা কি উপাদান প্রাপ্ত হইয়া কি ভাবে কি অর্থ প্রকাশ করিতেছি, এক্ষণে তাহা বুঝাইবার একটু চেষ্টা পাইতেছি। মন্ত্রে লক্ষ্য করিবেন—একটী 'আ' পদ আছে। পদ-পাঠে তাহা সম্যক্ দৃষ্টিগোচর হইবে। ঐ 'আ' পদ, আমরা মনে করি, 'যান্তি' ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। তাহাতে 'যান্তি' (যাইতেছেন) অর্থ উল্টাইয়া গিয়া, 'আয়ান্তি' (আসিতেছেন) ভাব দাঁড়াইয়া গেল। কোথায় যাওয়া—আর কোথায় আসা। এখন দেখুন—কোথায় আসেন? 'সং' পদে তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হই। আমরা মনে করি, 'সঙ্গ—আমাদের সঙ্গ' ভাব, ঐ পদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছে। তাহা হইলেই "যৎ হ মরুতঃ সং আয়ান্তি" বাক্যের অর্থ হয়,—'সেই মরুদ্দেবগণ যখন আমাদিগের সঙ্গ প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ আমাদিগের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হন, আমাদের যখন তেমন সৌভাগ্য উপস্থিত হয়,' ইত্যাদি। তার পর দেখুন—তখন কি হয়? "অধ্বন্ ব্রুবতে।" তখন তাঁহারা অস্ফুট ধ্বনিতে কথা কহেন। 'অধ্বন্' পদে 'অস্ফুট ধ্বনি' অর্থই সঙ্গত হয়। এইবার বুঝুন—'অস্ফুট ধ্বনিতে' তাঁহাদের কথা কওয়ার তাৎপর্য্য কি? পূর্ব্বের একটী ঋকের ব্যাখ্যায় তাঁহাদের এই অস্ফুট ধ্বনির একটু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা আমাদের হৃদয়ে বিবেক-রূপে উদিত হইয়া নানারূপ সংশিক্ষা সদুপদেশ প্রদান করেন। বিবেকের সে স্বর যে অস্ফুট, অথচ তাহা যে কথিত হয়—কর্ণের হৃদয়ের বা মস্তিষ্কের ধারণাযোগ্য হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। এই খানেই 'অধ্বন্' 'ব্রুবতে' এবং 'শৃণোতি' পদ ত্রয়ের সার্থকতা উপলব্ধ হইয়া থাকে।

বিবেক-বাণী নানা বিষয়ে নানা রূপে হৃদয়ে আসিয়া স্পন্দিত হয়। আমাদের মনে হয়, সেই জন্য মরুদ্দেবগণ অভিধায় তাঁহাদের যোগ্য সংজ্ঞা। নানা ভাবের মধ্যে, অসংখ্য ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে, তাঁহারা আমাদিগের সহিত সম্বন্ধযুত হইয়া আছেন। তাঁহাদের মরুদ্গণ সংজ্ঞা-সম্বন্ধে আমরা এই এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি।

উপসংহারে মন্ত্রের শেষাংশে তাঁহাদের সর্ব্বত্র গতাগতি-মূলক ভাবেরই প্রতিপোষণ লক্ষ্য করুন। সেই মরুদ্গণের যে বাক্য, তাহা সকলেই শুনিতে পান; অর্থাৎ, বিবেক-বাণী সকলকেই সকল সময় সাবধান করিয়া আসিতেছে। সে বাক্য যাহার শ্রুতিগোচর হয় না—সংসারে এমন লোক নাই বলিলেও বলা যায়। একবার না একবার সকলের হৃদয়কেই সে বাণী স্পর্শ করিয়াছে। তবে পাপের সেবায় যাহাদের অন্তর সৎসংজ্ঞাশূন্য পাপময় হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা শেষে হয় তো সে বাণী শুনিতে পায় না; অথবা, শুনিয়াও শুনে না। কিন্তু সে বাণী যে প্রতিধ্বনিত হয় সর্ব্বত্র, তাহাতে কোনই সংশয় প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

এই সকল বিষয় বিচার করিলে, মন্ত্রে বিবেক-বাণীর প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইয়াছে প্রতিপন্ন হয়। প্রার্থনা-পক্ষে মর্ম্ম দাঁড়ায়,—'হে দেবগণ! আপনারা বিবেকবাণী রূপে হৃদয়ে উদয় হইয়া সর্ব্বদা আমাদিগকে সাবধান করুন,—সুপথ দেখাইয়া দেন।' ইহাতে পূর্ব্ব-মন্ত্রের সহিত এ মন্ত্রের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ প্রতিপন্ন হয়। (১ম—৩৭সূ—১৩ঋ)।

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

প্র যাত শীভমাশুভিঃ সন্তি কণ্বেষু বো দুবঃ।

তত্রো ষু মাদয়াধ্বৈ ॥ ১৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

প্র। যাত। শীভং। আশুঽভিঃ। সন্তি। কণ্বেষু। বঃ। দুবঃ।

তত্রো ইতি। সু। মাদয়াধ্বৈ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে মরুতঃ! যূয়ং 'শীভং' (শীঘ্রং) 'প্র যাত' (আগচ্ছত, অস্মৎহৃদয়ে ইতি শেষঃ); (যদ্বা—'আশুভিঃ' (বেগবদ্ভির্বাহনৈঃ বিবেকরূপৈঃ) শীঘ্রং আগচ্ছত); 'কণ্বেষু' (অকিঞ্চনেষু অস্মাসু) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'দুবঃ' (পূজাঃ, পরিচরণানি) 'আশুভিঃ' (ত্বরাভিঃ) 'সন্তি' (আরব্ধং ভবন্তু); 'তত্রো ষু' (তেষু এব পরিচারকেষু কণ্বেষু) 'মদয়াধ্বৈ' (তৃপ্তা ভবত)। হে দেবাঃ! বিবেকরূপেণ যূয়ং অস্মান্ উদ্বোধয়ত, যেন বয়ং যুষ্মাকং অর্চ্চনাপরায়ণা ভবামঃ। (১ম—৩৭সূ—১৪ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্দেবগণ! আপনারা আমাদিগের হৃদয়ে শীঘ্র আগমন করুন (অথবা, বিবেকরূপী বেগবান্ বাহনের দ্বারা আপনারা শীঘ্র আগমন করুন); অকিঞ্চন আমাদিগের মধ্যে সত্বর আপনার পূজা আরম্ভ হউক; এই অকিঞ্চন আমাদিগের পরিচর্য্যায় আপনারা পরিতৃপ্ত হউন। (১ম—৩৭সূ—১৪ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ। আশুভির্বেগবদ্ভিঃ স্বকীয়ৈর্বাহনৈঃ শীভং শীঘ্রং। শীভং তূয়ুতুরমিতি ক্ষিপ্রনামসু পাঠাৎ। প্রযাতঃ। প্রকর্ষেণ কর্ম্মভূমিং গচ্ছত। কণ্বেষু মেধাবিষ্বনুষ্ঠাতৃষু বো যুষ্মাকং দুবো দুবাংসি পরিচরণানি সন্তি। তত্রো ষু তেষ্বেব পরিচারকেষু কণ্বেষু মাদয়াধ্বৈ। তৃপ্তা ভবত ॥

আশুভিঃ। অশূ ব্যাপ্তৌ কৃবাপাজীত্যাদিনা উণ্। প্রত্যয়স্বরঃ। সন্তি। শ্নসোরল্লোপ ইত্যকারলোপঃ। মাদয়াধ্বৈ। মদ তৃপ্তিযোগে। চুরাদিঃ। আকুস্মীয় আত্মনেপদী। লেটাডাগমঃ। টেরেত্বং। বৈতোঽন্যত্র। পা০ ৩।৪।৯৬। ইত্যেকারস্যৈকারাদেশঃ ॥ ১৪ ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ! বেগবান্ স্বকীয় বাহনের দ্বারা শীঘ্র প্রকৃষ্টরূপে কর্ম্মভূমিতে গমন করুন! মেধাবী অনুষ্ঠাতৃগণ বিষয়ে আপনাদের সেবা আছে (অর্থাৎ আপনাদের পরিচর্য্যা-ভার মেধাবী অনুষ্ঠাতৃগণের উপর ন্যস্ত আছে)। সেই মেধাবী অনুষ্ঠাতৃরূপ পরিচারকগণের প্রতি তৃপ্ত (অর্থাৎ প্রসন্ন) হউন। শীভ তূয়ু তুর প্রভৃতি ক্ষিপ্র-পর্য্যায় মধ্যে পঠিত হইয়াছে।

'আশুভিঃ' পদটী ব্যাপ্ত্যর্থ 'অশূ' (অশ্) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'কৃবাপাজীতি' ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'উণ্' প্রত্যয় এবং প্রত্যয়-স্বর হইয়াছে। 'সন্তি' পদটীতে 'শ্নসোরল্লোপঃ' এই নিয়মানুসারে 'অ'কারের লোপ হইয়াছে। 'মাদয়াধ্বৈ' পদটী তৃপ্তিযোগ অর্থক 'মদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন এবং চুরাদিগণীয় ও আকুস্মীয় আত্মনেপদী। লেট বিভক্তি-হেতু উহাতে 'অট্' আগম হইয়াছে। অতঃপর টির স্থানে 'এ' আদেশ। 'বৈতোঽন্যত্র' (পা০ ৩।৪।৯৬) সূত্রে এ-কার স্থানে 'ঐ-কার' হইয়াছে। (১ম—৩৭সূ—১৪ঋ)।

চতুর্দ্দশ (৪৫৩) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত 'আশুভিঃ' পদটী মরুদগণের সম্বন্ধেও গ্রহণ করা যায়; আবার ঐ পদটী পূজার (দুবঃ) বিষয়েও গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভাষ্যকার এবং অপরাপর ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই প্রথম পক্ষেই ঐ পদ অন্বিত করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহাদের অর্থ হইয়াছে,—'দ্রুতগামী বাহনে আরোহণ করিয়া মরুদ্দেবগণ শীঘ্র যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন করুন।' কিন্তু মরুদ্দেবগণের বাহন বলিতে যে কি বুঝায়, ব্যাখ্যায় তাহা বুঝিবার উপায় নাই। এ পক্ষে তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, যদি 'আশুভিঃ' পদে 'বেগবদ্ভিঃ স্বকীয়ৈর্ব্বাহনৈঃ' অর্থ গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের সেই বাহনের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। আমরা মনে করি, তাঁহাদের সে বাহন আর কিছুই নহে; সে বাহন—বিবেক-রূপ বাহন। তাহাদের গতি—ত্বরিত; সুতরাং তাহাদিগকে 'আশুভিঃ' পদে পরিচিত করা যায়। বিবেক-বাণীর প্রসঙ্গ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকে উত্থাপিত হইয়াছে। সে সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে ঐরূপ অর্থই সঙ্গত হয়। এক এই দিক দিয়া মন্ত্রের অর্থ করিতে পারি; আর এক 'আশুভিঃ' পদটীকে 'দুবঃ' পদের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট (আমাদের অন্বয়-বোধিকা-ব্যাখ্যার দ্বিতীয়াংশ দেখুন) বলিয়া মনে করিতে পারি। তাহাতেও মন্ত্রের অর্থ অতি সঙ্গত ও সমীচীন হইতে পারে। আমাদের ব্যাখ্যা প্রধানতঃ ঐ মতেরই অনুসারী। তবে সায়ণাদি সকলেই 'আশুভিঃ' পদে 'বাহনৈঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই, সে পক্ষে কি নিগূঢ় ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় তাহারই একটু আভাষ দিলাম মাত্র। সে অর্থও অসঙ্গত নহে; কিন্তু সে পক্ষে বাহনকে বিবেক-রূপ বাহন বলিলে ভাল হয়। * ইহাই আমাদের অভিমত। কেন-না, অন্য বাহন সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না।

* সায়ণ বাহন মাত্র বলিয়াই নিরস্ত আছেন। তাহা হইতে যাঁহার যে ভাব ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেহ বা ঐ পদে ঘোটক এবং কেহ বা গাড়ী অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এই ঋকের 'কণ্বেষু' পদে, সায়ণ আর কোনও ঋষির সম্বন্ধ রাখেন

আমরা মনে করি, এই মন্ত্রে তিনটী প্রার্থনা আছে। প্রথমতঃ,—মরুদ্দেব-রূপ ভগবদ্বিভূতিসমূহকে (সত্ত্বভাবনিবহকে) হৃদয়ে আনিয়া শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত করার কামনা আছে। দ্বিতীয়তঃ,—আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র সদ্ভাববিরহিত জন দেবগণের পূজায়, সদ্ভাবের সাধনায়, প্রবৃত্ত হউক—এই কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। তৃতীয়তঃ,—সে পূজায় দেবগণ তৃপ্ত হউন অর্থাৎ দেবভাবে আমাদের হৃদয় পরিপূরিত হউক—এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। যদি 'আশুভিঃ' পদে 'বাহন' অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহাতে প্রার্থনার ভাব হয় এই যে,—'হে দেবগণ! বিবেক-রূপে আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া আপনারা আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করুন,—আমরা যেন দেবভাবের সেবাপরায়ণ হইয়া জীবন যাপন করিতে সমর্থ হই।' (১ম—৩৭সূ—১৪ঋ)।

পঞ্চদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্।)

অস্তি হি ষ্মা মদায় বঃ স্মসি ষ্মা বয়মেষাং।
বিশ্বং চিদায়ুর্জ্জীবসে ॥ ১৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অস্তি। হি। স্ম। মদায়। বঃ। স্মসি। স্ম। বয়ং। এষাং।
বিশ্বং। চিৎ। আয়ুঃ। জীবসে ॥ ১৫ ॥

নাই; 'মেধাবিষু অনুষ্ঠাতৃষু' বলিয়াই শেষ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কিন্তু ঐ পদে ব্যক্তিবিশেষকে বুঝাইতেছে বলিয়াই মনে করিয়া লইয়াছেন। একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেই পাশ্চাত্য ভাব হৃদয়ঙ্গম হইবে। অনুবাদটি এই:—

"Come fast on your quick steeds! there are worshippers for you among the Kanvas: may you well rejoice among them."

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

হে মরুতঃ! 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'মদায়' (তৃপ্তয়ে) 'অস্তি হি ষ্মা' (অস্মাকং আহবনীয়ো বিদ্যতে প্রাণো মনঃ সর্ব্বস্বঃ চ বিদ্যতে); 'এষাং' ('যুষ্মাকং ভৃত্যভূতাঃ, সর্ব্বস্ব সমর্পণ-সঙ্কল্পান্বিতাঃ) 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ) 'স্মসি ষ্মা' (বিদ্যামহে খলু); 'জীবসে' (জীবিতুং, পরিত্রাণার্থং) 'চিৎ' (চিৎস্বরূপং) 'বিশ্বং' (বিশ্বরূপং, বিশ্বব্যাপকং) 'আয়ুঃ' (জীবন-সম্বন্ধং) বয়ং প্রার্থয়ামহে ইতি শেষঃ। হে দেবাঃ! যেন বয়ং ভগবন্তং সর্ব্বস্ব-সমর্পণ-সমর্থা ভবামঃ, যূয়ং অস্মভ্যং তৎসামর্থ্যং প্রযচ্ছত; তৎ হি জীবনং; তৎ হি ব্রহ্মসম্মিলনং। (১ম—৩৭সূ—১৫ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্দেবগণ! আপনাদের তৃপ্তির জন্য আমাদিগের আহবনীয় প্রস্তুত রহিয়াছে (আমরা আমাদিগের প্রাণ মন সর্ব্বস্ব সমর্পণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছি); আপনাদিগের ভৃত্যস্থানীয় (সর্ব্বস্ব-সমর্পণ-সঙ্কল্পান্বিত) অর্চ্চনাকারী আমরাও এই বিদ্যমান্ রহিয়াছি (প্রস্তুত হইয়াছি); আমাদের জীবন-রক্ষার জন্য (পরিত্রাণের জন্য) চিৎস্বরূপ বিশ্বব্যাপক আয়ুর সম্বন্ধ প্রার্থনা করিতেছি। (১ম—৩৭সূ—১৫ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ বো যুষ্মাকং মদায় তৃপ্তয়েঽস্তি হি ষ্মা। অস্মাভিঃ প্রযুজ্যমানং হবির্ব্বো খলু। এষাং যুষ্মাকং ভৃত্যভূতা বয়ং স্মসি ষ্মা। বিদ্যামহে খলু। জীবসে জীবিতুং বিশ্বং চিদায়ুঃ সর্ব্বমপ্যায়ুঃ প্রযচ্ছেতি শেষঃ॥

ষ্মা। নিপাতস্য চেতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। স্মসি। ইদন্তো মসি। জীবসে। তুমর্থে সেসেনিত্যসে প্রত্যয়ঃ॥ ১৫॥ (১ম—৩৭সূ—১৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে চতুর্দ্দশো বর্গঃ॥ ১৪॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ! আমাদের কর্তৃক প্রযুজ্যমান হবিঃ (অর্থাৎ হবনীয় দ্রব্যসকল) আপনাদের তৃপ্তির জন্য (প্রদত্ত হইয়া থাকে)। আমরা আপনাদের ভৃত্যস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছি। (আমাদের) জীবনের জন্য সমস্ত আয়ুঃ প্রদান করুন।

'ষ্মা' পদটী 'নিপাতস্য চ' ইত্যাদি নিয়মানুসারে সংহিতায় দীর্ঘ হইয়াছে। 'স্মসি' পদটীতে 'ইদন্তো মসি' সূত্রে 'মসি' প্রত্যয়। 'জীবসে' পদটীতে 'তুমর্থে সেসেন্' এই নিয়মানুসারে সেসেন্ (সে) প্রত্যয় হইয়াছে। (১ম—৩৭সূ—১৫ঋ)।

প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় অধ্যায়ে চতুর্দ্দশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১৪॥

পঞ্চদশ (৪৫৪) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের প্রচলিত সাধারণ অর্থ এই যে,—'হে মরুদ্দেবগণ! আপনাদের তৃপ্তির জন্য হবিঃ প্রস্তুত; আমরাও ভৃত্যের ন্যায় উপস্থিত আছি; আমাদিগকে বাঁচিবার জন্য আয়ুঃ দান করুন।'

প্রথম দৃষ্টিতে ঋকের এইরূপ অর্থই—আয়ুর্বৃদ্ধির জন্য সাদাসিদা প্রার্থনার ভাবই—প্রকাশ পায় বটে; কিন্তু মন্ত্রের অভ্যন্তরে একটু প্রবেশ করিলে, এই প্রার্থনার মধ্যে চরম প্রার্থনা (মুক্তির প্রার্থনা) প্রকাশ পাইয়াছে বুঝা যায়।

এ পক্ষে, প্রথমতঃ "জীবসে" পদটীর প্রতি লক্ষ্য পড়ে। 'আয়ুঃ দেও' বলিলেও যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সেখানে 'জীবসে' (জীবন-রক্ষার জন্য) পদটী বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইল কেন? তার পর, যে আয়ুর প্রার্থনা হইল, সেই আয়ুই আবার কেমন দেখুন! তাহার পরিচয় আছে—"বিশ্বং চিদায়ুঃ।" তবেই বুঝা যায়, সে আয়ুঃ—তোমার-আমার আয়ুর ন্যায় সাধারণ আয়ুঃ নহে। সে আয়ুঃ—'বিশ্বং' আর 'চিৎ'। এইবার ভাব উপলব্ধি করুন। যে আয়ু চিৎস্বরূপ, বিশ্বরূপ বা বিশ্ব-ব্যাপক, সেই আয়ুর কামনা এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। সে পক্ষে 'জীবসে' রূপ জীবন-ধারণ, পরিত্রাণের ভাব প্রকাশ করে।

এই বিষয় বিবেচনা করিলে, প্রার্থনার মর্ম্ম হয় এই যে,—'আমার যেন এই জীবন-ধারণ সার্থক হয়, আমি যেন পরিত্রাণ-লাভে সমর্থ হই, আমি যেন চিৎস্বরূপ বিশ্বরূপ ব্রহ্মে লীন হইতে পারি, আমার যেন মুক্তিলাভ হয়।' আমরা মনে করি, মন্ত্রের শেষাংশের ("বিশ্বং চিদায়ুর্জ্জীবসে" বাক্যের) ইহাই নিগূঢ় তাৎপর্য্য।

এ পক্ষে, মন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে (আমাদের অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা দেখুন) মোক্ষ-প্রাপ্তি-মূলীভূত দুইটী স্তরের বিষয় প্রখ্যাপিত হইয়াছে। কিরূপ কর্ম্মের প্রভাবে কি প্রকারে মোক্ষ অধিগত হইতে পারে, তাহাই এখানে প্রখ্যাপিত রহিয়াছে। দেখুন,—প্রথম বলা

হইয়াছে,—"বঃ মদায় অস্তি হি স্ম"; অর্থাৎ, 'আপনাদিগের তৃপ্তির জন্য আমার আহবনীয় প্রস্তুত রাখিয়াছি।' তার পর বলা হইয়াছে,—'সে জন্য আমি নিজেও বিদ্যমান্ (প্রস্তুত) রহিয়াছি।' এখানে "অস্তি হি স্ম" এই মাত্র বাক্য আছে। ইহা হইতে নানারূপ ভাব অধ্যাহার করা যায়। তদনুসারে, কেহ বা 'হবিঃ প্রস্তুত আছে' বলিয়াছেন; কেহ বা 'অন্ন ইত্যাদি প্রস্তুত আছে' বলিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলিতেছি, এখানকার নিগূঢ় ভাব—প্রাচুর্য্যজ্ঞাপক। * প্রাচুর্য্য বুঝায়—সে কিসে? তাহাও কহিতেছি। সংসারে আহবনীয় সামগ্রীর শেষ নাই। অশেষ প্রকার সামগ্রী ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রদান করা যাইতে পারে। সুতরাং প্রাচুর্য্য বুঝাইতে, 'তার পর' 'তার পর' এই ভাবে অগ্রসর হইয়া, শেষে সর্ব্বস্ব-সমর্পণের ভাব আসে। সেখানেই প্রাচুর্য্যের সীমান্ত-রেখা। এখানে, আমরা মনে করি, সেই সীমান্তের ভাবই ব্যক্ত আছে। পার্থিব সমস্ত বস্তু—সকল বস্তুর স্পৃহা—দেবতায় সমর্পিত হইতেছে,—এখানে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। পরবর্ত্তী অংশে ("এষাং বয়ং স্মসি স্ম" অংশে) সেই ভাবেরই পূর্ণস্ফূর্ত্তি দেখিতে পাই। এখানে বলা হইতেছে, সর্ব্বস্ব-সমর্পণ-সঙ্কল্পান্বিত হইয়া, আমি নিজেও দেবসেবার—দেবতার পরিতৃপ্তি-সাধনের জন্য—প্রস্তুত রহিয়াছি। ইহাই সাধনার প্রকৃষ্ট স্তর। এই স্তরে উপনীত হইয়াই সাধক মুক্তিলাভে সমর্থ হন।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্ম হয়,—'হে দেবগণ! আমরা যেন ভগবানে সর্ব্বস্ব সমর্পণে সমর্থ হই। আমাদের প্রতি কার্য্য যেন ভগবদুদ্দেশে বিহিত ও ভগবৎসম্বন্ধযুত হয়। হে দেবগণ! আপনারা আমাদিগকে তদ্রূপ শক্তি-সম্পন্ন করুন। সেই শক্তিই জীবন। সেই শক্তিলাভই ব্রহ্ম-সম্মিলন।' মন্ত্র এই ভাবই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। (১ম—২৭সূ—১৫ঋ)।

---

* ম্যাক্সমূলারের ব্যাখ্যায় এই প্রাচুর্য্যজ্ঞাপক ভাবের একটু আভাষ পাওয়া যায়। যথা,—"Truly there is enough for your rejoicing. We always are their servants, that we may live even the whole of life."

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ। অষ্টমোঽনুবাকঃ। অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তং।

পঞ্চদশাদারভ্য সপ্তদশপর্য্যন্তং ত্রয়ো বর্গাঃ।

অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তং।

এই সূক্তটিও, পূর্ব্ববর্ত্তী সূক্তের ন্যায়, মরুদ্দেবগণের উদ্দেশে বিহিত। এ সূক্তেও, পূর্ব্ব সূক্তের ন্যায়, মরুদ্দেবগণ-সম্বন্ধে এবং বেদ-মন্ত্র-বিষয়ে নানা জ্ঞাতব্য তত্ত্ব আছে। বিভিন্ন জন, বিভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া, বেদ-পাঠে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের বিভিন্ন দৃষ্টিতে এই সূক্তের ঋক্‌সমূহ হইতে কি কি সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়, এতৎপ্রসঙ্গে তাহারই দুই একটীর পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা পাইতেছি।

প্রথমতঃ ;—সমাজের আদিম অসভ্য অবস্থায় বেদমন্ত্রসমূহ যে ঋষিগণ কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল—এ বিষয় যাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, সে পক্ষের প্রমাণস্বরূপ এই সূক্তের একটী ঋক্ তাঁহারা উদ্ধৃত করিতে পারেন। তাহাতে (প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুসারে) দেখান যায়,—'কবির গানের ন্যায়' স্তোত্রগুলি মুখে মুখে রচিত হইয়া, ঋষিগণ কর্ত্তৃক উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হইত। সে ঋকটি এই—"মিমীহ শ্লোকমাস্যে পর্জ্জন্য ইব ততনঃ। গায় গায়ত্র-মুক্‌থং।' প্রচলিত অর্থে প্রকাশ, ঋত্বিক্‌গণকে যেন সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'তোমরা মুখে মুখে স্তোত্র রচনা কর এবং মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে তাহা উচ্চারণ কর, আর গায়ত্রীছন্দে গান কর।' এ পক্ষের প্রতিপোষক আরও কয়েকটী মন্ত্রের বিষয় পূর্ব্বেও আমরা উল্লেখ করিয়াছি। প্রত্নতাত্ত্বিকের নিকট এ মন্ত্রটী আরও একটী প্রমাণ হইল!

দ্বিতীয়তঃ,—মরুদ্গণের পিতার ও মাতার সন্ধান, এই সূক্ত হইতে অনেকে গ্রহণ করেন। চতুর্থ ঋকে "পৃশ্নিমাতরঃ" পদ আছে; সপ্তম ঋকে "রুদ্রিয়াসঃ" পদ দৃষ্ট হয়। ঐ দুই পদের সাহায্যে 'পৃশ্নিকে' মরুদ্গণের মাতা এবং 'রুদ্রকে' তাঁহাদের পিতা বলিয়া গ্রহণ করা হয়। পূর্ব্ব সূক্তে 'আকাশ তাঁহাদের উৎপত্তি-স্থল' জানিতে পারিয়াছি।

তৃতীয়তঃ,—মরুদ্দেবগণ যে মনুষ্যেরই একটী উচ্চস্তর, এই সূক্তের দুই একটী ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যার সাহায্যে তাহা প্রমাণ করা যায়। প্রথম ঋকের প্রার্থনার একটী বঙ্গানুবাদ,—

'পিতা যেমন পুত্রের হস্ত ধারণ করেন, আপনারা কবে তেমন ভাবে আমার হস্ত ধারণ করিবেন' ইত্যাদি। "আপনারা দৃঢ়হস্তবিশিষ্ট" (১১ ঋক), "আপনাদিগের রথ, অশ্বসকল ও অশ্ববন্ধনের রজ্জু" (১২ ঋক্)। চতুর্থ ঋকের "মর্ত্তাসঃ সাতন" (সায়ণের অর্থ—মনুষ্যাঃ ভবেত) বাক্যে, মানুষ বলিয়াই তাঁহারা প্রতিপন্ন হন। এ সকল বিষয়, মরুদ্গণকে মনুষ্য প্রমাণ করার পক্ষের প্রমাণ-স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে।

চতুর্থতঃ;—অসভ্য-সমাজের রচনার নিদর্শন-স্বরূপ ঋকের কয়েকটী উপমার উল্লেখ করা হয়। দ্বিতীয় মন্ত্রের "গাবো ন রণ্যন্তি" বাক্যের অর্থে প্রকাশ, যজমানগণ আপনাদের স্তুতি করেন কেমনভাবে? না—গরু যেমন হাম্বারব করে! অষ্টম ঋকের "যাস্রেব বিহ্যাস্মিমাতি বৎসং" ইত্যাদি বাক্যও ঐ যুক্তির পোষক হইয়া দাঁড়ায়।

এইরূপ, পাশ্চাত্যভাবাপন্ন আধুনিক অনুসন্ধিৎসুগণের আবশ্যকের উপযোগী আরও নানা বিষয় এই সূক্তের ঋক্-সকলের মধ্যে দৃষ্ট হইতে পারে। ঋকের ব্যাখ্যার সময়ই পাঠকগণ সে সকল মত লক্ষ্য করিতে পারিবেন।

যাহা হউক, আমাদের মত পূর্ব্বাপরই অপরিবর্ত্তিত আছে। আমরা কিন্তু দেখিতেছি, ঐ সকল ঋকের মধ্যে নিত্য-সত্য ভগবৎ-তত্ত্বই বিবৃত রহিয়াছে। অনুসরণ ও অনুধ্যান, সে তত্ত্ব প্রকাশ করে। আমাদের ব্যাখ্যার অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন। সত্য কি মিথ্যা—সে তত্ত্ব অধিগত হয় কি না—বুঝিতে পারিবেন।

অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা)।

কদ্ধনূনমিতি পঞ্চদশর্চ্চং তৃতীয়ং সূক্তং। ঘোরপুত্রঃ কণ্ব ঋষিঃ। ঋষিশ্চান্যস্মাদিতি পরিভাষিতত্বাৎ। পূর্ব্ব সূক্তে মারুতং হীত্যুক্তত্বাদিদমপি মরুদ্দেবতাকং। গায়ত্রং ত্বিত্যুক্তত্বাদিদমপি গায়ত্রীচ্ছন্দস্কং। কদ্ধেত্যনুক্রমণিকা। বিনিয়োগো লৈঙ্গিকঃ॥

অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

তৃতীয় সূক্ত 'কদ্ধ নূনং' ইত্যাদি পঞ্চদশ ঋক্‌বিশিষ্ট। 'ঋষিশ্চান্যস্মাৎ' প্রভৃতি পরিভাষা-প্রযুক্ত ঘোরপুত্র কণ্ব ইহার ঋষি। পূর্ববর্ত্তী সূক্তে 'মারুতং হি' এইরূপ উক্তি হেতু এই সূক্তেরও দেবতা—মরুদ্গণ। 'গায়ত্রং ত্বিতি' এইরূপ উক্তি নিবন্ধন এই সূক্তেরও ছন্দ—গায়ত্রী। 'কদ্ধ' ইত্যাদি রূপে এই সূক্ত অনুক্রান্ত হইয়াছে। ইহার বিনিয়োগ লৈঙ্গিক। সেই সূক্তের প্রথমা ঋক্ কথিত হইতেছে।

প্রথমমণ্ডলস্য অষ্টমেঽনুবাকে অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তং। কণ্বঋষিঃ। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ।
মরুদ্দেবতা। বিনিয়োগঃ লৈঙ্গিকঃ।

• • •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

কদ্ধ নূনং কধপ্রিয়ঃ পিতা পুত্রং ন হস্তয়োঃ।

দধিধ্বে বৃক্তবর্হিষঃ ॥ ১ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

কৎ। হ। নূনং। কধঽপ্রিয়ঃ। পিতা। পুত্রং। ন। হস্তয়োঃ।

দধিধ্বে। বৃক্তঽবর্হিষঃ ॥ ১ ॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

ভগবান্ এব 'বৃক্তবর্হিষঃ' (ছিন্নবন্ধনস্য, ভগবদৈকচিত্তস্য জনস্য) 'কধপ্রিয়ঃ' (স্তুতিপ্রীতঃ, অর্চনয়া প্রসন্নঃ) ভবতীতি শেষঃ (পাপিনামস্মাকং কো উপয়োঽস্তি ইতি অনুশোচনা); হে দেবাঃ! 'কৎ' (কদা, কস্মিন্ কালে) 'হ' (এব) 'নূনং' (নিশ্চিতং) 'পিতা ন পুত্রং' (পিতা যথা ভূপতিতং পুত্রং উত্তোলয়তি তদ্বৎ) 'হস্তয়োঃ' (করয়োঃ) অস্মান্ 'দধিধ্বে' (ধারয়থ, পাপাৎ ত্রায়ধ্বে)। সাধূনাং পরিত্রাণার্থং ভগবান্ সদা করুণাপরায়ণোঽস্তি; সাধনভজনহীনান্ অস্মাকং পরিত্রাণোপায়ঃ কুতো বিদ্যতে? দেবাঃ! কৃপাপরায়ণা ভবত। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৩৮সূ—১ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

ভগবান্, ছিন্নবন্ধন (ভগবদৈকচিত্ত) জনের স্তবে প্রসন্ন হন; (পাপী আমাদের উপায় কি আছে?) হে দেবগণ! পিতা যেমন ভূপতিত পুত্রকে উত্তোলন করেন, সেইরূপ কবে আপনারা আমাদিগকে হস্তে ধারণ করিবেন (পাপ হইতে পরিত্রাণ করিবেন)। (১ম—৩৭সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ! কদ্ধ কদা খলু নূনমবশ্যং হস্তয়োর্দধিধ্বে। যূয়মস্মানহস্তে ধারয়থ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। পিতা পুত্রং ন হস্তয়োঃ। যথা লোকে পিতা হস্তয়ো স্বকীয় পুত্রং ধারয়তি তদ্বৎ। কীদৃশা মরুতঃ। কধপ্রিয়ঃ। স্তুতিপ্রীতাঃ। বৃক্তবর্হিষঃ। বৃক্তং ছিন্নং বর্হির্দর্ভো যেষাং মরুতাং যজমানায় তে মরুতস্তথাবিধাঃ॥

কৎ। কদা। দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশাবিত্যুক্তত্বাদাকারলোপঃ। কধপ্রিয়ঃ। কধা স্তুতিঃ। তয়া প্রীণন্তীতি কধপ্রিয়ঃ। প্রীঞ্ প্রীতৌ। ক্বিপ্। পূর্ব্বপদস্য ঙ্যাপোঃ সংজ্ঞাচ্ছান্দসোর্ব্বহুলং। পা০ ৬।৩।৬৩। ইতি হ্রস্বত্বং। ধকারশ্ছান্দসঃ। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। দধিধ্বে। দধাতেশ্ছন্দসি লুঙ্ লঙ্ লিট্ ইতি বর্ত্তমানে লিট্। ক্রাদিনিয়মাদিট্। প্রত্যয়স্বরঃ। বৃক্তবর্হিষঃ। আমন্ত্রিত নিঘাতঃ॥ ১॥ (১ম—৩৮সূ—১ঋ)॥

প্রথম (৪৫৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটীকে আত্মগ্লানিমূলক অনুশোচনা-সূচক বলিয়া মনে করিতে পারি। অর্চ্চনাকারীর হৃদয়ে যখন আপনার পতিত অবস্থার বিষয় জাগিয়া উঠে; তিনি যখন বুঝিতে পারেন—তিনি পাপের কোন্ নিম্নস্তরে নিপতিত হইয়াছেন; তখনই তাঁহার প্রাণে অনুশোচনামূলক এবংবিধ প্রার্থনার উদয় হয়। উপমাটি এ পক্ষে বড়ই সঙ্গত উপমা। অবলম্বন-হীন শিশু পুনঃপুনঃ ভূপতিত হয়। পিতা তাহাকে পুনঃপুনঃ হস্তধারণে উত্তোলন করেন। শক্তিহীন জ্ঞানহীন শিশুর যে অবস্থা, এ সংসারে

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ! কবে আপনারা নিশ্চিত আমাদিগকে হস্তের দ্বারা ধারণ করিবেন? এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত:—পিতা যেরূপ হস্ত দ্বারা নিজ পুত্রকে ধারণ করেন সেইরূপ। মরুদ্গণ কিরূপ? স্তবের দ্বারা প্রীত; যে মরুদ্গণের যজনার্থ কুশ সকল ছিন্ন হয়, সেইরূপ মরুৎ।

'কৎ' পদটী 'কদা' অর্থদ্যোতক। 'দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ' এই নিয়মানুসারে 'কদা' পদটীর 'আ'কার লোপ হইয়াছে। 'কধপ্রিয়ঃ'—'কধা' অর্থ স্তুতি, তদ্দারা প্রীত হন—এই বাক্যে 'কধপ্রিয়ঃ' পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রীত্যর্থ 'প্রীঞ্' ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয়। পূর্ব্বপদের 'ঙ্যাপোঃ' সংজ্ঞা; পরে 'ছান্দসো বহুলং' (পা০ ৩,২।৬৩) এই সূত্রে তাহার হ্রস্ব হইয়াছে। ছান্দস-হেতু তাহাতে 'ধ' পদ আগম। আমন্ত্রিত-হেতু নিঘাত হইয়াছে। 'দধিধ্বে' পদটী 'দধাতেশ্ছন্দসি লুঙ্ লঙ্ লিট্' এই সূত্রানুসারে বর্ত্তমানে 'লিট্' হইয়াছে। উহাতে প্রত্যয়-স্বরের আদেশ এবং আমন্ত্রিত হেতু নিঘাত হইয়াছে। (১ম—৩৮সূ—১ঋ।

কর্ম্মশক্তিহীন অজ্ঞ আমাদেরও সেই অবস্থা। শক্তি থাকিলে, কর্ম্ম থাকিলে, শনৈঃ শনৈঃ স্তরে স্তরে অগ্রসর হইয়া জ্ঞানাধিকারী হইতে পারিলে, শিশুর শক্তিসামর্থ্যবয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থার ন্যায়, হয় তো আমরা আপনা-আপনিই আপন-আপন পদে ভর দিয়া দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইতাম। কিন্তু আমাদের সে কর্ম্মশক্তিও নাই, সে জ্ঞান-সঞ্চয়ও হয় নাই। সুতরাং চিরকালই শিশুর ন্যায় অবস্থায় নিপতিত রহিয়াছি। তবে শিশুকে উত্তোলন করিবার জন্য তাহার পিতার স্নেহময় হস্ত সদাই প্রসারিত থাকে; কিন্তু আমাদিগকে উত্তোলন করিবার জন্য তো কৈ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না।

আমরা ভূপতিত। আমরা পাপপঙ্কে পূর্ণ-নিমজ্জিত। কে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে? কে আমাদিগকে পিতার স্নেহে উত্তোলন করিবে? কাহার স্নেহময় কর, করুণায় বিচলিত হইয়া, আমাদিগকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবে? ভগবান্?—তিনি তো "বৃক্তবর্হিষঃ কণপ্রিয়ঃ"। তিনি তো নিজেই বলিয়া গিয়াছেন—"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং সম্ভবামি যুগে যুগে।" যাঁহারা বৃক্তবর্হিষ, * ছিন্নকুশের ন্যায় যাঁহারা সংসার-সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন; তদ্রূপ ভগবদেকচিত্ত সাধুজনের তো ভাবনা নাই! তাঁহাদের স্তুতিতে ভগবান প্রসন্ন আছেন। তাঁহাদের প্রতি ভগবানের কৃপার তো পার নাই। ভাবনা কেবল—আমাদের ন্যায় দুষ্কৃত পাপীদিগেরই। কৃপাপরায়ণ হওয়া দূরে থাকুক, তিনি দুষ্কৃতদিগের দমনের জন্যই প্রস্তুত আছেন। এ অবস্থায় আমাদের রক্ষার উপায় কি? হে দেবগণ! হে দেবভাবসমূহ! হে সত্ত্বগুণাবলি! আপনারা কৃপা না করিলে, আপনারা আমাদিগের প্রতি সম্যক করুণাপর না হইলে, পতিত আমাদিগকে পিতার স্নেহে উত্তোলন করিয়া না লইলে, আমাদিগের আর আশা নাই। তাই ডাকি,—'হে দেবগণ! হে দেবভাবসমূহ! কবে আপনারা আমাদের সহিত আসিয়া মিলিত হইবেন! সেদিন কত দূরে—যেদিন আপনাদের করুণালাভে সমর্থ হইব—যেদিন পিতার ন্যায় স্নেহে আপনারা আমাদিগকে উত্তোলন করিয়া

---

* তৃতীয় সূক্তের তৃতীয় ঋকে 'বৃক্তবর্হিষঃ' পদের যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, এখানে সেই ভাবই একটু অধিকতর পরিস্ফুট করা গেল মাত্র। আমাদের বিশদার্থে ১৬২ পৃষ্ঠায় এই ভাব দেখুন।

লইবেন ? আর বিলম্ব সহ্য হয় না। যন্ত্রণায় প্রাণ অস্থির হইয়াছে! জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়া গেলাম! আপনারা আসুন; একবার করুণনেত্রে দৃষ্টিপাত করুন; একবার এ পাপ-নরক যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করুন।' এই মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই মর্ম্ম।

উপসংহারে মন্ত্রের যে একটু নিগূঢ় তাৎপর্য্য আমাদের ব্যাখ্যার অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহার একটু বিশ্লেষণ আবশ্যক বোধ করি। এ পর্য্যন্ত প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারগণই 'বৃক্তবর্হিষঃ' ও 'কধপ্রিয়ঃ' পদ-দুটিকে মরুদ্গণের বিশেষণ-মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়াছেন। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে দেবগণ! আপনার স্তুতিপ্রিয় এবং আপনাদের জন্য কুশ ছিন্ন হইয়াছে।' এ পক্ষে ঐ দুইটী পদেই বিভক্তিব্যত্যয় ঘটিয়াছে স্বীকার করিতে হয়। আমরা কিন্তু তদ্রূপ বিভক্তিব্যত্যয় স্বীকারের আবশ্যকতা বোধ করি নাই। আমরা বলি 'বৃক্তবর্হিষঃ' পদটী ষষ্ঠী বিভক্তির পদ; আর 'কধপ্রিয়ঃ' পদটী প্রথমার একবচনের পদ। তাহাতে অর্থ হয়—'বৃক্তবর্হিষের কধপ্রিয়'; অর্থাৎ,—'সংসারবন্ধন-ছিন্নকারী, ভগবানে ন্যস্তচিত্ত, সাধুগণের উপাসনায় প্রসন্ন।' অতঃপর সন্ধান করিয়া দেখুন,—ঐ পদের লক্ষ্য কি? 'মরুতঃ' (মরুদ্দেবগণ) বহুবচনান্ত। উহার সহিত একবচনের পদ 'কধপ্রিয়ঃ' অন্বিত করা সঙ্গত নহে। অতএব, মরুদ্গণ যাঁহার অঙ্গীভূত—যাঁহার বিভূতিস্বরূপ, এখানে 'কধপ্রিয়ঃ' পদে * তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতেছে, মনে করিতে

---

* এই 'কধপ্রিয়ঃ' পদ-সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলারের মত অন্যরূপ। সায়ণ যে ব্যুৎপত্তিতে ঐ পদ সিদ্ধ করিয়াছেন, ম্যাক্সমূলার তাহার যৌক্তিকতা স্বীকার করেন না। বোথ্‌লিং এবং রোথের অভিধানেও অন্যরূপ অর্থ আছে। সায়ণের মতে—'কধ' পদে 'কথনের' ভাব প্রকাশ করে। ম্যাক্সমূলারের মতে—'কৎ' ও 'কধ' এক পর্য্যায়ভুক্ত। এখানে প্রশ্নের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। প্রশ্নমূলক দুইটী পদ সংস্কৃত ও গ্রীক ভাষায় সচরাচর দেখা যায়। এখানে সেই দৃষ্টান্ত। এ বিষয়ে ম্যাক্সমূলারের উক্তির কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা,—"In Boehtlingk and Roth's Dictionary, KADHA-PRIYA and KADHA-PRI are both taken as compounds of KADHA, an interrogative adverb, and 'priya' or 'pri', to love and delight, and they are explained as meaning kind or loving to whom? ......The two interrogatives 'Kat–Kadha', what—where, and 'Kas–Kadha, who–where, occurring in the same sentence, an idiom so com-

পারি। সেই ভাবেই আমরা অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এখন, সে পক্ষে কেমন মাধুর্য্যময় সুন্দর ভাব পরিগৃহীত হয়, তাহা বুঝিয়া দেখুন। বলা হইয়াছে,—'ভগবন্ বৃক্তবর্হিষঃ কধপ্রিয়ঃ'; অর্থাৎ, দেবগণের, সত্ত্বভাব-সমূহের, সমষ্টিভূত যে ভগবান্, তিনি সাধকগণের ধ্যান-ধারণা-আরাধনার বিষয়ীভূত। কিন্তু আমরা পতিত, আমরা অসাধু; আমরা তাঁহাকে পাইব কি প্রকারে? তাঁহাকে পাইতে হইলে, আমাদিগকে তাঁহার বিভিন্ন বিভূতির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সমষ্টি তিনি; তাঁহাকে ধারণা করা—আমাদের সাধ্যাতীত। সুতরাং আমাদিগকে ব্যষ্টির মধ্য দিয়া তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। তাই এখানে মরুদ্গণ-রূপ দেবভাবসমূহকে (বিবেক-রূপী দেবতাগণকে বলিলেও বলা যায়) সম্বোধন করিয়া তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করা হইয়াছে। বলা হইতেছে,—একেবারে আপনাদের সমষ্টিভূত ভগবানকে পাওয়ার আশা, প্রথমেই তাঁহাকে ধরিতে যাওয়ার চেষ্টা করা, আমাদিগের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। আপনাদিগকেও—দেবভাবসমূহকেও যে আহ্বান করিয়া আনিব, সে শক্তিও আমাদের নাই! ভরসা—মাত্র আপনাদের করুণা। আপনারা যদি দয়া করিয়া আমাদিগকে তুলিয়া লন, একটু একটু করিয়া দেবভাব যদি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দেয়, তাহা হইলেই আমাদের ভরসা আছে। নচেৎ, আর কোনও আশা নাই। জানি না—কত দিনে সে দয়া করিবেন? জানি না—কত দিনে আমরা সে দেব-ভাবের অধিকারী হইতে পারিব? জানি না—কত দিনে আমাদের উত্থান ঘটিবে!' এইরূপ অনুশোচনা মূলক প্রার্থনাই এই ঋকে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই আমাদের অভিমত। (১ম—৩৮সূ—১ঋ)।

---

mon in the Greek, may puzzled the author of the Pada text" (Sayana).

এই বলিয়া, দুইটী পদকেই প্রশ্নমূলক স্বীকার করিয়া লইয়া, তিনি ঋক্‌টির এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন; যথা—"What then now? When will you take (us), as a dear father takes his son by both hands, O ye gods, for whom the sacred grass has been trimmed?"

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে 'বেনফের' (Benfey) অনুবাদকে ম্যাক্সমুলারের আদর্শ বলা যাইতে পারে। উইলসন—সায়ণেরই অনুসরণ করিয়াছেন। অস্মদ্দেশে সায়ণই অনুসৃত।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাত্রিংশৎ-সূক্তং। — দ্বিতীয়া ঋক্।)

ক্ব নূনং কদ্বো অর্থং গন্তা দিবো ন পৃথিব্যাঃ।

ক্ব বো গাবো ন রণ্যন্তি॥ ২॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ক্ব। নূনং। কৎ। বঃ। অর্থং। গন্ত। দিবঃ। ন। পৃথিব্যাঃ।

ক্ব। বঃ। গাবঃ। ন। রণ্যন্তি॥ ২॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে মরুতঃ! যূয়ং 'নূনং (ইদানীং) 'ক্ব' (কুত্র স্থিতাঃ); 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'অর্থং' (ঐশ্বর্য্যং, করুণাবিতরণরূপং) 'কৎ' (কুত্র রক্ষথ); 'দিবঃ' (দ্যুলোকাৎ) 'গন্তা' (আগচ্ছত); 'পৃথিব্যাঃ' (ইহলোকাৎ, অস্মৎসকাশাৎ) 'ন' (কদাপি মা গচ্ছত); 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'গাবঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ, বিবেকবাণীরূপাঃ) 'ক্ব' (কদা) 'রণ্যন্তি' (অস্মান্ ন উদ্বোধয়ন্তি)। দেবাঃ পাপিনো অস্মৎসকাশাৎ দূরে অবস্থিতা সন্তি। তে সর্ব্বে জ্ঞানরূপেণ অস্মাকং হৃদয়ে জাগরূকা ভবন্তু। ইত্যেবং প্রার্থনা। (১ম—৩৮সূ—২ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্দেবগণ! আপনারা এখন কোথায় (কোন্ দূরস্থানে) অবস্থিতি করিতেছেন? করুণা-বিতরণ-রূপ আপনাদিগের ঐশ্বর্য্যকে আপনারা এখন কোথায় (কোন্ দূরস্থানে) রাখিয়াছেন? দ্যুলোক (স্বর্গ) হইতে আপনারা আগমন করুন; ইহলোক (আমাদের নিকট) হইতে আর চলিয়া যাইবেন না। আপনাদিগের জ্ঞানকিরণ (বিবেকবাণী-রূপে) কেন আমাদিগকে আর উদ্বোধিত করে না? (১ম—৩৮সূ—২ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ! নূনমিদানীং কং যূয়ং। কুত্র স্থিতাঃ। কৎ কদা বো যুষ্মাকমর্থময়ণং দেবযজনদেশে গমনং। বিলম্বং মা কুরুতেত্যর্থঃ। দিবো গন্ত। দ্যুলোকাদ্ গচ্ছত। পৃথিব্যা ন গন্ত। ভূলোকান্মা গচ্ছত। বো যুষ্মান্ কঃ রণ্যন্তি। দেবযজনরূপায়াঃ পৃথিব্যা অন্যত্র কুত্র শব্দয়ন্তি। যজমানাঃ স্তুবন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। গাবো ন। যথা গাবো রণন্তি শব্দয়ন্তি তদ্বৎ॥

কঃ। কিং শব্দাৎ সপ্তম্যন্তাৎ কিমোঽৎ। পা০ ৫।৩।১২। ইত্যৎপ্রত্যয়ঃ। ক্বাতি। পা০ ৭।২।১০৫। ইতি কিমঃ ক্বাদেশঃ। তিৎ স্বরিত ইতি স্বরিতত্বং। অর্থং। ঋ গতৌ। উষিকুষিগার্তিভ্যস্থন্নিতি ভাবে থন্। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। গন্ত। গমের্লোটি বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। থাদেশস্য তপ্তনপ্তনথনাশ্চেতি তবাদেশঃ। অত এব ঙিত্ত্বাভাবাদনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনানুনাসিকলোপো ন ভবতি। প্রত্যয়স্য পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং। দিবঃ। ঊড়িদমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। পৃথিব্যাঃ। উদাত্তযণোহল্পূর্ব্বাদিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। রণন্তি। রণতিঃ শব্দার্থঃ। ব্যত্যয়েন শ্নুন্॥ ২॥ (১ম—৩৮সূ—২ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ! ইদানীং আপনারা কোথায় অবস্থিত? কবে আপনারা দেবযজন-দেশে (যজ্ঞস্থানে) গমন করিবেন? বিলম্ব করিবেন না, স্বর্গ হইতে আগমন করুন। ভূলোক হইতে গমন করিবেন না। দেবযজন-রূপ (অর্থাৎ যজ্ঞভূমি) পৃথিবী ভিন্ন অন্য কোন স্থানে আপনারা শব্দিত (স্তুত) হইয়া থাকেন? যজমানগণই আপনাদের স্তব করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত। গোসমূহ যেরূপ শব্দ করিয়া থাকে, সেই প্রকার।

'ক' পদটী সপ্তম্যন্ত কিম্ শব্দের উত্তর 'কিমোঽৎ' (পা০ ৫।৩।১২) সূত্রানুসারে 'অ' প্রত্যয়। 'ক্বাতি' (পা০ ৭।২।১০৫) নিয়মে 'কিম্' শব্দের স্থানে 'ক্ব' আদেশ। 'তিৎস্বরিত' নিয়মে স্বরিত স্বর হইয়াছে। 'অর্থং' পদটী গত্যর্থ 'ঋ' ধাতুর উত্তর 'উষিকুষিগার্তিভ্যস্থন্' ইত্যাদি সূত্রানুসারে ভাবে থন্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ন'কার 'ইৎ' অর্থাৎ থাকে না বলিয়া আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'গন্ত' পদটী 'গম' ধাতুর লোট্ বিভক্তিতে নিষ্পন্ন। 'বহুলং ছন্দসি' সূত্রে শপের লুক্ হইয়াছে। 'থাদেশস্য তপ্তনপ্তনথনাশ্চেতি' নিয়মানুসারে তবাদেশ হইয়াছে। এই হেতু 'ঙিত্ত্বাভাবাদনুদাত্তোপদেশ' ইত্যাদি নিয়মানুসারে ঙিত্বের অভাব-প্রযুক্ত অনুদাত্তোপদেশ-হেতু অনুনাসিকের লোপ হয় নাই। প্রত্যয়ের 'প' ইৎ যায় বলিয়া অনুদাত্ত হইলেও ধাতুস্বরই প্রাপ্ত হইয়াছে। 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙ' এই সূত্রে সংহিতায় দীর্ঘ হইয়াছে। 'দিবঃ' পদটীতে, বিভক্তির 'উড়িদম্' সূত্রে উদাত্ত হইয়াছে। "পৃথিব্যাঃ"— এই পদে 'উদাত্তযণো হল্পূর্ব্বাৎ' সূত্রানুসারে বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'রণন্তি' পদ শব্দার্থক 'রণ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ব্যত্যয়-হেতু উহাতে শ্নুন্ প্রত্যয় হইয়াছে॥ ২॥

* * *

দ্বিতীয় (৪৫৬) ঋকের বিশদার্থ।

—+•+—

পূর্ব্ব ঋকের ভাব, এ ঋকে আরও একটু যেন পরিস্ফুট দেখিতে পাই। আমরা এতই অপকর্ম্মশীল, আমরা এতই পাপাচারী হইয়াছি যে, দেবগণ (দেবভাবসমুহ) আমাদিগের নিকট হইতে কোন্ লোকে কোন্ দূরদেশে প্রস্থান করিয়াছেন।

এই ভাব সম্যক্ উপলব্ধ হওয়ায়, বিষম আত্মগ্লানিতে ব্যথিত হইয়া দেবগণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলা হইয়াছে,—"নুনং ক"।—তোমরা কত দূরে কোথায় চলিয়া গেলে? কেন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে? আমরা কুকর্ম্মী কদাচারী পাপপরায়ণ সত্য; কিন্তু তোমরা যে করুণার সাগর—দয়ার স্বতঃবর্ষী নির্ঝর। করুণাই যে তোমাদের ঐশ্বর্য্য। কিন্তু এখন, এ অভাগাদের সম্বন্ধে, তোমাদের করুণা-বিতরণ-রূপ সে ঐশ্বর্য্যকে কোথায় লুকাইয়া রাখিলে? "বঃ অর্থং কং!" শুনিতে পাই,—দেবগণ, তোমরা দ্যুলোকে আছ, স্বর্গে অবস্থান করিতেছ। তাই ডাকিতেছি,—"দিবঃ গন্তা।" এস, একবার এস, স্বর্গ হইতে একবার নামিয়া এস! আর প্রার্থনা—'ইহলোক আর পরিত্যাগ করিও না; আমাদের সম্বন্ধ আর ত্যাগ করিও না। "পৃথিব্যাঃ ন।" করুণা বিতরণ কর; আমাদিগকে দেবভাবে ভাবান্বিত করিয়া রাখ।' বিবেক-রূপে আসিয়া তোমরা নয় সর্ব্বদা মানুষকে উদ্বুদ্ধ কর? কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে কেন এমন হইলে? তোমাদের জ্ঞানকিরণ-সমুহ, বিবেকবাণীরূপে আসিয়া, আর কেন আমাদিগকে উদ্বোধিত জাগরিত করে না? "ক বঃ গাবঃ ন রণ্যন্তি!" পাপ-মোহে মগ্ন থাকিয়া দিন দিন আমরা সংজ্ঞাহারা হইতেছি। হে দেবগণ! আমাদের এ সংজ্ঞাশূন্য দেহে, এস, একবার সংজ্ঞা-সঞ্চার করিয়া দেও।

আমরা মনে করি, এ ঋক্ এই ভাবের প্রার্থনাই প্রকাশ করিতেছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঋকের মধ্যে 'গাবঃ' পদের সমাবেশ দেখিয়া, ব্যাখ্যাকারগণ সাধারণতঃ ঋকের শেষাংশটী বড়ই জটিল ও কুটিল করিয়া তুলিয়াছেন। তাহাতে, "ক বো গাবো ন রণ্যন্তি"—এই মন্ত্রাংশের ভাব,

দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—"(যজমানেরা) গাভীসমূহের ন্যায় তোমাদিগকে কোথায় ডাকিতেছে?" * আমরা মনে করি, এখানে পশ্বাদির কোনই সম্বন্ধ নাই। এখানকার 'গাবঃ' পদ জ্ঞানকিরণার্থক। 'রণ্যন্তি' পদ শব্দার্থক 'রণ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইলেও, উহার ভাব—উদ্বোধন। এক পক্ষে তাহারই মধ্যে শব্দ করার—কথা কহার—ভাব থাকিয়া যায়। বিবেকবাণীর অস্ফুট যে শব্দ (অভিভাষণ), তাহাই 'রণ্যন্তি' ক্রিয়াপদের লক্ষ্যস্থল। এ সকল বিষয় বিচার করিলে, মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই দাঁড়ায়,—'দেবগণ আমাদিগের সদৃশ পাপিগণের নিকট হইতে দূরে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহারা সকলে আসিয়া জ্ঞানরূপে আমাদের হৃদয়ে জাগরিত হউন—এই প্রার্থনা।' (১ম—৩৮সূ—২ঋ)।

—— • ——

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

ক্ব বঃ সুম্না নব্যাংসি মরুতঃ ক্ব সুবিতা।

কো৩ বিশ্বানি সৌভগা ॥ ৩ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ক্ব। বঃ। সুম্না। নব্যাংসি। মরুতঃ। ক্ব। সুবিতা।

কো৩ ইতি। বিশ্বানি। সৌভগা ॥ ৩ ॥

---

* এ দেশের ও বিদেশের প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই এই ভাবের অর্থ-প্রকাশে সায়ণের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন,—"Where are your cows sporting?" উইলসন সায়ণেরই অনুসারী। তিনি লিখিয়াছেন,—"Where do they who worship you cry to you like cattle?" ফলতঃ, গাভীর ন্যায় (হাম্বা রবে) আহ্বান করার ভাবই প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই প্রকাশ করিয়াছেন।

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'মরুতঃ' (হে দেবাঃ) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'নব্যাংসি' (নবতরাণি, চিরনূতনানি) 'সুম্না' (করুণাবিতরণরূপাণি ধনানি সুখানি) 'ক' (কুত্র বর্ত্তন্তে); তথা 'সুবিতা' (শুভাশীষঃ) 'ক' (কুত্র বর্ত্তন্তে); 'বিশ্বানি' (সর্ব্বাণি, পরমানি) 'সৌভগা' (সৌভাগ্যদানরূপাণি শ্রেয়াংসি) 'ক' (কুত্র বর্ত্তন্তে)। হে দেবাঃ! করুণাবিতরণে কার্পণ্যং মা প্রকাশয়ত; আশীষং যাচামহে; পরমং সুখং প্রযচ্ছত। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৮সূ—৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্দেবগণ! আপনাদিগের সেই চিরনূতন করুণা-বিতরণ-রূপ ধন (সুখ-দান) কোথায় গেল? আপনাদিগের সেই শুভাশীর্ব্বাদ কোথায় গেল? পরম-সৌভাগ্যদান-রূপ শ্রেয়ই বা কোথায় গেল? (১ম—৩৮সূ—৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ। বো যুষ্মাকং সম্বন্ধিনী নব্যাংসি নবতরাণি সুম্না প্রজাপশুরূপাণি ধনানি। প্রজা বৈ পশবঃ সুম্নমিতি শ্রুত্যন্তরাৎ। ক কুত্র বর্ত্ততে। তথা সুবিতা শোভনানি প্রাপ্যানি মণিমুক্তাদীনি ভবদীয়ানি ক কুত্র বর্ত্তন্তে। বিশ্বানি সর্ব্বাণি সৌভগা সৌভাগ্যরূপাণি গজাশ্বাদীনি কো কুত্র বর্ত্তন্তে। ভবদীয়ৈঃ সুম্নাদিভিঃ সর্ব্বৈঃ সহান্ গন্তব্যমিত্যর্থঃ॥

সুম্না। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শেলোপঃ। নব্যাংসি। নবশব্দাদীয়সুনীকারলোপশ্ছান্দসঃ। সুবিতা। সুষ্ঠু ইতানি সুবিতানি তন্বাদীনং ছন্দসি বহুলমুপসংখ্যানং। পা০ ৬।৪।৩৩।১। ইত্যুবঙাদেশঃ। সৌভগা। সুভগাস্মন্ত্রং ইতি তস্য ভাব ইত্যর্থেঽঞ্। পূর্ব্ববচ্ছেলোপঃ॥ ৩॥ (১ম—৩৮সূ—৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ! আপনাদের সম্বন্ধি নবতর প্রজা ও পশুরূপ ধন-সমূহ (প্রজা ও পশুসকলকে সুম্ন বলে—ইহা শ্রুত্যন্তরে আছে) কোন্ স্থানে বিদ্যমান আছে? আপনাদের সুপ্রাপ্য মণিমুক্তাদি (ধনসকল) কোথায় বিদ্যমান আছে? নিখিল বিশ্বের সৌভাগ্যের (নিদর্শন) স্বরূপ গজ ও অশ্ব-সমূহ কোথায় আছে? আপনাদের সমস্ত প্রজাপশুরূপ ধনাদির সহিত আগমন করা কর্ত্তব্য।

'সুম্না' পদটীতে 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' এই সূত্রে 'শে'র লোপ হইয়াছে। 'নব্যাংসি' পদটী নব শব্দের উত্তর 'ঈয়সুন' প্রত্যয়, এবং ছান্দস-হেতু 'ঈ'কার লোপ হইয়াছে। 'সুবিতা'—সুষ্ঠু ইতানি, এই বাক্যে 'সুবিতানি' পদ নিষ্পন্ন। 'তন্বাদীনাং ছন্দসি বহুলমুপসংখ্যানং' (পা০ ৬।৪।৩৩।১) সূত্রানুসারে 'উবঙ্' আদেশ হইয়াছে। 'সৌভগা' পদে—সুভগা মন্ত্রসমূহ, তাহার ভাব—এই অর্থে 'অঞ্' প্রত্যয়। পূর্ব্বের ন্যায় উহাতে শের লোপ হইয়াছে॥ ৩

তৃতীয় (৪৫৭) ঋকের বিশদার্থ।

দেবতা কোন্ ধনের অধিকারী, আর আমরা তাঁহাদের নিকট কোন্ ধন প্রাপ্তির কামনা করিতে পারি, এই ঋকে তাহারই বিষয় কথিত হইয়াছে?

দেবগণ চিরকরুণা-বিতরণ-পরায়ণ। ইহাই তাঁহাদের বিশেষত্ব। সে পক্ষে তাঁহারা চির অভিনব-ভাবসম্পন্ন। অভিনব—নূতন বস্তুর প্রতি যেমন লোকের আগ্রহ স্বতঃই পরিদৃষ্ট হয়, দেবগণের নিকট করুণা-বিতরণই সেইরূপ অভিনবত্বপূর্ণ। করুণাবিতরণে, সুখ-বিধানে, কদাচ তাঁহাদের কার্পণ্য নাই, ইহাই ভাবার্থ। এখানে প্রার্থী আক্ষেপ করিয়া তাই বলিতেছেন,—'এমন যাঁহারা করুণা-পরায়ণ, আমাদিগের সম্পর্কে তাঁহাদিগের সে করুণা-বিতরণ—সে সুখ-বিধান—কোথায় রহিল? কেন কার্পণ্য প্রকাশ পায়?'

দেবগণ নিয়ত জীবের মঙ্গল-পরায়ণ আছেন। তাঁহাদের শুভাশীর্ব্বাদ সকলের প্রতি সমভাবে নিয়ত বর্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে তাঁহাদের সে শুভাশীর্ব্বাদ এখন কোথায় গেল? আমাদের প্রতি আশীর্ব্বাদ-বিতরণেও তাঁহারা কি কৃপণ হইলেন?

দেবগণ পরম শ্রেয়ঃ (মোক্ষ পর্য্যন্ত) প্রদান করেন। সুখ-সৌভাগ্যের প্রদাতা বলিয়াই তাঁহাদের প্রসিদ্ধি। কিন্তু তাঁহাদের সে দাতৃত্ব-শক্তি—সে পরম-সুখ-প্রদান-কার্য্য—কোথায় গেল? আমাদের সম্বন্ধে কি সকলই লোপ পাইল?

মন্ত্রে সাধকের এইরূপ আত্মগ্লানি ও আক্ষেপ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'করুণা-বিতরণে মুক্তহস্ত হইয়া, আশীর্ব্বাদের ভাণ্ডার বিমুক্ত করিয়া, পরম সুখ-সৌভাগ্য লইয়া, তাঁহারা আমাদিগের নিকট আগমন করুন,—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন।'

মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের অর্থ-বিষয়ে, ভাষ্যের এবং প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহের সহিত আমাদের সামান্য একটু অল্প-পার্থক্য লক্ষিত হইবে। 'সুম্না', 'সুবিতা' ও 'সৌভগা' পদত্রয়ে [illegible] [illegible] প্রজাপশু

মণিমুক্তা-গজাদি অর্থ গ্রহণ করিতে যাই নাই। ঐরূপ অর্থ আবশ্যকানুসারে টানিয়া আনিতে হয়। সায়ণের ভাষ্যে এবং প্রায় সকল ব্যাখ্যাতেই ঐরূপ অর্থই গৃহীত হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা কিন্তু ঐ তিন পদের ধাতুগত সরল অর্থ—করুণা-বিতরণ, আশীর্ব্বাদ-বর্ষণ ও পরমধন-প্রদান। তাহাই সঙ্গত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি। * (১ম—৩৮সূ—৩ঋ)।

—— • ——

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

যদ্যূয়ং পৃশ্নিমাতরো মর্ত্তাসঃ স্যাতন।
স্তোতা বো অমৃতঃ স্যাৎ ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যৎ। যূয়ং। পৃশ্নিঽমাতরঃ। মর্ত্তাসঃ। স্যাতন।
স্তোতা। বঃ। অমৃতঃ। স্যাৎ ॥ ৪ ॥

---

* আশ্চর্য্যের বিষয়, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের কাহারও কাহারও গবেষণায়, প্রায় আমাদের অনুমত অর্থই প্রকাশ পাইয়াছে। যথা,—"Where are your newest favours, O Maruts? Where the blessings? Where the delights." 'সুম্না' পদে করুণা-বিতরণ-রূপ অর্থ প্রোফেসর আফ্রেক্ট ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। Professor Aufrecht in Kuhn's Zeitschrift, Vol. IV, p. 274. আমাদের ব্যাখ্যাত "যজুর্ব্বেদের" (দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঊনবিংশ কণ্ডিকায়), "সুম্নে স্থঃ সুম্নে মাধত্তং" অংশের ব্যাখ্যা দেখুন। যে স্থলে, ভাষ্যকার প্রথম 'সুম্নে' পদে 'সুখ-রূপে' এবং দ্বিতীয় 'সুম্নে' পদে 'সুখে' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং ঐ পদের লক্ষ্য, পশ্বাদি-প্রাপ্তির প্রার্থনা নহে। আমরা পূর্ব্বাপরই এই মত গ্রহণ করিয়া আসিতেছি।

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে মরুতঃ! 'পৃশ্নিমাতরঃ যূয়ং' (জ্ঞানদাতারঃ যূয়ং) 'যৎ' (যদা) 'মর্ত্তাসঃ' (মনুষ্যাঃ, মর্ত্তাসম্বন্ধযুতাঃ) 'স্যাতন' (ভবেত, ভবথ), তদা 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'স্তোতা' (অর্চ্চনাকারী) 'অমৃতঃ' (মোক্ষপ্রাপকঃ) 'স্যাৎ' (ভবেৎ)। জ্ঞানসম্বন্ধলাভাৎ নরঃ সদৈব মুক্তিং অধিগচ্ছতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৮সূ—৪ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্দেবগণ! জ্ঞানদাতা আপনারা যখন মর্ত্ত্যলোকের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হয়েন (মনুষ্যগণের মধ্যে আবির্ভূত হয়েন), তখন আপনাদের উপাসক মোক্ষপ্রাপক হয়েন (মুক্তিলাভ করেন)। (১ম—৩৮সূ—৪ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে পৃশ্নিনামক-ধেনুপুত্রা মরুতঃ। যূয়ং যদপি মর্ত্তাসো মনুষ্যাঃ স্যাতন। ভবেত। তথাপি বো যুষ্মাকং স্তোতা যজমানোঽমৃতঃ স্যাৎ। দেবো ভবেৎ॥

পৃশ্নিমাতরঃ। পৃশ্নির্মাতা যেষাং তে। সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বান্নদ্যূতশ্চ। পা০ ৫।৪।১৫৩। ইতি কবভাবঃ। মর্ত্তাসঃ। অসিহসীত্যাদিনা ম্রিয়তেস্তন্প্রত্যয়ঃ। আজ্জসেরসুক্। স্যাতন। অস্তের্লিঙি তস্য তপ্তনপ্তনথনাশ্চেতি তনাদেশঃ। যাসুট উদাত্তত্বং। অমৃতঃ। নঞো জরমরমিত্রমৃতা ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—৩৮সূ—৪ঋ)।

• • •

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে পৃশ্নিনামক-ধেনুপুত্র মরুদ্গণ! আপনারা যদিও মনুষ্য হয়েন, তথাপি আপনাদের স্তোতা যজমানগণ দেবতা হয়েন।

'পৃশ্নিমাতরঃ' পদ—'পৃশ্নি মাতা যাহাদের' এই ব্যাসবাক্যে সমাসান্ত বিধির অনিত্যত্ব হেতু 'নদ্যূতশ্চ' (পা০ ৫।৪।১৫৩) সূত্রে 'কপ্'-এর অভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। 'মর্ত্তাসঃ' পদটী—'অসিহসি' ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'মৃ' ধাতুর উত্তর 'তন্' প্রত্যয় এবং 'আজ্জসেরসুক্' এই সূত্রে অকারান্ত অঙ্গের পর 'জসের' স্থানে 'অসুক' প্রত্যয় হইয়াছে। 'স্যাতন' পদটী 'অস্' ধাতুর লিঙ্ বিভক্তিতে 'ত' স্থানে 'তপ্তনপ্তনথনাশ্চ' এই সূত্রে 'তন' আদেশ হয়; পরে 'যাসুট্ পরস্মৈপদেষু' ইত্যাদি সূত্রানুসারে 'যাসুট্' আদেশ ও উদাত্তত্ব হইয়াছে। 'অমৃতঃ' পদটী—'নঞো জরমরমিত্রমৃতাঃ' এই সূত্রানুসারে উত্তর পদের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ ৪॥

• • •

চতুর্থ (৪৫৮) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের নানাপ্রকার অর্থ পরিকল্পিত হয়। প্রথমতঃ, 'পৃশ্নিমাতরঃ' পদের অর্থসম্বন্ধে মতান্তর দেখি। সায়ণই ঐ পদে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। ত্রয়োবিংশ সূক্তের দশম ঋকে "ভূমেঃ পুত্রাঃ" লিখিয়াছেন। এখানে "ধেনুপুত্রাঃ" লিখিলেন। তার পর, ঋকের অর্থ সায়ণের অনুসরণে এক প্রকার হয়; অন্যান্য অনেকে আবার অন্য প্রকার অর্থ করিয়া গিয়াছেন। এক অর্থ—'যদি আপনারা মনুষ্য হইতেন, তাহা হইলে আপনার স্তোতা যজমান দেবত্ব পাইত।' আর এক অর্থ—'যেহেতু আপনারা মনুষ্য হয়েন, সেই হেতু আপনার স্তোতা অমর হয়েন।' দুই ক্ষেত্রে 'যৎ' পদের 'যতঃ' ও 'যস্মাৎ' এই দুই রূপ অর্থ গ্রহণ করা হয়।

'পৃশ্নিমাতরঃ' পদে কি অর্থ সঙ্গত হয়, পূর্ব্বে আমরা তাহা বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। * 'পৃশ্নি' পদে জ্ঞান বুঝায়; জ্ঞানের যাঁহারা উৎপাদক (দাতা), রক্ষক, মাপক, তাঁহারাই 'পৃশ্নিমাতরঃ'। তার পর, 'যৎ' পদে 'যদা' (যখন) অর্থই আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'মর্ত্তাসঃ' পদে 'মনুষ্যগণ' বুঝায় বটে; কিন্তু, আপনারা যখন 'মনুষ্য' হন—এতদ্বাক্যের মর্ম্ম এই যে, আপনাদের সহিত মনুষ্যগণের যখন সম্বন্ধ হয়, মনুষ্যগণের হৃদয়ে যখন বিবেক-বাণীর সঞ্চার হয়, তাহাদের মধ্যে যখন সত্ত্বভাব জাগরূক হয়, তখন তাহারা অমৃতত্ব লাভ করে। জ্ঞান-সম্বন্ধ লাভ করিয়া মানুষ যে মুক্তির অধিকারী হইয়া থাকে, ইহাই এই মন্ত্রের উপদেশ।

'আমরা যেন জ্ঞান-সম্বন্ধ লাভ করি, আমরা যেন সত্ত্বভাবে ভাবান্বিত হইতে পারি, আর তাহার ফলে যেন আমরা অমৃতত্বের অধিকারী হই, হে দেবগণ, সেই অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন।' মন্ত্রের মধ্যে এইরূপ প্রার্থনাই পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। (১ম—৩৮সূ—৪ঋ)।

---

* ত্রয়োবিংশ সূক্তের দশম ঋকে এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা দেখুন (১৫৩৩ হইতে ১৫৩৫ পৃষ্ঠায় সে আলোচনা স্থান পাইয়াছে)।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

মা বো মৃগো ন যবসে জরিতা ভূদজোষ্যঃ।

পথা যমস্য গাদুপ ॥ ৫ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

মা। বঃ। মৃগঃ। যবসে। জরিতা। ভূৎ। অজোষ্যঃ।

পথা। যমস্য। গাৎ। উপ ॥ ৫ ॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে মরুতঃ! 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'জরিতা' (একনিষ্ঠঃ সেবকঃ, স্তোতা) 'মৃগঃ ন যবসে' (মৃগঃ যথা তৃণপূর্ণক্ষেত্রে সর্ব্বদা তৃণং ভক্ষয়তি তদ্বৎ) 'অজোষ্যঃ' (অসেব্যঃ, করুণাধারাণাং যুষ্মাকং করুণালাভায় বিফলমনোরথঃ) 'মা ভূৎ' (মা ভবেৎ); স স্তোতা 'যমস্য পথা' (যমলোকসম্বন্ধি মার্গেণ) 'মা উপ গাৎ' (মা গচ্ছেৎ)। দেবসেবায়াং সমর্পিতজীবনঃ সাধকঃ অমৃতত্বং লভতে। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৮সূ—৫ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্দেবগণ! আপনাদিগের একনিষ্ঠ সেবক, তৃণপূর্ণক্ষেত্র-প্রাপ্ত মৃগের ন্যায়, আপনাদিগের করুণা লাভে কদাচ বিফলমনোরথ হয়েন না (অর্থাৎ, তৃণপূর্ণক্ষেত্রে মৃগ যেমন সর্ব্বদা তৃণভক্ষণ করিতে পায়, আপনাদিগের স্তবকারীও সেইরূপ করুণাধার আপনাদের করুণা নিয়ত প্রাপ্ত হন); আপনাদিগের একনিষ্ঠ সেই সেবক, কখনও যমলোক-সম্বন্ধি পথে গমন করেন না (অর্থাৎ, তিনি মৃত্যুর অতীত অবস্থা মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন)। (১ম—৩৮সূ—৫ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ। বো যুষ্মাকং জরিতা স্তোতাজোষ্যোঽসেব্যো মাভূৎ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। মৃগো ন যবসে। যথা তৃণে ভক্ষণীয়ে মৃগঃ কদাচিদপ্যসেব্যো ন ভবতি কিন্তু সর্ব্বদা তৃণং ভক্ষয়তি তদ্বৎ। কিঞ্চ স স্তোতা যমস্য পথা যমলোকসম্বন্ধি মার্গেণ মোপগাৎ। মা গচ্ছতু। তস্য মরণং মা ভূদিত্যর্থঃ॥

জরিতা। জৄষ্ বয়োহানৌ। স্তুতিকর্ম্মেতি যাস্কঃ। তৃচীডাগমঃ। চিত্বাদন্তোদাত্তত্বং। ভূৎ। লুঙি গাতিস্থেতি সিচো লুক্। ন মাঙ্যোগ ইত্যড়ভাবঃ। অজোষ্যঃ। জুষী প্রীতিসেবনয়োঃ। ঋহলোর্ণ্যদিতি কর্ম্মণি ণ্যৎ। নঞ্-সমাসেঽব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। পথা। তৃতীয়ৈকবচনে ভস্যটের্লোপঃ। পা০ ৭।১।৮৮। ইতি টিলোপঃ। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ বিভক্তেরুদাত্তত্বং। গাৎ। এতের্লুঙি ইণোগা লুঙীতি গাদেশঃ। গাতিস্থেতি সিচো লুক্। পূর্ব্ববদড়ভাবঃ॥ ৫॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে পঞ্চদশো বর্গঃ॥ ১৫॥

পঞ্চম (৪৫৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টীকে কেহ কেহ পূর্ব্ব ঋক্কের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট মনে করেন। তাহাতে তাঁহারা পূর্ব্ব ঋকে 'প্রেম-রোষের' ভাব দেখিতে পান। সে ঋকে যেন বলা হইয়াছে—'আপনারা যদি মানুষ হইতেন, তাহা হইলে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ! আপনাদের স্তোতা যেন অসেব্য না হন। সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত,—যেমন মৃগ ভক্ষণীয় তৃণে কখনও অসেব্য (নিস্পৃহ) হয় না, সর্ব্বদা তৃণ ভক্ষণ করে সেইরূপ। আরও সেই স্তোতা যমলোকসম্বন্ধি পথে যেন গমন না করেন। তাঁহার যেন মৃত্যু না হয়।

'জরিতা' পদটী বয়োহানি অর্থমূলক 'জৄষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। যাস্ক বলেন—জৄষ ধাতুর অর্থ স্তুতি। এই স্থলে জৄষ্-ধাতুর উত্তর 'তৃচ্' প্রত্যয় ও 'ইট্' আগম হইয়াছে। 'চ' ইৎ হেতু অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'ভূৎ' পদটী—'লুঙ্' বিভক্তিতে 'গাতিস্থ' এই সূত্রে সিচের লুক্ হইয়াছে। 'ন মাঙ্যোগে' এই সূত্রে 'অট্' আগম হয় নাই। 'অজোষ্যঃ' পদটী, প্রীতি ও সেবনার্থক 'জুষী' (জুষ) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ঋহলোর্ণ্যৎ' সূত্রানুসারে কর্ম্মণি বাচ্যে 'ণ্যৎ' প্রত্যয় হইয়াছে। নঞ্সমাস হেতু অব্যয়ের পূর্ব্বপদের প্রত্যয়স্বরত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। 'পথা' পদটী—তৃতীয়ার একবচনে 'ভস্যটের্লোপঃ' (পা০ ৭।১।৮৮) সূত্রে 'টি'র লোপ হইয়াছে। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরহেতু বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। 'গাৎ' পদটী—'এতি' ইন্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। লুঙ্ বিভক্তিতে 'ইণোগালুঙি' সূত্রানুসারে 'গা' আদেশ হইয়াছে। 'গাতিস্থা' সূত্রানুসারে 'সিচের' লুক্ হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় 'অট্' এর অভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। (১ম—৩৮সূ—৫ঋ)।

আপনাদের স্তোতা দেবত্ব পাইত; অর্থাৎ, দেবতা হইয়াও আপনারা করুণাপরায়ণ নহেন, ভক্তের প্রতি চাহিয়া দেখেন না, ইহাই ক্ষোভের বিষয়।' এ ঋকে তাহার উত্তর-রূপে যেন বলা হইয়াছে,—'তৃণপূর্ণ-ক্ষেত্রে গিয়া মৃগ যেমন তৃণভক্ষণে বঞ্চিত হয় না, করুণাধার আপনাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাদের স্তোতা যেন সেইরূপ আপনাদের অনুগ্রহ-লাভে বঞ্চিত না হন, তাঁহার যেন অকাল-মৃত্যু না হয়।' প্রথমে একটু অভিমানের ভাব, শেষে একটু কটাক্ষের ভাব,—এরূপ অর্থে প্রকাশ পায়।

আমরা সাদাসিধা অর্থই গ্রহণ করিলাম। যাঁহারা একনিষ্ঠ দেবসেবক, যাঁহাদের জীবন দেবসেবায় 'জরিত' (ক্ষয়িত) হইয়া আসিল, তাঁহারা কি কখনও দেবানুগ্রহ-লাভে বিফল মনোরথ হন? কদাচ নহে। তৃণপূর্ণ-ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়া, মৃগ যেমন অবাধে তৃণভক্ষণ করিতে সমর্থ হয়; তাঁহারাও তেমনই করুণার অনন্ত-পারাবার প্রাপ্ত হইয়া অবাধে করুণা-পীযুষ পান করিয়া কৃতার্থ হন। কখনও তাঁহাদের মরণ নাই। কখনও তাঁহাদিগকে যমের পথে যাইতে হয় না। নরক কখনও তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথেই পতিত হয় না। সেই যে অমৃত—সেই যে মরণরহিত অবস্থা, তাঁহারা সেই অবস্থার অধিকারী হন। এ মন্ত্র এই নিত্য সত্যতত্ত্ব ঘোষণা করিতেছে।

এই ঋকের অন্তর্গত 'জরিতা'পদটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ক্ষয়ার্থক 'জৄষ্' ধাতু হইতে ঐ পদ উৎপন্ন। যাঁহারা দেবতার সেবায় জীবন ক্ষয় করিতে বসিয়াছেন—ঐ পদ তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিতেছে। 'অজোষ্যঃ' পদে তাঁহারা যে প্রীতি-সেবনের অনুপযুক্ত হন না—এই ভাব প্রকাশ করে। "মৃগো ন যবসে" উপমায় অন্যরূপ ভাবও অধ্যাহার করা যাইত। তাহাতে অর্থ হইত—'জন্মমূল অনুসন্ধান-কারীর ন্যায়'। কিন্তু সে গবেষণার আর আবশ্যক নাই। ঐ উপমার্থেই ভাব পরিস্ফুট রহিয়াছে। "যমস্য পথা" পদে নরকের যন্ত্রণাভোগের ভাবই প্রকাশ পায়। * (১ম—৩৮সূ—৫ঋ)।

---

* পূর্ব্বে (পঞ্চত্রিংশ-সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে) "যমস্য ভুবনে" বাক্যের যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এতৎপ্রসঙ্গে তাহার প্রতি লক্ষ্য আসে। (১৭৮৮—১৭৯৬পৃষ্ঠা দেখুন)॥

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

মো ষু ণঃ পরাপরা নির্ঋতির্দুর্হণা বধীৎ।

পদীষ্ট তৃষ্ণয়া সহ ॥ ৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

মো ইতি। সু। নঃ। পরাঽপরা। নিঃঽঋতিঃ। দুঃঽহনা। বধীৎ।

পদীষ্ট। তৃষ্ণয়া। সহ ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে মরুতঃ! 'পরাপরা' (অতিপ্রভাবশালিনী) 'দুর্হণা' (দুর্দ্দমনীয়া) 'নির্ঋতিঃ' (পাপবৃত্তিঃ) 'ণঃ' (নঃ, অস্মান্) 'উষু' (সর্ব্বথা, আদৌ) 'মা বধীৎ' (বধং মা কার্ষীৎ); সা পাপবৃত্তিঃ 'তৃষ্ণয়া সহ' (অস্মাকং কামনয়া সহ) 'পদীষ্ট' (পততু, বিনশ্যতু)। হে দেবাঃ! যা পাপবৃত্তিঃ অস্মাকং হৃদয়ে জাগরিতা অস্তি, তস্যাঃ প্রভাবং খর্ব্বং কুরুত, সর্ব্বয়া কামনয়া সহ তাং নিপাতয়তঃ। (১ম—৩৮সূ—৬ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্দেবগণ! অতি প্রভাবশালিনী দুর্দ্দমনীয়া পাপবৃত্তি যেন আমাদিগকে আদৌ বধ করিতে না পারে; আমাদিগের কামনাদির সহিত সে পাপবৃত্তি নাশপ্রাপ্ত হউক। (১ম—৩৮সূ—৬ঋ)

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ। নোঽস্মান্ নির্ঋতিঃ রক্ষোজাতিদেবতা মো ষু বধীৎ। সর্ব্বথা বধং মা কার্ষীৎ। কীদৃশী। পরাপরা। উৎকৃষ্টাদপ্যুৎকৃষ্টা। অতিবলেত্যর্থঃ। অতএব দুর্হণা।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ! আমাদিগকে নির্ঋতি নামক রাক্ষসজাতীয় দেবতা যেন বধ করিতে না পারে। রাক্ষসজাতীয় দেবতা কি প্রকার? অতিবলশালী, অতএব তাহাদিগকে কাহারও হনন

কেনাপি হন্তুং দুঃশক্যা। সা নির্ঋতিস্তৃষ্ণয়া সহ পদীষ্ট। পততু। অস্মদীয়া তৃষ্ণারাধিকা নির্ঋতিশ্চ বিনশ্যত্বিত্যর্থঃ॥

মো ষু ণঃ। সুঞ ইতি ষত্বং। নশ্চ ধাতুস্থোরুষুভ্য ইতি ণত্বং। দুর্হণা। ঈষদ্দুঃসুষিত্যাদিনা হন্তেঃ কর্ম্মণি খল্। লিৎস্বরেণ প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। বধীৎ। লুঙি-হন্তের্লুঙি চেতি বধাদেশঃ। সিচোড়াগমঃ। বধাদেশস্যাদন্তত্বাদেকাচ উপদেশ ইতীট্-প্রতিষেধো ন ভবতি। অতো লোপে সতি তস্য স্থানিবত্ত্বাদতোহলাদেরিতি বৃদ্ধ্যভাবঃ। ইট্ ঈটি। পা০ ৮.২।২৮। ইতি সিচো লোপঃ। পদীষ্ট। পদ গতৌ। আশীলিঙি ছন্দস্যুভয়থেতি সার্ব্বধাতুকত্বাৎ সলোপঃ। আর্দ্ধধাতুকত্বাৎ সুড়াগমঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। তৃষ্ণয়া। ঞিতৃষা পিপাসায়াং। তৃষিশুষিরসিভ্যঃ কিচ্চেতি ন প্রত্যয়ঃ। নিদিত্যনুবৃত্তেরাদ্যুদাত্তত্বং॥ ৬॥

• • •

ষষ্ঠ (৪৬০) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের একটী প্রধান সমস্যামূলক পদ—'নির্ঋতিঃ।' ঐ পদের অর্থে, সায়ণ "রক্ষো জাতি দেবতা" লিখিয়াছেন। পরন্তু ঐ নির্ঋতি সম্বন্ধে নানা উপাখ্যানের অবতারণা আছে। এই রাক্ষস-জাতীয় দেবতা মানুষকে কুবুদ্ধি দিয়া কুপথে পরিচালিত করে—ইহাই প্রসিদ্ধি আছে। সেই দিক্ দিয়াই প্রায় সকলেই অর্থ করিয়া গিয়াছেন। সেই রাক্ষস-জাতীয় দেবতা যেন আমাদিগকে বধ না করে, দুর্দ্ধর্ষ সেই দেবতা যেন তাহার দুষ্টবুদ্ধির সহিত নাশ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার অর্থই প্রধানতঃ

করিবার সামর্থ্য নাই। সেই নির্ঋতি তৃষ্ণার সহিত পতিত হউক (অর্থাৎ আমাদিগের তৃষ্ণার বাধক নির্ঋতি নামক রাক্ষস-দেবতা বিনাশ প্রাপ্ত হউক)।

'মো ষু ণঃ' পদটীতে 'সুঞ্' এই সূত্রানুসারে 'ষত্ব' হইয়াছে। 'নশ্চ ধাতুস্থোরুষুভ্যঃ' এই সূত্রানুসারে 'ন'কারের 'ণ'ত্ব হইয়াছে। 'দুর্হণা' পদটী—'ঈষদ্দুঃসুষিত্যাদি' সূত্রানুসারে 'হন্' ধাতুর উত্তর কর্ম্মণিবাচ্যে 'খল্' প্রত্যয়। 'লিৎস্বরেণ' এই নিয়মানুসারে প্রত্যয়ের পূর্ব্বের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'বধীৎ' পদটী হননার্থ 'হন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। লুঙ্ বিভক্তিতে 'হন্তের্লুঙি চ' সূত্রে 'হন' ধাতুর স্থানে 'বধ' আদেশ হইয়াছে। 'সিচ' প্রত্যয় ও 'অট্' আগম হইয়াছে। বধ আদেশের 'অৎ' অন্ত হেতু 'একাচ' উপদেশ জন্য 'ইটের' প্রতিষেধ হয় নাই। অতের লোপ হইলে তাহার স্থানিবত্ত্বহেতু 'অতো হলাদেঃ' এই সূত্রে বৃদ্ধির অভাব হয়। 'ইট্ ঈটি' (পাঃ ৮২২৮) এই সূত্রে সিচের লোপ হইয়াছে। 'পদীষ্ট' পদটী গত্যর্থ 'পদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ও প্রত্যয়স্বর প্রাপ্ত হইয়াছে। 'তৃষ্ণয়া' পদটী পিপাসার্থ 'তৃষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'তৃষিশুষিরসিভ্যঃ কিৎচ' এই সূত্র দ্বারা 'ন' প্রত্যয় হইয়াছে। 'নিৎ' এই অনুবৃত্তি-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে (১ম—৩৮সূ—৬ঋ)॥

প্রচলিত। আমরা কিন্তু এ প্রকার অর্থ পূর্ব্বেও গ্রহণ করি নাই; * এখানেও গ্রহণ করার আবশ্যক বোধ করি না।

সাধারণভাবে পাপবৃত্তিই নির্ঋতি নামে অভিহিত হইয়াছে। এখানে প্রার্থনা করা হইতেছে,—'হে দেবগণ! হে দেবভাবনিবহ! পাপবৃত্তি আমাকে নিয়ত আক্রমণ করিয়া আছে। তাহারা আমায় বধ করিতে বসিয়াছে। আপনারা আমায় রক্ষা করুন। তাহারা যেন আমায় ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। তাহারা যেন আমায় আর আক্রমণ করিতে না পারে। আমার তৃষ্ণা—আমার কামনা-বাসনা—তাহাদিগকে যেন ডাকিয়া না আনে। আমার বধ-কার্য্যে, আমার কামনা-বাসনা, আমার পাপ-বৃত্তির সহায় হয়। তাই প্রার্থনা, আমার কামনা-বাসনাকে সমূলে উৎপাটন করুন; সঙ্গে সঙ্গে পাপবৃত্তিকেও বিনাশ করিয়া ফেলুন। সে যেন আর আমার প্রতি আপন প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে।'

'তৃষ্ণয়া সহ' পদ, সেই নির্ঋতি সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা যায়। তাহাতে অর্থ হয়,—সেই নির্ঋতি তাহার অসৎ-বাসনার সহিত, আমাদের অনিষ্ট-সাধনরূপ তাহার দুষ্ট-কামনার সহিত, ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক। তবে দুই দিকের দুই অর্থে একপ্রকার লক্ষ্যই প্রকাশ পায়। † (১ম—৩৮সূ—৬ঋ)।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তাত্রিংশং-সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

সত্যং ত্বেষা অমবন্তো ধন্বঞ্চিদা রুদ্রিয়াসঃ।

মিহং কৃণ্বন্ত্যবাতাং ॥ ৭ ॥

---

* চতুর্ব্বিংশ সূক্তের নবম ঋকে (১২০৫-৭ পৃষ্ঠায়) আমাদের অর্থ দেখুন।

† মাক্ষমূলার এই ঋক্‌টির অর্থ আর এক ভাবে ('নির্ঋতিঃ' পদে পাপ অর্থ ধরিয়াই) নিষ্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার ভাব এই যে, এক পাপের পর আর এক প্রকার পাপ আসিয়া যেন আমাদিগকে বিপন্ন ও অভিভূত না করে। যথা,—"Let not one sin after another, difficult to be conquered, overcome us; may it depart together with greed."

পদ-বিশ্লেষণং।

সত্যং। ত্বেষাঃ। অমঽবন্তঃ। ধন্বন্। চিৎ। আ। রুদ্রিয়াসঃ।

মিহং। কৃণ্বন্তি। অবাতং॥ ৭॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সত্যং' (এতৎ ধ্রুবং) যৎ তে 'ত্বেষাঃ' (প্রদীপ্তাঃ) 'অমবন্তঃ' (তেজঃপূর্ণাঃ) 'রুদ্রিয়াসঃ' (কঠোরভাবাপন্নাঃ) মরুতঃ 'ধন্বন্' (মরুদেশে, মরুসদৃশহৃদয়ে) 'চিৎ' (অপি) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'অবাতং' (বায়ুরহিতাং, বিক্ষোভপরিশূন্যাং, চিরস্নেহভাবযুতাং) 'মিহং' (বৃষ্টিং, করুণাবর্ষণং) 'কৃণ্বন্তি' (কুর্ব্বন্তি)। যদ্যপি দেবাঃ কঠোরভাবাপন্নাঃ, তথাপি তেষাং করুণাধারা অস্মান্ সর্ব্বান্ অভিসিঞ্চতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৮সূ—৭ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

ইহা ধ্রুবসত্য যে, সেই প্রদীপ্ত, তেজঃপূর্ণ, কঠোরভাবাপন্ন মরুদ্দেবগণ, মরুদেশেও (মরুসদৃশ আমাদিগের হৃদয়েও) সর্ব্বতোভাবে বাতরহিত (বিক্ষোভপরিশূন্য, চিরস্নেহভাবযুত) বৃষ্টিবর্ষণ (করুণা-বারি বর্ষণ) করেন। (১ম—৩৮সূ—৭ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

ধন্বন্ চিৎ মরুদেশেঽপি রুদ্রিয়াসো রুদ্রেণ পালিতত্বাত্তদীয়া মরুত আ সর্ব্বতোঽবাতাং বায়ুরহিতাং মিহং বৃষ্টিং কুর্ব্বন্তি। তদেতৎ সত্যং। কীদৃশা রুদ্রিয়াসঃ। ত্বেষাঃ দীপ্তাঃ। অমবন্তঃ। বলবন্তঃ মরুতাং রুদ্রপালনমাখ্যানেষু প্রসিদ্ধং॥

ধন্বন্। ধিবি রবি ধবি গত্যর্থাঃ। ইদিত্বান্নুং। কনিন্যুবৃষিতক্ষীত্যাদিনা কনিন্।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মরুপ্রদেশেও রুদ্র কর্তৃক পালিত তৎসম্বন্ধি মরুদ্গণ সর্ব্বত্র বায়ুরহিত বর্ষণ করিয়া থাকে। ইহা সত্য। রুদ্রগণ কি প্রকার? দীপ্ত অর্থাৎ তেজঃসম্পন্ন এবং বলবান্। মরুদ্গণের বিষয় রুদ্রপাল আখ্যানে প্রসিদ্ধ।

'ধন্বন্' পদটী গত্যর্থ 'ধব' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ই' ইৎ হেতু নুমাগম হইয়াছে। 'কনিন্যুবৃষিতক্ষি' এই সূত্র দ্বারা কনিন্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'ন'কার ইৎ হেতু আদিস্বর

নিপাদাদ্যুদাত্তত্বং ॥ সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যালুক্। রুদ্রিয়াসঃ। রুদ্রস্যেমে রুদ্রিয়াঃ। তস্যেদমিত্যর্থে ঘঃ। আজ্জসেরসুক্। মিহং। মিহ সেচনে। ক্বিপ্‌ চেতি ক্বিপ্‌। কৃণ্বন্তি। কৃবিহিংসাকরণয়োশ্চ। ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচ্চেত্যুপ্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন বকারস্য চাকারাদেশঃ। অতো লোপেন লুপ্তস্য স্থানিবত্ত্বাল্লঘূপধগুণাভাবঃ ॥ (১ম—৩৮সূ—৭ঋ)॥

* * *

সপ্তম (৪৬১) ঋকের বিশদার্থ।

সহসা মনে হয়, এ ঋকৃটিতে মরুদেশে বৃষ্টিপাতের বিষয় কথিত হইয়াছে। অর্থও সেই ভাবেই সকলে নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। এ ঋকে যে কোনও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রখ্যাপিত হইয়াছে, সে ভাব কোথাও প্রকাশ পায় নাই।

কিন্তু এই ঋকের অন্তর্গত 'অবাতাং' পদের প্রতি লক্ষ্য করিলেই সে তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না কি? "অবাতাং মিহং"—বায়ুসম্বন্ধরহিত বৃষ্টি—সে আবার কি প্রকার? বৃষ্টির সহিত বায়ুর সম্বন্ধ নাই—সে বৃষ্টি যে কিরূপ, তাহা কল্পনা করা যায় না; বিজ্ঞানও তদ্রূপ বৃষ্টির কোনও পরিচয় দেয় না। তবে কি সে বরফস্তূপ? জল হইতে বায়ু নিঃসারিত হইলে জল জমিয়া বরফ হয়। তবে কি তদ্রূপ বৃষ্টিপতনের বিষয় বলা হইয়াছে? কিন্তু মরুদেশবাসীর তাহাতে কি উপকার হইতে পারে? বৃষ্টির পরিবর্ত্তে যদি তাহাদিগের উপর বরফের স্তূপ পতিত হয়, তাহাতে এক উপদ্রবের উপর আর এক উপদ্রব আসিয়া উপস্থিত হয় না কি? ছিল—অনাবৃষ্টি; আসিল—বরফপাত। ইহাতে তাহাদিগের কোনরূপ শ্রেয়ঃ আছে কি? মরুভূমির তাপে যে কষ্ট পাইতেছিল, এখন

উদাত্ত হইয়াছে। 'সুপাং সুলুক্' এই সূত্রে সপ্তমীর লুক হইয়াছে। 'রুদ্রিয়াসঃ' পদটী,—এই সকল রুদ্রের—এই বাক্যে 'রুদ্রিয়া' পদটী হয়; তাহার ইহা—এই অর্থে 'ঘঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'আজ্জসেরসুক্' এই সূত্রে 'অসুক্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'মিহং' পদটী সেচনার্থ 'মিহ' ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ্‌ চেতি' সূত্রে 'ক্বিপ্‌' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'কৃণ্বন্তি' পদটী, হিংসা এবং করণার্থ 'কৃবি' (কৃব্‌) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচ্চেতি' সূত্রানুসারে 'উ'প্রত্যয় হইয়াছে। তৎসন্নিয়োগহেতু 'ব'কারের স্থানে অকার আদেশ হইয়াছে। অকারের (অতের) লোপ-হেতু লুপ্তের স্থানিবদ্ভাব-প্রযুক্ত 'লঘু উপধা'র গুণ হয় নাই ॥ ৭॥

* * *

বরফস্তূপের শৈত্যেও সেই কষ্ট পাইতে লাগিল। ইহাতে প্রার্থনা-পক্ষেও এ মন্ত্রের যে কি সার্থকতা আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

তবে কি? "অবাতাং মিহং" পদদ্বয়ে তবে কি বুঝায়? 'মিহং' পদে 'স্নেহধারা' 'করুণার ধারা' এই ভাব আনয়ন করে; এবং 'অবাতাং' পদে 'বিক্ষোভরহিতাং' 'চিরাবিচলিতাং' এই ভাব প্রকাশ করে। তাহাতে ঐ দুই পদের অর্থ হয়,—'চির অবিচলিত স্নেহধারা' অথবা 'যে স্নেহ কখনও বিক্ষুব্ধ বিলুপ্ত বা বিশুষ্ক হয় না।' ইহাতে ভাব হয় এই যে, এক পক্ষে কঠোর হইলেও, অপকর্ম্মকারীর প্রতি সদা দণ্ডপরায়ণ থাকিলেও, উপাসকের প্রতি তাঁহাদের স্নেহ-করুণার নির্ঝর সদা নির্ম্মুক্ত হইয়া আছে। ফলতঃ, বায়ুরহিত বৃষ্টিদানের বিষয় মন্ত্রে কথিত হয় নাই, অবিচলিত স্নেহবর্ষণের বিষয়ই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। * 'ধন্বন্' পদে 'মরুসদৃশ হৃদয়কে' বুঝাইতেছে। 'রুদ্রিয়াসঃ' পদে কেন 'রুদ্রের পুত্র' অর্থ হইবে? উহার অর্থ—রুদ্রভাবাপন্ন। সেই দেবগণের তেজঃ জ্বলন্ত, তাঁহারা উগ্র ও কঠোরভাবাপন্ন; অথচ, তাঁহাদের করুণার পার নাই। মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। (১ম—৩৮সূ—৭ঋ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

কারীর্য্যা মারুতং সপ্তকপালমিত্যস্য হবিষো বাশ্রেব বিদ্যুদিত্যেতদনুবাক্যা। বর্ষকামেষ্টিরিতি খণ্ডে সূত্রিতং। বাশ্রেব বিদ্যুন্মিমাতি পর্ব্বতশ্চিন্মহিবৃদ্ধো বিভায়। আ০ ২।১৩। ইতি ॥ তামেতাং অষ্টমীমৃচমাহ ॥

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

কারীরী যাগে সপ্তকপাল ইত্যাদি হবিঃ প্রদান-কার্য্যে "বাশ্রেব বিদ্যুৎ" ইত্যাদি বিষয়ে এইরূপ অনুবাক্যা আছে। 'বর্ষকামেষ্টিঃ' ইতি খণ্ডে সূত্রিত হইয়াছে;—"বাশ্রেব বিদ্যুন্মিমাতি পর্ব্বতশ্চিন্মহীবৃদ্ধো বিভায়।" আ০ ২।১৩। ইতি ॥

তাহারই এই অষ্টমী ঋক্ কথিত হইতেছে।

---

* "মরুভূমিতে বায়ুরহিত বৃষ্টি দান করেন।" এই ব্যাখ্যাই প্রায় সকলের। ম্যাক্সমূলার কেবল "বায়ুরহিত বৃষ্টি" না বলিয়া, "কখনও শুষ্ক হয় না—এইরূপ বৃষ্টি" বলিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ,—"Truly they are terrible and powerful, even to the desert the Rudriyas bring rain that is never dried up".

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

বাশ্রেব বিদ্যুন্মিমাতি বৎসং ন মাতা সিষক্তি।

যদেষাং বৃষ্টিরসর্জ্জি ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বাশ্রাঃইব। বিহদ্যুৎ। মিমাতি। বৎসং। ন। মাতা। সিসক্তি।

যৎ। এষাং। বৃষ্টিঃ। অসর্জ্জি ॥ ৮ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'মাতা' (জননী) 'ন' (যথা) 'বৎসং' (সন্তানং) 'সিষক্তি' (স্নেহদানেন অভিসিঞ্চতি), তদ্বৎ 'এষাং' (মরুতাং) 'বৃষ্টিঃ' (স্নেহধারা) 'অসর্জ্জি' (বর্ষতি সেবকানাং প্রতি ইতি শেষঃ); 'যৎ' (যস্মাৎ, তদা) 'বাশ্রেব' (দিবস ইব) 'বিদ্যুৎ' (জ্ঞানদ্যুতি) 'মিমাতি' (বিভাতি, তেষাং ভক্তানাং হৃদয়ং উদ্ভাসয়তি)। মাতৃস্নেহধারামিব মরুতাং করুণাং যদা নরো লভতে, তদা জ্ঞানালোকেন তস্য হৃদয়ং দিনবৎ বিভাতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৮সূ—৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

জননী যেমন সন্তানকে স্নেহদানে অভিষিক্ত করেন, সেইরূপ মরুদ্দেবগণের স্নেহধারা (ভক্তগণের প্রতি) বর্ষিত হয়; তখন, জ্ঞান-দ্যুতি ভক্তগণের হৃদয়কে দিবসের ন্যায় আলোকিত করে। (১ম—৩৮সূ—৮ঋ)

সায়ণ-ভাষ্যং।

বাশ্রেব শব্দযুক্তা প্রসূতস্তনবতী ধেনুরিব বিদ্যুন্মেঘান্তা দৃশ্যমানা সতী মিমাতি। শব্দং-করোতি। বিদ্যুদ্বেলায়াং হি মেঘগর্জ্জনং প্রসিদ্ধং। মাতা ধেনুর্বৎসং ন বৎসমিব সিষক্তি।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

শব্দযুক্ত প্রসূত স্তনবতী (অর্থাৎ পালনবিশিষ্ট) ধেনুর ন্যায় বিদ্যুৎ মেঘমধ্যে অদৃশ্যমানা হইয়া শব্দ করিতেছে। বিদ্যুৎ-বেলায় মেঘ গর্জ্জন প্রসিদ্ধ। মাতা যেমন বৎসকে সেবা

ইয়ং বিদ্যুন্মরুতঃ সেবতে। সিষক্তিঃ সেবনার্থঃ। সিষক্ত্‌ সচত ইতি সেবমানস্যেতি যাস্কোক্তত্বাৎ। যদ্‌যস্মাৎ কারণাদেষাং মরুতাং সম্বন্ধিনী বৃষ্টিরসর্জ্জি। গর্জ্জনসহিতে বিদ্যুৎকালে বৃষ্টা ভবতি। তস্মাদ্বিদ্যুতো মরুৎসেবনমুপপন্নং ॥

বাশ্রেব। বাশৃ শব্দে। স্ফায়িতঞ্চীত্যাদিনা রক্‌। মিমাতি। মাঙ্‌ মানে শব্দে চ। ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। জুহোত্যাদিত্বাচ্ছলুঃ। ভৃঞামিদিত্যভ্যাসস্যেত্বং। সিষক্তি। সচ সমবায়ে। লটি বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। বহুলং ছন্দসীত্যভ্যাসস্যেত্বং। অসর্জ্জি। সৃজ বিসর্গে। কর্ম্মণি লুঙ্‌। চিন্‌ ভাবকর্ম্মণোঃ। পা০ ৩।১।৬৬। ইতি চিণ্‌। চিণো। লুক। পা০ ৬।৪।১০৪। ইতি ত-শব্দস্য লুক্‌। গুণঃ। অডাগম উদাত্তঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাত ॥ (১ম—৩৮সূ—৮ঋ)।

অষ্টম (৪৬২) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের পদ-বিন্যাস—সমস্যার উপর সমস্যা আনয়ন করে। ঋক্‌টিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম—"বাশ্রেব বিদ্যুম্মিমাতি।" —দ্বিতীয়—"বৎসং ন মাতা সিষক্তি।" তৃতীয়—"যদেষাং বৃষ্টিরসর্জ্জি।" ইহাতে সকল ব্যাখ্যাকারই প্রায় একরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 'গাভীর হাম্বারবের ন্যায় বজ্রনিনাদ হইতেছে', 'গাভী বৎসকে সেবা করিতেছে (দুগ্ধ দিতেছে),' 'যখন মরুদ্গণের বৃষ্টি পতিত হইতেছে।'

করিয়া থাকেন, (সেই প্রকার) এই বিদ্যুৎও মরুৎসমূহের সেবা করিয়া থাকেন। সিষক্তি কথাটীর অর্থ সেবন। যাস্ক বলিয়াছেন, 'সিষক্ত্‌ সচত' এইরূপ পাঠ সেবমানের সম্বন্ধে আছে। যে হেতু (বিদ্যুৎ) এই মরুদ্গণের সম্বন্ধি বৃষ্টির সৃজন করিয়া থাকে। গর্জ্জন সহিত বিদ্যুৎ সময়েই বৃষ্টি হইয়া থাকে। এই হেতুই বিদ্যুতে মরুৎ সেবন সঙ্গত হইতেছে।

'বাশ্রেব' পদটী শব্দার্থ 'বাশ্‌' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'স্ফায়িতঞ্চি' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা 'রক্‌' প্রত্যয় হইয়াছে। 'মিমাতি' পদটী—মান এবং শব্দার্থ 'মা' (মাঙ্‌) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ব্যত্যয়-হেতু পরস্মৈপদ হইয়াছে। জুহোত্যাদিগণীয় বলিয়া 'শ্লুঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'ভৃঞামিৎ' সূত্রে অভ্যাস স্থানে 'ই' হইয়াছে। 'সিষক্তি' পদটী সমবায়ার্থ 'সচ্‌' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লট্‌' বিভক্তিতে 'বহুলং ছন্দসি' সূত্রে 'শপে'র স্থানে 'শ্লুঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'বহুলং ছন্দসি' সূত্রে অভ্যাস স্থানে 'ই' হইয়াছে। 'অসর্জ্জি' পদটী—বিসর্গার্থ 'সৃজ্‌' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। কর্ম্মণি বাচ্যে 'লুঙ্‌'। 'চিন্‌ ভাবকর্ম্মণোঃ' (৩।১।৬৬) সূত্রে 'চিণ্‌' প্রত্যয়। 'চিণো লুক' (পা০ ৬।৮।১০৪) এই সূত্রে 'ত' শব্দের লুক্‌ হইয়াছে। গুণ, অট্‌ আগম্‌ ও উদাত্ত হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগহেতু নিঘাত হয় নাই। (১ম—৩৮সূ—৮ঋ)।

ঋকের ঐ তিন অংশের এইরূপ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়া, কেহ বা তাহার উপর একটু রঙ্ ফলাইয়া লইয়াছেন। তাহাতে 'বাশ্রেব' শব্দের প্রতি-বাক্যে "প্রস্নুতপালানবিশিষ্ট ধেনু যেমন" এইরূপ পদ প্রযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য, সায়ণের অনুসরণেই এইরূপ অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। * প্রচলিত সকল ব্যাখ্যারই মূল—"বাশ্রেব" পদ, আর সায়ণের ভাষ্য। গাভী, হাম্বারব, দুগ্ধপূর্ণ স্তন (পালান) এক "বাশ্রেব" পদ হইতে কল্পনা-মূলে অধ্যাহৃত হইয়াছে। কেন-না, 'বাশ্' ধাতু হইতে ঐ পদ নিষ্পন্ন; আর, সেই ধাতুর অর্থ—'শব্দ করা'।

আমরা 'বাশ্র' (বাশ্রাঃ) পদের অর্থ পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। অভি-ধানে (পুংলিঙ্গ) ঐ পদের অর্থ "দিবস, দিন" দৃষ্ট হইবে। সেই অর্থই এখানেও সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'মাতা' ও 'বৎসং' পদ দেখিয়া, কেনই বা 'গরুকে' আর 'বাছুরকে' টানিয়া আনিতে যাই? তার পর, ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে,—বিদ্যুৎ কখনও গর্জ্জন করে না; মেঘ গর্জ্জন করে, বিদ্যুৎ বিকাশ পায়। সুতরাং সে দৃষ্টিতে 'মিমাতি' ক্রিয়াপদের অর্থ সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না কি? ফলতঃ, এ ঋকে গাভীর বা হাম্বারবের কোনও সম্বন্ধ নাই, মেঘেরও কোনও গর্জ্জন শুনিতে পায় যায় না। এখানে এক সরল সত্যতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে মাত্র। সে তত্ত্ব উপলব্ধি পক্ষে আমাদের অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যার অনুসরণ করুন। দেখিতে পাইবেন, ঋকে একটী উপমার দ্বারা এই মাত্র প্রখ্যাত হইয়াছে

* ঋকের দুই একটী ইংরাজী ও বাঙ্গালা অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে ব্যাখ্যার ভাব উপলব্ধ হইবে। যথা,—

(১) "প্রস্রুত স্তনবতী ধেনুর ন্যায় বিদ্যুৎ গর্জ্জন করিতেছে; গাভী যেরূপ বৎসের সেবা করে, বিদ্যুৎ সেইরূপ মরুদ্গণের সেবা করিতেছে, সুতরাং মরুদ্গণ বৃষ্টি দান করিলেন।"

(২) "প্রস্নুতপালানবিশিষ্ট ধেনু যেমন বৎসের উদ্দেশে হম্বা শব্দ করে, তদ্রূপ বিদ্যুৎ মেঘ হইতে শব্দ করে। যেমন ধেনু বৎসকে অনুগমন করে, সেই প্রকার বিদ্যুৎ মরুদ্দেবগণের অনুসরণ করে; যখন মরুদ্গণের কৃত বৃষ্টি মেঘ হইতে পতিত হয়।"

(3) "The lightning roars like a parent cow that bellows for calf, and hence the rain is set free by the Maruts."

(4) The lightning lows like a cow, it follows like a mother follows after her young, when the shower (of the Maruts) has been let loose."

যে,—'মাতৃস্নেহধারার ন্যায় মরুদ্দেবগণের করুণা, তাঁহাদের সেবকগণের ভক্তগণের প্রতি বর্ষিত হইতেছে। যে জন সে করুণালাভের অধিকারী হইয়াছে, তাহার অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়, জ্ঞান-রূপ বিদ্যুতের আলোকে, দিবসের ন্যায় আলোকিত হইয়া আছে।'

প্রার্থনা-পক্ষে ঋকের মর্ম্ম এই যে,—'হে করুণানিদান দেবগণ! আমাদিগের ন্যায় এই অজ্ঞ অধম সন্তানগণের প্রতি জননীর ন্যায় স্নেহপরায়ণ হউন,—আপনাদের করুণার ধারা এই মরুসদৃশ শুষ্ক প্রতপ্ত হৃদয়ে বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হউক; আর সে বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে চিরদ্যুতিমান্ বিদ্যুৎ বিকাশ পাইয়া, এই চির-অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়কে চির আলোকিত করুক।' (.ম—৩৮সূ—৮ঋ)।

—— • ——

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তং। নবমী ঋক্।)

দিবা চিত্তমঃ কৃণ্বন্তি পর্জ্জন্যেনোদবাহেন।

যৎ পৃথিবীং ব্যুন্দন্তি। ৯॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

দিবা। চিৎ। তমঃ। কৃণ্বন্তি। পর্জ্জন্যেন। উদহবাহেন।

যৎ। পৃথিবীং। বিহউন্দন্তি॥ ৯॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

মরুতঃ 'যৎ' (যদা) 'পৃথিবীং' (মর্ত্ত্যলোকং) 'ব্যুন্দন্তি' (করুণাধারয়া অভিসিঞ্চন্তি), তদা তে 'উদবাহনেন' (করুণাধারাবহনকারিণা) 'পর্জ্জন্যেন' (মেঘবর্ষণেন) 'চিত্তমঃ' (হৃদয়স্থ অন্ধকারং দূরীকৃত্য ইতি যাবৎ) 'দিবা' (দিবা ইব জ্ঞানালোকবিস্তারং) 'কৃণ্বন্তি'

(কুর্ব্বন্তি)) মরুদ্দেবানাং করুণয়া অজ্ঞানতা দূরীভবতি, অজ্ঞানতারূপমেঘাপসারণেন হৃদি জ্ঞানালোক উদ্ভাসতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৮সূ—৯ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

মরুদ্দেবগণ যখন মর্ত্ত্যলোককে করুণাধারায় অভিষিক্ত করেন, তখন তাঁহারা করুণাবারি-বহনকারী মেঘের বর্ষণের দ্বারা হৃদিস্থিত অন্ধকার দূর করিয়া, হৃদয়ে দিবালোক সম জ্ঞানালোক বিস্তার করিয়া দেন। (১ম—৩৮সূ—৮ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ। উদবাহেনোদকধারিণা পর্জ্জন্যেন মেঘেন সূর্য্যমাচ্ছাদ্য দিবা চিদহন্যপি তমঃ কৃণ্বন্তি। অন্ধকারং কুর্ব্বন্তি। যদ্যদা পৃথিবীং ভূমিং ব্যুন্দন্তি। বিশেষেণ ক্লেদয়ন্তি। তদানীমেব বৃষ্টিকালে তমঃ কুর্ব্বন্তীতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ ॥

উদবাহেন। উদকানি বহতীত্যুদবাহঃ। কর্ম্মণ্যণ্। মেঘবিশেষস্যেদং সংজ্ঞাঃ। উদকস্যোদঃ সংজ্ঞায়াং। পা০ ৬।৩।৫৭। ইত্যুদকশব্দস্যোদভাবঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ব্যুন্দন্তি। উন্দী ক্লেদনে। রুধাদিত্বাৎ শ্নম্। শ্নান্নলোপ ইতি ন লোপ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ ॥ ৯ ॥

• • •

নবম (৪৬৩) ঋকের বিশদার্থ।

——‡•‡——

এই ঋকের আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, প্রথমে তাহার একটু বিশ্লেষণ আবশ্যক বোধ করি। সে পক্ষে প্রথমে ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী পদের ও বাক্যাংশের আলোচনা করিতেছি।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ! উদকধারী পর্জ্জন্য কর্ত্তৃক সূর্য্য আচ্ছাদিত হইলে দিনও তমসাবৃত হইয়া থাকে। যখন পৃথিবীকে বিশেষরূপে ক্লিন্ন অর্থাৎ সিক্ত করেন, সেই বৃষ্টিকালেই তমসাচ্ছন্ন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বের সহিত অন্বয়।

'উদবাহেন' পদটী উদক্-সমূহকে বহন করেন, এই বাক্যে 'উদবাহ' হইয়াছে। কর্ম্মণি-বাচ্যে 'অণ্' প্রত্যয় হইয়াছে। এই সংজ্ঞা মেঘবিশেষের। 'উদকস্যোদঃ সংজ্ঞায়াং' (পা০ ৬।৩।৫৭) সূত্রে 'উদক' শব্দের স্থানে 'উদ' ভাব হইয়াছে। কৃদুত্তর উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'ব্যুন্দন্তি' পদটী বি পূর্ব্বক ক্লেদনার্থ 'উন্দ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। রুধাদিগণীয় বলিয়া 'শ্নম্' হইয়াছে। 'শ্নান্নলোপ' এই নিয়মানুসারে 'ন' লোপ হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগহেতু নিঘাত হয় নাই। (১ম-৩৮সূ—৯ঋ)।

ঋকের প্রথম বাক্যাংশ—"দিবা চিত্তমঃ কৃণ্বন্তি।" ভাষ্যে ও প্রচলিত অর্থে প্রকাশ—'দিবসকেও অন্ধকারাচ্ছন্ন করেন।' কিন্তু এখানে আমাদের ভাব দাঁড়াইয়াছে—'অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া হৃদয়কে দিবাসম আলোকময় (জ্ঞানপূর্ণ) করেন।' এখানকার 'চিত্তমঃ' পদে আমরা 'হৃদয়ের অন্ধকার' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। বুঝিয়া দেখুন—সঙ্গত বোধ হয় কিনা! তাহাতে, 'চিত্তের অন্ধকারকে দিবা করেন'—এরূপ বলিলে, কি ভাব গ্রহণ করা যায়? বুঝায় না কি—হৃদয়ে জ্ঞানালোক বিস্তার করেন? তার পর দেখুন—'পর্জ্জন্যেন' ও 'উদবাহনেন' পদদ্বয় কি ভাব প্রকাশ করে? পর্জ্জন্য—মেঘ; মেঘ বলিতে, আবরকের ভাব আসে। মেঘের বর্ষণ হইয়া গেলে, সে আবরণ দূর হয়। মেঘ উড়িয়া গেলে, এক দিকে না এক দিকে গিয়া জমিয়া থাকিতে পারে,—একেবারে তাহার অপসারণ হয় না। কিন্তু তাহার বর্ষণের ফলে, সে একেবারে নিঃশেষ-প্রাপ্ত হয়। যখন মেঘের বর্ষণ হয়, যখন মেঘ নিঃশেষপ্রাপ্ত হয়, তখনকার মেঘকেই প্রকৃত প্রস্তাবে উদকবাহন মেঘ বলা যায়। যদি বর্ষণই না হইল, কেবল অন্ধকার করিয়াই আলোককে আবরিত করিয়া রাখিল, সে মেঘ, উদকবাহী হইলেও, তাহার উদকবাহন নামের সার্থকতা সেখানে প্রতিপন্ন হয় না। এখানে পর্জ্জন্যকে উদকবাহন বলা হইয়াছে। তাহার মুখ্য লক্ষ্য—বারিবর্ষণ হইবে।

এইবার, "দিবা চিত্তমঃ কৃণ্বন্তি পর্জ্জন্যেনেবাদাহেন"—মন্ত্রাংশের কি অর্থ সঙ্গত হয়, বুঝিয়া দেখুন। যে মেঘে হৃদয় আচ্ছন্ন ছিল, সে মেঘে কেমন? না—করুণাবারিপূর্ণ। সেই মেঘে হৃদয় আচ্ছন্ন ছিল বটে; কিন্তু যেই সে মেঘ বিগলিত হইল, যেই সে মেঘ হইতে করুণাবারি বর্ষিত হইয়া উত্তপ্ত হৃদয়কে প্রশান্ত করিল, তখনই অন্ধকার দূরে পলাইল,—তখনই জ্ঞান-সূর্য্যের উদয় হইল। আমরা মনে করি, মন্ত্রের এই অংশের ইহাই মর্ম্মার্থ।

এ পক্ষে, মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশকে, মন্ত্রের প্রথমাংশের উপক্রম বলিয়া গ্রহণ করা যায়। "যৎ পৃথিবীং ব্যুন্দন্তি"—অর্থাৎ সেই দেবগণ যখন কৃপান্বিত হইয়া ইহলোককে, মর্ত্ত্যবাসী আমাদিগকে, করুণাবিতরণে প্রবৃত্ত হন; যখন তাঁহাদের করুণার নির্ঝর-দ্বার সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত

হয়; তখনই (পূর্ব্বের অন্বয়ে) হৃদয় জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ঋকে দেবগণের এইরূপ করুণা-বিতরণের—আলোক-বিস্তারের ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। এ ঋক্ তাহারই অনুস্মৃতি। এখানে সেই উক্তিই দৃঢ়তা-প্রাপ্ত হইতেছে। প্রার্থনা-পক্ষে এ মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'হে দেবগণ! আপনারা স্বতঃকরুণাবর্ষণশীল হইয়া আমাদিগের অজ্ঞানতা অপসারণ করুন, মেঘাপসারণে আমাদের হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হউক।' * (১ম—৩৮সূ—৯ঋ)।

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাত্রিংশৎ-সূক্তং। দশমী ঋক্।)

অধ স্বনান্মরুতাং বিশ্বমা সদ্ম পার্থিবং।
অরেজন্ত প্র মানুষাঃ ॥ ১০ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অধ। স্বনাৎ। মরুতাং। বিশ্বং। আ। সদ্ম। পার্থিবং।
অরেজন্ত। প্র। মানুষাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'মরুতাং' (মরুদ্দেবানাং, সত্ত্বভাবাদীনাং) সর্ব্ধনং 'স্বনাৎ' (বিবেকরূপায়াঃ ধ্বনেঃ) 'পার্থিবং' (ইহলোকসম্বন্ধি) 'বিশ্বং' (সর্ব্বং) 'সদ্ম' (গৃহং) 'আ' (সমন্তাৎ) প্রতিধ্বনয়তি ইতি শেষঃ; 'অধ' (অনন্তরং, তদ্ধ্বনিং অনুসরণানন্তরং ইতি যাবৎ) 'প্র' (প্রকৃষ্টাঃ, প্রজ্ঞা-

* প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহ কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাপন্ন। একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। যথা,—"হে মরুদ্দেবসকল, আপনারা উদকপূর্ণ মেঘ দ্বারা সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া যখন পৃথিবীকে বৃষ্টি দ্বারা বিশেষরূপে সেচন করেন, সেই সময় দিবসেতেও সূর্য্যের আবরণ জন্য অন্ধকার করেন।" একটী ইংরাজী অনুবাদ দেখুন;—
"Even by day the Maruts create darkness with the water-bearing cloud, when they drench the earth."

সম্পন্নাঃ) 'মানুষাঃ' (নরাঃ) 'অরেজন্ত' (অদীপ্যন্ত, দীপ্তিমন্তো ভবন্তি ইতি শেষঃ)। দেবাঃ সদৈব লোকহিতপরায়ণাঃ সন্তি। যে জনা দেবমার্গানুসারিণো ভবন্তি, তেষাং শ্রেয়ান্ সুনিশ্চিতো ভবতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৮সূ—১০ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

মরুদ্দেবগণের (সত্ত্বভাবাদির) সম্বন্ধীয় বিবেক-রূপ ধ্বনিতে ইহ-লোকের সকল গৃহই সর্ব্বতোভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে; সেই ধ্বনির অনুসরণ করিয়া, প্রাজ্ঞজন দীপ্তিমান্ হয়েন। (১ম—৩৮সূ—১০ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

মরুতাং সম্বন্ধিনঃ স্বনাদধঃ ধ্বনের্গর্জ্জনিরূপাদনন্তরং পার্থিবং পৃথিবীসম্বন্ধি বিশ্বং সদ্ম সর্ব্বং গৃহমাসমন্তাদরজতেতি শেষঃ। তথা মানুষাগৃহবর্ত্তিনো মনুষ্যা অপি প্রারেজন্ত। প্রকর্ষেণ কম্পিতবন্ত॥

অধ। ছান্দসং ঘত্বং। সদ্ম। ষদ্‌ৢ বিশারণগত্যবসাদনেষু। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি মনিন্। পার্থিবং। পৃথিব্যাং সম্বন্ধি। পৃথিব্যা ঞাঞৌ। পা০ ৪।১।৮৫।২। ইতি প্রাগ্দী-ব্যতীয়োঽঞ্ প্রত্যয়ঃ। ঞিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। অরেজন্ত। রেজৃ কম্পনে॥ (১ম—৩৮সূ—১০ঋ)।

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে ষোড়শো বর্গঃ॥ ১৬ ॥

• • •

দশম (৪৬৫) ঋকের বিশদার্থ।

—— : • : ——

সত্ত্বভাবের একটা উদ্বোধন—প্রতি গৃহস্থকে জাগ্রৎ করিবার চেষ্টা করে। বিবেক-বাণীর একটা অস্ফুট স্বর—প্রতি কর্ণেই, এক সময় না এক সময়, প্রতিধ্বনিত হইতে দেখা যায়। যাঁহারা সে উদ্বোধনায়

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মরুদগণসম্বন্ধি গর্জ্জনানন্তর পৃথিবীস্থ সমস্ত গৃহ সম্যক্ কম্পিত হইয়া থাকে। সেইরূপ গৃহবর্ত্তী মনুষ্যগণও প্রকৃষ্টরূপে কম্পিত হয়।

'অধ' ছান্দসে ষত্ব। 'সদ্ম' পদটী বিশারণ, গতি ও অবসাদনার্থ 'ষদ্‌ৢ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অন্যেভ্যোঽপিদৃশ্যন্তে' এই নিয়মানুসারে 'মনিন্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'পার্থিবং' অর্থাৎ পৃথিবীসম্বন্ধি। 'পৃথিব্যা ঞাঞৌ' (পা০ ৪।১।৮৫) সূত্রানুসারে প্রাগ্দীব্যতীয় 'অঞ্' প্রত্যয়। 'ঞ' ইৎ হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'অরেজন্ত' পদটী কম্পনার্থ 'রেজৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। (১ম—৩৮সূ—১০ঋ)॥

জাগরিত হন, তাঁহারাই তরিয়া যান। যাঁহারা সে বিবেক-বাণীর অনুসরণ করেন, তাঁহাদেরই শ্রেয়োলাভ হয়। সকলে সে উদ্বোধনায় জাগরিত হয় না, সকলের মোহনিদ্রা সে স্বরে ভঙ্গ হয় না। তাই বলা হইয়াছে—"অরেজন্ত প্র মানুষাঃ।" যাঁহারা প্রকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ মানুষ, তাঁহারাই দীপ্তিমান্ হয়েন।

দেবগণ সর্ব্বদা লোকহিতসাধনে উন্মুখ হইয়া আছেন; দেবভাব-সমূহ আপনাদের দিব্যজ্যোতিঃ প্রকাশে নিয়ত মনুষ্যগণকে সুপথ প্রদর্শন করিতেছেন। কিন্তু মূঢ় নর, সে স্বর শুনে না; ভ্রান্ত জীব, সে জ্যোতিঃ দেখিয়াও নয়ন নিমীলিত করিয়া থাকে। যাঁহারা সুবুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহারাই দেবমার্গের অনুসারী হয়েন, তাঁহারাই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

আমরা মনে করি, এই মন্ত্রের ইহাই মর্ম্ম—এ মন্ত্রের ইহাই তাৎপর্য্য।

কিন্তু এ ঋকের প্রচলিত অর্থ সম্পূর্ণ অন্যরূপ। প্রকাশ, এখানে মেঘ-গর্জ্জনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে, মেঘের গর্জ্জনে পৃথিবী কম্পান্বিত হয়; ঘর-বাড়ী কাঁপিয়া যায়; মনুষ্যগণ প্রকৃষ্টরূপে কম্পান্বিত হন। সায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ—এমন কি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও—এই অর্থই গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। * কোনও মতেরই বিশ্লেষণ অনাবশ্যক। আমাদের অভিপ্রায় ও শব্দগত অর্থ অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যাতেই প্রতীত হইবে। (১ম—৩৮সূ—১০ঋ)।

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তং। একাদশী ঋক্।)

মরুতো বীলুপাণিভিশ্চিত্রা রোধস্বতীরনু।

যাতেম খিদ্রয়ামভিঃ ॥ ১১ ॥

---

* এস্থলে এ ঋকের একটী ইংরাজী অনুবাদ প্রদান করা গেল। যথা,—
"From the roaring of the Maruts the seat of the earth trembles, and all men tremble."

পদ-বিশ্লেষণং।

মরুতঃ। বীলুপাণিহভিঃ। চিত্রাঃ। রোধস্বতীঃ। অনু।

যাত। ঈং। অখিদ্রয়ামহভিঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'মরুতঃ' (হে বিবেকরূপা দেবাঃ) 'চিত্রাঃ' (বৈচিত্র্যশালিনী, মোহকারিণী) 'রোধস্বতীঃ' (জ্ঞানপ্রবাহরোধিনী বাধা) 'অনু' (অনুলক্ষ্য) 'বীলুপাণিভিঃ' (দৃঢ়হস্তৈঃ, তদ্বাধাপসারণায় ইতি যাবৎ) 'অখিদ্রয়ামভিঃ' (অবিশ্রান্তগতিভিঃ, সদৈব ইতি ভাবঃ) যূয়ং 'যাতেং' (গচ্ছতৈব)। জ্ঞানপ্রতিবন্ধকানি কারণানি অপসারণায় দেবাঃ সদৈব বদ্ধহস্তাঃ তিষ্ঠন্তি ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৮সূ—১১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্দেবগণ (বিবেকরূপে প্রকাশমান্ দেবগণ)! বৈচিত্র্যশালিনী (মোহকারিণী) জ্ঞানপ্রবাহরোধকারিণী বাধা লক্ষ্য করিয়া, দৃঢ় হস্তে সেই বাধা অপসারণের জন্য, অবিশ্রান্ত গতিতে (সর্ব্বদা) আপনারা (হৃদয়ে) আগমন করুন। (১ম—৩৮সূ—১১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ। যূয়ং বীলুপাণিভির্দৃঢ়হস্তৈঃ সহিতাঃ সন্তো রোধস্বতীরনু কূলযুক্তা নদীরনুলক্ষ্যাখিদ্রয়ামভিরচ্ছিন্নগমনৈর্যাতেং। গচ্ছতৈব ॥

মরুতঃ। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। বীলুপাণিভিঃ। বীড্বিতি বল নাম। বীলুচ্যৌত্নমিতি তন্নামসু পাঠাৎ। তে তচ তদ্বাংল্লক্ষাতে। বীলবশ্চ তে পাণয়শ্চ। সমাসস্যেন্তোদাত্তত্বং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ! আপনারা দৃঢ়হস্তের সহিত বিদ্যমান্ হইয়া কূলযুক্ত নদীকে লক্ষ্য করিয়া অচ্ছিন্নগতিতে গমন করুন।

'মরুতঃ' আমন্ত্রিত-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'বীলুপাণিভিঃ'। বীডু—বলের নাম। 'বীলুচ্যৌত্ন' ইত্যাদি তাহার নাম মধ্যে পাঠ আছে। 'তে তচ' এই নিয়মানুসারে তদ্বানকে লক্ষ্য করিতেছে। 'বীলবশ্চ তে পানয়শ্চ' এই সমাস-বাক্যে অন্তস্বর উদাত্ত

রোধস্বতীঃ। রুধির্ আবরণে। রুণদ্ধি স্রোত ইতি রোধঃ কূলং। কূল নিরুণদ্ধি স্রোত ইত্যুক্তত্বাৎ। অসুনো নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। তদ্যুক্তা রোধস্বত্যঃ। মাদুপধায়া ইতি মতুপো বত্বং। উগিতশ্চেতি ঙীপ্। মতুপ ঙীপোঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বেঽসুনঃ স্বর এব শিষ্যতে। যাত। যা প্রাপণে। অদাদিত্বাচ্ছপোলুক্। ঈং। চাদয়োঽনুদাত্তা ইত্যনুদাত্তত্বং। গুণ একাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যুদাত্তত্বং। অখিদ্রয়ামভিঃ খিদ দৈন্যে। স্ফায়িতঞ্চীত্যাদিনা রক্। খিদ্রং যান্তীতি খিদ্রয়ামানঃ। ন খিদ্রয়ামানোঽখিদ্রয়ামানঃ। তৈরখিদ্রয়ামভিঃ। অব্যয়পূর্ব্বপদ প্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—৩৮সূ—১১ঋ)॥

একাদশ (৪৬৬) ঋকের বিশদার্থ।

একটু যে জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইব, এই অজ্ঞানতা-আচ্ছন্ন হৃদয়ে যে একটু একটু জ্ঞানসঞ্চার করিব,—সে পথে কতই অন্তরায়! পাপের প্রলোভন, কত বিচিত্র মোহনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, আমায় বিভ্রান্ত করিতেছে! চিত্র-বিচিত্র কত বাধা—কত অন্তরায় যে সে পথে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না।

দেবতার অনুকম্পা ভিন্ন, হৃদয়ে দেবভাবের সমাবেশ ব্যতীত, সে বাধা অপসারণের কোনই উপায় নাই। হৃদয়ে যদি বিবেকের উদয় হয়; অনুগ্রহ করিয়া দেবগণ যদি সে বাধা অপসারণের উপায়-পরম্পরা নির্দ্দেশ করিয়া দেন; তাঁহারা যদি বিবেক-বাণী-রূপে সদাকাল নিকটে থাকিয়া আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করেন; আর তাঁহাদের দৃঢ়হস্ত যদি সে বাধা

হইয়াছে। 'রোধস্বতীঃ' পদটী আবরণার্থ (রুধির্) 'রুধ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। স্রোতকে রোধ করেন—এই অর্থে 'রোধ' শব্দে কূলকে বুঝায়। কূল স্রোতকে নিরোধ করে—এরূপ উক্তি আছে। 'অসুন' প্রত্যয়ের 'ন'কার ইৎ হেতু আ'দস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'তদ্ যুক্তা' অর্থাৎ কূলযুক্তা রোধস্বতী। 'মাদুপধায়া' এই সূত্রানুসারে 'মতুপে'র 'বত্ব' হইয়াছে। 'উগিতশ্চেতি' সূত্রানুসারে' ঙীপ্' হইয়াছে। মতুপ্ ও ঙীপের 'প'-কার ইৎ হেতু অনুদাত্ত বিষয়ে অসুনের 'স্বর' মাত্র অবশিষ্ট থাকে। 'যাত' পদটী প্রাপণার্থ 'যা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অদাদিগণীয় হেতু 'শপে'র লুক্ হইয়াছে। 'ঈং' পদটী 'চাদয়োঽনুদাত্তা' এই নিয়মানুসারে অনুদাত্ত হইয়াছে। গুণ এবং একাদেশ 'উদাত্তেনোদাত্ত' এই নিয়মানুসারে উদাত্ত হইয়াছে। 'অখিদ্রয়ামভি' পদটী দৈন্যার্থ 'খিদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'স্ফায়িতঞ্চি' সূত্রানুসারে 'রক' প্রত্যয় হইয়াছে। 'খিদ্রং যান্তি' এই অর্থে 'খিদ্রয়ামানঃ' এবং 'ন খিদ্রয়ামানঃ' এই অর্থে 'অখিদ্রয়ামানঃ' পদ হয়। তাহার তৃতীয়ার বহুবচনে 'অখিদ্রয়ামভিঃ' হইয়াছে। অব্যয়-পূর্ব্বপদহেতু উহার প্রকৃতিস্বরত্ব। (১ম—৩৮সূ—১১ঋ)।

অপসারণে সদা নিয়োজিত থাকে; তবেই উপায় আছে। নহিলে, যে তিমিরে সেই তিমিরেই জীবন কাটিয়া যাইবে,—যে অজ্ঞানতার আঁধারে আচ্ছন্ন আছি, তাহাতেই জীবন পর্য্যবসিত থাকিবে।

হৃদয়ে সেই চিন্তার উদয় হইয়াছে। অর্চ্চনাকারী তাই প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে দেবগণ। একবার আসুন। এ হৃদয়ে সদাকাল অধিষ্ঠিত থাকুন। আপনাদের বজ্রহস্তে এ মোহের বাধা দূর করিয়া দেন। কত বিচিত্র-বেশে সে আমায় ভুলাইয়া রাখিতেছে! কত মোহনীয় মধুর মূর্ত্তিতে সে আমায় প্রলুব্ধ করিতেছে! সে আমায় এক পদ অগ্রসর হইতে দিতেছে না। জ্ঞানের পথে তার বাধা—আমার অলঙ্ঘনীয়। আপনারা সহায় না হইলে, আর গত্যন্তর নাই। তাই ডাকি,—দেবগণ! হৃদয়ে আসুন—অধিষ্ঠিত হউন। আমার জ্ঞানের পথের বাধা অপসারণ করিয়া দেন।'

আমরা মনে করি, এই মন্ত্র এইরূপ প্রার্থনার ভাবই বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়, প্রচলিত কোনও ব্যাখ্যাতেই এ ভাব প্রাপ্ত হই না। সায়ণের যাঁহারা অনুসরণকারী, তাঁহারা অর্থ করিয়া থাকেন,—"হে মরুদ্দেবসকল, দৃঢ়হস্তবিশিষ্ট আপনারা বিচিত্রকূলবিশিষ্ট নদীকে লক্ষ্য করিয়া অবিশ্রামে গমন করেন।" ভিন্ন পন্থী যাঁহারা, তাঁহারা আবার "যুক্তক্ষুর ঘোটকের ন্যায় সরল পথে অগ্রসর হও"—এইরূপ এক বিচিত্র অর্থ টানিয়া আনেন। *

কি শব্দে কি সূত্রে কোন্ ব্যাখ্যাকার কিরূপ অর্থ অধ্যাহার করিয়াছেন, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি। প্রথম,—

অশ্রামভিঃ" পদে যে ঘোটককে বুঝায়, ইহাই তাঁহাদের অভিমত। রোথ, লুড্উইক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রথমে এই মত ব্যক্ত করেন। তার পর ম্যাক্সমূলার নানারূপ রঙ্ ফলাইয়া ইহার পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে—"পাণি" শব্দে ঘোটককে ও ঘোটকের পায়ের ক্ষুরকে বুঝায়। তদনুসারে তিনি মন্ত্রের অর্থ করিয়াছেন,—"Maruts on your strong-hoofed never-wearying steeds go after those bright ones (clouds), which are still locked up." উইলসন এবং বেন্‌ফে প্রভৃতি কিন্তু সায়ণেরই অনুসরণ করেন। উইলসনের অনুবাদ; যথা,—"Maruts, with strong hands, come along the beautifully embanked rivers with unobstructed progress."

'বীলুপাণিভিঃ'। সায়ণের অর্থ—'দৃঢ়হস্তৈঃ'। আমরাও সেই ভাবই গ্রহণ করিয়াছি। তবে কি জন্য তাঁহাদের দৃঢ়হস্ততার প্রয়োজন, আমরা সেইটুকু নির্দ্দেশ করিয়াছি মাত্র। "রোধস্বতীঃ" অর্থাৎ বাধা অপসারণেই দৃঢ়হস্ততার প্রয়োজন। 'বীলুপাণিভিঃ' পদ সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। "অখিদ্রে-য়ামভিঃ" পদেও আমরা প্রকারান্তরে সায়ণেরই অনুসরণ করিয়াছি। "অবিচ্ছন্নগমনৈঃ" পদ হইতেই অবিশ্রান্ত-গতি বা সদাকাল অবস্থিতির ভাব আসে। 'রোধস্বতীঃ' পদে ভাষ্যকার ভাবে 'নদীর কূল' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা 'জ্ঞান-পথের বাধা' ভাব আমনন করিয়াছি। জ্ঞানের প্রসঙ্গ পূর্ব্বাপর প্রখ্যাপিত আছে। অর্থেরও তাহাতে সঙ্গতি থাকে। ফলতঃ, ভাষ্যকারের অর্থের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াই আমাদের ভাব প্রস্ফুট হইয়াছে। একটু লক্ষ্য করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। ম্যাক্সমুলার প্রভৃতির ভাব সম্পূর্ণ অন্যপথাবলম্বী। তিনি 'রোধস্বতী' পদে 'বর্ষণহীন মেঘ' (cloud yet unopened) অর্থ গ্রহণ করেন। 'চিত্রাঃ' পদে তিনি 'মেঘের বিচিত্র বর্ণকে' লক্ষ্য করিয়াছেন। সায়ণ 'চিত্রাঃ' পদের অর্থ ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমরা প্রধানতঃ ঐ পদেই নিগূঢ় অর্থ লক্ষ্য করিবার সহায়তা পাইয়াছি। জ্ঞানপথের বাধা যে বৈচিত্র্যময়ী, তাহাতে যে কখনও প্রলোভন, কখনও বিভীষিকা প্রদর্শন —নানা বৈচিত্র্যের সমাবেশ আছে, 'চিত্রাঃ' তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। ফলতঃ, দেবগণ যে জ্ঞানপ্রতিবন্ধক কারণসমূহ বিদূরিত করেন, মন্ত্রের তাহাই মর্ম্ম। তাঁহারা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জ্ঞানের প্রবাহ হৃদয়ে প্রবাহিত করুন—মন্ত্রের ইহাই প্রার্থনা। (১ম—৩৮সূ—১১ঋ)।

—•—

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্।)

স্থিরা বঃ সন্তু নেময়ো রথা অশ্বাস এষাং।
সুসংস্কৃতাং অভীশবঃ ॥ ১২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

স্থিরাঃ। বঃ। সন্তু। নেময়ঃ। রথাঃ। অশ্বাসঃ। এষাং।

সুঽসংস্কৃতাঃ। অভীশবঃ॥ ১২॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে দেবাঃ! 'বঃ' (যুষ্মাকং—বহনোপযোগিনঃ ইতি ভাবঃ) 'নেময়ঃ' (রথচক্রবলয়াঃ) 'রথাঃ' (শকটাঃ) 'অশ্বাসঃ' চ (ঘোটকাঃ, বাহকাঃ চ) 'এষাং' (অস্মাকং হৃদাং অভ্যন্তরে ইতি যাবৎ) 'স্থিরাঃ' (অবিচলিতাঃ) 'সন্তু' (তিষ্ঠন্তু); তথা অস্মাকং 'অভীশবঃ' (কর্ম্মনিবহাঃ) 'সুসংস্কৃতাঃ' (বিশুদ্ধাঃ, সত্ত্বভাবান্বিতাঃ) ভবন্তু। দেবানামানয়নমুপযোগিনো যানদয়ো হৃদি সদৈব প্রস্তুতা ভবন্তু; তৈঃ তান্ সংবাহনং কৃত্বা হৃদি প্রতিষ্ঠাপয়াম পূজয়াম ইত্যেবং অভিপ্রায়ঃ। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৮সূ—১২ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ! আপনাদের বহনোপযোগী রথনেমিসকল, যানসকল এবং বাহনসকল আমাদের হৃদয়ে অবিচলিত থাকুক (অর্থাৎ—আমরা যেন আপনাদিগকে অনায়াসেই বহন করিয়া আনিতে পারি); আর, আমাদের কর্ম্মনিবহ বিশুদ্ধসত্ত্বভাবযুত হউক। (১ম—৩৮সূ—১২ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ। এষাং বো যুষ্মাকং নেময়ো রথচক্রবলয়াঃ স্থিরা সন্তু। তথা রথা অশ্বাসোঽশ্বাশ্চ স্থিরাঃ সন্তু। অভীশবোঽঙ্গুলয়ঃ। অভীশবোদীধিতয় ইতি তন্নামসু পাঠাৎ। সুসংস্কৃতা অশ্ববন্ধনরজ্জুপরিগ্রহণে স্বলঙ্কৃতাঃ সাবধানাঃ সন্তু॥

সুসংস্কৃতাঃ সম্পূর্ব্বাৎ করোতঃ কর্ম্মণি ক্তঃ। সংপর্য্যুপেভ্যঃ। পা০ ৬।১।১৩৭। ইতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ! আপনাদের এই রথচক্রসকল স্থিরভাব ধারণ করুক। রথ ও অশ্বগণ স্থির হউক। অশ্ববন্ধন রজ্জু পরিগ্রহণ-বিষয়ে সবিধান হউন। অঙ্গুল নামসমূহের 'অভীশবো দীধিতয়ঃ' এই প্রকার পাঠ আছে।

'সুসংস্কৃতা' পদটী সং-পূর্ব্বক 'কৃ' ধাতুর উত্তর কর্ম্মণিবাচ্যে ক্তঃ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ। 'সংপর্য্যুপেভ্যঃ' (পা০ ৬.১।১৩৭) এই সূত্রে সুট্। পুনরায় 'সু' শব্দের সহিত প্রাদিসমাসে

সৃষ্টি। পুনঃ সুশব্দেন প্রাদিসমাসে অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অভীশবঃ। অভি-পূর্ব্বাদশ্নোতেঃ কৃবাপাজীত্যাদি নীণ্। বর্ণব্যত্যয়ে নাকারস্যেকারঃ। উক্তঞ্চ। বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য্যয়শ্চেতি। অভীশবোঽভ্যশ্নুবতে কর্ম্মাণীতি নিরুক্ত। নি° ৩৯॥ (১ম—৩৮সূ—১২ঋ)।

• • •

দ্বাদশ (৪৬৭) ঋকের বিশদার্থ।

—:○•○:—

মন্ত্রটি দেখিলে, সহসা মনে হয়—যেন মরুদ্দেবগণ রথে করিয়া গমনাগমন করেন; সে রথে অশ্বসকল বাহনের কাজ করে; আর সেই অশ্বসকলের বন্ধন-রজ্জুসমূহ উত্তমরূপে বিভূষিত আছে। প্রায় সেই ভাবেরই অর্থ ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকারগণ নিষ্পন্ন করিয়াছেন।

ইংরাজী ও বাঙ্গালা কয়েকটী অনুবাদ প্রথমে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে কি সূত্রে কি অর্থ আসিয়াছে এবং আমাদের অর্থই বা কেন অন্যরূপ হইতেছে, তাহা বুঝা যাইবে। যথা,—

(১) "হে মরুদ্দেবসকল, আপনাদের রথনেমি এবং রথ ও অশ্ব সকল দৃঢ় হউক। সেই অশ্ববন্ধনের রজ্জু সকল উত্তমরূপে প্রস্তুত এবং অলঙ্কৃত হউক, যেন গমনকালে কোনও বিঘ্ন না ঘটে।"

(২) "তোমাদিগের রথের নেমিসমূদয় দৃঢ় হউক, রথ ও অশ্বগণও দৃঢ় হউক, তোমাদিগের অঙ্গুলী (বল্গাধারণে) সুদীক্ষিত হউক।"

(৩) "May your fellies be strong, the chariots, and their horses, may your reins be well-fashioned."

(4) "May your fingers be well-skilled (to held the reins) &c."

এখানে সকলেই যে ভাষ্যকারের অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা নহে। ভাষ্যে "স্থিরাঃ সন্তু" পদদ্বয়ের কোনও প্রতিবাক্য নাই। কিন্তু ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই 'দৃঢ় হউক' অর্থ ধরিয়া লইয়াছেন। আমরা বলি,—'দৃঢ় হওয়ার' কথা ওখানে কিছুই নাই; দেবতাদিগের

অব্যয়-পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব হইয়াছে। 'অভীশবঃ' পদটী অভি-পূর্ব্বক (অশ্নাতি) 'অশ' ধাতুর উত্তর 'কৃবাপাজীত্যাদি' নিয়মানুসারে 'নীন্' প্রত্যয় হইয়া বর্ণব্যত্যয় হেতু 'অ'কার স্থানে 'ঈ'কার হইয়াছে। উক্ত আছে 'বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য্যয়শ্চ ইতি'। 'অভীশবোঽভ্যশ্নুবতে কর্ম্মাণি' এই নিরুক্ত আছে (নি° ৩।)। (১ম—৩৮সূ—১২ঋ)।

শকটাদি 'ভাঙ্গাচোরা' ছিল না, তাঁহাদের ঘোটককেও 'ছেকড়া গাড়ির ঘোড়া' মনে করা বিড়ম্বনা মাত্র। অন্ততঃ মন্ত্রে তেমন কথা নাই। সুতরাং, 'তোমাদের ঘোড়া দৃঢ় হউক, তোমাদের লাগামগাছটা ভাল হউক',—দেবতার সম্বন্ধে এরূপ উক্তি মন্ত্রে সম্ভবপর হইতে পারে না। তাঁহাদের ঐ সকল ভাল হউক,—এরূপ প্রার্থনাই বা মানুষের করিবার কি প্রয়োজন আছে? এই সহজ জ্ঞানের দিক হইতে দেখিলেই ঐরূপ প্রার্থনার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হয় না। অতএব, "স্থিরাঃ সন্তু" বাক্যে "স্থির থাকুক—অবিচলিত থাকুক"—এইরূপ অর্থই আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছি।

এখন, 'কি স্থির থাকিবে' এবং 'কোথায় স্থির থাকিবে'—এই দুইটী বিষয় লক্ষ্য করিলেই মন্ত্রের প্রথমাংশের অর্থ নিষ্কাশিত হইয়া আসে। "এষাং" পদটীর সার্থকতার বিষয় অনুধাবন করিলেই সেই স্থানের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বমন্ত্রে দেবগণকে হৃদয়ে আগমনের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে;—তাঁহারা হৃদয়ে আসিয়া অবিশ্রান্তভাবে সর্ব্বদা জ্ঞানের বাধাসমূহকে দূর করুন—এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে "এষাং" পদ সেই সম্বন্ধ খ্যাপন করিতেছে। উহার অর্থ—'ইহাদিগের' অর্থাৎ—আমাদিগের সেই হৃদয় সকলের মধ্যে। এখন বুঝুন, স্থিরভাবে থাকিতে বলা হইল কোথায়? বলা হইল—"স্থিরাঃ সন্তু হৃদি।" অর্থাৎ,—আমাদের হৃদয়ে আসিয়া অবিচলিত থাকুন। এইরূপে থাকিবার স্থান কোথায় নির্দ্দিষ্ট হইল—তাহা বুঝিতে পারা গেল। এখন বুঝিয়া দেখুন—থাকিবে কি কি সামগ্রী? "নেময়ঃ", "রথাঃ" আর "অশ্বাসঃ"। প্রথম অধিকারীকে, দেবগণকে সাকার বলিয়াই মনে করিতে হইবে। সুতরাং, সাকার দেবগণের সংবাহনের জন্য যে প্রকার যান-বাহন প্রয়োজন, তাহাই তাঁহাদের হৃদয়ে অবিচলিত হইয়া থাকুক;—ইহাই এখানকার প্রার্থনার ভাব। এখন, রূপক ভাঙ্গিয়া, একে একে বুঝিয়া দেখুন, সে সকল যান-বাহন কি? 'অশ্বাসঃ'—জ্ঞান-রশ্মি; 'নেময়ঃ'—কর্ম্মশক্তি; 'রথাঃ'—সত্ত্বভাবের আধার স্থানীয় অথবা আধার-স্থানীয় হইবার জন্য সঙ্কল্প-বদ্ধ মন। মন যদি সত্ত্বভাবের আধার-স্থানীয় হইবার জন্য ব্যগ্র থাকে; কর্ম্মশক্তি যদি তাহার অনুসারী অর্থাৎ সেই রথেরই উপযোগী হয়; আর

জ্ঞান যদি আসিয়া তাহাতে সম্মিলিত হন,—সেই রথের বাহকের কার্য্য করেন ; তাহা হইলে আর ভাবনা থাকে কি ? প্রার্থনায় ঐ তিনটী যান-বাহনকে তাই স্থির অবিচলিত থাকিতে বলা হইয়াছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রথম পংক্তির মর্ম্ম হয় এই যে,—হে দেবগণ! আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আমরা যেন আপনাদের যান বাহন-দিগকে ঠিক রাখিতে পারি। তাহারা অবিচলিত থাকিলে, আপনাদের আগমন সুগম্ভর হইবে—ইহাই ভরসা।'

এখন মন্ত্রের শেষাংশ—"সুসংস্কৃতা অভীশবঃ" পদদ্বয়—কি ভাব ব্যক্ত করে, অনুধ্যাবন করা যাউক। "অভীশবঃ" পদের অর্থ উপলক্ষে নানা মতান্তর দেখি। সায়ণ বলেন, ঐ পদের অর্থ—'অঙ্গুলি-সমূহ'। অপর সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যাকারগণের মতে, ঐ পদে বল্গাকে (রশ্মিকে) বুঝাইতেছে। উভয় পক্ষকেই কতদূর টানিয়া বুনিয়া অর্থ করিতে হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ঐ পদে অঙ্গুলি অর্থ গ্রহণ করিয়া, ভাষ্যকার নির্দ্দেশ করিলেন,—'অশ্বরজ্জুধারণে (দেবগণের) অঙ্গুলি সাবধান হউক।' অন্যপক্ষে অর্থ করিলেন,—'অশ্বের বল্গা বা রশ্মি যেন অলঙ্কৃত হয়।' তাহা হইতে আরও দাঁড়াইল,—'অশ্বের গমনের সময় যেন বিঘ্ন উপস্থিত না হয়।' কিন্তু আমাদের অর্থ সেদিক দিয়াই যাইতেছে না। দেবতাদের অঙ্গুলি যেন বল্গা-ধারণে সাবধান থাকে, অথবা বল্গা যেন সুশোভন হয় ;—এ সকল কি আর প্রার্থনা! দেবতাদিগকে আবার আমরা সাবধান করিয়া দিব কি ? তবে কি ?—মর্ম্ম তবে কি ? আমরা বলি,—'অভিশবঃ' পদে দেবোদ্দেশে বিহিত কর্ম্ম-সমূহকে বুঝায়। 'অভি-' পূর্ব্বক 'অশ্' ধাতু ঐ পদের মূল। 'অশ্' ধাতু—ব্যাপ্তি ও সংহতি অর্থমূলক। ব্যাপ্তির দিকেও যায়—কর্ম্ম। সংহিতাও—কর্ম্ম-সাপেক্ষ। তাই ঐ পদে 'দেবোদ্দেশে বিহিত কর্ম্ম' অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। "অভীশবোঽভ্যশ্নুবতে কর্ম্মাণীতি"—এই নিরুক্ত-বাক্যেও ঐ আভাষই প্রাপ্ত হই। সে পক্ষে 'সুসংস্কৃতাঃ' পদেরও সার্থক প্রয়োগ প্রতিপন্ন হয়। ভাব দাঁড়ায়,—'আমার কর্ম্ম যেন বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবযুত হয়।' ইহাই প্রার্থনা। এই প্রার্থনাই এই মন্ত্রে নিবদ্ধ আছে। (১ম—৩৮সূ—১২ঋ)।

—:—

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্।)

অচ্ছা বদা তনা গিরা জরায়ৈ ব্রহ্মণস্পতিং।

অগ্নিং মিত্রং ন দর্শতং ॥ ১৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অচ্ছ। বদ। তনা। গিরা। জরায়ৈ। ব্রহ্মণঃ। পতিং।

অগ্নিং। মিত্রং। দর্শতং ॥ ১৩ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে জীব! যদ্যপি 'ব্রহ্মণস্পতিং' (লোকপালকং দেবং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানস্বরূপং দেবং) 'মিত্রং' (মিত্রবৎপ্রিয়কারকং দেবং) 'ন দর্শতং' (অদর্শনীয়ং, লৌকিকদৃষ্টিবহির্ভূতং) জানাসি, তথাপি 'জরায়ৈ' (স্তোতুং আরভ্য ইতি যাবৎ, মরুদ্দেবানাং স্তোত্রেণ সহ ইতি ভাবঃ) 'অচ্ছা' (তত্তদ্দেবাভিমুখ্যেন) 'তনা' (তনয়া, দেবতাস্বরূপং প্রকাশয়ন্ত্যা) 'গিরা' (বাচা, স্তোত্রেণ) 'আবদ' (উচ্চারয়)। দেবসম্বন্ধিনা মন্ত্রেণ সহ দেবাবির্ভাবঃ সঙ্ঘটতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৮সূ—১৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে জীব! লোকপালক ব্রহ্মণস্পতি দেবকে, জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে এবং মিত্রবৎ প্রিয়কারক মিত্রদেবকে যদিও লোকদৃষ্টির বহির্ভূত অদর্শনীয় বলিয়া জান; তথাপি স্তব আরম্ভ করিয়া (অর্থাৎ মরুদ্দেবগণের স্তোত্রের সহিত) তত্তৎ দেবতার অভিমুখে দেবস্বরূপপ্রকাশক স্তোত্রমন্ত্র উচ্চারণ কর। (সেই সেই মন্ত্রের সহিতই দেবতার আবির্ভাব সংঘটিত হইবে—ইহাই তাৎপর্য্য)। (১ম—৩৮সূ—১৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিক্সমূহ তনা তনয়া দেবতাস্বরূপং প্রকাশয়ন্ত্যা গিরা বাচা ব্রহ্মণস্পতিং মন্ত্রস্য হবির্লক্ষণস্যান্নস্য বা পালকং মরুদ্গণসম্বন্ধং দর্শতং দর্শনীয়ং মিত্রং চ মিত্রমপি অগ্নিমিতি যাবৎ অগ্নিং চ এতান্ স্তোতুমচ্ছাভিমুখ্যেন বদ ব্রূহি॥

অচ্ছা। নিপাতস্য চেতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং। বদা। দ্ব্যচোহতস্তিঙ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। তনা। তনু বিস্তারে। তনোতি দেবতামাহাত্ম্যং বিস্তারয়তীতি তনা। পচাদ্যচ্। বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। তৃতীয়ায়া ডাদেশঃ। গিরা। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। ব্রহ্মণঃ। ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্রেতি সংহিতায়াং সত্বং॥ (১ম—৩৮সূ—১৩ঋ)।

• • •

ত্রয়োদশ (৪৬৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনমূলক। দেবগণ সকল সময় লোক-লোচনের অন্তর্ভুক্ত নহেন। মানুষ সচারাচর তাঁহাদিগকে দেখিতে পায় না। সুতরাং মনে স্বতঃই দেবগণের অস্তিত্ব-বিষয়ে সংশয় আসে। এই মন্ত্র সেই সংশয় অপনোদন করিতেছে। মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'যদিও তোমরা লৌকিক দৃষ্টিতে সর্ব্বদা দেবগণকে দেখিতে পাও না, কিন্তু সে জন্য তাঁহাদের কর্ম্মকারিতা-বিষয়ে সন্দিহান হইও না। মন্ত্র-ব্রহ্মের দ্বারা তাঁহাদের অনুধ্যান কর। তাহাতে তাঁহাদের করুণা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে।'

মন্ত্রে ব্রহ্মণস্পতি, অগ্নি ও মিত্র—এই তিনটী দেবতার নাম-মাত্র উল্লিখিত হইলেও, সকল দেবতাই উহার লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতে

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ঋত্বিকগণ! দেবতাগণের স্বরূপ-প্রকাশক বাক্যের দ্বারা, মন্ত্রের অথবা হবির্লক্ষণ-অন্নের পালক মরুদ্গণকে, অগ্নিকে ও মিত্রকে স্তবের নিমিত্ত তাঁহাদের অভিমুখী হইয়া বলুন।

'অচ্ছা' পদটী 'নিপাতস্য চ' এই নিয়মানুসারে সংহিতা-বিষয়ে দীর্ঘ হইয়াছে। 'বদা' পদটী 'দ্ব্যচোহতস্তিঙ' এই নিয়মানুসারে সংহিতা-বিষয়ে দীর্ঘ। 'তনা' পদটী বিস্তারার্থ 'তন' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'তনোতি' অর্থাৎ দেবমাহাত্ম্য বিস্তার করেন—এই ব্যাসবাক্যে 'তনা' হইয়াছে। 'পচাদ্যচ্' সূত্রে 'অচ্' প্রত্যয়। বৃষাদি-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। তৃতীয়া স্থানে 'ডা' আদেশ হইয়াছে। 'গিরা' পদটীতে 'সাবেকাচ' সূত্রে বিভক্তির আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'ব্রহ্মণঃ' পদটীর পর পতি শব্দ থাকায়, 'ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্রেতি' নিয়মে সংহিতা-বিষয়ে 'সত্ব' হইয়াছে। (১ম—৩৮সূ—১৩ঋ)।

হইবে। বিশ্লেষণ করিলে, ঐ তিন দেবতার মধ্যেই অপরাপর দেবতার ভাব আসিয়া পড়ে। ফলতঃ, আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে দেবদর্শন না ঘটিলেও, দেবতার পূজার ও দেবভাবের অনুসরণ দ্বারাই দেবদর্শন ঘটে। ইহাই এ মন্ত্রের তাৎপর্য্য। (১ম—৩৮সূ—১৩ঋ)। *

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টত্রিংশৎ-সূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্।)

মিমীহি শ্লোকমাস্যে পর্জ্জন্য ইব ততনঃ।

গায় গায়ত্রমুক্থ্যং ॥ ১৪ ॥

---

* বলা বাহুল্য, আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিলাম, এ অর্থ প্রচলিত অর্থ নহে। সায়ণের মতে,—ঋত্বিক্-গণকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে, ব্রহ্মণস্পতি পদ মরুদগণের সম্পর্কেই বসিয়াছে। ম্যাক্সমূলার বলেন,—'মিত্রং'' পদ 'অগ্নির বিশেষণ' এবং 'ব্রহ্মণস্পতিং' পদে 'উপাসনার প্রভু' (Lord of prayer) বুঝায়। উহা বিশেষণবৎ ব্যবহৃত। তাঁহার মতে—'তনা' পদ ক্রিয়ার বিশেষণ। উহার অর্থ—'সর্ব্বদা।' উইলসন কিন্তু তিন দেবতাই ধরিয়াছেন। যাহা হউক, সম্পূর্ণ মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে পরস্পর মতান্তর দেখা যায়। সায়ণের অর্থে একটু আমাদের মতের একটু আভাষ পাইলেও, আমাদের অর্থের সহিত কোনও অর্থেরই মিল হয় না। এক ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—"হে ঋত্বিকসমূহ! তোমরা দেব-স্বরূপ-প্রকাশক অস্খলিত বাক্য দ্বারা মন্ত্রের বা অন্নের পালক মরুদ্দেবগণকে এবং অগ্নি ও দর্শনীয় মিত্র দেবতাকে সম্মুখ হইয়া স্তব কর।" আর এক ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—"ব্রহ্মণস্পতি ও অগ্নি ও দর্শনীয় মিত্রের স্তুতির জন্য দেবতার স্বরূপ প্রকাশকারী বাক্য দ্বারা আমাদিগের সম্মুখে তাঁহাদের বর্ণন কর।" ম্যাক্সমূলারের অনুবাদ,—"Speak forth for ever with thy voice to praise the Lord of prayer, Agni, who is like a friend, the bright one." উইলসনের অনুবাদ,—"Declare in our presence (priests), with voice attuned to praise Brahmanspati, Agni and the beautiful Mitra." কোন্ পথে কোন্ ব্যাখ্যাকার অগ্রসর হইয়াছেন, আলোচনায় তাহা বুঝা যাইবে। "ন দর্শনীয়ং" পদের 'ন' পদ প্রায় সকলেই ছাড়িয়া দিয়াছেন। সায়ণ মাত্র উহার 'অপি' অর্থ ধরিয়া লইয়াছেন। অপর সকলে ঐ পদে 'সুন্দর' অর্থই গ্রহণ করেন।

পদ-বিশ্লেষণং।

মিমীহি। শ্লোকং। আস্যে। পর্জ্জন্যঃইব। ততনঃ।

গায়। গায়ত্রং। উক্থ্যং ॥ ১৪ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'পর্জ্জন্যঃ' (মেঘঃ) 'ইব' (যথা) 'ততনঃ' (বৃষ্টিং বিস্তারয়তি তদ্বৎ) 'আস্যে' (বদনে) 'শ্লোকং' (মন্ত্রং) 'মিমীহি' (উচ্চারয়, হৃদি বিস্তারয়), 'গায়ত্রং' (গায়ত্রী-ছন্দোযুক্তং) 'উক্থ্যং' (বেদমন্ত্রং) 'গায়' (পঠ)। অত্র পূর্ব্বমন্ত্রানুবৃত্তি লক্ষ্যতে। মেঘো যথা বৃষ্টিং বিস্তারয়তি তদ্বৎ হৃদি মন্ত্রং প্রবেশয়, উক্থং চ সদা গায়। ইতি আত্মোদ্বোধনসূচকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (১ম—৩৮সূ—১৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

মেঘ যেমন বৃষ্টিকে বিস্তারিত করে, সেইরূপ বদনে মন্ত্র প্রবেশ করাও,—হৃদয়ে বিস্তারিত করাও;—গায়ত্রীছন্দোযুক্ত বেদমন্ত্র গান কর (নিত্য পাঠ কর)। (১ম—৩৮সূ—১৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিকসমূহ! আস্যেনাস্বকীয়মুখে শ্লোকং স্তোত্রং মিমীহি। নির্ম্মিতং কুরু। তঞ্চ শ্লোকং ততনঃ বিস্তারয়। তত্র দৃষ্টান্তঃ। পর্জ্জন্য ইব। যথা মেঘো বৃষ্টিং বিস্তারয়তি তদ্বৎ। উক্থ্যং শস্ত্রযোগ্যং গায়ত্রং গায়ত্রীছন্দস্কং সূক্তং গায়। পঠ।

মিমীহি। মাঙ্ মানে। জৌহোত্যাদিকঃ। ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। ভৃঞামিদিত্যভ্যাসস্যেত্বং। আস্যে। অসু ক্ষেপণে। অস্যতে ক্ষিপ্যতেঽস্মিন্নিত্যাস্যং। কৃত্যল্যুটো বহুলং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ঋত্বিকসমূহ! আপনারা মুখে স্তোত্র নির্ম্মাণ করুন। সেই স্তোত্রশ্লোককে বিস্তার করুন। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত। পর্জ্জন্যের ন্যায়; অর্থাৎ মেঘ যেমন বৃষ্টি বিস্তার করেন, সেই প্রকার। শস্ত্রযোগ্য গায়ত্রীছন্দোযুক্ত সূক্ত পাঠ করুন।

'মিমীহি' পদটী জুহোত্যাদিগণীয় মানার্থ 'মা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ব্যত্যয়-হেতু পরস্মৈপদ হইয়াছে। 'ভৃঞামিৎ' এই নিয়মানুসারে অভ্যাসের স্থানে 'ই' হইয়াছে। 'আস্যে' পদটী ক্ষেপণার্থ 'অস' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ক্ষেপণ ক্রিয়া হয় ইহাতে—এই ব্যাসবাক্যে

পা° ৩।৩।১১৩। ইত্যধিকরণে ণ্যৎ। তিৎস্বরিতমিতি স্বরিতত্বং। তত্নঃ। তনু বিস্তারে। লেটি সিপি বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য শ্লুঃ। লেটোঽডটাবিত্যডাগমঃ। ইতশ্চ লোপ ইতীকারলোপঃ। গায়ত্রং। গায়ত্র্যাঃ সম্বন্ধি তচ্ছেদমিত্যণ্‌। যদ্বা গায়তস্ত্রায়ত ইতি গায়ত্রং। আতোঽনুপসর্গে কঃ॥ (১ম—৩৮সূ—১৪ঋ)।

• • •

চতুর্দ্দশ (৪৬৯) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ব ঋকের সহিত এ ঋক্ সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া বুঝা যায়। পূর্ব্ব ঋকে বলা হইয়াছে,—দেবগণকে এই চক্ষুতে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিতে না পাইলেও তাঁহাদের উদ্দেশে মন্ত্র উচ্চারণে বিরত থাকিও না। এখানে বলা হইতেছে,—সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে কেমন ভাবে? উপদেশ দেওয়া হইতেছে,—মন্ত্র যেন তোমার মুখের সহিত সম্বন্ধযুত হইয়া, হৃদয়ে —হৃদয়েই বা বলি কেন—প্রতি অঙ্গে, বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কেমন ভাবে বিস্তৃত করিবে? না—মেঘ যেমন বৃষ্টিকে বিস্তারিত করে। ভাবে প্রকাশ পাইতেছে,—'তোমার হৃদয়-মরু পাপের জ্বলনে জ্বলিতেছে; মন্ত্র-ব্রহ্মের অনুধ্যান করিলে, তুমি বারিবর্ষণের ন্যায় শান্তি-শীতলতা লাভ করিবে।' মানুষের জ্ঞান-দেবতা, মানুষকে এই শিক্ষা প্রদান করিতেছে;—'তুমি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্ত হও,—তুমি বেদমন্ত্র গান করিতে উদ্বুদ্ধ হও।' আর বলিতেছে,—'সেই মন্ত্রই তোমাকে শান্তিদান করিবে।'

আমরা তো এই ঋকে এই ভাবই গ্রহণ করি। কিন্তু নানা দেশের পণ্ডিতগণের নানারূপ গবেষণার ফলে এ মন্ত্রটী সম্পূর্ণ অন্য ভাব-প্রকাশক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারের মত এই যে, এই মন্ত্রে

'আস্যং' পদ হয়। 'কৃত্যল্যুটো বহুলং' (পাং ৩।৩।১১৩) এই সূত্রানুসারে অধিকরণে 'ণ্যৎ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'তিৎস্বরিতং' সূত্রানুসারে 'স্ব'রিতত্ব' প্রাপ্ত হইয়াছে। 'ততনঃ' পদটী বিস্তারার্থ 'তন' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লোট' বিভক্তিতে 'সিপ্' পরে 'বহুলং ছন্দসি' সূত্রে বিকরণস্থানে 'শ্লুঃ' হইয়াছে। 'লেটো অডাটৌ' সূত্রে 'লেট' বিভক্তিতে 'অট্' আগম হইয়াছে। 'ইতশ্চ লোপঃ' এই সূত্রে ই-কারের লোপ হইয়াছে। 'গায়ত্রং' পদটি, গায়ত্রীসম্বন্ধ তাহার ইহা —এই অর্থে, 'অন্' প্রত্যয় হইয়াছে। পক্ষান্তরে, গায়কে ত্রাণ করেন—এই বাক্যে 'গায়ত্রং' পদ হয়। 'আতোঽনুপসর্গে কঃ' সূত্রানুসারে 'কঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। (১ম—৩৮সূ—১৪ঋ)

পুরোহিত বা যজমান যেন ঋত্বিক্‌গণকে ডাকিয়া বলিতেছেন,—'মুখে মুখে মন্ত্র রচনা কর, মেঘগর্জ্জনের ন্যায় চীৎকার করিয়া তাহা গান কর।' * এই তো ব্যাপার। বলা বাহুল্য, "মিমীহি" পদের ভাষ্যে সায়ণ "নির্ম্মিতং কুরু" লিখিয়াছেন; আর, তাহা হইতেই ঐরূপ অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

এখন দেখা যাউক—আমরাই বা কেন অন্যরূপ অর্থ গ্রহণ করি? প্রথম—'মিমীহি' পদ। ঐ পদ 'মা' (মাঙ্) ধাতু হইতে উৎপন্ন। ঐ ধাতুর অর্থ—'প্রস্তুত করা' নয়, 'শব্দ করা' ("মাঙ্‌লি শব্দে")। সুতরাং উচ্চারণ করা অর্থই এ পক্ষে সঙ্গত হয়। ঐ ধাতুর আর এক অর্থ—পরিমাপ করা। তাহাতে বিস্তৃতির ভাব আসে। বিশেষতঃ উপমায় "পর্জ্জন্য ইব ততনঃ" বাক্য সেই ভাবই আনিয়া দিতেছে। বিস্তারার্থক 'তন্' ('তনু বিস্তারে') ধাতু হইতে 'ততনঃ' পদের উৎপত্তি। তাহাতে "পর্জ্জন্য ইব ততনঃ" বাক্যে মেঘ-বিস্তারের ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু 'ততনঃ' পদে কেহ কেহ 'স্তনয়ঃ শব্দায়স্ব' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; এবং তাহাদের মতে 'পর্জ্জন্য' পদে 'বজ্রকে' বুঝাইতেছে। † কিন্তু সে অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, সকল দিক বিবেচনা করিয়া, আমরা সিদ্ধান্ত করিলাম,—এ মন্ত্রে অর্চ্চনাকারী আপনাকে মন্ত্রব্রহ্মের অনুসরণে ও অনুধ্যানে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। কি ভাবে মন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করা কর্ত্তব্য এবং কি ভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করা বিধেয়,—এখানে তাহাই প্রখ্যাপিত হইতেছে। (১ম—৩৮সূ—১৪ঋ)।

---

* পাশ্চাত্যের বেন্‌ফে এবং লুড্‌উইক প্রমুখ পণ্ডিতগণ এবং আমাদের দেশের রমানাথ সরস্বতী ও রমেশচন্দ্র দত্ত এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। বোম্বাই হইতে প্রকাশিত "বেদার্থযত্ন" এই ভাব ব্যক্ত করেন। উইলসন এবং ম্যাক্সমূলার এখানে সায়ণেরই অনুসরণকারী। পরন্তু উইলসনের অনুবাদটী অনেকাংশে আমাদেরই ভাবের পোষক। তাঁহার অনুবাদ,—"Utter the verse that is in your mouth, spread it out like a cloud spreading rain." তিনি রচনার কথা আনেন নাই এবং বজ্রের তুলনাও গ্রহণ করেন নাই। তবে তাঁহার ভাব—একটু ভাসা ভাসা। মন্ত্র উচ্চারিত হউক, আর চারিদিকে তাহা বিস্তারিত হইয়া পড়ুক,—এই যেন তাঁহার ভাব। কিন্তু আমাদের ভাব—হৃদয়ে বিস্তার-লাভ করুক। 'মিমীহি' পদ সেই ভাবই দ্যোতনা করে।

† এই সূক্তের প্রারম্ভেই (১৯৬৫ পৃষ্ঠায়) এই মতের আলোচনা দেখুন।

পঞ্চদশী ঋক্।

(প্রথম মণ্ডলং। অষ্টত্রিংশৎ সূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্।)

বন্দস্ব মারুতং গণং ত্বেষং পনস্যুমর্কিণং।

অস্মে বৃদ্ধা অসন্নিহ॥ ১৫॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

বন্দস্ব। মারুতং। গণং। ত্বেষং। পনস্যুং। অর্কিণং।

অস্মে ইতি। বৃদ্ধাঃ। অসন্। ইহ॥ ১৫॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ত্বেষং' (স্বপ্রকাশং) 'পনস্যুং' (স্তবনীয়ং) 'অর্কিণং' (অর্চ্চনোপেতং) 'মারুতাং (মরুৎ-সম্বন্ধিনং, বিবেকবিহিতং) 'গণং' (দেবসমূহং) 'বন্দস্ব' (নমস্কুরু); তে দেবাঃ 'অস্মে' (অস্মাকং) 'ইহ' (কর্ম্মণি) 'বৃদ্ধাঃ' (প্রবৃদ্ধাঃ, চিরসম্বন্ধযুতাঃ) 'অসন্' (ভবন্তু) বিবেক-সহযুতানাং সর্ব্বেষাং দেবভাবানাং পূজা বিহিতা অস্তি। বয়ং তান্ সর্ব্বান্ পূজয়েম। ইত্যেবং সঙ্কল্পমূলকোঽয়ং মন্ত্রঃ। (১ম—৩৮সূ—১৫ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

স্বপ্রকাশ, স্তবনীয়, অর্চ্চনাপ্রাপ্ত, মরুৎসম্বন্ধীয় (বিবেকবিহিত) দেবতাসমূহকে বন্দনা কর। সেই দেবগণ আমাদিগের কর্ম্মে চিরসম্বন্ধযুত হউন। (১ম—৩৮সূ—১৫ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিক্‌সঙ্ঘ! মারুতং মরুৎসম্বন্ধিনং গণং সমূহং বন্দস্ব। নমস্কুরু। স্তুহি বা। কীদৃশং গণং। ত্বেষং। দীপ্তং। পনস্যুং। স্তুতিযোগ্যং। অর্কিণং। অর্চ্চনোপেতং। অস্মেঽস্মাকমিত্যাস্মিন্‌কর্ম্মণি বৃদ্ধা অসন্। মরুতঃ প্রবৃদ্ধা ভবন্তু॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ঋত্বিকসঙ্ঘ! আপনারা মরুদ্গণকে নমস্কার করুন, অথবা স্তব করুন। মরুদ্গণ কি প্রকার? দীপ্ত, স্তুতিযোগ্য এবং অর্চ্চনোপেত। আমাদের এই কর্ম্মে মরুদ্গণ প্রবৃদ্ধ হউন।

বন্দধ্যৈ। বদি অভিবাদনস্তুত্যোঃ। অনুপদেশাল্লসার্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। পনস্যুং। পন চেতি স্তুত্যর্থো ধাতুঃ। অসুন্। পনঃ স্তোত্রমাত্মন ইচ্ছতীতি পনস্যুঃ। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। ক্যাচ্ছন্দসীত্যুপ্রত্যয়ঃ। অর্কিণং। ঋচ স্তুতৌ। পুংসি সংজ্ঞায়ামিতি ঘঃ। অর্কোঽস্যাস্তীত্যর্কী। অত ইনিঠনৌ। অসন্। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুগভাবঃ। ইতশ্চ লোপঃ ইতীকারলোপঃ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। (১ম – ৩৮সূ – ১৫ঋ)।

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে সপ্তদশো বর্গঃ ॥ ১৭ ॥

• • •

পঞ্চদশ (৪৭০) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

এ মন্ত্রও আত্মসম্বোধনমূলক। মন্ত্রের স্থূল মর্ম্ম এই যে,—এ সংসারে যত দেবতা আছেন, বিবেকানুমোদিত যত প্রকার দেবভাব সম্ভবপর হয়, আমরা যেন সেই সকল দেবতার ও সেই সকল দেবভাবের অনুসরণকারী হই,—সেই সকল দেবতা ও সেই সকল দেবভাব যেন আমাদের কর্ম্মের সহিত চিরসম্বন্ধযুত হইয়া থাকেন।

এ মন্ত্রে প্রধান পদ—'মারুতাং গণং।' উহাতে কি ভাব আসে, প্রথমে বিবেচনা করা প্রয়োজন। মরুদ্দেবগণকে আমরা বিবেক-রূপী সত্ত্বভাবাত্মক দেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। তাঁহাদের 'গণ' বলিতে তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধযুত দেবতা-মাত্রকেই, সকল দেবভাবকেই, বুঝাইতেছে। সে সকল দেবভাব কেমন? 'ত্বেষং', 'পনস্যুং',

---

'বন্দধ্যৈ' পদটি স্তুতি ও অভিবাদনার্থ (বদি) 'বন্দ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অৎ' উপদেশ হেতু 'লসার্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ' এই অনুশাসন-বলে ধাতুস্বর প্রাপ্তি হইয়াছে। 'পুনস্যুং' পদটী স্তুত্যর্থ 'পন' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অসুন্' প্রত্যয়। আত্ম-সম্বন্ধে স্তোত্রকে ইচ্ছা করেন—এই বাক্যে পনস্যুঃ পদ হয়। 'সুপ্ আত্মনঃ ক্যচ্' (পা০ ৯।৩।১।৮) সূত্রে ক্যচ্ প্রত্যয়। 'ক্যাচ্ছন্দসি' (পা০ ৩.২।১৭৯) সূত্রে 'উঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'অর্কিণং' স্তুত্যর্থ 'ঋচ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ' (পা০ ৩.৩।১১৮) সূত্রে 'ঘঃ' প্রত্যয় হইয়াছে। 'অর্কোঽস্যাস্তি' এই বাক্যে 'অর্ক' পদ হয়। 'অত ইনিঠনৌ' (পা০ ৫।২।১১৫) সূত্রে ইন্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'অসন্' পদটী 'বহুলং ছন্দসি' সূত্রে 'শপে'র লুক্ ভাব হইয়াছে। 'ইতশ্চ লোপ' সূত্রে 'ই'কার লোপ ও 'তিঙ্ঙতিঙ' সূত্রে নিঘাত হইয়াছে। (১ম—৩৮সূ—১৫ঋ)।

ইতি প্রথম মণ্ডলে তৃতীয় অধ্যায়ে সপ্তদশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

'অর্কিণং'—এই বিশেষণত্রয় তাহা ব্যক্ত করিতেছে। পক্ষান্তরে, মনে করিতে পারি, দেবতার ও দেবভাবের সাধারণ পরিচায়কই—ঐ বিশেষণত্রয়।

দেবতা বা দেবভাব স্বতঃপ্রকাশ। তাঁহারা আপনা-আপনিই প্রকাশিত আছেন। তাঁহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ হইবা মাত্রই, তাঁহাদের স্বরূপ উপলব্ধ হয়,—তাঁহারা যে স্বতঃপ্রকাশ তাহা বুঝিতে পারি। 'ত্বেষং' পদ সেই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। স্বরূপ উপলব্ধ হইলেই বুঝা যায়, সে দেবতা বা দেবভাব—'পনস্যুং' অর্থাৎ স্তবনীয় বা অর্চ্চনার যোগ্য। তার পর জানা যায়, সে দেবভাব—'অর্কিণং'; অর্থাৎ, স্তব বা অর্চ্চনা তাঁহারা প্রাপ্ত হন,—স্তবের বা অর্চ্চনার নিকট তাঁহারা উপস্থিত হইয়া থাকেন। *

এই ভাব উপলব্ধি করিয়াই অর্চ্চনাকারী সঙ্কল্প করিতেছেন,—'এমন যে দেবতা-সকল, এমন যে দেবভাব-সমূহ, হে আমার মনঃপ্রাণ—তোমরা সব এস—তাঁহাদের বন্দনা কর। আর, আমাদের সেই বন্দনার ফলে, সেই দেবতা বা সেই দেবভাব আমাদের কর্ম্মের মধ্যে বৃদ্ধ হউন, অর্থাৎ চিরসম্বন্ধযুত হইয়া রহুন।' মন্ত্রের অন্তর্গত 'বৃদ্ধা অসন্' বাক্যে চিরসম্বন্ধযুত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। অথচ, আজিকালকার চলিত অর্থ,—'এস, আমরা দেবগণের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিব।' †

---

* পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ এ মন্ত্রের কয়েকটী পদের অর্থ লইয়া বড়ই সমস্যায় পড়িয়াছেন দেখিতে পাই। ম্যাক্সমূলার বলেন—'অর্কিণং' পদের প্রকৃত অর্থ নিষ্কাশন করা বড়ই কঠিন; উহার অর্থ—প্রশংসা করা, পূজা করা, গান করা; তাহার মধ্যে 'গান করা' অর্থই এস্থলে প্রযোজ্য। এই জন্য তিনি ঐ পদের প্রতিবাক্য লিখিয়াছেন—"the musical." 'ত্বেষং' পদে তিনি 'ভয়ানক' (terrible) এবং 'পনস্যুং' পদে 'গৌরবান্বিত' (glorious) অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

† পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যাতেই প্রথম এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। তার পর আমরাও তাহার অনুসরণ করিতেছি। "অস্মে বৃদ্ধা অসন্নিহ"—এই অংশের ভাব তাঁহাদের ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাদের মতে, এখানে বলা হইতেছে,—'আমাদের উপাসনায় দেবগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউন।' তাঁহাদের অনুবাদ,—"May they be exalted by this our worship." দেবতার নিকট প্রার্থনা, অথচ দেবতাকে বাড়াইবার কল্পনা। ভাব এই রকমেই উল্টাইয়া যায়। আমাদের দেশের অনেক ব্যাখ্যাকার এখন আবার এই সকল স্থল দেখিয়া বলেন,—"দেখ, ঋষিরা কেমন আপনাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য এক একটী দেবতাকে বাড়াইবার পথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন। বেদের মন্ত্রে যখন

মন্ত্রটী এ পক্ষে বড়ই সম্ভাবপূর্ণ। মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'এ সংসারে যত দেবতা ও যত দেবভাব আছেন, তাঁহাদের সকলেরই পূজা করা বিহিত।' সঙ্গে সঙ্গে অমনি সঙ্কল্প করা হইতেছে,—'এস, আমরা সকল দেবভাবের আরাধনায় প্রাণমন উৎসর্গ করি।'

এ মন্ত্রে ভাষ্যের অভিমতই অনুসরণীয়। তবে ভাষ্যে, ঋত্বিক্‌গণকে সম্বোধন করিয়া যেন মন্ত্রটী উচ্চারিত হইয়াছে—এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, সম্বোধন ঋত্বিক্‌গণকে কেন হইবে? সকলেই আপনাকে আপনি সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্রের অনুধ্যান করিতে পারেন। আর, সেই সম্বোধনই সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া আমরা মনে করি। (১ম—৩৮সূ—১৫ঋ)। *

আছে—'তোমরা তাঁহার মহিমা বাড়াও,' তখন দেবতাদিগের মহিমা বৃদ্ধি করাও একটা কর্ত্তব্য কর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিও। এই তাঁহাদের উপদেশ!" এই দৃষ্টিতেই এই মন্ত্রের এখন অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—"আমাদিগের এই কার্য্যে তাঁহারা যেন বর্দ্ধনশীল হয়েন!" আর এক জনের অনুবাদ আবার দেখুন,—"প্রদীপ্ত, স্তবনীয় এবং উপাস্য মরুদগণকে প্রণাম কর, আমাদিগের দ্বারা যেন তাঁহারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন।" আমরা দেবতাকে বাড়াইব, আমাদের দ্বারা তাঁহাদের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি হইবে—হায় আমাদের বুদ্ধি!

* বেদ ব্যাখ্যা-বিষয়ে পাশ্চাত্যের বা পাশ্চাত্যমতাবলম্বিগণের দৃষ্টি, আর হিন্দুর দৃষ্টি—বিভিন্ন প্রকার। মরুদ্দেবগণ বলিতে, পাশ্চাত্য ঝড়ঝঞ্ঝাবাতকেই লক্ষ্য করেন। কিন্তু হিন্দু, শব্দ-পক্ষে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত অর্থ গ্রহণ করিলেও, পূজার সময় উহার প্রাণস্বরূপ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মানিয়া লন। পাশ্চাত্যের মত,—অসভ্য আদিম অবস্থায় মানুষ ঝড় ঝঞ্ঝাবাতের প্রকোপ দেখিয়া পূজা করিয়াছিল; মরুদ্গণের উপাসনা সেই সূত্রেই প্রকটিত হয়। ম্যাক্সমুলার তাই স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—"Marut or MARUT in ordinary Sanskrit mean wind, and more particularly a strong wind, differing by its violent character from VAYU or VATA. Nor do the hymns themselves leave us in any doubt as to the natural phenomena with which the Maruts are identified." সূচনায় এইরূপ সিদ্ধান্ত লইয়াই পাশ্চাত্য-মণ্ডলী বেদ-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন। সুতরাং তাঁহাদের মত যে ভাব ব্যক্ত করিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তবে যে মধ্যে মধ্যে কোথাও দুই একটা আধ্যাত্মিক ভাব ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, সে সকল—মন্ত্রালোচনার ফল মাত্র বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। যাহা হউক, কোন্ পণ্ডিত কোন্ সূত্রে কি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং বিচারে কি অর্থ সঙ্গত হইতে পারে, তাহা ক্রমশঃই উপলব্ধ হইবে।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ। অষ্টমোঽনুবাকঃ। ঊনচত্বারিংশৎ-সূক্তং।

অষ্টাদশাদারভ্য ঊনবিংশপর্য্যন্তং দ্বৌ বর্গৌ।

ঊনচত্বারিংশৎ-সূক্তং।

এই সূক্তটীও মরুদ্দেবগণ সংক্রান্ত। এখানে পর পর তিনটি সূক্ত মরুদ্দেবগণ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত দেখিলাম। মরুদ্দেবগণ-সম্বন্ধে এইরূপ আরও নানা সূক্ত আছে। এই প্রথম মণ্ডলেই দেখি, কেবলমাত্র মরুদ্দেবগণ সম্বন্ধেই ১৩টী সূক্ত প্রযুক্ত হইয়াছে; যথা,—৩৭, ৩৮, ৩৯, ৬৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৭১, ১৭২ সূক্তসমূহ। এতদ্ভিন্ন ইন্দ্র ও মরুদ্দেবগণ সম্বন্ধে ৬ষ্ঠ ও ১৬৫ম সূক্ত, এবং অগ্নি ও মরুদগণ-সম্বন্ধে ১৯শ সূক্ত দেখিতে পাই। এইরূপ অন্যান্য মণ্ডলেও আছে।

এই সকল সূক্তে নানা বিচিত্র অভিনব বিষয়ের সমাবেশ আছে। এই ঊনচত্বারিংশ-সূক্তের এক অভিনবত্ব—ইহার ছন্দ। এই সূক্তে দুই প্রকার ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সে দুই প্রকার ছন্দের নাম,—'অযুজো বৃহতী ও যুজঃ সতো বৃহতী।' 'অযুজো বৃহতী' ছন্দে প্রথম পাদে ষোলটী অক্ষরের আট অক্ষরে যতি থাকে, এবং দ্বিতীয় পাদের কুড়িটী অক্ষরের প্রথম বারো অক্ষরে ও শেষ আট অক্ষরে যতি থাকে। সতো বৃহতী ছন্দে প্রথম ও দ্বিতীয় দুই পাদেই কুড়িটী করিয়া অক্ষর এবং তাহার প্রথম বারো অক্ষরে ও শেষ আট অক্ষরে যতি। এইরূপ দ্বিবিধ ছন্দে এই সূক্তটি গ্রথিত। ষট্‌ত্রিংশৎসূক্তে (অগ্নিদেবতার স্তোত্রে) এই দুই ছন্দের প্রথম প্রবর্ত্তনা দেখিয়াছি।

মরুদ্গণ বলিতে, এ সূক্তে সাধারণতঃ ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত অর্থই পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে। এদিকে আবার তাঁহারা যজমানের স্তব শ্রবণ করিতে এবং যজ্ঞহবিঃ গ্রহণ করিতে যজ্ঞেও আগমন করেন। তাঁহাদের বাহন—হরিণ। কোথাও আবার অশ্বও তাঁহাদের বাহন বলিয়া সাব্যস্থ হইয়া থাকে। তাঁহারা যখন গমন করেন, সকলেই ভয়ে ত্রস্ত হয়। কণ্ব বংশের প্রতি তাঁহাদের বড়ই কৃপা। প্রার্থনায় মন্ত্রের মধ্যেও কণ্ব-ঋষিকে রক্ষার ভাব প্রকাশ পায়। ঋষিদিগের হিংসাকারীদিগকে তাঁহারা হনন করেন।

এ সূক্তে 'রুদ্রাসঃ' (৪র্থ ঋক) ও 'রুদ্রা' (৭ম ঋক) পদ আছে। তাহা হইতে ব্যাখ্যাকারগণ মরুদ্গণকে 'রুদ্রপুত্র' বলিয়া নির্দেশ করেন। 'পূর্ব্বে যেমন আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইভাবে কণ্বঋষিকে রক্ষা করুন'—সপ্তম ঋকের এই প্রকার ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। তাহাতে মরুদ্দেবগণকে মানুষ বলিলেই বলা যায়। অন্যপক্ষে তাঁহারা আবার ঝড়-ঝঞ্ঝারই অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ বিভিন্ন বিপরীত ভাব লইয়া মন্ত্রসকল ব্যাখ্যাত হয়। যাহা হউক, সে সকল বিষয়ের অধিক আলোচনা এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যার মধ্যেই মরুদ্গণের স্বরূপ তত্ত্ব প্রকটিত হইয়া পড়িবে।

ঊনচত্বারিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্যকৃতা।)

প্র যদিত্থেতি দশর্চ্চং চতুর্থং সূক্তং। ঘোরপুত্রস্য কণ্বস্যার্ষং। মরুদ্দেবতাকং। যুজঃ সতো বৃহত্যঃ। অযুজো বৃহত্যঃ। প্র যদ্দশ প্রগাথং ত্বিত্যনুক্রমণিকা। গতো বিনিয়োগঃ। তত্র প্রথমামৃচমাহ।

প্রথমমণ্ডলস্য অষ্টমেঽনুবাকে ঊনচত্বারিংশৎ-সূক্তং। কণ্বঋষিঃ।
যুজঃ সতোবৃহতী অযুজো বৃহতী চ ছন্দঃ।
মরুদ্দেবতা। বিনিয়োগঃ লৈঙ্গিকঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনচত্বারিংশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

প্র যদিত্থা পরাবতঃ শোচির্ন মানমস্যথ।
কস্য ক্রত্বা মরুতঃ কস্য বর্পসা
কং যাথ কং হ ধূতয়ঃ ॥ ১ ॥

ঊনচত্বারিংশৎ সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'প্র যদিত্থা' ইত্যাদি দশটী ঋকযুক্ত চতুর্থ সূক্ত। ঋষি ঘোরপুত্র কণ্ব। মরুদ্গণ দেবতা। ছন্দঃ যুজঃ সতো বৃহতী এবং অযুজো বৃহতী। প্র যদ্দশ প্রগাথং—ইহাই অনুক্রমণিকা। পূর্ব্বের ন্যায় বিনিয়োগ হয়। তাহার প্রথমা ঋক কথিত হইতেছে।

পদ-বিশ্লেষণং।

প্র। যৎ। ইত্থা। পরাহ্বতঃ। শোচিঃ। ন। মানং। অস্যথ।

কস্য। ক্রত্বা। মরুতঃ। কস্য। বর্পসা।

কং। যাথ। কং। হ। ধূতয়ঃ॥ ১॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ধূতয়ঃ' (হে পাপবিধৌতকারিণঃ) 'মরুতঃ' (বিবেকরূপা মরুদ্দেবাঃ!) 'যৎ' (যদা) 'শোচির্ন' (তেজ ইব, যথা সূর্য্যাস্য তেজঃ অন্তরিক্ষাৎ ভূমৌ প্রক্ষিপ্যতে তদ্বৎ) 'মানং' (বলং, যুষ্মাকং প্রভাবং) 'পরাবতঃ' (অতিদূরাৎ) 'ইত্থা' (ইহলোকে) 'প্রাস্যথ' (প্রক্ষিপথ, বিস্তারয়থ), তদা 'কস্য' (অর্চ্চনাকারিণঃ) 'বর্পসা' (স্তোত্রেণ) 'কস্য' (অর্চ্চনাকারিণঃ) 'ক্রত্বা' (ক্রতুনা, কর্ম্মণা) 'কং' (অর্চ্চনাকারিণং উদ্দিশ্য) 'যাথ' (গচ্ছথ) 'হ' (এবং) 'কং' (কং বা যুবাং অনুগৃহ্নীথ)? যদ্যপি সূর্য্যরশ্মিবৎ তে প্রভাবং সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্তঃ, তথাপি পাপিনঃ বয়ং যুষ্মান্ ন জানীমঃ। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৯সূ—১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে পাপবিধৌতকারী মরুদ্দেবগণ! সূর্য্যরশ্মির ন্যায় আপনাদের প্রভাব যখন অতি-দূর হইতে ইহলোকে বিস্তারিত করেন, তখন কোন্ অর্চ্চনাকারীর স্তোত্রের দ্বারা, কোন্ অর্চ্চনাকারীর কর্ম্মের দ্বারা, কোন্ অর্চ্চনাকারীকে উদ্দেশ করিয়া গমন করেন এবং কাহাকেই বা অনুগৃহীত করেন? (ভাবার্থ—সূর্য্যরশ্মিবৎ আপনাদিগের প্রভাব সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত; কিন্তু পাপী আমরা আপনাদিগকে জানিতে পারি না)। (১ম—৩৯সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ধূতয়ঃ স্থাবরাদীনাং কম্পনকারিণো মরুতঃ। যদ্ যদা মানং মননীয়ং যুষ্মদ্বলং পরাবতো দূরাৎ। আরে পরাবত ইতি দূরনামসু পাঠাৎ। ইত্থাস্মাদন্তরিক্ষাৎ প্রাস্যথ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে স্থাবরাদি কম্পনকারী মরুদ্গণ! (আপনারা) যখন মননীয় আপনাদের বলকে দূর এই অন্তরিক্ষ হইতে ভূমিতে প্রক্ষেপ করেন। সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত। তেজের ন্যায়। যেমন

ভূমৌ প্রক্ষিপথ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। শোচিষা। তেজ ইব। যথা সূর্য্যস্য তেজোঽন্তরিক্ষাদ্ভূমৌ প্রক্ষিপ্যতে তদ্বৎ। তদানীং যূয়ং কস্য যজমানস্য ক্রতুনা সংগচ্ছধ্বে ইতি শেষঃ। তথা কস্য যজমানস্য বর্পসা স্তোত্রেণ সংগচ্ছধ্বে। কং যজমানমুদ্দিশ্য যাথ। দেবযজনদেশং গচ্ছথ। কং হ কং খলু যজমানমনুগৃহ্লীথেতি শেষঃ॥

ইত্থা। থা হেতৌ চ ছন্দসি। পা০ ৫।৩।২৬। ইতীদংশব্দাৎ প্রকারবচনে থা প্রত্যয়ঃ। যদি তত্রেদংশব্দস্য নানুবৃত্তিস্তর্হি থমুপ্রত্যয়ান্তাদিদংশব্দাদুত্তরস্যা বিভক্তের্ব্যত্যয়েন সুপাং সুলুগিতি ডাদেশঃ। প্রথমপক্ষে প্রত্যয়স্বরঃ। দ্বিতীয়পক্ষে তুদাত্তনিবৃত্তিস্বরঃ। অস্যথ। অসু ক্ষেপণে। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে শ্যনো নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বৃত্তযোগান্নিঘাতঃ। ক্রত্বা। জসাদিষু ছন্দসি বাবচনং। পা০ ৭।২।১০৭।১। ইতি নাভাবস্য বিকল্পিতত্বাদভাবঃ। বর্পসা। বৃঙ্ সম্ভক্তৌ। বৃঙশীঙ্ভ্যাংরূপস্বাঙ্গয়োঃ পুট্ চ। উ০ ৪।২০২। ইত্যসুন। তৎসন্নিয়োগেন পুগাগমশ্চ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। অত্র রূপাভিধায়িনা বর্পস্শব্দেন দেবতাস্বরূপপ্রকাশকং স্তোত্রং লক্ষ্যতে ক্রতুনা সাহচর্য্যাৎ॥ (১ম—২৯সূ—১ঋ)॥

• • •

প্রথম (৪৭১) ঋকের বিশদার্থ।

দেবগণ অশেষকরুণাপরায়ণ। সূর্য্যের রশ্মি যেমন সকলের প্রতি সমভাবে বিস্তৃত হয়, দেবগণের করুণার নির্ঝর সেইরূপ সকলের জন্যই উন্মুক্ত হইয়া আছে। অথচ, সকলে তাহা দেখিতে পায় না; সকলে

সূর্য্যের তেজ অন্তরিক্ষ হইতে ভূমিতে প্রক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ। সেই সময় আপনারা কোন্ যজমানের স্তোত্রের দ্বারা (পরিতুষ্ট হইয়া) গমন করেন? কোন্ যজমানকে উদ্দেশ করিয়া দেবযজন-দেশে গমন করেন? কোন্ যজমানকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন?

'ইত্থা' পদটী 'থা হেতৌচ ছন্দসি' (পা০ ৫।৩।২৬) সূত্রে 'ইদং' শব্দের উত্তর প্রকার-বচনে 'থা' প্রত্যয় হইয়াছে। যদি সেই স্থানে 'ইদং শব্দের অনুবৃত্তি না থাকে, তাহা হইলে 'থমু' প্রত্যয়ান্ত 'ইদং' শব্দের উত্তরবিভক্তির ব্যত্যয়-হেতু 'সুপাংসুলুক্' সূত্রে 'ডা' আদেশ হইবে। প্রথম পক্ষে প্রত্যয়স্বর ও দ্বিতীয় পক্ষে উদাত্তনিবৃত্তিস্বর হইবে। 'অস্যথ' পদটী ক্ষেপণার্থ (অসু) 'অস্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অৎ উপদেশ হেতু 'লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে' অনুশাসন বলে 'শ্যন্' প্রত্যয়ের 'ন' ইৎ হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগহেতু নিঘাত হয় নাই। 'ক্রত্বা' পদটী 'জসাদিষু ছন্দসি বা বচনং' (পা০ ৭।২।১০৭) সূত্রে 'না' ভাবের বিকল্প-হেতু অভাব হইয়াছে। 'বর্পসা' পদটী সম্ভক্তি অর্থক (বৃঙ) 'বৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'বৃঙশীঙ্ভ্যাংরূপস্বাঙ্গয়োঃ পুট্চ' (উ০ ৪।২০২) এই সূত্রে 'অসুন্' প্রত্যয় এবং তাহার সন্নিয়োগ-হেতু 'পুক্' আগম হইয়াছে। 'ন' ইৎ হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। এইস্থলে রূপকথনকারী বর্পস্-শব্দের দ্বারা দেবতার স্বরূপ প্রকাশক স্তোত্রকে লক্ষ্য করিতেছে। ১

সে স্নিগ্ধধারায় অভিসিঞ্চিত হইয়া আপনাদের প্রাণের জ্বালা নিবৃত্তি করিতে পারে না। বিবেকের উপদেশ—সকলের প্রতিই সমভাবে প্রদত্ত হইয়া থাকে। অথচ, সকলে তাহা শুনিতে পায় না; কেহ বা শুনিয়াও তাহা শুনে না।

এখানে দেবগণের করুণার বিষয় ভক্তের ধারণা হইয়াছে। এখানে অর্চ্চনাকারী বুঝিয়াছেন যে,—করুণার আধার দেবগণের করুণা সর্ব্বত্র বিতরিত হইতেছে; অথচ, তিনি সে করুণার অধিকারী নহেন,—তাঁহার কর্ম্ম তাঁহার সে করুণা-প্রাপ্তির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্চ্চনাকারী তাই আত্মগ্লানিতে জরজর হইয়া, হতাশের তপ্তশ্বাস ফেলিয়া, কহিতেছেন,—'হে দেবগণ! আপনারা করুণাবর্ষী; কিন্তু সে করুণা-লাভের সৌভাগ্য এ অভাজনে কি প্রকারে সম্ভবপর? সূর্য্যরশ্মি যেমন সর্ব্বত্র আলোক বিতরণ করিতেছে, আপনাদের করুণাও সেইরূপ সর্ব্বত্র সমভাবে বিতরিত হইতেছে। অথচ, আমার অন্ধনয়ন তাহা দেখিতে পাইতেছে না। কোন্ কর্ম্মে, কিরূপ অর্চ্চনার ফলে, কোন্ ব্যক্তি আপনাদের অনুগ্রহ-লাভে অধিকারী হয়; হে দেবগণ, আমায় তাহা বুঝাইয়া দেন,—আমায় তাহা জানাইয়া দেন। সেই পথে, সেই ভাবে অনুসরণ করিয়া, আমি যেন আপনাদের করুণা লাভে সমর্থ হই।' এ মন্ত্রের প্রার্থনার ইহাই মর্ম্ম। * (১ম—৩৯সূ—১ঋ)।

---

* প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহে অর্থ প্রায় একপ্রকারই দেখি। তবে মর্ম্ম কোথাও পরিস্ফুট নহে। প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ; যথা,—"হে কম্পনকারি মরুদ্দেবসমূহ, যখন আপনারা আপনাদিগের প্রশংসনীয় বল অন্তরিক্ষলোক হইতে ভূমিতে প্রক্ষেপ করেন, যেমন সূর্য্যের তেজ ভূমিতে প্রক্ষিপ্ত হয়, তখন আপনারা কোন্ যজমানের যজ্ঞদ্বারা এবং স্তোত্র দ্বারা সঙ্গত হয়েন, কোন্ যজমানকে উদ্দেশ করিয়া যজ্ঞস্থলে গমন করেন, এবং কোন্ যজমানকে অনুগ্রহ করেন।" ম্যাক্সমূলারের অনুবাদ কিন্তু আর এক পথে গিয়াছে। 'মানঃ' পদের অর্থ তিনি 'পরিমাণ' ধরিয়াছেন। তাহার অনুবাদটী এই,—"When you thus from afar cast forward your measure, like a blast of fire, through whose wisdom is it, through whose design? To whom do you go, to whom, ye shakers (of the earth?)" কোন্ পদে কি অর্থ গৃহীত হইয়াছে, একটু মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনচত্বারিংশৎ-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

স্থিরা বঃ সন্ত্বায়ুধা পরাণুদে বীলূ উত প্রতিষ্কভে।

যুষ্মাকমস্তু তবিষী পনীয়সী মা

মর্ত্ত্যস্য মায়িনঃ ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

স্থিরা। বঃ। সন্তু। আয়ুধা। পরাঽনুদে। বীলূ। উত। প্রতিঽস্কভে।

যুষ্মাকং। অস্তু। তবিষী। পনীয়সী। মা।

মর্ত্ত্যস্য। মায়িনঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে দেবাঃ! 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'আয়ুধা' (আয়ুধানি, শস্ত্রাণি) 'পরাণুদে' (শত্রুণাং দূরীকরণায়) 'স্থিরা' (স্থিরাণি) 'সন্তু' (ভবন্তু); 'উত' (অপিচ) 'প্রতিষ্কভে' (শত্রুণাং বাধাপ্রদানায়) 'বীলূ' (বীলূনি, দৃঢ়াণি) সন্তু; 'যুষ্মাকং' (যুষ্মদ্‌সম্বন্ধীনাং) 'তবিষী' (বলং) 'পনীয়সী' (অতিশয়েন স্তোতব্যং) 'অস্তু' (ভবতু); 'মায়িনঃ' (ছদ্মচারিণঃ) 'মর্ত্তস্য' (শত্রোঃ প্রভাবঃ) 'মা' (মা ভবতু, সর্ব্বথা বিলুপ্তো ভবতু)। হে দেবাঃ! সর্ব্বথা অস্মান্ শত্রুসম্বন্ধাৎ বিচ্ছিন্নান্ কুরুত। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৯সূ—২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ! আপনাদিগের অস্ত্রসমূহ শত্রুদূরীকরণে স্থির অবিচলিত হউক; অপিচ, শত্রুদিগকে বাধা-প্রদানে তাহারা দৃঢ় থাকুক; আপনাদের শক্তি আমাদিগের স্তবনীয় (অনুসরণীয়) হউক; ছদ্মচারী শত্রুর প্রভাব সর্ব্বথা লোপ প্রাপ্ত হউক। (১ম—৩৯সূ—২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ। ব আয়ুধা যুষ্মাকং আয়ুধানি পরাণুদে শত্রূণামপনোদনায় স্থিরা সন্তু। স্থিরাণি ভবন্তু। উত অপিচ প্রতিষ্কভে শত্রূণাং প্রতিবন্ধায় বীলু সন্তু দৃঢ়ানি সন্তু। যুষ্মাকং তবিষী বলং পনীয়সী। অতিশয়েন স্তোতব্যং ভবতু। মায়িনোঽস্মাসু ছদ্মচারিণো মর্ত্ত্যস্য মনুষ্যস্য শত্রোর্ব্বলং মা ভবতু॥

স্থিরা। আয়ুধা। উভয়ত্র শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শেলোপঃ। পরাণুদে। ণুদ প্রেরণে। সম্পদাদিলক্ষণঃ ক্বিপ্। উপসর্গাদসমাসেঽপি। পা০ ৮।৪।১৪। ইতি ণত্বং। কৃদুত্তর-পদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বীলু। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তের্লুক্। ঈষা অক্ষাদিত্বাৎ প্রকৃতি-ভাবঃ। প্রতিষ্কভে। স্কম্ভু গোত্রো ধাতুঃ। সম্পাদাদিলক্ষণো ভাবে ক্বিপ্। অনিদিতামিতি নলোপঃ। পনীয়সী। পনতি স্তুত্যর্থঃ। অস্মাদৌণাদিকঃ কর্ম্মণ্যসুন্। তত ঈয়সুনি টেরিতি টিলোপঃ। উগিতশ্চেতি ঙীপ। ঈয়সুনো নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। মায়িনঃ। মায়াশব্দস্য ব্রীহ্যাদিষু পাঠাৎ ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চেতি মত্বর্থীয় ইনিঃ॥ (১ম—৩৯সূ—২ঋ)।

* * *

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ! শত্রুনাশের নিমিত্ত আপনাদের আয়ুধসমূহ স্থির হউক। অপিচ, শত্রুগণের প্রতিবন্ধক (উৎপাদন জন্য সেই আয়ুধসমূহ) দৃঢ় হউক; এবং আপনাদের বল অতিশয়-রূপে স্তবযোগ্য হউক। ছদ্মচারী মানবগণ বলহীন হউক।

"স্থিরা" ও "আয়ুধা" পদদ্বয়ে 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' নিয়মে 'শে'র লোপ হইয়াছে। "পরাণুদে"। 'ণুদ্' ধাতু প্রেরণার্থমূলক। সম্পদাদি-লক্ষণ-হেতু তদুত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয়। 'উপসর্গাদসমাসেঽপি' (পা০ ৮।৪।১৪)—এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে ণত্ব বিহিত হইয়াছে। কৃৎপ্রত্যয়ান্ত উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "বীলু" এই পদে 'সুপাং সুলুক্' নিয়মে বিভক্তির লোপ হইয়াছে। "ঈষা" পদে 'অক্ষাদিত্বাৎ' নিয়মে প্রকৃতিভাব হইয়াছে। "প্রতিষ্কভে" পদ 'স্কম্ভু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। সম্পদাদি-লক্ষণ-প্রযুক্ত তদুত্তর ভাবে ক্বিপ্ প্রত্যয়। 'অনিদিতাং' এই সূত্রানুসারে ন-এর লোপ হইয়াছে। "পনীয়সী" পদ 'পন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। পন্-ধাতু স্তুতি অর্থ বাচক। এই হেতু কর্ম্মণিবাচ্যে (তদুত্তর) ঔণাদিক অসুন্ প্রত্যয় হইয়াছে। তদনন্তর 'ঈয়সুনি টেঃ' এই নিয়মে টি-এর লোপ হইল। 'উগিতশ্চ' এই নিয়মে তদুত্তর ঙীপ্ প্রত্যয়। 'ঈয়সুন' প্রত্যয়ের নিত্ব-হেতু (অর্থাৎ ন-এর লোপ হয় বলিয়া) ইহার প্রত্যয়ের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "মায়িনঃ"। ব্রীহ্যাদি মধ্যে মায়া শব্দ পঠিত হয় বলিয়া, 'ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ' এই নিয়মে ঐ শব্দের উত্তর মত্বর্থীয় ইনি (ইন্) প্রত্যয় হইয়াছে। (১ম—৩৯সূ—২ঋ)।

* * *

দ্বিতীয় (৪৭২) ঋকের বিশদার্থ।

—:ⵗ০•০ⵗ:—

অন্তঃশত্রু বহিঃশত্রু—শত্রু দ্বিবিধ। এখানে সেই দুই প্রকার শত্রুরই [illegible]শর কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। শত্রুকে দূর করুন, তাহাদিগের আক্রমণে বাধা প্রদান করুন, শত্রুরা যেন আমাদিগকে আর স্পর্শ করিতে না পারে;—ইহাই এ প্রার্থনার মুখ্য লক্ষ্য। দ্বিতীয় লক্ষ্য—আমরা যেন দেবগণের (দেবভাবের) অনুসরণকারী হইতে পারি। উপসংহারে বলা হইয়াছে,—দেবতার প্রভাব পরিবৃদ্ধি হউক; শত্রুনাশপ্রাপ্ত হউক। "মায়িনঃ মর্ত্ত্যস্য মা"—এই বাক্যে ছদ্মবেশী মানুষ-শত্রুকে বুঝাইয়া থাকে, অনেকে এই মত প্রকাশ করেন। আমরা বলি, অন্তঃশত্রু বাহিঃশত্রু দ্বিবিধ শত্রুই ঐ বাক্যের বাচ্য। কামক্রোধাদি রিপু-শত্রুদিগকেও "মায়িনঃ" বলা যায়। আবার তাহারাও 'মর্ত্ত্য' অর্থাৎ মরণশীল। উভয়বিধ শত্রুকেই বিনাশ করা যাইতে পারে। এপক্ষে, "যুষ্মাকং তবিষী পনীয়সী অস্তু"—এই বাক্যকে, "মায়িনঃ মর্ত্ত্যস্য মা" বাক্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। তাহাতে ভাব হয় এই যে,—'হে দেবগণ! আপনাদের শক্তির অনুসরণ করিয়া আমরা যেন শক্তিশালী হইতে পারি, আর আমাদের সেই শক্তির প্রভাবে আমরা যেন কপটাচারী ছদ্মবেশী শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হই।' ফলতঃ, দ্বিবিধ শত্রুনাশে, শত্রুর আক্রমণে বাধা প্রদানে, শত্রুদিগকে আমাদিগের সংস্রব হইতে দূরীকরণে, আমরা যেন সমর্থ হই,—ইহাই এখানকার আকাঙ্ক্ষা।* (১ম—৩৯সূ—২ঋ)।

* আর্যসমাজের প্রাণস্থানীয় স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় আর এক পথ পরিগ্রহণ করিয়াছেন। এই মন্ত্র-সম্বন্ধে তাঁহার ভাষ্য নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে ভারতের এক উন্নতিশীল সম্প্রদায় কোন্ দৃষ্টিতে মন্ত্রটীকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা উপলব্ধ হইবে। স্বামীজীর ভাষ্য,—"(স্থিরা বঃ০) অত্র ঈশ্বরো জীবেভ্য আশীর্দ্দদাতীতি বিজ্ঞেয়ম্। হে মনুষ্যা বো যুষ্মাকং (আয়ুধা) আয়ুধান্যাগ্নেয়াস্ত্রাদীনি শতঘ্নীভুশুণ্ডীধনুর্ব্বাণাস্ত্রাদীনি শস্ত্রাণি চ (স্থিরা) মদনুগ্রহেণ স্থিরাণি সন্তু। (পরাণুদে) দুষ্টানাং শত্রূণাং পরাজয়ায় যুষ্মাকং বিজয়ায় চ সন্তু। তথা (বীলু) অত্যন্তদৃঢ়ানি প্রশংসিতানি চ। (উত) এবং শত্রুসেনায়া অপি (প্রতিষ্কভে) প্রতিষ্টম্ভনায় পরাঙ্মুখতয়া পরাজয়করণায় চ সন্তু।

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। উনচত্বারিংশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

পরা হ যৎস্থিরং হথ নরো বর্ত্তয়থা গুরু।

বি যাথন বনিনঃ পৃথিব্যা ব্যাশাঃ পর্ব্বতানাং ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

পরা। হ। যৎ। স্থিরং। হথ। নরঃ। বর্ত্তয়থ। গুরু।

বি। যাথন। বনিনঃ। পৃথিব্যাঃ। বি। আশাঃ। পর্ব্বতানাং ॥ ৩ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'নরঃ' (হে নেতারঃ মরুতঃ !) 'যৎ' (যদা) যূয়ং 'স্থিরং' (অবিচলিতং, দৃঢ়মূলং, অন্তঃশত্রুং ইতি যাবৎ) 'পরা হথ' (হননং নির্ম্মূলং বা কুরুথ), 'গুরু' (গুরুত্বোপেতং, প্রবলশক্তিসম্পন্নং, বহিশত্রুং ইতি যাবৎ) 'বর্ত্তয়থ' (প্রেরয়থ, দূরী কুরুথ); তদা 'পৃথিব্যাঃ' (ইহলোকস্য), 'বনিনঃ' (বৃক্ষসদৃশান্ দৃঢ়মূলান্ পাপান্) 'বি' (হৃদয়াৎ বিযুজ্য) 'যাথন' (গচ্ছথ, ছিন্থ), 'পর্ব্বতানাং' (পর্ব্বতসদৃশানাং গুরুত্বসম্পন্নানাং, অচলা ইতি যাবৎ) 'আশাঃ' (তৃষ্ণাঃ) 'বি' (হৃদয়াৎ বিচ্ছিন্নং কুরুথ)। নরো যদা দেবানাং অনুকম্পাং লভতে, তদা [illegible] শত্রবঃ দূরীভবন্তি, হৃদয়ং চ পাপবিযুক্তং তৃষ্ণাশূন্যং ভবতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৯সূ—৩ঋ)

তথা (যুষ্মাকমস্তু তবিষী০) যুষ্মাকং তবিষী সেনাহস্তাস্তু প্রশংসনীয়া বহুং চাস্তু যেন যুষ্মাকং চক্রবর্ত্তি রাজ্যং স্থিরং স্যাদ্ দুষ্কর্ম্মকারিণাং যুষ্মদ্বিরোধিনাং শত্রূণাং পরাজয়শ্চ সদা ভবেৎ (মা মর্ত্ত্যস্য মা০) পরংত্বয়মাশীর্ব্বাদঃ সত্যকর্ম্মানুষ্ঠানেভ্যো হি দদামি। কিন্তু মায়নোহন্যায়-কারিণো মর্ত্ত্যাস্য মনুষ্যস্য চ কদাচিন্ মাস্তু। অর্থাদৈব দুষ্কর্ম্মকারিভ্যো মনুষ্যেভ্যোহস্মা-শীর্ব্বাদং কদাচিন্নদামীত্যভিপ্রায়ঃ।" স্বামীজীর বক্তব্য এই যে, এই মন্ত্রে ঈশ্বর যেন জীবকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। সৎকর্ম্মকারীদিগের প্রতি ঈশ্বরের শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইতেছে। 'মায়িনঃ' অর্থাৎ ছদ্মবেশী কপটাচারীদিগের প্রতি তিনি বিরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছেন। ইহাই স্বামীজীর ব্যাখ্যার অভিপ্রায়। বলিয়াছি তো,—শব্দপ্রাণ বেদ সকলের সকল ভাবই ধারণ করিয়া আছেন।

বঙ্গানুবাদ।

হে জননায়ক মরুদ্দেবগণ! যখন আপনারা অবিচলিত দৃঢ়মূল অন্তঃশত্রুকে নির্ম্মূল (হনন) করেন, গুরুত্বোপেত প্রবলশক্তিসম্পন্ন বহিঃশত্রুকে দূরীভূত করেন; তখন, ইহলোকের দৃঢ়মূল পাপসমূহকে হৃদয় হইতে বিযুক্ত করিয়া, আপনারা তথায় অবস্থান করেন এবং পর্ব্বতের ন্যায় গুরুত্বসম্পন্ন অচলা তৃষ্ণাকে হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন করেন। (১ম—৩৯সূ—৩ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে নরঃ। নেতারো মরুতঃ। যদ্‌যদা স্থিরং দৃঢ়ং বস্তু পরা হথ। বৃক্ষাদিকং পরাহত্য ভগ্নং কুরুথ। গুরু। পাষাণাদিকং গুরুত্বোপেতং বর্ত্তয়থ। প্রেরয়থ। তদানীং পৃথিব্যাঃ সম্বন্ধিনো বনিনো বনবতো বৃক্ষান্ বিযাথন। বিযুজ্য মধ্যে গচ্ছথ। অরণ্যাগতানাং নিবিড়ানাং বৃক্ষানাং মধ্যে যস্য কস্যাপি বৃক্ষস্য ভগ্নত্বাদিতরবৃক্ষাণাং পরস্পরবিয়োগেন প্রৌঢ়ো মার্গো ভবতি। তথা পর্ব্বতানামাশাঃ পর্ব্বতপার্শ্বদেশো বিযাথন। বিযুজ্য গচ্ছথ॥

হথ। হন হিংসাগত্যোঃ। অনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনানুনাসিকলোপঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। নরঃ। পাদাদিত্বাদামন্ত্রিতনিঘাতাভাবঃ। বর্ত্তয়থা। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ণিচঃ স্বরঃ এব শিষ্যতে। যচ্ছব্দানুষঙ্গান্নিঘাতাভাবঃ। যাথন। তপ্তনপ্তনথনাশ্চেতি থনাদেশঃ॥ (১ম—৩৯সূ—৩ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে নেতা মরুদ্গণ! যখন আপনারা স্থির অর্থাৎ দৃঢ়মূল বৃক্ষাদি ভগ্ন করেন এবং গুরুত্বসম্পন্ন পাষাণাদিকে প্রেরণ (দূরে নিক্ষেপ) করেন; সেই সময় আপনারা পৃথিবী-সম্বন্ধী বনজাত বৃক্ষাদির বিয়োগ সাধন করিয়া তন্মধ্যে গমন করিয়া থাকেন। যেমন নিবিড় অরণ্যমধ্যস্থিত বৃহৎ মহীরুহসংঘের মধ্যে যে কোনও বৃক্ষ ভগ্ন হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষসমূহ পরস্পর বিযুক্ত হওয়ায় গতাগতির পথ প্রস্তুত হয়, সেইরূপ পর্ব্বত-পার্শ্ব বিযুক্ত করিয়া আপনারা গমন করিয়া থাকেন।

"হথ" পদের 'হন্' ধাতু হিংসা ও গতি অর্থমূলক। "অনুদাত্তোপদেশ" ইত্যাদি নিয়মে অনুনাসিকের লোপ হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগহেতু নিঘাত হইল না। "নরঃ" পদে পাদাদিত্ব-হেতু আমন্ত্রিত নিঘাত স্বরের অভাব হইয়াছে। "বর্ত্তয়থা" এই পদে অদুপদেশ হেতু (অৎ আদেশ হইয়াছে বলিয়া) লসার্ব্বধাতুক নিয়মে অনুদাত্ত হইলেও ণিচের স্বরই উপদিষ্ট হইয়াছে। 'যচ্ছব্দানুষঙ্গাৎ' নিয়মে নিঘাত হয় নাই। "যাথন" এই পদে 'তপ্তনপ্তনথনাশ্চ' নিয়মানুসারে 'থন্' আদেশ হইয়াছে। (১ম—৩৯সূ—৩ঋ)।

• • •

তৃতীয় (৪৭৩) ঋকের বিশদার্থ।

প্রথমে আমাদের ব্যাখ্যার বিষয় আলোচনা করিতেছি। তার পর প্রচলিত ব্যাখ্যাদির বিষয় উল্লিখিত হইবে।

আমরা মনে করি, পূর্ব্ব-ঋকের সহিত এই ঋকের সম্বন্ধ আছে। সেখানে দুই প্রকার শত্রু নাশ-বিষয়ে দুই প্রকার প্রার্থনা পরিলক্ষিত হয়। সেখানে অস্ত্রের ব্যবহার-বিষয়ে দুই প্রকারের প্রার্থনা আছে; সেখানে বলা হইয়াছে,—শত্রুদূরীকরণে অস্ত্র স্থির অবিচলিত হউক, আর শত্রুদিগকে বাধা প্রদানে তাহারা দৃঢ় হউক। সেখানকার তৃতীয় প্রার্থনা—আপনারা আমাদের স্তবনীয় হউন; অর্থাৎ—আপনাদের পূজায় আপনাদের সহিত আমরা যেন সম্বন্ধযুত হইতে পারি। এখানে এই মন্ত্রে সেই প্রার্থনার কার্য্য বিবৃত হইয়াছে। শত্রুদমনে দেবগণের অনুগ্রহ কিরূপে প্রকাশ পায়, আর সাধনা-ক্ষেত্রে মনুষ্য তাহাতে কি সুফল-লাভ করে, এখানে তাহাই পরিব্যক্ত দেখি।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ—কর্ম্মমূলক; দ্বিতীয় অংশ—ফলোপধায়ক। যথাক্রমে দুই অংশের দ্বিবিধ ভাব পরিগ্রহণ করিতে চেষ্টা পাইলেই, মন্ত্রার্থ বিশদ হইয়া আসিবে। প্রথমে প্রথমাংশের বিষয় আলোচনা করা যাউক। এই অংশের প্রথম আছে—"স্থিরং পরা হথ।" তার পর আছে—"গুরু বর্ত্তয়থ।" যে স্থির বা অবিচলিত বা দৃঢ় মূল হইয়া আছে, তাহাকে হনন (নির্ম্মূল) করিতে হইবে; যে গুরু বা দৃঢ় হইয়া আছে, তাহাকে অপসারিত করিতে হইবে। অন্তঃশত্রুই—কাম-ক্রোধাদি রিপুকুলই—দৃঢ়মূল; আর বহিঃশত্রু যে কিছু, তাহাদিগকে গুরুত্বসম্পন্ন বলা যায়। তাহারা বাহিরে আছে, বাহির হইতে আসে, সুতরাং তাহাদিগকে অপসারণের প্রসঙ্গই উঠে। কিন্তু হৃদয়ে যে শত্রু বদ্ধমূল, তাহাদিগকে হনন বা উৎপাটন করারই আবশ্যক হয়। উপমায়, রূপকে, এখানে সেই তত্ত্বই বিবৃত আছে।

দেবগণ যখন দৃঢ়মূল শত্রুর মূলোচ্ছেদ করেন, তাঁহাদের অনুকম্পায়

গুরুত্বসম্পন্ন শত্রুগণ যখন বিতাড়িত হয়; তখন কি অবস্থায় উপনীত হইতে পারি,—মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে তাঁহাই পরিবর্ণিত দেখি। এখানে বলা হইয়াছে, যখন অন্তঃশত্রু নির্ম্মূল হয়, যখন বহিঃশত্রু আক্রমণ করিতে পারে না, তখন ইহলোকে মনুষ্যের হৃদয়ে যে পাপ দৃঢ়মুল ছিল, তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পাপবৃত্তিমূলক রিপুগণ উৎপাটিত হইলে, পাপ কি প্রকারে তিষ্ঠিতে পারিবে? সুতরাং রিপুগণের সহিত তাহারা যে দৃঢ়সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ছিল, সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পাপ বিচ্ছিন্ন হইলেই, হৃদয়ে দেবগণ আসিয়া অধিষ্ঠিত হন। তৃষ্ণাই পাপের জন্ম-কারণ। হৃদয়ে তাহার অধিষ্ঠান—পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবাপন্ন। এ অবস্থায়—সেও হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এ সকল স্বাভাবিক —পৌর্ব্বাপৌর্য্যমূলক ক্রিয়া। এ সকল ক্রিয়ায়, একের সহিত অপরের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন ও নিত্য। ভগবানের করুণা-লাভের অধিকারী হইলে, সকল শত্রুই দূরীভূত হয়, হৃদয় পাপ-বিমুক্ত তৃষ্ণাপরিশূন্য অবস্থা লাভ করে। এই মন্ত্রে রূপকের মধ্যে এই নিত্যসত্যতত্ত্বই প্রকটিত আছে।

এখন, এই মন্ত্রের কি অর্থ প্রচলিত আছে, আর কি সূত্রে সেই অর্থ আসিয়া থাকে এবং আমরাই বা তাহা হইতে পূর্ব্বোক্ত অর্থ কেন আমনন করিলাম, তদ্বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে। মন্ত্রটীর প্রতি— বিশেষতঃ ভাষ্যাদির প্রতি—লক্ষ্য করিলে, মনে হয়, ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের বিষয়ই মন্ত্রে পরিবর্ণিত রহিয়াছে। মন্ত্রে যেন বলা হইয়াছে,—ঝড় ঝঞ্ঝা-বাতে বৃক্ষ উৎপাটিত হয়, পাহাড় কাঁপিয়া যায়; আর, সেই বৃক্ষের মধ্য দিয়া, পাহাড়ের পাশ দিয়া, বায়ুপ্রবাহ প্রবাহিত হয়। * মন্ত্রের প্রথমাংশে

* সায়ণের অভিমত ভাষ্যে ও বঙ্গানুবাদে দেখুন। অন্য একটী বঙ্গানুবাদ ও একটী ইংরেজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

(১) "হে অভীষ্টদাতা মরুদ্গণ, যখন আপনারা অবিচলিত বৃক্ষাদিকে ভগ্ন করেন এবং গুরুভার পাষাণাদিকে চালিত করেন, তখন পৃথিবীস্থ বনের বৃক্ষসকলকে ভগ্ন ও পরস্পর বিযুক্ত করিয়া আপনারা তাহার মধ্য দিয়া গমন করেন এবং পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ দিয়াও গমন করেন।"

(2) "When you overthrow what is firm, O ye men, and whirl about what is heavy, you pass through the trees of the earth, through the clefts of the rocks."

বৃক্ষবোধক বা পর্ব্বতবোধক কোনও শব্দ নাই। শেষাংশে "বনিনঃ" আর "পর্ব্বতানাং" দুইটী পদ আছে; বোধ হয়, তাহা হইতেই 'স্থিরং' পদে 'বৃক্ষাদিকং' এবং 'গুরু' পদে 'পাষাণাদিকং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করা হইয়া থাকিবে। "আশাঃ" পদে 'পার্শ্বপ্রদেশান্' অর্থও ঐ দৃষ্টিতেই পরিগৃহীত হয়। কেবল মাত্র শব্দার্থের অনুসরণে অর্থ করিলে, ভাবপক্ষে দৃষ্টি না রাখিলে, মন্ত্রটীকে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের বর্ণনামূলক বলিয়া মনে হয় বটে; কিন্তু তাহা যে রূপক, একটু দৃষ্টি করিলেই বোধগম্য হয়।

একমাত্র 'আশাঃ' পদটী অবলম্বন করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলেই মূলতত্ত্ব অধিগত হয়। 'পর্ব্বতানাং' পদের সহিত উহার সম্বন্ধ খ্যাপন করা হইয়াছে। পর্ব্বতসমূহের আবার আশা কিরূপ? তাই ভাষ্যে পার্শ্ব অর্থ পরিগৃহীত দেখি। কিন্তু আমরা বলি, এখানে একটী ভাব বা উপমা উহ্য রহিয়াছে। পর্ব্বতসমূহের যেমন অচলতা, পর্ব্বতসমূহের যেমন দৃঢ়তা, মানুষের হৃদয়ে আশার (তৃষ্ণারও) সেইরূপ অচলতা—সেইরূপ দৃঢ়াবস্থিতি। 'পর্ব্বতানাং' বলিতে, পর্ব্বতের যে বিশিষ্ট লক্ষণ, এখানে তাহার সহিত তুলনা সূচিত হইয়াছে। "পৃথিব্যাঃ বনিনঃ" বাক্যদ্বয়ও এইরূপ 'দৃঢ়মূল' ভাব প্রকাশ করে। উপমায়—একপক্ষে মানুষের হৃদয় ও তাহার বৃত্তিনিচয়, অন্যপক্ষে প্রকৃতি ও তদন্তর্গত বিষয়-পরম্পরা। এই উপমার মধ্য দিয়া, এখানে এক পরম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে;—হৃদয়ের মধ্যে অহর্নিশ যে সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহাই প্রখ্যাপিত রহিয়াছে। মন্ত্রে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের প্রভাবের বিষয় প্রখ্যাত আছে মনে করিলেও, বলিতে পারি,—প্রাকৃতিক সেই বিপ্লবের উপমার দ্বারা মনোরাজ্যে যে বিপ্লব নিত্যসংঘটিত হইতেছে, তাহাই বুঝান হইয়াছে। সে পক্ষে, মনে করিতে পারি, বলা হইয়াছে,—'ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত যেমন বৃক্ষাদিকে উৎপাটন করিয়া পাহাড়-পর্ব্বতকে কাঁপাইয়া তাহাদিগের মধ্য দিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়; মরুদ্দেবগণ-রূপ (বিবেকও বলা যায়) ভগবদ্বিভূতি-সমূহ সেইরূপ, হৃদয়ের মধ্যে দৃঢ়মূল অবস্থিত অসৎবৃত্তিসমূহকে উৎপাটিত করিয়া, বহির্দ্দেশাগত কুকর্ম্মসমূহের গুরুভারকে অপসারিত করিয়া, আপনারা তাহাদের পার্শ্বদেশ (তাহাদের পরিত্যক্ত স্থান) অধিকার করিয়া বসেন।' মরুদ্দেবগণের (বিবেকের)

প্রভাব মানুষের হৃদয়ে এতই কার্য্যকরী হয়। ফলতঃ, যে দিক দিয়া যে ভাবেই অর্থ নিষ্পন্ন করুন, মন্ত্রের ভাব ও প্রার্থনা এই যে,—'হে দেবগণ! আপনারা আমাদের অন্তঃশত্রুদিগকে সমূলে বিনাশ করুন; আর বহিঃশত্রুর প্রভাব হইতে আমাদিগকে অব্যাহত রাখুন।' পরবর্ত্তী মন্ত্রেও দেখুন; সেই শত্রুদমনের প্রার্থনাই আছে; বৃক্ষাদি উৎপাটনের প্রসঙ্গ সেখানে আর আদৌ উত্থাপিত হয় নাই। তাহাতেই বুঝা যাইবে,—সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি কোথায় আছে। (১ম—৯সূ—৩ঋ)।

—•—

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনচত্বারিংশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

ন হি বঃ শত্রুর্বিবিদে অধি দ্যবি ন

ভূম্যাং রিশাদসঃ।

যুষ্মাকমস্তু তবিষী তনা যুজা রুদ্রাসো

নূ চিদাধৃষে ॥ ৪ ॥

•.•

পদ-বিশ্লেষণং।

নহি। বঃ। শত্রুঃ। বিবিদে। অধি। দ্যবি। ন।

ভূম্যাং। রিশাদসঃ।

যুষ্মাকং। অস্তু। তবিষী। তনা। যুজা। রুদ্রাসঃ।

নূ। চিৎ। আহধৃষে ॥ ৪ ॥

•.•

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'রিশাদসঃ' (হে শত্রুনাশকাঃ দেবাঃ) 'হি' (নিশ্চিতং) 'স্তবি' (দ্যুলোকস্য) 'অধি' (উপরি) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'শত্রুঃ' (হিংসাকারী) 'ন বিবিদে' (ন বভূব, কোঽপি ন বিদ্যতে), তথা 'ভূম্যাং' (ইহলোকেঽপি) 'ন' (যুষ্মাকং শত্রু ন বিদ্যতে); 'রুদ্রাসঃ' (হে কাঠোরভাবাপন্না দেবাঃ) 'আ' (সর্ব্বতঃ) 'আধৃষে' (বৈরিণাং ধর্ষণায়) 'যুষ্মাকং তবিষী' (ভবদীয়ান্ বলং) 'যুজা' (যোগেন) 'নু' (ক্ষিপ্রং) 'চিৎ' (এব) 'তনা' (অস্মাকং অভ্যন্তরে বিস্তৃতাঃ) 'অস্তু' (ভবতু)। দেবানাং শত্রু ন বিদ্যতে। মনুষ্যানাং শত্রুনাশায় তেষাং শক্তি নিয়োজিতা ভবতু। ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৯সূ—৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে শত্রুনাশকারী দেবগণ! নিশ্চয়ই দ্যুলোকের উপরে আপনাদিগের কেহ শত্রু নাই; ইহলোকেও আপনাদিগের শত্রু কেহ নাই। হে রুদ্রমূর্ত্তি দেবগণ! সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের বৈরিগণকে ধর্ষণ (পরাভূত) করিবার জন্য আপনাদিগের শক্তি যোজনা দ্বারা শীঘ্র আপনারা আমাদিগের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—দেবগণের শত্রু নাই; কেবল আমাদিগের শত্রুদমনের জন্য তাঁহারা শক্তি প্রয়োগ করুন)। (১ম—৩৯সূ—৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে রিশাদসঃ শত্রুহিংসকা মরুতঃ। অধি স্তবি দ্যুলোকস্যোপরি বো যুষ্মাকং শত্রুর্নহি বিবিদে। ন চ বভূব। তথা ভূম্যামপি শত্রুর্ন বভূব। হে রুদ্রাসঃ। রুদ্রপুত্রা মরুতঃ। যুষ্মাকমেকোনপঞ্চাশৎসংখ্যানাং ভবতাং যুজা যোগেন পরস্পরৈকমত্যেনাধৃষে বৈরিণাং সর্ব্বতো ধর্ষণায় তবিষী বলং নু চিৎ ক্ষিপ্রমেব তনাস্তু। বিস্তৃতা ভবতু॥

বিবিদে। বিদ সত্তায়াং। লিটি প্রত্যয়স্বরঃ। দিবি নহি বিবিদে ভূম্যাং চ ন বিবিদ

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

শত্রুগণের হিংসাকারী হে মরুত! দ্যুলোকে আমাদের কোনও শত্রু ছিল না। ভূমিতে অর্থাৎ পৃথিবীতেও আমাদের কোনও শত্রু বর্ত্তমান নাই। হে রুদ্রপুত্র মরুত! আপনারা একোনপঞ্চাশৎ সংখ্যক বলিয়া, আপনাদের পরস্পর যোগে (অর্থাৎ আপনারা সকলে একত্রিত হইলে), শত্রুগণের ধর্ষণ নিমিত্ত, আপনাদের শক্তি বা বল অতি সত্বর সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

"বিবিদে" পদের বিদ্-ধাতু সত্তা অর্থে প্রযুক্ত। লিট বিভক্তি হইয়াছে বলিয়া উক্ত বিদ্-ধাতুর প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। 'দ্যুলোকেও ছিল না, ভূলোকেও ছিল না'—এই বাক্যে

ইতি চশব্দার্থপ্রতীতেশ্চাদিলোপে বিভাষেতি প্রথমায়াস্তিঙ্‌বিভক্তের্নিঘাতপ্রতিষেধঃ। প্রাথম্যং চানুষক্তিঃ ক্রিয়াপেক্ষয়া। রিশাদসঃ। রিশ হিংসায়াং। রিশন্তি হিংসন্তীতি রিশাঃ। ইগুপধলক্ষণঃ কঃ। তানদন্তীতি রিশাদস। অসুন্। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। যুজা। যুজির্ যোগে। ঋত্বিগিত্যাদিনা কিন্। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। রুদ্রাসঃ। রুদ্রশব্দেন তৎসম্বন্ধিনো মরুতো লক্ষ্যন্তে। আজ্জসেরসুক্। নূ চিৎ। ঋচিতুনুঘেত্যাদিনা দীর্ঘঃ। আধ্রবে। ঞিধৃষা প্রাগল্‌ভ্যে। সম্পদাদিলক্ষণো ভাবে কিপ্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—৩৯সূ— ৪ঋ)॥

• • •

চতুর্থ (৪৭৪) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

বড় সার সত্য—দেবতার শত্রু কেহ নাই। দেবতার আবার শত্রু থাকিবে কি? যিনি দেবতা, তিনি তো শত্রু-মিত্রের অতীত অবস্থা প্রাপ্ত। সকল দেবভাব যাহাতে কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে, তাঁহাকেই তো দেবতা কহে। সে দেবতায় কি কখনও শত্রু-সংস্পর্শ সম্ভবপর? স্বর্গেও তাঁহার শত্রু নাই, মর্ত্তেও তাঁহার শত্রু নাই,—দেবতার শত্রু কোথাও নাই। তাঁহাদের শত্রু সম্ভবই নহে।

তবে দেবাসুরের সংগ্রামের সৃষ্টি কেন হইল? তবে শত্রু 'দমন কর—শত্রু দমন কর' বলিয়া দেবগণকে আহ্বান করিতেই বা যাই কেন?

চ-শব্দার্থের প্রতীতি থাকায়, 'চাদি লোপে বিভাষা' এই নিয়মে প্রথমান্ত তিঙ্ বিভক্তির নিঘাতস্বর প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। ক্রিয়ার অপেক্ষা হেতু এই পদে প্রথমার আনুষক্তি বর্ত্তমান। "রিশাদসঃ" পদের 'রিশ্' ধাতু হিংসা অর্থে প্রযুক্ত। 'রিশ বা হিংসা করে ইহারা'—এই বাক্যে 'রিশাঃ' পদ নিষ্পন্ন। ইগুপধ-লক্ষণে তদুত্তর 'কঃ' প্রত্যয়। তাহাদিগের হিংসা করে—এই অর্থে 'রিশাদসঃ' পদ নিষ্পন্ন। তদুত্তর অসুন্ প্রত্যয়। আমন্ত্রিত হেতু নিঘাত স্বর হইয়াছে। "যুজা" পদের 'যুজির্' (যুজ্) ধাতু যোগার্থমূলক। 'ঋত্বিক্' ইত্যাদি নিয়মে তদুত্তর 'কিন্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'সাবেকাচ' নিয়মে ইহার বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইল। "রুদ্রাসঃ" পদের রুদ্র শব্দে তৎসম্বন্ধিনী মরুদ্গণের প্রতিই লক্ষ্য আছে। 'আজ্জসেরসুক্' নিয়মে তাহাতে 'অসুক্' (অসুন্) প্রত্যয় হইয়াছে। "নূ চিৎ"—'ঋচিতুনুঘ' ইত্যাদি নিয়মে দীর্ঘ হইয়াছে। "আধ্রবে" পদের ঞিধৃষ্ (ধৃষ্) ধাতু প্রাগল্‌ভ্যার্থে প্রযুক্ত। সম্পদাদিলক্ষণ-হেতু তদুত্তর ভাববাচ্যে কিপ্ প্রত্যয় হইয়াছে। ইহার কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত উত্তরপদে প্রকৃতিস্বর হইল। (১ম—৩৯সূ—৪ঋ)।

• • •

এই মন্ত্র সেই তত্ত্ব বিবৃত করিতেছে। মন্ত্র বলিতেছে,—'দেবগণের কোনও শত্রু নাই; সে জন্য তাঁহাদের কোনও উদ্বেগেরও কারণ নাই।' শত্রুবেষ্টিত হইয়া আছি—আমরা। শত্রুদমন প্রয়োজন—আমাদেরই। আমরা যদি দেবগণের শরণাপন্ন হই, আমরা যদি দেবভাবের অধিকারী হইতে পারি, তাহা হইলে আমরা শক্তিসম্পন্ন হই,—আমাদিগের শত্রু বিমর্দ্দিত হয়। দেবগণের নিজেদের কোনও প্রয়োজন নাই,—দেবভাব-সমূহের আপনাদের কোনও স্বার্থাস্বার্থ নাই। প্রয়োজন বল, আর স্বার্থ বল—সকলই আমাদের জন্য।

একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী একটু পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতেছি। অগ্নি—অগ্নিই আছেন। দাহিকাশক্তি প্রকাশের বা উত্তাপ দানের—তাঁহার নিজের কোনই আবশ্যক নাই। তাঁহার দাহিকা-শক্তির বা উত্তাপের আবশ্যক—আমাদের জন্য। আমরা সেই জন্যই অগ্নির শরণাপন্ন হই;—তাঁহার যে শক্তি, তাঁহার যে গুণ, তাঁহার নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করি। তাহার ফলে, শৈত্য দূর হয়, অন্ধকারে আলোক-রশ্মি ফুটিয়া উঠে। শৈত্যনাশ বা অন্ধকার দূর করা—ইহাতে অগ্নির কোনই প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার সাহায্যে আমাদের সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইল মাত্র। দেবাসুরের সংগ্রাম বা দেবগণ কর্তৃক শত্রু-সংহার—সেই ভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে।

আলোক জ্বালিলেই যেমন অন্ধকার দূরে পালায়, তাহার সঙ্গে মারামারি কাটাকাটি করার যেমন কোনও প্রয়োজন হয় না, এখানেও সেই ভাব বুঝিতে হইবে। শত্রু-ধর্ষণ বা শত্রু-বিমর্দ্দন—এ সকল রূপকের বা উপমার কথা। নহিলে, বাস্তব পক্ষে, ধর্ষণ বা বিমর্দ্দন কিছুরই আবশ্যক হয় না। দেবতার অনুগ্রহ-লাভ অর্থাৎ দেবভাবের অধিকারী হইবা মাত্র, অসুর-ভাব আপনিই পলায়ন করে। একবার যদি দেবভাব-সমূহ আসিয়া আমার সহিত যুক্ত (যুজ্য) হয়, তখন আর কিছুই করার আবশ্যক হয় না;—শত্রু বলি যাহাদিগকে, তাহারা আপনা-আপনিই তখন পলায়ন করে। যখন রিপুগণ পলায়ন করে, দূরীভূত হয়, তখন তাহারা ধর্ষিত ও বিমর্দ্দিত হইয়াছে, ইহাই মনে আসে। এখানকার 'আধৃষে' পদ সেই ভাবই প্রকাশ করিতেছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা

করিলে, এ মন্ত্রের প্রার্থনা হয় এই যে,—'হে দেবগণ! আপনারা আসিয়া আমাদিগের সহিত মিলিত হউন। আমরা দেবভাবে ভাবান্বিত হই। আমাদের হৃদয়ের আবর্জ্জনা দূরীভূত হউক। নির্ম্মল শুদ্ধসত্ত্বের সহিত শুদ্ধসত্ত্বের জ্যোতিঃ মিশিয়া যাউক।'

এই মন্ত্রের মুখ্য অর্থ বিষয়ে প্রচলিত কোনও ব্যাখ্যার সহিত আমাদের মতান্তর ঘটিবার সম্ভবনা ছিল না। কেবল তাঁহারা দুইটী পদের অর্থান্তর ঘটাইয়া মতান্তরের সূত্রপাত করিয়াছেন। প্রথমতঃ, তাঁহাদের ব্যাখ্যায় 'রুদ্রাসঃ' পদে 'রুদ্রপুত্রগণ' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাদের কল্পনায় 'যুজা' পদে ঊনপঞ্চাশৎসংখ্যক মরুৎ-ভ্রাতার মিলনের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহাতে একটা গোল বাধিয়াই আছে,—অসঙ্গতি-দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। মরুদ্গণ বলিতে, আমরা কি বুঝিব? তাঁহারা মানুষ—না ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত? প্রথমতঃ, মরুদ্গণকে যদি মানুষ বলিয়া স্বীকার করা যায়;—যখন তাঁহাদিগকে রুদ্রের পুত্র, তাঁহারা ঊনপঞ্চাশ ভাই বলা হইল, তখন তাহাই স্বীকার করা হইয়াছে মানিতে হয়;—তাহা হইলে, পাহাড় কাঁপাইলেন, বৃক্ষ উৎপাটন করিলেন, বিদ্যুতের সঙ্গে মিশিলেন—এ সকলকে কি বলিতে হইবে? দ্বিতীয়তঃ, যদি তাঁহারা ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতই হন, তবে আবার তাঁহাদের পিতাই বা কি, আর ঊনপঞ্চাশ ভাই-ই বা কি? ফলতঃ, দুই দিকের দুই প্রকার অর্থেই অসঙ্গতি আসিয়া পড়ে। পরন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে, এই দুই দিকের দুই ভাব হইতেই বুঝা যায়,—লক্ষ্য অন্যরূপ আছে; এবং রূপকের মধ্য দিয়া উপমার দ্বারা তাহা বুঝান হইয়াছে মাত্র। বেদ যে মনস্তত্ত্ব, বেদে যে আধ্যাত্মিক ব্যাপারই বিবৃত আছে,—এই সকল আলোচনায় তাহাই বোধগম্য হয়। (১ম—৩৯সূ—৪ঋ)।

---

* ঊনপঞ্চাশ বায়ুর কথা সায়ণ প্রথমে আনিয়াছেন। ম্যাক্সমূলার তাহা হইতে অর্থ করিয়াছেন—"May power, together with your race" 'নূ চিদাধর্ষে' বাক্যে তিনি প্রশ্নের ভাব দেখিয়াছেন। তাঁহার অর্থ,—"Can it be defied?" 'রুদ্রাস' পদে 'রুদ্রতনয়' অর্থ প্রায় সকলেই গ্রহণ করেন। কিন্তু, পরবর্ত্তী ৪৩শ সূক্তে রুদ্রের স্বরূপ অবগত হইলেই এ সংশয় দূর হইয়া যায়।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনচত্বারিংশৎ-সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

প্র বেপয়ন্তি পর্ব্বতান্ বি বিঞ্চন্তি বনস্পতীন।
বৃশ্চন্তি
প্রো আরত মরুতো দুর্ম্মদা ইব দেবাসঃ
সর্ব্বয়া বিশা ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

প্র। বেপয়ন্তি। পর্ব্বতান্। বি। বিঞ্চন্তি। বনস্পতীন্।
প্রো ইতি। আরত। মরুতঃ। দুর্ম্মদাঃ। ইব। দেবাসঃ।
সর্ব্বয়া। বিশা ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'মরুতঃ' (মরুদ্দেবাঃ, বিবেকরূপাঃ) 'পর্ব্বতান্' (পর্ব্বতসদৃশান্ সুদৃঢ়ান্ শত্রূন্) 'প্র' (প্রকর্ষেণ) 'বেপয়ন্তি' (কম্পয়ন্তি, বিচালয়ন্তি), 'বনস্পতীন্' (বনস্পতিসদৃশান বদ্ধমূলান্ শত্রূণ) 'বি' (বিযুক্তান্) 'বিঞ্চন্তি' (কুর্ব্বন্তি)। তে শত্রবঃ 'সর্ব্বয়া' (সকলয়া) 'বিশা' (প্রজয়া, সহ মিলিতাঃ সন্ত) 'দুর্ম্মদাঃ ইব' (মদোন্মত্তাঃ ইব, স্বেচ্ছাচারিণঃ ইব) বিচরন্তি ইতি শেষঃ; 'দেবাসঃ' (হে দেবাঃ) 'প্র উ' (প্রকর্ষেণ তান্ শত্রূণ উচ্ছেত্তুং) 'আরত' (আগচ্ছত); যদ্বা—'দুর্ম্মদা ইব দেবাসঃ' (শত্রোরধর্ষণীয়া ইব দেবাঃ, দেবা যথা শত্রোরধর্ষণীয়াঃ তদ্বৎ, হে মরুতঃ) যূয়ং 'সর্ব্বয়া' (সকলয়া) 'বিশা' (প্রজয়া, সহিতা মিলিতাঃ সন্ত) 'প্র উ' (প্রকর্ষেণ শত্রূন উচ্ছেত্তুং) 'আরত' (আগচ্ছত)। রিপুশত্রবঃ পর্ব্বতসদৃশা দৃঢ়া বনস্পতিসদৃশা বদ্ধমূলাশ্চ; তে যথেচ্ছাচারিণঃ ক্রীড়ন্তি। হে দেবা! তান্ উচ্ছিন্নং কুরুত। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৯স্থ—৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

বিবেকরূপী মরুদ্দেবগণ, পর্ব্বতসদৃশ সুদৃঢ় (অচল) শত্রু-সকলকে সর্ব্বতোভাবে বিচলিত করেন, এবং বনস্পতিসদৃশ বদ্ধমূল শত্রুসমূহকে বিচ্ছিন্ন করেন। শত্রুগণ, সকল মনুষ্যের সহিত মিলিত হইয়া, মদোন্মত্ত স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় বিচরণ করে। হে দেবগণ! তাহাদের উচ্ছেদের জন্য আগমন করুন। অথবা,—শত্রুর অধর্ষণীয় হে দেবগণ! আপনারা সকল মনুষ্যের সহিত মিলিত হইয়া, সর্ব্বতোভাবে শত্রুদিগকে উচ্ছেদের জন্য আগমন করুন। (১ম—৩৯সূ—৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

পর্ব্বতান্ মেরুহিমবদাদীন প্রবেপয়ন্তি। মরুতঃ প্রকর্ষেণ কম্পয়ন্তি। বনস্পতীন্ বটাশ্বত্থাদীন্ বিবিঞ্চন্তি পরস্পরবিযুক্তান্ কুর্ব্বন্তি। হে মরুতো দেবাসো দেবাঃ সর্ব্বয়া বিশা প্রজয়া সহিতা যূয়ং প্রো আরত। প্রকর্ষেণৈব সর্ব্বতো গচ্ছত। তত্র দৃষ্টান্তঃ। দুর্ম্মদা ইব যথা মদোন্মত্তাঃ স্বেচ্ছয়া সর্ব্বতঃ ক্রীড়ন্তি তদ্বৎ॥

বেপয়ন্তি টুবেপৃ কম্পনে। বেপমানান্ প্রযুঙ্ক্তে। হেতুমণিচ্। বিঞ্চন্তি। বিচিব্ পৃথগ্‌ভাবে। রুধাদিত্বাৎ শ্নং। শ্নসোরল্লোপ ইত্যাকারলোপঃ। বনস্পতীন্। বনানাং পতয়ো বনস্পতয়ঃ। পারস্করাদিত্বাৎ সুট্। বনস্পতি শব্দাবাদ্যুদাত্তৌ। উভে বনস্পত্যাদিষু যুগপদিতি পূর্ব্বোত্তরপদয়োর্যুগপৎ প্রকৃতিস্বরত্বং। আরত। ঋ গতৌ। লঙিমধ্যম-

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

মরুদ্গণ মেরু ও হিমবত্তাদি পর্ব্বতসমূহকে প্রকৃষ্টরূপে কম্পান্বিত করেন (অর্থাৎ প্রবল বাতাসে মেরু ও হিমালয় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও সুবৃহৎ পর্ব্বতসমূহ কম্পান্বিত হয়।) মরুদ্গণ, বনস্পতিসমূহকে অর্থাৎ বটাশ্বত্থাদিকে (বৃহৎ মহীরুহসমূহকে) পরস্পর বিযুক্ত করিয়া থাকেন। হে মরুদ্দেবগণ! আপনারা প্রজাগণের সহিত প্রকৃষ্টরূপে সর্ব্বত্র গমন করেন। তদ্বিষয় (মরুদ্গণের গমন সম্বন্ধে) দৃষ্টান্ত উক্ত হইতেছে। মরুদ্গণ কিরূপে গমন করেন?—না, মদোন্মত্তগণ যেরূপ সর্ব্বত্র যথেচ্ছ ক্রীড়া করিয়া থাকে, সেইরূপে (গমন করেন)।

"বেপয়ন্তি" পদের টুবেপৃ (বেপৃ) ধাতু কম্পনার্থে প্রযুক্ত। 'বেপমানান প্রযুঙ্ক্তে' এই বাক্যে হেত্বর্থে 'ণিচ্' প্রত্যয়। "বিঞ্চন্তি" পদের 'বিচির্' (বিচ্) ধাতু পৃথগ্‌ভাব-অর্থজ্ঞাপক। রুধাদিত্ব হেতু তদুত্তর 'শ্নম্' প্রত্যয়। 'শ্নসোরল্লোপ' এই নিয়মে ইহার অকারের লোপ হইয়াছে। "বনস্পতীন্"—'বনসমূহের পতি' এই বাক্যে বনস্পতয়ঃ পদ নিষ্পন্ন। পারস্করাদিত্ব হেতু সুট্ প্রত্যয়। বনস্পতি শব্দের আদিস্বর উদাত্ত। 'উভে-বনস্পত্যাদিষু যুগপৎ' ইত্যাদি নিয়মে পূর্ব্বোত্তর উভয় পদে যুগপৎ প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "আরত" পদের ঋ-ধাতু গত্যর্থমূলক। 'লঙিমধ্যমবহুবচনে বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি নিয়মে

বহুবচনে বহুলং ছন্দসীতি শপো লুগভাবঃ। যদ্বা লুঙ্। সর্ত্তিশাস্ত্যর্ত্তিভ্যশ্চ। পা০ ৩।১।৫৬। ইত্যঙ্। আডজাদীনামিত্যাডাগমঃ। আটশ্চ। পা০ ৬।১।৯০। ইতি বৃদ্ধিঃ। দেবাসঃ। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। সর্ব্বয়া। সর্ব্বস্য সুপি। পা০ ৬।১।১৯১। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। বিশা। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং॥ (১ম—৩৯সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়েঽষ্টাদশো বর্গঃ॥

পঞ্চম (৪৭৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত দুইটী পদ ও একটী উপমা বিশেষ সমস্যামূলক। সেই পদ দুইটী—'পর্ব্বতান্', 'বনস্পতীন্'; এবং উপমাটি—দুর্ম্মদা ইব'। এই তিনের মধ্যে আবার 'দুর্ম্মদা ইব' উপমাটি সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যা উপস্থিত করে। প্রথম দুইটী পদে, ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতের প্রসঙ্গই সহসা মনে উদিত হয়; এবং ঝড়-ঝঞ্ঝাবাতে হিমালয়াদি পর্ব্বতকে বিচালিত করে ও অশ্বত্থ-বটাদি বৃক্ষকে উৎপাটিত করে,—এই ভাবই গ্রহণ করা হইয়া থাকে। উপমাটিতে, মরুদ্দেবগণ যে মদোন্মত্ত ও উন্মাদ, তাহাই খ্যাপন করা হয়। *

লঙ্-বিভক্তি হেতু শপের লোপ হয় নাই। অথবা, উহাতে লুঙ্ বিভক্তি হইয়াছে। 'সর্ত্তিশাস্ত্যর্ত্তিভ্যশ্চ' (পা০ ৩।১।৫৬) এই পাণিনীর সূত্রানুসারে অঙ্ আদেশ হইয়াছে। (অতঃপর) 'আডজাদীনাং' ইত্যাদি নিয়মে আটের আগম হইয়াছে। 'আটশ্চ' (পা০ ৬।১।৯০) এই নিয়মে বৃদ্ধি হইল। "দেবাসঃ" পদে আমন্ত্রিত হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সর্ব্বয়া" পদে 'সর্ব্বস্য সুপি' (পা০ ৬।১।১৯১) ইত্যাদি নিয়মে আদিস্বর উদাত্ত। "বিশা" পদে 'সাবেকা চ' নিয়মানুসারে বিভক্তির স্বর উদাত্ত। (১ম—৩৯সূ—৫ঋ)।

প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় অধ্যায়ে অষ্টাদশ বর্গ সমাপ্ত।

* প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহে এই ভাবই পরিব্যক্ত। সায়ণের অনুসরণেই অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ ঋকের অর্থে লিখিয়া গিয়াছেন,—"মরুদ্গণ পর্ব্বতসকলকে বিলক্ষণরূপে কম্পিত করেন এবং বৃক্ষসকলকে ভগ্ন ও পরস্পর বিযুক্ত করেন। হে মরুদ্দেবগণ, সমস্ত প্রজার সহিত আপনারা সকল দিকে গমন করুন, যেমন মদমত্ত পুরুষেরা স্বীয় ইচ্ছাতে সর্ব্বত্র ক্রীড়া করে।" ম্যাক্সমূলার আরও একটু উপরে উঠিয়াছেন; তিনি আর 'মদমত্ত-পুরুষ' না বলিয়া একেবারেই 'উন্মাদের ন্যায়' (like madmen) লিখিয়াছেন। ঋকটীর তাঁহার অনুবাদ এই;—"They make the rocks tremble, they tear assunder the kings of forests. Come on, Maruts, like madmen, ye gods, with your whole tribe." আর অধিক দেখান নিষ্প্রয়োজন।

মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত। উহার প্রথমাংশে যে ভাব ব্যক্ত আছে, তদ্বিষয় আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকের ব্যাখ্যার সময় বিবৃত করিয়াছি। 'পর্ব্বতান্‌' পদ এবং 'বনস্পতীন্‌' পদ যে এখানে রূপকে ব্যবহৃত হইয়াছে, তৃতীয় মন্ত্রান্তর্গত 'স্থিরং' ও 'গুরু' পদদ্বয়ের ভাব যে এখানে পরিস্ফুট রহিয়াছে, তাহাই প্রতীত হয়। ফলতঃ, মানুষের শত্রু-সম্পর্কই ঐ দুই পদ গুরুত্বের ও স্থিরত্বের ভাব লইয়া প্রকটিত আছে। যে শত্রু বনস্পতির ন্যায় দৃঢ়মূল হইয়া রহিয়াছে, আর যে শত্রু পর্ব্বতের ন্যায় গুরুভার বক্ষে চাপাইয়া রাখিয়াছে; সেই দুই শত্রুকে দেবগণ উন্মূলিত ও অপসারিত করেন। দেবগণের সেই মাহাত্ম্য-তত্ত্বই এখানে পরিবর্ণিত হইয়াছে। আমরা মনে করি,—মন্ত্রের প্রথম অংশের (প্রথম পংক্তির) ইহাই মর্ম্মার্থ।

অতঃপর দ্বিতীয় অংশটীর প্রতি লক্ষ্য করুন। দুই প্রকার অন্বয়ে (দুই প্রকার অর্থে) উহার মধ্যে আমরা একই ভাব প্রাপ্ত হই। সমস্যা-মুলক "দুর্ম্মদা ইব" যে পদ, তাহা শত্রু-পক্ষেও প্রযুক্ত হইতে পারে; আবার ঐ পদ দেব-পক্ষে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়াও মনে করিতে পারি। ঐ পদে (আপনি) 'মদমত্ত' অথবা (অন্যের) 'অধর্ষণীয়'— এই দুই প্রকার অর্থ আমনন করা যায়। প্রথমতঃ, 'দুর্ম্মদ' পদে যদি উচ্ছৃঙ্খলার ভাব গ্রহণ করি, ঐ পদে যদি 'মদোন্মত্ত' 'উন্মাদ' প্রভৃতি প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হয়, তাহা হইলে ঐ পদ শত্রুসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করা যায়। তাহাতে অর্থ হয় (আমাদের 'অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা' ও বঙ্গানুবাদ দেখুন),—'শত্রুরা মদোন্মত্ত হইয়া বিচরণ করিতেছে; হে দেবগণ! আপনারা তাহাদিগের উচ্ছেদ-সাধনার্থ আগমন করুন।' দ্বিতীয়তঃ, ঐ পদে যদি 'অধর্ষণীয়' অর্থ গ্রহণ করি, তাহা হইলে ঐ পদ দেব-পক্ষে প্রযুক্ত আছে বলিয়া মনে করা যায়। আর, তাহাতে বড় এক সুন্দর ভাব পাইতে পারি। দেবগণ বা দেবভাব-সমূহ—সত্যই তো শত্রুর অধর্ষণীয়। শত্রুর কি ক্ষমতা যে, দেবভাবকে নষ্ট করে? সেই অধর্ষণীয় দেবগণ বা দেবভাবসমূহ যদি মানুষের সহিত সম্মিলিত হয়, তাহা হইলে মানুষের কি আর ভাবনা থাকে কিছু? এখানে এ মন্ত্রে তাই প্রার্থনা করা হইতেছে,—'দেবগণ! আপনারা

আসুন ;—শত্রুগণের অধর্ষণীয় আপনারা তাহাদের উচ্ছেদ-সাধনের জন্য আমাদের হৃদয়ে আসিয়া আসন গ্রহণ করুন।'

যেদিক দিয়াই দেখি না কেন, মন্ত্রের লক্ষ্য,—হৃদয়ে দেবতার অধিষ্ঠান—অন্তরে দেবভাবের বিকাশ। 'হিংস্র যে শত্রুগণ হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহাদিগকে উন্মূলিত করিয়া, যে শত্রুগণের গুরু আক্রমণ পাষাণের ন্যায় চাপিয়া বসিয়াছে, তাহাদিগকে অপসারিত করিয়া, দেবগণ আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হউন।' ইহাই মন্ত্রের প্রার্থনা। সকল দিক হইতেই এই ভাবই পরিস্ফুট হয়। (১ম—৩৯সূ—৫ঋ)।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। উনচত্বারিংশৎ-সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

উপো রথেষু পৃষতীরযুগ্ধ্বং প্রষ্টির্বহতি রোহিতঃ

আ বো যামায় পৃথিবী

চিদশ্রোদবীভয়ন্ত মানুষাঃ ॥ ৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

উপো ইতি। রথেষু। পৃষতীঃ। অযুগ্ধ্বং। প্রষ্টিঃ। বহতি। রোহিতঃ।

আ। বঃ। যামায়। পৃথিবী।

চিৎ। অশ্রোৎ। অবীভয়ন্ত। মানুষাঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

যদা 'রথেষু' (সত্ত্বভাবস্য আধারভূতেষু অন্তঃকরণেষু) 'পৃষতীঃ' (অভীষ্টবর্ষকা দেবাঃ, মরুদ্গণা ইতি যাবৎ) 'অযুগ্ধ্বং' (যোজিতবন্তঃ, সম্বন্ধবিশিষ্টাঃ সন্তি ইতি ভাবঃ), তদা 'প্রষ্টিঃ' (জিজ্ঞাসুঃ, অনুসন্ধিৎসুঃ জনঃ) 'রোহিতঃ' (জ্ঞানকিরণান্) 'উপ উ' (সামীপ্যেন এব) 'বহতি' (নয়তি, প্রাপ্নোতি); হে দেবাঃ! 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'যামায়' (গমনায়, হৃৎসম্বন্ধ-পরিত্যাগায়) 'পৃথিবী' (মেদিনী) 'চিৎ' (নিশ্চিতং) 'আশ্রোৎ' (প্রকম্পিতা ভবতি), 'মানুষাঃ' (দেবসম্বন্ধহীনা জনাঃ) 'অবীভয়ন্ত' (ভীতা ভবন্তি, শমনভয়েন ইতি শেষঃ)। হৃদয়ো যদা দেবভাবপূর্ণো ভবতি, তদা পূর্ণজ্ঞানলাভেন নরো মুক্তিং প্রাপ্নোতি। দেব-সম্বন্ধহীনস্য জনস্য সদৈব মরণস্য আতঙ্কোঽস্তি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৯সূ—৬ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

যখন সত্ত্বভাবের আধারস্থানীয় অন্তঃকরণে (মনোরথে) অভীষ্ট-পূরণকারী দেবগণ সম্বন্ধবিশিষ্ট হন; তখন অনুসন্ধিৎসু জন, জ্ঞানকিরণ-নিবহকে সমীপেই প্রাপ্ত হয়েন; (অর্থাৎ, হৃদয়ে দেবভাবসমূহের সঞ্চার হইলেই তত্ত্বানুসন্ধিৎসু জন জ্ঞানময়ের সামীপ্য লাভ করেন)। হে দেবগণ! আপনারা হৃদয় হইতে চলিয়া গেলে, পৃথিবী নিশ্চিত প্রকম্পিত হয়, এবং মনুষ্যগণ শমন ভয়ে ভীত হইয়া থাকে (প্রার্থনার ভাব এই যে, আপনারা হৃদয়ে চির-অধিষ্ঠিত হউন)। (১ম—৩৯সূ—৬ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ। রথেষু ভবদীয়েষু পৃষতীর্বিন্দুযুক্তামৃগীরূপোসামীপ্যেনৈবাযুগ্ধ্বং। যোজিতবন্তঃ। প্রষ্টিরেতৎ সংজ্ঞকোবাহনত্রয়মধ্যস্থো যুগাবশেষঃ। রোহিতোমৃগাবান্তর-জাতির্লোহিতবর্ণোবহতি। রথং নয়তি। বো যুষ্মাকং যামায় গমনায় পৃথিবী চিৎ অন্তরিক্ষ-মপ্যাশ্রোৎ। অভিমুখ্যেনাশৃণোৎ। অনুজানাতীত্যর্থঃ। পৃথিবীত্যন্তরিক্ষনাম। পৃথিবী ভূঃ স্বয়ং ভিত্তিত্রামসু পাঠাৎ। মানুষা ভূলোকবর্ত্তিনঃ পুরুষা অবীভয়ন্ত। স্বয়ং ভীতাঃ সন্তোঽন্যেষামপি ভীতিমুৎপাদিতবন্তঃ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ! আপনাদিগের রথে বিন্দুযুক্ত (নানা বর্ণবিশিষ্ট) মৃগী সংযোজিত হয়। বাহনত্রয়মধ্য স্থিত যুগবিশেষকে প্রষ্টি কহে। (সেই যুগে যুক্ত) লোহিতবর্ণ মৃগ আপনাদিগের রথ সংবাহন করে। আপনাদিগের গমনের জন্য পৃথিবী অর্থাৎ অন্তরিক্ষ অভিমুখে ধ্বনন শ্রুত হয় (তদ্দ্বারা আপনাদের গতি লোকে জানিতে পারি)। পৃথিবী, ভূ, স্বয়ং প্রভৃতি অন্তরিক্ষ নাম মধ্য পঠিত হওয়ায় পৃথিবী পদে অন্তরিক্ষ বুঝায়। ভূলোকবাসী পুরুষগণ (আপনাদের গমনে) ভীত হয়। তাহাতে অপরের ভীতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উপো ইতি নিপাতস্বর সমুদায়াত্মকমন্তরিপাতান্তবং। ওৎ। পা০ ১।১।১৫। ইতি প্রগৃহ্যত্বং। অযুগ্ধ্বং। লুঙিছন্দোছলি। পা০ ৮।২।২৬। ইতি সকারস্য লোপঃ। চোঃ কুরিতি কুত্বং। রোহিতঃ। রুহেরশ্চ লো বা। উ০ ৩।৯৩। ইতীতন্ প্রত্যয়ান্তঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ যামায়। যমের্ভাবে ঘঞ্। কর্ষাত্বত ইত্যন্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে বৃষাদিষু পাঠাদাদ্যুদাত্তত্বং। অশ্রোৎ। শ্রু শ্রবণে। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। অবীভয়ন্ত। ঞিভীভয়ে। ভীস্ম্যোর্হেতুভয়ে। পা০ ১।৩।৬৮। ইত্যাত্মনেপদং। বিভেতের্হেতুভয়ে। পা০ ৬।১।৫৬। ইত্যাত্বস্য বিকল্পিতত্বাৎ পক্ষে ভিয়োহেতুভয়ে ষুক্। পা০ ৭।৩।৪০। ইতি ষুক্। প্রাপ্নোতি। উত্ত ক্রিয়তে আগমানুশাসনস্যানিত্যত্বাৎ। গো চঙ্যুপধাহ্রস্বঃ।দি পা০ ৮.৪।১ ॥ ৬ ॥

ষষ্ঠ (৪৭৬) ঋকের বিশদার্থ।

প্রচলিত সকল প্রকার ভাষ্য ও ব্যাখ্যা হইতে আমাদের ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিল। কোথায় বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট মৃগীগণ মরুদ্দেবগণের রথ টানিয়া চলিবে; কোথায় আবার তাহাদের সঙ্গে আর একটা রক্তবর্ণ প্রধান হরিণ মধ্যস্থলে যুক্ত থাকিবে; কোথায় তিন হরিণের রথে মরুদ্দেবগণ প্রয়াণ করিবেন; আর, তাঁহাদের গমনে পৃথিবী গর্জ্জন শুনিতে পাইবে, মনুষ্যগণ ভীত হইয়া পড়িবে; কিন্তু সে সব কিছু না হইয়া এ আবার কি অর্থ হইল? যাঁহারা এ ঋকের অন্য কোনও ব্যাখ্যা দেখিবেন; এমন কি, সায়ণের ভাষ্যটিও একবার পড়িবেন;

"উপো ইতি" নিপাতনে সিদ্ধ। 'ওৎ' (পা০ ১।১।১৫) ইত্যাদি পাণিনীয় সূত্রানুসারে প্রগৃহ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ ইহাদের স্বরসন্ধি হয় নাই। "অযুগ্ধ্বং"। 'লুঙি ছন্দোছলি (পা০ ৮ ২ ২৬) সূত্রানুসারে সকারের লোপ হইয়াছে। 'চোঃ কুঃ' ইত্যাদি নিয়মানুসারে কুত্ব বিহিত। "রোহিতঃ"। 'রুহেরশ্চ লো বা' (উ০ ৩।৯৩) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে রুহ ধাতুর উত্তর ইতন্ প্রত্যয়। নিত্-হেতু প্রত্যয়ের আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "যামায়"। যম্ ধাতুর উত্তর ভাব বাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয়। 'কর্ষাত্বত' ইত্যাদি নিয়মে অন্তোদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইলেও বৃষাদিগণীয় মধ্যে পাঠ-হেতু উদাত্তত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। "অশ্রোৎ"। শ্রবণার্থক শ্রু ধাতু হইতে অশ্রোৎ পদ নিষ্পন্ন। 'বহুলং ছন্দসি' নিয়মে বিকরণের লুক্ হইয়াছে। "অবীভয়ন্ত"। ভীতি অর্থ-মূলক ঞিভী (ভীঃ) ধাতু হইতে এই পদ নিষ্পন্ন। 'ভীস্ম্যোর্হেতুভয়ে' (পা০ ১৩৬৮) এই সূত্রানুসারে আত্মনেপদ। 'বিভেতের্হেতুভয়ে' (পা০ ৬।১।৫৬) নিয়মানুসারে আত্বের বিকল্পিতত্ব পক্ষে 'ভিয়োহেতুভয়ে ষুক্' (পা০ ৭।৩৪০) সূত্রে ষুক্ প্রত্যয় হইয়াছে। "প্রাপ্নোতি।" 'তাহা করে না' এই অর্থে 'আগম-শাসন' ইত্যাদি নিয়মে আৎ; পরন্তু 'গো চঙ্যুপধাহ্রস্বত্বাদি' নিয়মে উপধার হ্রস্বত্ব হইয়াছে ॥ (১ম—৩৯সূ—৬ঋ)।

আমাদের ব্যাখ্যা দেখিয়া, তাঁহাদের মনে এইরূপ নানা প্রশ্ন স্বতঃই জাগিয়া উঠিবে। এক্ষেত্রে, আমাদের ব্যাখ্যায় প্রতিকূল যে মত প্রচলিত আছে, প্রথমে তাহার পরিচয় দিয়া তৎপরে আমাদের ব্যাখ্যার যুক্তিপরম্পরা প্রদর্শন করাই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। তাহাতে একটা বিচার-সিদ্ধান্তের অবসর সুধিগণ প্রাপ্ত হইবেন। প্রথমতঃ, এই মন্ত্রের দুইটী বাঙ্গালা অনুবাদ এবং একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(১) "হে মরুদ্গণ, আপনারা নিজ রথে চিত্রিত মৃগীসকল যোজিত করিয়াছেন। এই বাহনদিগের মধ্যবর্ত্তী প্রষ্টিনামক রক্তবর্ণ মৃগবিশেষ রথ বহন করে। পৃথিবীও আপনাদের গমন কালে আপনাদিগের গর্জ্জন শ্রবণ করেন এবং সেই গর্জ্জন শুনিয়া ভূলোকবাসী পুরুষেরাও ভীত হয়েন।"

(২) "তোমরা রথে পৃষত মৃগ যোজিত করিয়াছ, সুরক্ত মৃগ প্রষ্টি (বাহনত্রয় মধ্যস্থ যুগ) যুক্ত হইয়া রথ চালিত করিতেছে, অন্তরীক্ষ তোমাদিগের আগমনবার্ত্তা শুনিয়াছে এবং মানবেরা আতঙ্কে বিহ্বল হইয়াছে।"

(3) "You have harnessed the spotted deer to your chariots, a red one draws as leader; even the earth listened at your approach, and men were frightened."

এখন কোন্ পদ হইতে কি অর্থ আসিয়াছে, এবং কোন্ পদের কি অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, তাহার আলোচনা করিতেছি। মন্ত্রটির দুই পংক্তিতে দুইরূপ ভাব পরিব্যক্ত। তাহার মধ্যে প্রথম পংক্তিটিকে দুই উপবিভাগে বিভক্ত করা যায়। তাহার এক ভাগ—"উপো রথেষু পৃষতীর-যুগ্ধ্বং"; এবং অপর ভাগ—"প্রষ্টির্ব্বহতি রোহিতঃ।" প্রথম ভাগের আলোচ্য প্রথম পদ—'পৃষতীঃ'। ঐ পদে চিত্রবিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট হরিণ অর্থ গ্রহণ করা হয়। আমরা ঐ পদে অভীষ্টবর্ষণকারী দেবগণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ঐ পদে 'অভীষ্টবর্ষণশীল' অর্থ যে গৃহীত হইতে পারে, পূর্ব্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।* দ্বিতীয় পদ—"রথেষু"। ঐ পদের মর্ম্মার্থও পূর্ব্বে নানাস্থানে ব্যক্ত করিয়াছি।† ঐ পদ সর্ব্বত্রই মনঃসম্বন্ধযুত।

* এই মণ্ডলেরই ৩৭ সূক্তের দ্বিতীয় ঋকে "পৃষতীভিঃ" পদের ব্যাখ্যায় (১৯১১ পৃষ্ঠায়) ঐ পদের অর্থ অনুধাবন করুন। তার পর, "পৃষতীঃ" বহুবচনের পদ; উহাতে দুইটী হরিণ অর্থই বা কেমন করিয়া আসিতে পারে?

† 'রথ', 'রথে', 'রথেষু' পদে আমরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে (১ম—৬সূ—১ঋ, ১ম—৩৮সূ—১২ঋ, ১ম—৩৭সূ—১ঋ) যে অর্থ লিখিয়াছি, এখানেও তাহাই অনুসরণীয়।

'রথ' বলিতে, সর্ব্বত্রই 'মনোরথ' অর্থ গ্রহণ করা যায়। 'অযুগ্ধ্বং' পদে যোজনার ভাবই গ্রহণ করি। এ পক্ষে "রথেষু পৃষতীরযুগ্ধ্বং" বাক্যের ভাব সহজেই পরিগৃহীত হয় না কি? উহার অর্থ হয় না কি—'মনোরূপ রথে যখন দেবভাবসমূহ সংযুক্ত হয়?' আমরা বলি, ইহাই ঐ মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্য। মন্ত্রাংশের দ্বিতীয় বিভাগে সমস্যামূলক পদ—"প্রষ্টিঃ" ও "রোহিতঃ"। 'প্রষ্টিঃ' পদের অর্থে সায়ণ লিখিয়াছেন—'বাহনত্রয়ের মধ্যবর্ত্তী যুগ-বিশেষ'। 'রোহিতঃ' পদে 'রক্তবর্ণ হরিণকে' বুঝাইতেছে—ইহাই তাঁহার অভিমত। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে কেহ বা 'প্রষ্টিঃ' পদে 'হরিণ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে—'রোহিতঃ' পদ 'প্রষ্টিঃ' পদের বিশেষণরূপে রক্তবর্ণ অর্থ ব্যক্ত করিতেছে।* কেহ বা 'প্রষ্টিঃ' পদে শকট এবং 'রোহিতঃ' পদকে তাহারা বিশেষণ মনে করিয়াছেন। তাহাতে, 'রক্তবর্ণ শকট সংবাহিত হইতেছে'—এইরূপ ভাব আসিয়াছে। যাহা হউক, এখন আমাদের অর্থ কি ভাবে অধ্যাহৃত হয়, দেখা যাউক। 'প্রষ্টিঃ' পদের উৎপত্তিমূল—'প্রচ্ছ' ধাতু। ঐ ধাতুর অর্থ—'জিজ্ঞাসা করা'। এই হইতে 'প্রষ্টা' পদের 'জিজ্ঞাসু' 'অনুসন্ধিৎসু' অর্থ প্রচলিত আছে। 'প্রষ্টিঃ' ও 'প্রষ্টা' একই ভাব প্রকাশ করে। 'প্রষ্টিঃ' পদ একবচনান্ত; 'বহতি' তাহার ক্রিয়াপদ। তাহাতে 'প্রষ্টিঃ বহতি' বাক্যে 'জিজ্ঞাসু তত্ত্বানুসন্ধিৎসু জন বহন করেন বা আনয়ন করেন'

---

* পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ বা ঐ ভাবেই অর্থ অনুরূপে অধ্যাহার করিয়াছেন। ম্যাক্সমূলার বলেন,—তিনটী হরিণের যে প্রধান, 'প্রষ্টিঃ' পদে তাহাকেই লক্ষ্য করে, 'প্রষ্টিঃ' অর্থ—পরিচালক (leader)। 'লুডুইক' এ বিষয়ে নানা প্রকার গবেষণা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন,—'দক্ষিণ পার্শ্বের ঘোটককে 'অশ্ব' কহে, বাম-পার্শ্বের ঘোটক 'বাজী' নামে অভিহিত হয়, এবং সম্মুখের ঘোটককে 'সপ্তি' বলে।' লাট্যায়ন (২৭।৩) 'প্রষ্টিঃ' পদে দুই পার্শ্বের ঘোটক অর্থ নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (১।৭।৮) প্রমাণ উদ্ধারে সায়ণ প্রতিপন্ন করেন,—প্রথমে 'প্রষ্টিঃ' পদে 'ত্রিপদ' (তেপায়া) বুঝাইত; কোনও পাত্র রাখিবার উদ্দেশে উহার ব্যবহার ছিল। তাহা হইতে ঐ পদে তিন ঘোড়ার গাড়ী বুঝায়। এ পক্ষে 'রোহিতঃ' ও 'প্রষ্টিঃ' পদ-পদদ্বয়ে 'লাল গাড়ী' বুঝাইয়া থাকে। আবার অষ্টম মণ্ডলের সপ্তম-সূক্তের ২৮শ ঋকে 'প্রষ্টিঃ' শব্দের অর্থে সায়ণ যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে 'দ্রুতগতির ভাব' বা 'অভিমুখে যুজ্যমান' অর্থ পাওয়া যায়। 'প্রষ্টিঃ' ও 'রোহিতঃ' পদদ্বয়ের অর্থ বিষয়ে এতই মতান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। Vide, Notes on Prashti by Max-Muller in his "Sacred Books of the East."

অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখন, দেখা যাউক, তিনি কি বহন করেন বা কি আনয়ন করেন? তাহার উত্তরে 'রোহিতঃ' পদ প্রযুক্ত। আমরা বলি—উহা 'রোহিৎ' শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনের পদ। গতি বা উৎপত্তি অর্থমূলক 'রুহ' ধাতু হইতে 'রোহিৎ' শব্দ নিষ্পন্ন। ঐ শব্দে সূর্য্যকে বুঝায়; ঐ শব্দে জ্ঞান-কিরণ অর্থ আসে। তাহা হইলেই এখন বুঝিয়া দেখুন, "উপো প্রষ্টির্বহতি রোহিতঃ" বাক্যে 'তত্ত্বানুসন্ধিৎসু জন আত্ম-সমীপে জ্ঞানকিরণ বহন করেন বা প্রাপ্ত হন' অর্থ হয় কি না? এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই আমরা ঐ মন্ত্রাংশের অর্থ করিলাম,—'তত্ত্বানু-সন্ধিৎসুগণ জ্ঞানময়ের সামীপ্যলাভ করেন।' একটু অনুধাবন করুন; অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন, কি নিত্যসত্যতত্ত্বই মন্ত্রের প্রথমাংশের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

এক্ষণে মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তির বিষয় বিবেচনা করা যাউক। মূলে আছে—'পৃথিবী' পদ। সায়ণ প্রতিবাক্যে 'অন্তরিক্ষ' লিখিয়াছেন। তদনুসারে ব্যাখ্যাকারগণও, 'পৃথিবী' পদের প্রতিবাক্যে, কেহ বা পৃথিবীই রাখিয়াছেন, কেহ বা অন্তরিক্ষ পদই গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা এখানে 'মেদিনী' বা 'ইহলোক' অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। 'যামায়' পদে গতি বুঝায়। আমরাও সেই অর্থই লইয়াছি। কিন্তু এক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যামূলক পদ—'আশ্রোৎ'। 'শ্রু' ধাতু উহার উৎপত্তিমূল। তদনুসারে 'শ্রবণ করার' ভাবই অধ্যাহৃত হয় বটে। তাহাতে, কেহ বা 'আগমনবার্ত্তা শ্রবণের' ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা এখানে, 'কম্পনের ভাব' অনুমান করি। 'পৃথিবী গর্জ্জন শুনিতেছে, মানুষ ভীত হইতেছে'—এরূপ স্থলে 'পৃথিবী কাঁপিতেছে বা মানুষ ভয়ে কাঁপিতেছে' এই ভাবই আসে। পৃথিবীর শ্রবণ বা কম্পন বলিতে, মানুষের বা প্রাণিগণের শ্রবণ বা কম্পন বুঝাইয়া থাকে। আমরা তাই "আশ্রোৎ" পদের প্রতিবাক্যে ভাবে "প্রকম্পিতা ভবতি" পদ প্রয়োগ করিয়াছি। * এই ঋগ্বেদের এই মণ্ডলেই যে এইরূপ অর্থে 'শ্রু' ধাতুর

---

* পাশ্চাত্যদেশের কয়েক জন পণ্ডিত এই অর্থই গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে প্রমাণ-স্বরূপ ম্যাক্সমূলারের 'নোট' হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।—"Aufrecht derives 'ASROT' from 'SRU', to shake, without necessacity.........

প্রয়োগ না পাওয়া যায়, তাহা নহে। এই মণ্ডলের ১২৭ম সূক্তের তৃতীয় ঋকে কম্পন অর্থে 'শ্রুবৎ' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। * "মানুষাঃ" এবং "অবীভয়ন্ত" পদদ্বয় সম্বন্ধে ভাষ্যের অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। পদগত এই সকল অর্থের ও ভাবের বিষয় বিচার করিয়া, এখন বুঝিয়া দেখুন দেখি,—মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তিতে আমরা যে অর্থ আমনন করিয়াছি, তাহাই ঠিক কি না।

মন্ত্রে মনুষ্যগণের নিকট দেবগণের আগমনের এবং তাঁহাদের নিকট হইতে বহির্গমনের বিষয়ই বিবৃত হইয়াছে। দেবগণ যখন আমাদের মধ্যে আগমন করেন, প্রতিষ্ঠিত হন, তখনই বা আমাদের কি অবস্থা হয়; আর তাঁহারা যখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যান, তখনই বা আমাদিগের কি দুর্দ্দশা হয়;—মন্ত্রের দুই পংক্তিতে সেই দুই অবস্থার আভাষ দেওয়া হইয়াছে। আমাদের মনোরথে আমরা যখন দেবগণকে অধিষ্ঠিত করিতে পারি, তখনই আমাদিগের শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা থাকে; আর যখন আমরা তাঁহাদিগের সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ি, তখনই আমাদিগকে বিষম আতঙ্কে আত্মহারা হইতে হয়।

প্রার্থনা-পক্ষে এ ঋকের মর্ম্ম এই যে,—'হে দেবগণ! আপনারা আমাদিগের মনোরথে অধিষ্ঠিত থাকুন; আমরা আপনাদিগের সামীপ্য-লাভে কৃতকৃতার্থ হই। আমাদিগের নিকট হইতে দূরে যাইয়া আপনারা আর পৃথিবীকে কাঁপাইবেন না,—আমাদিগকে মরণের বিভীষিকার মধ্যে ফেলিয়া চির-যাতনা ভোগ করাইবেন না।' আমরা মনে করি, এ ঋক এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বই প্রকাশ করিতেছে। (১ম—৩৯সূ—৬ঋ)।

Ludwig also remarks that 'ASRAT' might be translated by the earth trembled or vibrated."

* মন্ত্রাংশ,—"বীলুচিদ্যস্তসমৃতো শ্রুবদ্বনেবযর্থিরং।" উহার ইংরাজী অনুবাদ (ম্যাক্সমূলারের),—"At whose approach even what is firm and strong will shake, like the forests." ম্যাক্সমূলার এখানে কম্পন (shaking) অর্থ ধরিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহার অনুসরণকারী ওল্ডেনবর্গ ঐ স্থানে ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়ার ভাব আমনন করিয়াছেন। আমরা কম্পন অর্থই সমীচীন বলিয়া মনে করি।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনচত্বারিংশৎ-সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

আ বো মক্ষূ তনায় কং রুদ্রা অবো বৃণীমহে।

গন্তা নূনং নোঽবসা যথা পুরেত্থা কণ্বায় বিভ্যুষে ॥৭॥

• . •

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। বঃ। মক্ষু। তনায়। কং। রুদ্রাঃ। অবঃ। বৃণীমহে।

গন্ত। নূনং। নঃ। অবসা। যথা। পুরা। ইত্থা। কণ্বায়। বিভ্যুষে ॥৭॥

• . •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'রুদ্রাঃ' (হে কঠোরভাবাপন্না দেবাঃ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'মক্ষূ' (ক্ষিপ্রং) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'তনায়' (বিস্তারার্থং, অস্মং প্রতি ইতি যাবৎ) 'কং' (কিম্প্রকারং) 'অবঃ' (রক্ষণং) 'বৃণীমহে' (প্রার্থয়ামহে) ; যেন উপায়েন বয়ং যুষ্মাকং সান্নিধ্যং লভামহে, তৎশিক্ষাং দত্ত ইতি ভাবঃ। 'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'পুরা' (চিরকালং) 'বিভ্যুষে' (পরিত্রাণনিমিত্তং ভীতিযুক্তায়) 'কণ্বায়' (অকিঞ্চনায় জনায়) ত্রায়ন্তি, 'ইত্থা' (অনেন প্রকারেণ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'অবসা' (রক্ষণনিমিত্তেন) 'নূনং' (ক্ষিপ্রং, ইদানীং) 'গন্তা' (আগচ্ছত)। ভয়ব্যাকুলঃ পরিত্রাণকামী যথা যুষ্মান্ প্রাপ্নোতি, তদ্বৎ বয়ং যেন যুষ্মদ্ সামীপ্যং প্রাপ্নুমঃ তদনুগ্রহং কুরুত। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৯সূ—৭ঋ)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

হে কঠোরভাবাপন্ন দেবগণ! সর্ব্বতোভাবে শীঘ্র (আমাদিগের প্রতি) আপনাদিগের বিস্তারের জন্য কি প্রকার রক্ষাকে প্রার্থনা করিব? (অর্থাৎ, কি প্রকারে আমরা রক্ষা প্রাপ্ত হইলে, আপনারা আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হইবেন, তাহা জানাইয়া দেন ; তাহা জানিলে, তদনুবর্ত্তী হইতে চেষ্টা পাইব)। পরিত্রাণ-নিমিত্ত ভয়ব্যাকুল অকিঞ্চন জনকে চিরকাল যে ভাবে পরিত্রাণ করিয়া আসিতেছেন, আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত সেইভাবে শীঘ্র আগমন করুন। (১ম—৩৯সূ—৭ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে রুদ্রাঃ। রুদ্রপুত্রা মরুতঃ। তনায় কং। অস্মদীয়পুত্রার্থং মক্ষু শীঘ্রং বো যুষ্মদীয়মবো রক্ষণমাবৃণীমহে। সর্ব্বতঃ প্রার্থয়ামঃ। মক্ষ্বিতি ক্ষিপ্রনাম। মক্ষ্বিতি তন্নামসু পঠিতত্বাৎ। পুরা পূর্ব্বস্মিন্‌কালে কর্ম্মান্তরেষু নোঽস্মাকমস্মদীয়রক্ষণেন নিমিত্তেন যূয়ং যথা প্রাপ্তবন্তঃ। ইত্থানেন প্রকারেণ বিভ্যুষে ভীতিযুক্তায় কণ্বায় মেধাবিনে যজমানায় তদনুগ্রহার্থং নূনং ক্ষিপ্রং গন্তাঃ। প্রাপ্নুত॥

মক্ষু। ঋচি তুনুঘমক্ষুতঙ্‌ কুত্রোরুষ্যাণামিতি দীর্ঘঃ। তনায় তনোতীতি তনঃ। পচাদ্যচ্‌। বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বা তনয়শব্দেঽস্য্‌ ইত্যাগু লোপশ্ছান্দসঃ। কমিত্যেতৎ-পাদান্তে প্রযুজ্যমানং পাদপূরণং। শিশিরং জীবনায় কমিতিবৎ। উক্তঞ্চ। অথাপি পাদপূরণাঃ কমীমিদ্বিতীতি। রুদ্রাঃ। রোদয়ন্তীতি রুদ্রাঃ। রোদের্ণিলুক্‌ চেতি রক্‌ প্রত্যয়ঃ। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। গন্তাঃ। লোটি বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্‌। তপ্তনবিত্যাদিনা তবাদেশঃ। অতঃ পিত্বাদনুনাসিকলোপাভাবঃ। বিভ্যুষে। বিভেতেলিটঃ কসু। বস্বেকাজাদ্বসামীতি নিয়মাদিড়ভাবঃ। চতুর্থ্যেকবচনে বসোঃ সম্প্রসারণমিতি সম্প্রসারণং। পরপূর্ব্বত্বং। শাসিবসিঘসীনাং চেতি ষত্বং॥ (১ম—৩৯সূ—৭ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে রুদ্রপুত্র মরুদ্গণ! আমাদিগের পুত্রগণের নিমিত্ত আপনাদিগের রক্ষণ সত্বর সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনা করিতেছি। (মক্ষু প্রভৃতি ক্ষিপ্র নাম-গণের মধ্যে পঠিত হওয়ায় মক্ষু পদে ক্ষিপ্র বুঝায়)। পূর্ব্বকালে কর্ম্মান্তরে আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত যেরূপে আমরা আপনাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; সেই প্রকারে ভীতিযুক্ত মেধাবী যজমানের অনুগ্রহের নিমিত্ত আপনারা সত্বর আগমন করুন।

"মক্ষু"। 'ঋচি তুনুঘমক্ষুতঙ্‌' ইত্যাদি নিয়মে দীর্ঘ। "তনায়"। 'তন অর্থাৎ রক্ষা করে' এই অর্থে তনঃ পদ নিষ্পন্ন। পচাদিগণীয় বলিয়া অচ্‌ প্রত্যয়। বৃষাদিগণ মধ্যে পাঠ হেতু প্রত্যয়ের আদিস্বর উদাত্ত। অথবা শব্দবাচী তনয় পদে ছান্দস-হেতু অয়্‌-এর লোপ হইয়াছে। "কং"। এই পদটী পাদপূরণ জন্য পাদান্তে প্রযুক্ত হইয়াছে। যেমন—'শিশিরং জীবনায় কং' ইত্যাদি। এতদ্বিষয়ে উক্ত হইয়াছে,—'অথাপি পাদপূরণাঃ কমীমিদ্বিতীতি।' অর্থাৎ অথ, অপি প্রভৃতির ন্যায় কং, ইতি প্রভৃতি পাদপূরণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "রুদ্রাঃ"। 'রোদন করে' এই অর্থে রুদ্রাঃ পদ নিষ্পন্ন। 'রোদের্ণিলুক চ' ইত্যাদি নিয়মে রক্‌ প্রত্যয়। আমন্ত্রিত-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাত হয় নাই। "গন্তাঃ"। লোটে বিভক্তি হেতু 'লোটে বহুলং ছন্দসি' নিয়মানুসারে শপের লোপ হইয়াছে। 'তপ্তনব' ইত্যাদি নিয়মে তবাদেশ। পিত্ব-হেতু অনুনাসিকের লোপ হয় নাই। "বিভ্যুষে"। 'বিভেতেলিটঃ কসু'—এই নিয়মে কসু প্রত্যয়। 'বস্বেকজাদ্বসাং' নিয়মানুসারে অটের অভাব হইয়াছে। চতুর্থীর একবচন-হেতু 'বসোঃ সম্প্রসারণং' নিয়মে সম্প্রসারণ, পরপূর্ব্বত্ব এবং 'শাসিবসিঘসিনাঞ্চ' নিয়মে ষত্ব বিহিত হইল। (১ম—৩৯সূ—৭ঋ)॥

সপ্তম (৪৭৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রে দেবগণকে 'রুদ্রাঃ' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। দেবগণের সঙ্গ-লাভের সময়, প্রথম অবস্থায়, তাঁহাদিগকে রুদ্রমূর্ত্তিধর বলিয়াই মনে হয়। তখন, পাপের খেলায়, তাঁহাদিগকে প্রাপ্তির পথে নানা বিভীষিকা বিদ্যমান্ থাকে। সে ক্ষেত্রে তাঁহাদের সঙ্গলাভ বড়ই কঠিন ও আয়াসসাধ্য বলিয়া মনে হয়। সে অবস্থায় সাধক দেবগণেরই নিকট দেবগণকে প্রাপ্তির উপায়-প্রার্থী হন। এখানে সেই ভাব পরিব্যক্ত আছে বলিয়া মনে করি।

শত্রু চারিদিকে ঘেরিয়া আছে। চাই—রক্ষা। কিন্তু সে কিরূপ রক্ষা, তাহাই বলা হইয়াছে। এমন রক্ষা চাই,—যে রক্ষায় দেবগণের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ থাকে,—যে রক্ষার সহিত দেবগণ (দেবভাবসমূহ) আমাদের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়েন। এখানে পূর্ব্ব-মন্ত্রের সহিত এই মন্ত্রের একটু সম্বন্ধের ভাব লক্ষ্য করুন। পূর্ব্ব-মন্ত্রে দেবগণের সামীপ্য-লাভের কামনা আছে, তাঁহাদিগকে মনোরথে অধিষ্ঠিত রাখার সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু কেবল সঙ্কল্প হইলেই তো কার্য্য হয় না? সঙ্কল্পসিদ্ধি-পক্ষে কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইবে কি প্রকারে? প্রার্থনাকারী দেখিলেন,—দেবগণ যদি আপনাদের অধিষ্ঠানের উপায় আপনারা প্রদর্শন না করেন, তবে আর গত্যন্তর নাই। তাই এখানে প্রার্থনা জানাইলেন,—'কি উপায়ে আপনারা আমাদের হৃদয়ে বিস্তৃত হইবেন, অর্থাৎ কি করিলে আমরা আপনাদিগকে প্রাপ্ত হইব, তাহাই আমাদিগকে উপদেশ দেন।' দেবতার নিকট মানুষ প্রার্থনা করে—রক্ষার নিমিত্ত। ইহাই স্বাভাবিক। এখানে সে প্রার্থনার বিশেষত্বটুকু এই যে,—'রক্ষা চাই বটে; কিন্তু যে রক্ষায় দেব-সম্বন্ধ অব্যাহত থাকে, দেবগণ হৃদয়ে বিস্তৃত হইয়া থাকেন, তেমন রক্ষাই প্রার্থনীয়।' সে রক্ষা যে কেমন, তাহার স্বরূপ কি?—আর কি প্রকারেই বা তাহা অধিগত হয়? তত্ত্বজিজ্ঞাসু দেব-সমীপে তাহাই জানিবার প্রার্থনা করিতেছেন।

দ্বিতীয় অংশের ভাব—এ পক্ষে সরল ও স্বাভাবিক। পাপের ভয়ে ভীত, ভগবানে ন্যস্তচিত্ত জন—চিরকালই দেবগণের করুণা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 'আমরা পাপী, আমরা বিপথগামী, আমরা দুর্ব্বিনীত, হে দেবগণ, আমাদিগকে সেই ভাবে কৃপা করুন।' ইহাই এখানকার প্রার্থনা। ফলতঃ, মন্ত্রের প্রথমাংশে বলা হইল,—আপনাদিগকে প্রাপ্তির উপায় আমাদিগকে জানাইয়া দেন; দ্বিতীয় অংশে বলা হইল,—আপনারা আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। ইহাই এই মন্ত্রের মর্ম্ম বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি।

উপসংহারে মন্ত্রের দুই একটী পদের ও অর্থের বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। কেন-না, সেই কয়েকটী পদের অর্থান্তরের জন্য মন্ত্রের অর্থ অন্য আর এক প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথম—'তনায়' পদ। ঐ পদে অনেকেই 'তনয়ায়' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'কং' পদটী অনেকেই ছাড়িয়া দিয়াছেন। ভাষ্যকার "তনায় কং" দুইটী পদের "অস্মদীয় পুত্রার্থং" প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। 'তনায়'-পদের মূল 'তন' (তনু বিস্তারে) ধাতু। বংশ-বিস্তারের ভাবে ঐ ধাতু হইতেই 'তনয়' পদ ব্যুৎপন্ন হয়। এই হইতেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 'তনায়' শব্দে 'জাতি' অর্থ ধরিয়া লইয়াছেন। * তাহাতে মন্ত্রের প্রথম পংক্তির ভাব, কাহারও বা ব্যাখ্যায় দাঁড়াইয়াছে,—'আমাদের পুত্রকে আপনার শীঘ্র সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন;' কাহারও বা ব্যাখ্যা—'আমাদের জাতিকে রক্ষা করুন।' আমাদের অর্থ হইতেছে—'হে দেবগণ! আমাদিগের মধ্যে আপনারা যাহাতে বিস্তৃত হন, তদ্রূপ রক্ষার প্রার্থনা করি।' আর প্রচলিত অর্থ হইল—পূর্ব্বোক্ত-রূপ। মন্ত্রের শেষ পংক্তির প্রচলিত অর্থ এই যে,—'পুরাকালে আপনারা আমাদিগকে যেমনভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন, এই ভয়-ভীত কণ্ব ঋষি (যিনি এই স্তোত্রের রচনা করিতেছেন, তাঁহাকে) সেই ভাবে রক্ষা করুন।' † এখানে একটা কথা এই যে, যদি কণ্ব-ঋষিই মন্ত্র রচনা করিয়া উচ্চারণ

---

* ম্যাক্সমূলার "তনায়" অর্থে লিখিয়াছেন—"for the race."

† 'কণ্ব' সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—"Kanava, the author of the hymn." আমাদের দেশের ব্যাখ্যাকারগণও লিখিয়াছেন,—"ভয়ার্ত্ত কণ্বের রক্ষার্থ শীঘ্র আগমন কর" ..."ভয় হইতে কণ্ব ঋষিকে মুক্ত করুন।" ইত্যাদি।

করিবেন, তবে ঐ "নঃ" (আমাদের) পদে কাহাকে বুঝাইতেছে? সায়ণ এখানে যদিও কণ্ব-ঋষির নাম করেন নাই, কিন্তু সে 'পূর্ব্বের' ও 'এখনকার' ভাব তো আসিতেছে। পূর্ব্বের আমরাই বা কে—আর এখনকার কণ্বই বা কে? যাহা হউক, আমরা বলি, পুরা-শব্দের অর্থ এখানে চিরকাল। এ বিষয়ে পূর্ব্বেও আমাদের আলোচনা আছে। * প্রার্থনাকারী সম্বন্ধেই বর্ত্তমান কাল প্রযোজ্য হয়। 'পূর্ব্বে আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, এখন ইঁহাকে অনুগ্রহ করুন',—এরূপ ভাব এখানে সঙ্গত হয় না। † এই সকল বিষয় বিচার করিয়া, সুধিগণ মন্ত্রার্থের অনুসরণ করেন,—ইহাই আকাঙ্ক্ষা। (১ম—৩৯সূ—৭ঋ)।

—•—

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ঊনচত্বারিংশৎ-সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

যুষ্মেষিতো মরুতো মর্ত্ত্যেষিত আ যো

নো অভ্ব ঈষতে।

বি তং যুযোত শবসা ব্যোজসা বি

যুষ্মাকাভিরূতিভিঃ ॥৮॥

---

* প্রথম সূক্তের দ্বিতীয় ঋকের অন্তর্গত "পূর্ব্বেভিঃ" শব্দের আলোচনায় (২১ পৃষ্ঠায়) ঐ শব্দের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হউন।

† যাহা হউক, এখন এই ঋকের ইংরাজী অনুবাদ দাঁড়াইয়াছে—'O Rudras, we quickly desire your help for our race. Come now to us with help, as of yore; thus now for the sake of the frightened Kanva." বাঙ্গালা অনুবাদ প্রচলিত আছে,—"হে রুদ্রপুত্র মরুদ্গণ, আমাদিগের পুত্রকে শীঘ্র আপনারা রক্ষা করুন, ইহা আমরা সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনা করি। যেমন পূর্ব্বে আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, তদ্রূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া উপস্থিত ভয় হইতে কণ্বঋষিকে মুক্ত করুন।" লক্ষ্য করিবেন,—ইংরাজী ও বাঙ্গালা এই দুই অর্থেও মিল নাই।

পদ-বিশ্লেষণং।

যুষ্মাঽইষিতঃ। মরুতঃ। মর্ত্যেঽইষিতঃ। আ। যঃ।
নঃ। অভ্বঃ। ঈষতে।
বি। তং। যুযোত। শবসা। বি। ওজসা। বি।
যুষ্মাকভিঃ। ঊতিঽভিঃ॥ ৮॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'মরুতঃ' (হে দেবাঃ) 'যো অভ্বঃ' (যঃ কশ্চিৎ শত্রুঃ) 'যুষ্মেষিতঃ' (যুষ্মাভিঃ প্রেরিতঃ) 'মর্ত্যেষিতঃ' (মারকৈঃ অন্যৈর্ব্বা প্রেরিতঃ) সন্, 'নঃ' (অস্মান্ প্রতি) 'আ ঈষতে' (আভিমুখ্যেন প্রাপ্নোতি, আয়াতি), 'তং' (শত্রুং) 'শবসা' (অন্নেন, অভ্যুদয়েন, পরিবৃদ্ধ্যা ইতি যাবৎ) 'বি যুযোত' (বিচ্ছিন্নং কুরুত), 'ওজসা' (বলেন) 'বি' (বি যুযোত) 'যুষ্মাকাভিঃ' (যুষ্মৎসম্বন্ধিভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষণৈঃ চ) 'বি' (বি যুযোত)। বিভিন্নপ্রকারেণ শত্রুঃ সামর্থ্যসম্পন্নো ভবতি। দেবকার্য্যেষু বিতৃষ্ণাঃ শত্রূণাং উদ্ভবকারিকাঃ সন্তি। তস্মাৎ প্রার্থনা—হে দেবাঃ! সর্ব্বান্ শত্রূণ নাশয়ত। (১ম—৩৯সূ—৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্দেবগণ! আপনাদিগের দ্বারা প্রেরিত অথবা অন্যের দ্বারা প্রেরিত হইয়া যে শত্রু আমাদিগের অভিমুখে আগমন করে, সেই শত্রুকে আপনারা অভ্যুদয় (পরিবৃদ্ধি) হইতে বিচ্ছিন্ন করুন, শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করুন, এবং আপনাদিগের সম্বন্ধীয় রক্ষণ হইতে বিচ্ছিন্ন করুন। (শত্রু যেন কোনরূপে আপনাদের আশ্রয় না পায়)। (১ম—৩৯সূ—৮ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুতঃ। যো যঃ কশ্চিদভ্বঃ শত্রুর্যুষ্মেষিতো যুষ্মাভিঃ প্রেষিতো মর্ত্যেষিতো মারকৈরন্যৈর্বা প্রেষিতঃ সন্ নোঽস্মান্ প্রতি আ ঈষতে। আভিমুখ্যেন প্রাপ্নোতি। তং শত্রুং

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্গণ! আপনাদিগের কর্তৃক প্রেষিত (প্রেরিত) হইয়া অথবা অপর কোনও মারক কর্তৃক প্রেষিত হইয়া যে কোনও শত্রু আমাদিগের প্রতি ধাবিত হয়, আপনারা অন্ন

শবসায়েন বিযুযোত। বিভক্তং কুরুত। তথৌজসা বলেন বিযুযোত। যুষ্মাকাভিরূতিভির্যুষ্মৎ-সম্বন্ধিভী রক্ষণৈশ্চ বিযুযোত ॥

যুষ্মেষিতঃ। যুষ্মাভিরিষিতঃ। সুব্‌লুকি প্রত্যয়লক্ষণেন যুষ্মদস্মদোর্মনাদেশ ইত্যাত্বং। ন চ ন লুমতাঙ্গস্যেতি প্রতিষেধঃ। ইকোঽচি বিভক্তাবিত্যত্রাজ্‌গ্রহণেন তস্য পাক্ষিকত্বোক্তেঃ। তৃতীয়া কর্ম্মণীতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। মর্ত্ত্যেষিতঃ। পূর্ব্ববৎ। অভ্বঃ। আভব-তীত্যভ্বঃ শত্রুঃ। পৃষোদরাদিত্বাদভিমতরূপস্বরসিদ্ধিঃ। ঈষতে। ঈষ গতিহিংসাদর্শনেষু। অনুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। যুযোত। যু মিশ্রণামিশ্রণয়োঃ। লোণ্-মধ্যমবহুবচনে বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। তপ্তনপ্তনথনাশ্চেতি তবাদেশঃ। পিত্ত্বাদ্‌গুণঃ। যুষ্মাকাভিঃ। যুষ্মৎসম্বন্ধিনীভিঃ। তস্মিন্নণি চ যুষ্মাকাস্মাকৌ। পা০ ৪।৩।২। ইতি যুষ্মচ্ছব্দস্য যুষ্মাকাদেশঃ। ঙীবৃদ্ধী ছান্দসত্বান্ন ক্রিয়েতে। উতিভিঃ। অবতেঃ ক্তিনি জ্বরত্বরেত্যাদিনা ঊট্। উতিযূতীত্যাদিনা ক্তিন্ উদাত্তত্বং ॥ (১ম—৩৯—৮ঋ) ॥

অষ্টম (৪৭৮) ঋকের বিশদার্থ।

এখানে দুই প্রকার শত্রুর বিষয় কথিত হইয়াছে, আর তিন প্রকারে তাহাদিগকে খর্ব্ব করার প্রার্থনা আছে। দুই প্রকার শত্রুর একবিধ শত্রু দেবগণ কর্তৃক প্রেরিত হন, এবং অন্যবিধ শত্রু অন্য নানা প্রকারে সঞ্জাত

হইতে সেই শত্রুকে বিযুক্ত করুন; বল হইতে তাহারা বিযুক্ত হউক; এবং আপনাদিগের রক্ষা হইতে তাহারা বিযুক্ত হউক।

"যুষ্মেষিতঃ"। আপনাদিগের কর্তৃক প্রেরিত এই বাক্যে 'সুব্‌লুকি প্রত্যয়লক্ষণেন যুষ্মদস্মদোর্মনাদেশঃ' ইত্যাদি নিয়মানুসারে 'আত্ব'। 'ন চ ন লুমতাঙ্গস্য' ইত্যাদি নিয়মে প্রতিষেধ হইয়াছে। 'ইকোঽচি' ইত্যাদি নিয়মে তাহার পাক্ষিকত্ব কথিত হয়। কর্ম্মণিবাচ্যে তৃতীয়া বিভক্তি হওয়ায় 'তৃতীয়া কর্ম্মণি' পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "মর্ত্ত্যেষিতঃ"। ইহার সাধন-প্রণালী পূর্ব্ববৎ (অর্থাৎ 'যুষ্মেষিত' পদের অনুরূপ)। "অভ্বঃ"। আভবতি—এই বাক্যে অভ্ব-পদে শত্রু বুঝায়। পৃষোদরাদিত্ব-হেতু অভিমত স্বরসিদ্ধি হইয়াছে। "ঈষতে"। গতি হিংসা এবং দর্শন অর্থমূলক ঈষ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অৎ উপদেশ আছে বলিয়া লসার্ব্বধাতুক অনুদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইলেও ধাতুস্বরই হইয়াছে। "যুযোত"। মিশ্রণ ও অমিশ্রণ অর্থমূলক যু ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লোণমধ্যমবহুবচনে বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি নিয়মে শপের স্থানে শ্লু; 'তপ্তনপ্তনথনাশ্চ' সূত্রানুসারে 'তব্' আদেশ, এবং পিত্ত্ব-হেতু গুণ হইয়াছে। "যুষ্মাকাভিঃ"। আপনাদিগের সম্বন্ধি এই অর্থে 'তস্মিন্নণি চ যুষ্মাকাস্মাকৌ' (পা০ ৪।৩।২) এই নিয়মানুসারে যুষ্মৎ-শব্দে যুষ্মাক আদেশ। ছান্দস-হেতু ঙী-বৃদ্ধি হয় নাই। "উতিভিঃ"। 'অবতেঃ ক্তিনি জ্বরত্বর' ইত্যাদি নিয়মে ক্তিন্ স্থলে ঊট প্রত্যয়। 'উতিযূতি' সূত্রানুসারে ক্তিন্ প্রত্যয়ের স্বর উদাত্ত হইয়াছে ॥ (১ম—৩৯সূ—৮ঋ) ॥

হয়। এক্ষেত্রে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে—'দেবগণ কর্তৃক প্রেরিত হয়, সে শত্রু আবার কি প্রকার?' তাহার উত্তর এই যে, দেবতায় রুদ্রভাব ও স্নেহভাব দুই ভাবই বিদ্যমান্ আছে। পিতা যেমন স্নেহে পুত্রকে লালন-পালন করেন, আবার পুত্রের উচ্ছৃঙ্খলা দেখিলে দণ্ডাদি-প্রদানে তাহাকে যেমন শান্তভাবে আনিবার চেষ্টা পান, এখানেও সেই ভাব বুঝিতে হইবে। আমরা যখন দুর্দ্ধর্ষ দুর্দ্দান্ত হইয়া পড়ি, আমরা যখন দেব-নির্দ্দিষ্ট সৎপথ হইতে বিচলিত হইয়া অন্য পথে গমন করি, তখন আমাদের পিতৃস্বরূপ স্নেহ করুণাময় দেবতাগণ আমাদিগকে সে পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করাইবার জন্য নানারূপ ভয়-বিভীষিকা প্রদর্শন করেন,—নানারূপ দণ্ডদানে প্রবৃত্ত হন। দেবতাগণের প্রেরিত শত্রু তাহাকেই মনে করা যায়। যে কষ্ট দেয়, সেই শত্রু। গতিপথে বাধাপ্রদানই কষ্ট-দান; তা' সে গতিপথ—সুপথই হউক, আর কুপথই হউক। অতএব, দেবতার প্রেরিত দণ্ডকে বা বাধা-প্রদানকেও শত্রু বলিয়াই মনে হয়। মনোমত না হইলে, মিত্রের কার্য্যকেও অনেক সময় আমরা শত্রুর কার্য্য বলিয়া মনে করি। এখানে সেই ভাবই বুঝিতে হইবে। অপর যে শত্রুর কথা বলা হইয়াছে, সে শত্রুকে আমাদের কর্ম্মজাত শত্রু বলিয়া মনে করিতে পারি। দেবতারা যেমন সুপথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করেন এবং তজ্জন্য আমাদের কষ্ট বোধ হয়; আমাদের কৃত অসৎকর্ম্মসমূহ, আমাদিগের অনভিমত ও অনিষ্টকারক পথে আমাদিগকে পরিচালিত করিয়া, আমাদিগকে সেইরূপ কষ্ট প্রদান করে। এক প্রকার কষ্ট—শুভ-উদ্দেশ্যমূলক। অন্য প্রকার কষ্ট—অসৎ-কর্ম্মফল-প্রাপক। এখানে, এই মন্ত্রে, এই দুই প্রকার শত্রুকেই নিরস্ত করার প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার মর্ম্ম এই যে,—'আমরা যেন কদাচ বিপথগামী না হই; অর্থাৎ, আমাদিগকে বিপথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত করাইবার জন্য আপনাদিগের নিকট হইতে যেন দণ্ড আসিবার প্রয়োজনই না হয়। অপিচ, আমরা যেন তেমন অপকর্ম্ম না করি, যে কর্ম্মের জন্য আমাদিগকে কর্ম্মফলভোগ-রূপ দণ্ড ভোগ করিতে হয়। ফলতঃ, সৎকর্ম্মে যেন আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়, হে দেবগণ, তাহারই ব্যবস্থা করুন,—এই প্রার্থনা।'

ঐ দুই প্রকার শত্রুকে তিন প্রকার উপায়ে বিচ্ছিন্ন করার প্রার্থনা

আছে। সে তিন প্রকার উপায় ; যথা ;—প্রথম—'শবসা', দ্বিতীয়—'ওজসা', তৃতীয়—'উতিভিঃ'। শত্রুর প্রাধান্য এই তিনরূপেই পরিলক্ষিত হয়। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, ঐ তিনটীই আবার আমাদের কর্ম্মমূলক। 'শবসা' পদের প্রতিবাক্য সায়ণ 'অন্নেন' লিখিয়াছেন। ভাব এই যে, যাহার দ্বারা পরিপুষ্টি বা অভ্যুদয় সাধিত হয়। সেও— আমাদের কর্ম্ম। আমরা আমাদের কর্ম্ম দ্বারাই তাহাদিগকে পুষ্ট করি। শত্রুর প্রবৃদ্ধি আর কিসে হয় ? আমাদের কর্ম্মরূপ অন্নই তাহাদের পুষ্টি-সাধক। আমাদের কর্ম্মই তাহাদের অভ্যুদয়ের কারণ নহে কি ? এইরূপ, 'ওজসা'—তাহাদের শক্তিও আমাদের দ্বারাই বৃদ্ধি পায়। আমরা প্রশ্রয় দিয়াই তো—তাহাদের অভ্যুদয়ের সময় টিপিয়া না মারিয়াই তো— তাহাদিগকে বলসম্পন্ন হইতে দিই। ভাবটা একটু পরিস্ফুট করার চেষ্টা করিতেছি। মনে করুন—মিথ্যা কথা কওয়া বা চুরি করা। এ দুইটী কাজকে অপকর্ম্ম বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু বাল্যকাল হইতে ঐ দুই কার্য্যে একটু একটু করিয়া বালকগণকে আমরা প্রশ্রয় দিয়া থাকি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিথ্যাকে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৌর্য্যকর্ম্মকে আমরা গণনার মধ্যে আনি না। পরের গাছতলা হইতে কুড়াইয়া ফলটা-পাকড়টা আনায় চুরি করা হয় না অথবা অসুখ হইয়াছিল বলিয়া স্কুল-কামাইয়ের ওজুহাত দেওয়া চলিতে পারে,—এরূপ শিক্ষার বিষবীজ তরুণমতি বালকদিগের অন্তরে আমরাই নিহিত করি না কি ? এই প্রকারে মিথ্যারূপে ও চৌর্য্যরূপে দ্বিবিধ শত্রু আমাদের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত ও বলশালী হইয়া উঠে। কিন্তু অঙ্কুরেই যদি তাহাদিগকে নষ্ট করি, কোনও কারণেই সামান্য মিথ্যার বা সামান্য চৌর্য্যের পর্য্যন্ত প্রশ্রয় না দেই, তাহাতে শত্রু বৃদ্ধি পাইতে পারে না। ফলতঃ, শত্রুর জীবনধারণের উপযোগী অন্ন-দানের (অভ্যুদয়ের) এবং তাহার বলবৃদ্ধির মূল কারণ যে আমরাই, আমাদের কর্ম্মই যে তাহাদের পরিবৃদ্ধিসাধক, তাহা বলাই বাহুল্য।

প্রথমে শত্রুর বলবৃদ্ধির ঐ দুই কারণকে বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ বিনাশ করিতে বলা হইল। শেষ বলা হইল,—'সেই শত্রুকে আপনাদের সম্বন্ধীয় রক্ষণ হইতে বিচ্ছিন্ন করুন ; অর্থাৎ, আপনারা তাহাদিগকে কোনরূপে রক্ষা করিবেন না।' এখানে একটা ভাব আসে,—'শত্রুদিগকে যেন দেবতারাই

রক্ষা করিয়া থাকেন, দেবতারাই যেন শত্রুদিগের পোষণকারী।' এক পক্ষে তাহা মনে করাও অসঙ্গত নহে। কেন-না, তাহাতে একটা ভয়ের ভাব থাকে; অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার পক্ষে বিভীষিকা আসে। শত্রুই কষ্ট দেয়। পাছে সেই শত্রু আসিয়া আমায় যন্ত্রণা দেয়—এই ভয় তখন মনে উদয় হয়। এ পক্ষে একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। মনে করুন, এ সংসারে যেমন রাজা ও তাঁহার সৈন্যবল। পশ্চাতে সৈন্যবল আছে বলিয়াই লোকে রাজ-প্রাধান্যে ভয় করে। এখানেও সেই ভাব বুঝিতে হইবে। মন্ত্রে বলা হইতেছে,—'হে দেবগণ! আমাদের কর্ম্ম মধ্য হইতে যেন শত্রুর উদ্ভব না হয়, আমাদের কর্ম্ম দ্বারা যেন তাহারা পরিপুষ্ট না হয়, আর আপনারাও যেন তাহাদিগকে আর পোষণ না করেন। অর্থাৎ, হৃদয়ে সত্ত্বভাব চির-বিদ্যমান্ থাকুক; আর তাহার প্রভাবে সকল প্রকার বিভীষিকা দূর হউক;—ইহাই প্রার্থনা।' * (১ম—৩৯সূ—৮ঋ)।

—•—

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। উনচত্বারিংশৎ-সূক্তং। নবমী ঋক্।)

অসামি হি প্রযজ্যবঃ কণ্বং দদ প্রচেতসঃ।

অসামিভির্ম্মরুত আ ন উতিভির্গন্তা

বৃষ্টিং ন বিদ্যুতঃ॥ ৯॥

* বলা বাহুল্য, এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে মরুদ্গণকে ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত বলিবার উপায় নাই। সে সকল ব্যাখ্যায় আবার মনে হয়, তাঁহারা যেন মানুষ, দুর্দ্ধর্ষ, শত্রুকে আশ্রয় দেন, প্রতিপালন করেন। যেমন কোনও দুর্দ্ধর্ষ রাজা বা জমীদার, পাইক প্রভৃতি পুষিয়া, প্রজাকে কষ্ট দেয়—কতকটা সেই মূর্ত্তিতে মরুদ্গণ এখানে প্রকাশিত। মূলে 'অত্বঃ' পদ আছে। তাহাতে 'শত্রুঃ' অর্থ গৃহীত হয়। উইলসনের অনুবাদে বিরুদ্ধাচারী (Adversary) প্রতিবাক্য দেখা যায়।

পদ-বিশ্লেষণং।

অসামি। হি। প্রঽযজ্যবঃ। কণ্বং। দদ। প্রঽচেতসঃ।

অসামিঽভিঃ। মরুতঃ। আ। নঃ। উতিঽভিঃ। গন্ত।

বৃষ্টিং। ন। বিঽদ্যুতঃ॥ ৯॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

মরুতঃ (হে দেবাঃ!) যূয়ং 'হি' (নিশ্চিতং) 'প্রযজ্যবঃ' (প্রকৃষ্টভাবেন পূজনীয়াঃ) 'প্রচেতসঃ' (প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্তাঃ), তদেব 'কণ্বং' (অকিঞ্চনং মামেতি শেষঃ) 'অসামি' (সম্পূর্ণং) 'দদ' (ধারয়ত, রক্ষত) ; 'অসামিভিঃ' (সম্পূর্ণৈঃ) 'উতিভিঃ' (রক্ষণৈঃ সহ) 'নঃ' (অস্মান্ প্রতি) 'বৃষ্টিং ন বিদ্যুতঃ' (বিদ্যুতো যথা বৃষ্টিং প্রাপ্নুবন্তি তদ্বৎ, যদ্বা— ভগবতঃ করুণাধারয়া সহ যথা মনুষ্যো জ্ঞানং লভতে তদ্বৎ) 'আ গন্ত' (আগচ্ছত)। ভগবতঃ করুণা এব ভগবৎপ্রাপ্তিমূলিকা। তস্মাৎ প্রার্থনা - হে দেবাঃ! কৃপয়া অস্মাকং মধ্যে স্বপ্রকাশা ভবত। ইতি ভাবঃ। (১ম—৩৯সূ – ৯ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে মরুদ্দেবগণ! আপনারাই পূজনীয় প্রকৃষ্টজ্ঞানাধার; অকিঞ্চনকে (আমাকে) সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করুন। আর, সম্পূর্ণরূপ রক্ষাকার্য্যের সহিত, বিদ্যুৎ যেমন বৃষ্টির অনুসরণ করে—সেই ভাবে (ভগবানের করুণাধারার সহিত মানুষ যেমন জ্ঞান লাভ করে তদ্রূপ) আমাদের প্রতি আগমন করুন। (১ম—৩৯সূ—৯ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অসামি হি সম্পূর্ণমেব যথা ভবতি তথা প্রযজ্যবঃ প্রকর্ষেণ যষ্টব্যাঃ। প্রচেতসঃ প্রকৃষ্ট-জ্ঞানযুক্তা হে মরুতঃ কণ্বং মেধাবিনং যজমানমেতন্নামকমৃষিং বা দদ। ধারয়ত। হি যস্মাদ্ যূয়ং

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যাহাতে (আরব্ধ কর্ম্ম) সম্পূর্ণ হয়, সেইরূপ ভাবে যষ্টব্য (স্তবনীয়) প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত মরুদ্দেবগণ! আপনারা কণ্বকে অথবা মেধাবী যজমানকে ধারণ করুন। যেহেতু আপনারা কণ্ব-

কণ্বনামকমৃষিং ধারিতবন্তস্তস্মাৎ কারণাদসামিভিরূতিভিঃ সম্পূর্ণৈঃ রক্ষণৈর্নোঽস্মান্ প্রত্যাগন্ত। আগচ্ছত। তত্র দৃষ্টান্তঃ। বৃষ্টিং ন বিদ্যুতঃ। যথা বিদ্যুতো বৃষ্টিং গচ্ছন্তি তদ্বৎ॥

অসামি। সামার্দ্ধং। ন সামি অসামি। অব্যয়পূর্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। প্রযজ্যবঃ। প্রকর্ষেণ যষ্টব্যাঃ। যজিমনিশুন্ধিদসিজনিভ্যো যুঃ। উ° ৩।২০। ইতি কর্ম্মণি যুপ্রত্যয়ঃ। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। দদ। ডুদাঞ্ দানে। লোণ্মধ্যমবহুবচনস্য তিপ্তস্ঝিসিপ্থস্থমিব্বস্মস্ তাতাঞ্ঝথাসাথাংধ্বমিড্বহিমহিঙিতি লোডাত্মনেপদপ্রথমপুরুষবহুবচনাদেশঃ। শ্লৌ দ্বির্ভাবে সতি শ্নাভ্যস্তয়োরাত ইত্যাকারলোপঃ। লোপস্ত আত্মনেপদেষ্বিতি ত-লোপঃ। আতো গুণ ইতি পরপূর্ব্বত্বং। ছন্দস্যুভয়থেত্যার্দ্ধধাতুকত্বাদভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং ন ভবতি কিন্তু প্রত্যয়স্বর এব। হি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। প্রচেতসঃ। প্রকৃষ্টং চেতো যেষাং। আমন্ত্রিতনিঘাতঃ। গন্ত। গমের্লোণ্মধ্যমবহুবচনস্য তবাদেশঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। প্রত্যয়স্য পিত্ত্বাদনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং। বিদ্যুতঃ। বিদ্যোতত ইতি বিদ্যুৎ। ভ্রাজভাসেত্যাদিনা পা° ৩।২।১৭৭। ক্বিপ॥ ৯॥

নামক ঋষিকে ধারণ করেন, সেই হেতু সম্পূর্ণ রক্ষণের সহিত আপনারা আমাদের নিকট আগমন করুন। তদ্বিষয়ে (আগমন-সম্বন্ধে) দৃষ্টান্ত; যথা,—যেমন বিদ্যুত বৃষ্টিকে অনুগমন করে, সেইরূপে (আপনারা আগমন করুন)।

"অসামি"। সামির অর্দ্ধ অথবা সামি নহে এই অর্থে অসামি পদ সিদ্ধ। ইহার অব্যয়-পূর্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "প্রযজ্যবঃ"। 'প্রকৃষ্টরূপে যষ্টব্য' এই অর্থে 'যজিমনিশুন্ধিদসিজনিভ্যো যুঃ' (উ° ৩।২০) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে কর্ম্মণিবাচ্যে যু-প্রত্যয় এবং আমন্ত্রিত নিঘাত স্বর হইয়াছে। "দদ"। দানার্থ ডুদাঞ্ (দা) ধাতু হইতে এই পদ নিষ্পন্ন। 'লোণ্মধ্যমবহুবচনস্য ভিস্তাং ঝিস্ত ঝবন্তি' নিয়মানুসারে লঙের আত্মনেপদে প্রথমপুরুষের বহুবচন আদেশ হইয়াছে। দ্বির্ভাবে শ্লৌ-প্রত্যয় বিহিত হওয়ায় 'শ্নাভ্যস্তয়োরাতঃ' নিয়মে আকার লোপ হইল। 'লোপস্ত আত্মনেপদেষু' ইত্যাদি নিয়মে ত-লোপ। 'আতো গুণঃ' সূত্রানুসারে পরপূর্ব্বত্ব। 'ছন্দস্যুভয়থা' নিয়মে আর্দ্ধধাতুকত্ব-হেতু 'অভ্যস্তানামাদিঃ' সূত্রে আদিস্বর উদাত্ত হয় নাই, পরন্তু প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। 'হি চ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে নিঘাত প্রতিষেধ হইল। "প্রচেতসঃ"। প্রকৃষ্ট চেত (চিত্ত) যাহাদের—এই বাক্যে ঐ পদ নিষ্পন্ন। আমন্ত্রিত হেতু নিঘাতস্বর। "গন্ত"। লোণ্মধ্যমবহুবচনে গম্ ধাতুর উত্তর 'তব্' আদেশ। 'বহুলং ছন্দসি' নিয়মে শপের লোপ। প্রত্যয়ের পিত্ত্ব-হেতু অনুদাত্তত্ব প্রাপ্ত হইলেও ধাতুস্বর হইয়াছে। পাদাদিত্ব হেতু নিঘাত হয় নাই; পরন্তু 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙ' নিয়মে সংহিতায় দীর্ঘ হইয়াছে। "বিদ্যুতঃ"। তাহাতে বিদ্যমান্-এই অর্থে বিদ্যুৎ নিষ্পন্ন। 'ভ্রাজভাস' ইত্যাদি সূত্রানুসারে ক্বিপ্ প্রত্যয়। (পা° ৩।২।১৭৭)॥ (১ম-৩৯সূ-৯ঋ)॥

নবম (৪৭৯) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋকের অন্তর্গত উপমাটির এবং দুইটী পদের সম্বন্ধে নানারূপ বিতর্ক উপস্থিত হয়। 'কণ্ব' পদে, অনেকেরই মত—কণ্ব-ঋষিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ভাষ্যের মত—ঐ পদের অর্থ মেধাবী। এ পর্য্যন্ত ভাষ্যে ঐ ভাবই প্রকাশ পাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু এই ঋকের ব্যাখ্যায় মেধাবী অর্থ লিখিয়াও তিনি সংস্কার-বশে কণ্ব-ঋষির প্রসঙ্গও আনিয়া ফেলিয়াছেন। যাহা হউক, এখানে 'মেধাবী' অর্থও সঙ্গত হয় না, কণ্ব-ঋষি-অর্থও সঙ্গত হয় না। প্রার্থনায় বলা হইতেছে—"ধারণ করুন।" কাহাকে ধারণ করিবেন? কণ্ব-ঋষিকে বা মেধাবীকে। কিন্তু তজ্জন্য অপরে প্রার্থনা করিবে কেন? প্রার্থনাকারী যে অন্য জন, তিনি যে কণ্ব-ঋষি বা মেধাবী নহেন, তাহা মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশেই বুঝা যায়। সেখানে প্রার্থনাকারী কহিতেছেন,—'আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন (অর্থাৎ রক্ষা করুন)।' কিন্তু উপরে বলা হইল,—'কণ্বকে বা মেধাবীকে।' এরূপ অসামঞ্জস্য সম্ভবপর নহে।

কিন্তু আমরা 'কণ্ব' পদে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে সামঞ্জস্য সর্ব্বত্র অব্যাহত থাকে। আমরা বলি, প্রথমে বলা হইয়াছে,—'এই অকিঞ্চন আমাকে রক্ষা করুন।' তার পর বলা হইয়াছে,—'আমাদিগের সকলের নিকট আগমন করুন।' আত্মরক্ষার প্রার্থনাই প্রথম প্রার্থনা—স্বাভাবিক প্রার্থনা। সেই প্রার্থনাই ক্রমে বিস্তৃত হইয়া সকলের মঙ্গলের নিমিত্ত সূচিত হয়। আপনার জন্য দেবতার সহায়তা প্রার্থনা করিতে করিতেই, ক্রমশঃ অপরের মঙ্গলের জন্য—জগতের হিতের জন্য, মানুষ কামনা করিয়া থাকে। এখানে প্রথমে "কণ্বং" (অকিঞ্চনং মাং) পদ থাকায় এবং শেষে "আ ন উতিভির্গন্তা" বাক্য প্রযুক্ত হওয়ায়, সেই ভাবই ব্যক্ত করিতেছে। প্রার্থনাকারী প্রথমে আপনার রক্ষার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া, হৃদয়ের প্রসারতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, শেষে সকলের রক্ষাই কামনা করিতেছেন।

এক্ষণে মন্ত্রান্তর্গত উপমাটীর বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। "বৃষ্টিং ন বিদ্যুতঃ"—এই বাক্যে 'বিদ্যুৎ যেমন বৃষ্টিকে প্রাপ্ত হয়'—এই ভাব আসে। ইহাই সঙ্গত অর্থ। কিন্তু কেহ কেহ আবার এখানকার অর্থ বিপরীত-ভাবে নিষ্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের অর্থ—'বিদ্যুৎ যেমন বৃষ্টিকে আনয়ন করে।' * উপমাটি একটু জটিলভাবাপন্ন। সুতরাং একটু বিশ্লেষণ আবশ্যক বোধ করি। প্রথমে প্রাকৃতিক ক্রিয়ার বিষয় লক্ষ্য করা যাউক। এ ক্ষেত্রে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে,—বিদ্যুৎ বৃষ্টিকে আনে, না—বিদ্যুৎ বৃষ্টির অনুসরণ করে? প্রশ্ন পক্ষে, প্রথমতঃ দুইয়েরই অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ প্রতীত হয়। কখনও সংশয় আসে,—'বিদ্যুৎই বুঝি বা বৃষ্টিকে আনিতেছে'; কখনও বা মনে হয়,—'তাহা হইবে কেন? বৃষ্টিই বিদ্যুতকে আনিতেছে।' দুই দিকেই যুক্তি আছে। তবে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিতে পাই,—বৃষ্টির সূচনা না থাকিলে বিদ্যুৎ কখনই আসে না। প্রবাদ আছে বটে—'বিনা মেঘে বজ্রপাত'। কিন্তু তাহা অসম্ভব ব্যাপারের দৃষ্টান্ত; এবং যদি কখনও সে ব্যাপার প্রত্যক্ষীভূত হয়, তাহাও অদৃশ্য মেঘ-সঙ্ঘের চলাচল-বশতঃই যে ঘটিয়াছে, তাহাই বুঝিতে হইবে। ফলতঃ, বৃষ্টি বা বৃষ্টির আশ্রয়-ভূত মেঘই যে বিদ্যুতের উৎপত্তি কারক, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এ পক্ষে এখানে 'বিদ্যুৎই বৃষ্টিকে প্রাপ্ত হয়'—এই অর্থই মান্য করিতে হইবে। তবে বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি—অচ্ছিন্ন-সম্বন্ধে সম্বন্ধ; তাই কাহার পশ্চাতে কাহার আগমন—এ বিষয়ে সংশয় আসিতে পারে। বৃষ্টির পতন সম্বন্ধে উপমার সার্থকতা বিচার করিতে গেলে, সে পক্ষেও বলা যায়, কখনও বা বৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যুৎ পরিদৃষ্ট হয়, কখনও বা বৃষ্টির পর বিদ্যুৎ প্রকাশ পায়। এই তো প্রকৃতির ক্রিয়া

---

* পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ প্রায় সকলেই এই প্রকার অর্থের অনুসরণকারী। ম্যাক্সমূলার বলেন,—"The simile, as lightnings go to the rain, is not very telling." উইলসনের অনুবাদ,—"As the lightning brings the rain." লুডুইকের মত,—"As lightnings give rain." আমাদের রমেশ বাবুর লিখিয়াছেন,—"বিদ্যুৎ যেরূপ বৃষ্টি লইয়া আসে।" কিন্তু সায়ণের ভাব এখানে অন্যরূপ। আমরা সেই ভাবেরই পোষকতা করি। সে ভাব—'বিদ্যুৎ যেমন বৃষ্টিকে প্রাপ্ত হয়।' এখানে এই ভাবই সঙ্গত ও পরিস্ফুট দেখি।

দেখিতে পাই। এখন, এই উপমার অভ্যন্তরে কি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক।

আমরা মনে করি, এখানে এই উপমায়, ভগবানের করুণার সহিত জ্ঞানের কি সম্বন্ধ আছে, তাহাই বিবৃত রহিয়াছে। ভগবৎ-সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান, তাহা ভগবানের করুণার উপরই নির্ভর করে। ভগবানের করুণা-রূপ বারিবর্ষণ যদি আমরা প্রাপ্ত হই, তাহা হইলেই আমরা জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারি। অর্থাৎ, তিনি করুণা না করিলে, তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান অধিগত হওয়া সম্ভবপর নহে। বিদ্যুতের আলোক-রূপ যে জ্ঞান, তাহা বারিবর্ষণ রূপ করুণার অনুসারী। এখানে এই ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। বিদ্যুতের ও বর্ষণের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ নিবন্ধন যেমন উহাদের অগ্রপশ্চাৎ পর্য্যায় নির্দ্ধারণ করা কঠিন; সেইরূপ, জ্ঞানের ও ভগবানের করুণার অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধ বিষয়ে, জ্ঞান আগে—কি ভগবানের করুণা আগে, তাহাতে স্বতঃই সংশয় উপস্থিত হয়। কেহ বলিতে পারেন,—'কর্ম্মের দ্বারা আগে জ্ঞানের উন্মেষ হউক; তবে তো তাঁহার করুণার অধিকারী হইবে।' কেহ আবার বলিয়া থাকেন,—'কর্ম্মপ্রবৃত্তিই, জ্ঞানের ভিত্তিই, ভগবানের করুণা-সাপেক্ষ; তাঁহার করুণা আগে লাভ কর; তবে তো জ্ঞান সঞ্চিত হইবে।' এইরূপ বিভিন্ন বিপরীত বিতর্কই আছে। ক্রমশঃ এ প্রসঙ্গে জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি তিনেরই সম্বন্ধ-তত্ত্ব হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া পড়ে। কর্ম্মের দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, জ্ঞান বা ভগবানের করুণা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবার ভগবানের করুণা দ্বারাই জ্ঞান লাভ করি;—এতৎ প্রসঙ্গে এ সকল ভাবও মনে আসিতে পারে। কিন্তু আমরা মনে করি, মূল—সেই ভগবানের করুণা; সুতরাং মন্ত্রে সেই ভাবই প্রকট দেখি।

যাহা হউক, সকল দিক বিচার করিলে, এই মন্ত্রাংশের অর্থ হয় এই যে,—'হে করুণাধার দেবগণ! আপনারা আমাদিগের প্রতি করুণা-পরায়ণ হউন। আপনাদিগের করুণার প্রভাবে যেন আপনাদিগের সম্বন্ধে আমরা দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে পারি; অর্থাৎ, আপনাদিগের জ্ঞান লাভ করিয়া, আপনাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া, যেন সকল দুঃখ হইতে পরিত্রাণ-লাভে সমর্থ হই।' (১ম—৩৯সূ—৯ঋ)।

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চত্বারিংশৎ-সূক্তং। দশমী ঋক্।)

অসাম্যোজো বিভৃথা সুদানবোঽসামি ধূতয়ঃ শবঃ।

ঋষিদ্বিষে মরুতঃ পরিমন্যব ইষুং ন

সৃজত দ্বিষং॥ ১০॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

অসামি। ওজঃ। বিভৃথ। সুঽদানবঃ। অসামি। ধূতয়ঃ। শবঃ।

ঋষিঽদ্বিষে মরুতঃ। পরিঽমন্যবে। ইষুং। ন।

সৃজত। দ্বিষং॥ ১০॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সুদানবঃ' (শোভনদানোপেতাঃ, পরমদানশীলাঃ) 'অসামি' (সম্পূর্ণং) 'ওজঃ' (তেজঃ, বলং) 'বিভৃথা' (ধারয়থ, যূয়মিতি শেষঃ); 'ধূতয়ঃ' (পাপবিধৌতকারিণঃ, পাপনাশকাঃ, হে দেবাঃ) 'শবঃ' (পরিত্রাণোপযোগিনং বলং, পাপনাশিকাং শক্তিং) 'অসামি' (সম্পূর্ণং) যূয়ং ধারয়থ ইতি শেষঃ; 'মরুতঃ' (বিবেকরূপাঃ হে দেবাঃ) 'পরিমন্যবে' (কোপপরিবৃতায়) 'ঋষিদ্বিষে' (সাধূনাং হিংসাং কুর্ব্বতে শত্রবে) 'দ্বিষং' (দ্বেষকারিণং, হননোপযোগিনং) 'ইষং ন' (বাণং ইব, বাণং যথা মুঞ্চতি তদ্বৎ, অস্ত্রং ইতি যাবৎ) 'সৃজত' (প্রেরয়ত)। দেবাঃ সর্ব্বশক্তিসম্পন্নাঃ। সৎকার্য্যেষু বাধাপ্রদানকারিণং শত্রুং তে মারয়ন্তু। হে দেবাঃ! অস্মাকং শত্রুং নাশয়থ। ইতি প্রার্থনা। (১ম—৩৯সূ—১০ ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পরমদানশীল হে দেবগণ! সম্পূর্ণ তেজ বা বল আপনারাই ধারণ করেন। হে পাপনাশক দেবগণ! পরিত্রাণের উপযোগী বল বা পাপনাশিকা শক্তি, সম্পূর্ণ আপনাদেরই আছে। হে মরুদ্দেবগণ!

সাধুদিগের প্রতি হিংসাকারী শত্রুদিগকে হননোপযোগী বাণ (অস্ত্র) আপনারাই সৃষ্টি করেন (প্রেরণ করেন)। (১ম—৩৯সূ—১০ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সুদানবঃ শোভনদানোপেতা মরুতঃ। অসামি সম্পূর্ণমোজো বলং বিভৃথা। ধারয়থ। হে ধূতয়ঃ কম্পনকারিণো মরুতঃ। অসামি সম্পূর্ণং শবো বলং। পরিমন্যবে কোপপরিবৃতায় ঋষিদ্বিষে ঋষীণাং দ্বেষং কুর্ব্বতে শত্রবে তদ্বিনাশার্থং দ্বিষং দ্বেষকারিণং হন্তারং সৃজত। তত্র দৃষ্টান্তঃ। ইষুং ন। যথা শত্রোরুপরি বাণং মুঞ্চন্তি তদ্বৎ। অত্র নিরুক্তং। অসামি সামিপ্রতিষিদ্ধং সামি স্যতেঃ। অসাম্যোজো বিভৃথা সুদানবঃ। অসুসমাপ্তং বলং বিভৃথ কল্যাণদানাঃ। নি০ ৬২৩। ইতি।

বিভৃথ। ডুভৃঞ্ ধারণপোষণয়োঃ। জুহোত্যাদিত্বাৎ শ্লুঃ। ভৃঞামিদিত্যভ্যাসস্যেত্বং। ঋষিদ্বিষে। ঋষীন্ দ্বেষ্টীতি ঋষিদ্বিট্। সৎসূদ্বিষেত্যাদিনা ক্বিপ্। পরিমন্যবে। মন্যুনা পরিবৃতঃ পরিমন্যুঃ। প্রাদিসমাসে পরেরভিতোভাবিমণ্ডলং। (পা০ ৬।২।১৮২)। ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। ইষুং। ইষু গতৌ। ইষ্যতি গচ্ছতীতীষুঃ। ঈষেঃ কিচ্চ। উ০ ১।১৩। ইত্যুপ্রত্যয়ঃ। ধাতোর্নিদিত্যনুবৃত্তের্নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। সৃজত। সৃজ বিসর্গে। বিকরণস্য ঙিত্ত্বাদ্গুণাভাবঃ। দ্বিষং। ক্বিপ্। চেতি ক্বিপ্॥ (১ম—৩৯সূ—১০ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে একোনবিংশো বর্গঃ॥ ১৯॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে শোভনদানোপেত মরুদ্গণ! আপনারা সম্পূর্ণ বল ধারণ করেন। হে কম্পনকারী মরুদ্দেবগণ! কোপপরিবৃত ঋষিগণের প্রতি হিংসাকারী শত্রুগণের বিনাশার্থ আপনারা সম্পূর্ণ বলসম্পন্ন শত্রুদ্বেষকারী হন্তৃগণকে সৃজন করেন। (হন্তৃ সৃজন সম্বন্ধে) দৃষ্টান্ত; যথা,—যেমন শত্রুগণের প্রতি শর নিক্ষিপ্ত হয়, তদ্বৎ। (এতদ্বিষয়ে) নিরুক্তে উক্ত হইয়াছে,—অসামি অর্থাৎ সামিপ্রতিষিদ্ধ সম্পূর্ণ। 'অসাম্যোজো বিভৃথা সুদানবঃ' বাক্যে 'সম্পূর্ণ বল অর্থাৎ কল্যাণ দান করেন'—এইরূপ বুঝায়। (নি০ ৬২৩)।

"বিভৃথা"।—ধারণ ও পোষণার্থক ডুভৃঞ্ (ভৃ) ধাতু হইতে এই পদ নিষ্পন্ন। 'জুহোত্যাদিত্ব' নিবন্ধন শ্লু। 'ভৃঞামিৎ' নিয়মে অভ্যাসের ইত্ব বিহিত। "ঋষিদ্বিষে"। 'দ্বেষ অর্থাৎ হিংসা করে' এই বাক্যে ঋষিদ্বিট্ পদ নিষ্পন্ন। 'সৎসূদ্বিষে' ইত্যাদি নিয়মে ক্বিপ্ প্রত্যয়। "পরিমন্যবে"। মন্যু অর্থাৎ কোপের দ্বারা পরিবৃত এতদর্থে পরিমন্যুঃ পদ নিষ্পন্ন। 'প্রাদিসমাসে পরেরভিতোভাবিমণ্ডলং' (পা০ ৬।২।১৮২) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে উত্তর পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "ইষুং"। গত্যর্থ ইষু (ইষ্) ধাতু হইতে 'ইষ্যতি' অর্থাৎ গমন করে—এই বাক্যে ইষুঃ পদ নিষ্পন্ন। 'ঈষেঃ কিচ্চ' (উ০ ১।১৩) এই ঔণাদিক সূত্রে উ প্রত্যয়। 'ধাতোর্নিৎ' এই অনুবৃত্তিনিবন্ধন নিত্ব-হেতু আদিস্বর উদাত্ত। "সৃজত"। বিসর্গ অর্থাৎ ত্যাগার্থক সৃজ-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বিকরণের ঙিত্ব-হেতু গুণের অভাব। "দ্বিষং"। 'ক্বিপ্ চ নিয়মে ক্বিপ্ প্রত্যয়॥ (১ম—৩৯সূ—১০ঋ)॥

প্রথম মণ্ডলে তৃতীয় অধ্যায়ে একোনবিংবর্গ সমাপ্ত॥ ১৯॥

দশম (৪৮০) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত দুইটী পদের বিষয় প্রথমে আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। একটী পদ—'ওজঃ', একটী পদ—'শবঃ'। দুই পদের অর্থই ভাষ্যকার 'বলং' লিখিয়া গিয়াছেন। ব্যাখ্যাতেও তাহারই অনুসরণ দেখি। কিন্তু এখানে একটী বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। একই অর্থ-প্রকাশে 'ওজঃ' ও 'শবঃ' এই দুই পদ একই স্থলে প্রযুক্ত হইল কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর-ব্যপদেশে মন্ত্রান্তর্গত প্রথম পংক্তির দুইটী সম্বোধন পদের প্রতি স্বতঃই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই মন্ত্রের প্রথম পংক্তিটীকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহাতে, মন্ত্রের প্রথম অংশের সম্বোধন 'সুদানবঃ' ও দ্বিতীয় অংশের সম্বোধন 'ধুতয়ঃ' পদ গৃহীত হইয়াছে। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় ঐ দুই সম্বোধন-পদে যদিও যথাক্রমে 'শোভনদানযুক্ত' ও 'কম্পনকারী' অর্থ পরিগৃহীত হয় ; কিন্তু আমরা উহাদের অর্থ একটু অন্যরূপ আমনন করি। 'ধুতয়ঃ' পদের অর্থ যে 'পাপবিধৌতকারী' 'পাপনাশক', তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। * তাহা হইলে, ঐ সম্বোধনের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট 'শবঃ' যে 'বল' বা 'শক্তি' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, সে বল বা শক্তি যে কি প্রকার, তাহা বুঝা যায় না কি ? যিনি ধনবান্, তাঁহার 'বল' বলিতে গেলে, ধন-বলই বুঝায়। যিনি জ্ঞানবান্, তাঁহার 'বল' বলিতে গেলে, জ্ঞান-বলই বুঝাইয়া থাকে। যিনি বলবান, তাঁহার 'বল' বলিতে গেলে, শারীরিক সামর্থ্যই অনুভূত হয়। এইরূপ, যাঁহার যাহা আছে, তাঁহার বল বা শক্তি—তৎসংক্রান্ত বল বা শক্তি বলিয়াই বুঝা যায়। এখানে দেখিলাম,—দেবগণের বিশেষণ—'পাপবিধৌতকারী' (পাপ-নাশক) ; সুতরাং এক্ষেত্রে তাঁহাদের 'বল' বলিতে, পাপনাশ-সামর্থ্যই প্রতিপন্ন হয়। তাহা হইতে আমাদিগের পরিত্রাণের (পাপ-নাশেই তো পরিত্রাণ) শক্তি আপনাদের আছে—এই অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ "সুদানবঃ" সম্বোধন-পদের নিগূঢ় অর্থ উপলব্ধ হইলে,

* সপ্তত্রিংশৎ-সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে এবং এই সূক্তের প্রথম ঋকে 'ধুতয়ঃ' পদের অর্থ দেখুন।

'ওজঃ' পদের ভাবও পরিগৃহীত হইতে পারে। 'সুদানবঃ' পদের অর্থ—'শোভনদানোপেতাঃ' অর্থাৎ 'সু'-পদার্থের 'পরম'-বস্তুর দানে সামর্থ্য-বিশিষ্ট। যিনি পরম-পদার্থের অধিকারী, সেই পদার্থের দানেই তাঁহার সামর্থ্য প্রকাশ পায়। সেই পদার্থই 'ওজঃ' 'তেজঃ' বা 'জ্যোতিঃ'। এইরূপে বুঝা যায়, মন্ত্রের প্রথম পংক্তির দুই অংশের মর্ম্ম এই যে,—'হে দেবগণ! আপনারা পরম পদার্থ দানে শক্তিসম্পন্ন আছেন; আমাদের পাপ-নাশে পাপবিধৌত-করণে আপনাদের সামর্থ্য পরিলক্ষিত হয়।' প্রার্থনা-পক্ষে তাহাতে মর্ম্ম দাঁড়ায় এই যে,—'হে দেবগণ! সুদানব-রূপে আমাদিগকে সদ্বস্তু দান করুন, এবং পাপবিধৌতকারী হইয়া আমাদিগের সকল প্রকার পাপ বিধৌত করিয়া দেন।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তি—শত্রুনাশ-প্রার্থনামূলক। এ অংশের 'ঋষিদ্বিষে' ও 'পরিমন্যবে' পদদ্বয়ে শত্রুর প্রকৃতি পরিচয় প্রাপ্ত হই। তাহারা 'ঋষিদ্বিষে' অর্থাৎ তাহারা সৎকর্ম্মকারীর সৎকর্ম্মে হিংসা করে—বাধা দেয়। আর তাহারা—'পরিমন্যবে।' ঐ পদের ভাব—কোপনশীল, অসমসাহসী, সদাই অনিষ্টপরায়ণ। 'ঋষিদ্বিষে পরিমণ্যবে' পদদ্বয়ের মর্ম্ম এই যে,—'তাহারা সর্ব্বদা অসমসাহসে সৎকর্ম্মে বাধা প্রদান করিতেছে।' তদনুসারে, এখানকার প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'এমন যে শত্রু, ঋষি-দিগের বা সৎকর্ম্মকারীর সৎকর্ম্মে বাধা দেওয়াই যাহাদের সাহসের পরিচায়ক, হে দেবগণ, আপনারা তাহাদিগকে বধ করুন।'

'ইষুং ন' পদের অর্থ—'বাণ যেমন।' ভাব এই যে,—'বাণ যেমন দূর হইতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া শত্রুকে সংহার করে, বাণ যেমন অলক্ষিতে শত্রুর সংহারে সমর্থ হয়, সেইভাবে শত্রুর সংহার-সাধন করুন।' এখানে, 'হিংসাকারী রিপুর সহিত যেন সংশ্রব না ঘটে, সে সংশ্রব ঘটিবার পূর্ব্বেই তাহারা নিহত হউক'—এই ভাব আসে। 'দ্বিষং' পদ 'ঋষিদ্বিষে' পদেরই যোগ্য সম্বন্ধবাচক। এখানে 'কণ্টকেনৈব কণ্টকং' নীতির সার্থকতা দেখি। শত্রুর দ্বারাই শত্রু বিনষ্ট হউক, শত্রু যেন কোনরূপে আমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে,—এবংবিধ ভাব এই অংশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১ম—৩৯সূ—১০ঋ)।

———•———

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

——(·)——

প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ। অষ্টমোঽনুবাকঃ।
চত্বারিংশৎ-সূক্তং। বিংশ একবিংশশ্চ দ্বৌ বর্গৌ।

চত্বারিংশৎ-সূক্তং।

এই সূক্তের দেবতা—ব্রহ্মণস্পতি। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মরুদ্দেবগণের এবং ইন্দ্রাদি দেবতারও উপাসনা আছে। ব্রহ্মণস্পতি দেবতার উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে আমরা দুইবার পাইয়াছি। অষ্টাদশ সূক্তের প্রথম ঋকে এবং অষ্টত্রিংশৎ সূক্তের ত্রয়োদশ ঋকে তাঁহার নাম আছে। প্রথম ক্ষেত্রে, কেহ বা তাঁহাকে অগ্নির মূর্ত্তিবিশেষ বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছেন, কেহ বা স্বতন্ত্র দেবতা মনে করিয়াছেন। শেষোক্ত ক্ষেত্রেও ঐ ভাব দেখি। কেহ বা ঐ পদকে অগ্নি-দেবতার বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন; কেহ বা স্বতন্ত্র দেবতা ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এখানে, এই সূক্তে, সে সকল সংশয় দূরীভূত হইয়াছে। এখানে ব্রহ্মণস্পতি দেবতার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তাই প্রতিপন্ন হয়। যিনি ব্রহ্মণস্পতি নামে অভিহিত হন, তিনিও ভগবানের এক বিভূতি।

প্রতি দেবতারই বিশেষ বিশেষ শক্তির পরিচয় আছে। প্রতি দেবতা সম্বন্ধেই নানা রূপ কল্পিত-কাহিনীও প্রচলিত রহিয়াছে। এই ব্রহ্মণস্পতি দেবতা-সম্বন্ধেও তাহার অসদ্ভাব নাই। তিনি যুদ্ধে অন্ন-দান করেন। তাঁহার অনুকম্পায় সম্পদাদি বৃদ্ধি হয়। তিনি বজ্রধারণে শত্রু হনন করেন। তাঁহাকে পরাজয় করে—তেমন সাধ্য কাহারও নাই। তিনি মন্ত্রের প্রভু। তিনি স্বয়ংসিদ্ধ। এক পক্ষে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রচলিত আছে। অন্য পক্ষে আবার, তিনি ইন্দ্র-বরুণাদির স্তব করিয়া তাঁহাদের অনুগ্রহ-লাভ করেন, তিনি সহসের (বলের) পুত্র, তিনি ধনের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যার ফলে, ব্রহ্মণস্পতি দেবতা-সম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্ন বিপরীত ভাব প্রচারিত আছে। কেহ বা তাঁহাকে স্বর্গেরও উপরে তুলিয়াছেন। কেহ বা তাঁহাকে পাতালেরও নীচে ফেলিয়াছেন। আমরা কিন্তু মূলভাবে 'ব্রহ্মণস্পতি' পদে 'লোকপালক দেব' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। সে অর্থগ্রহণের মূল তত্ত্ব কি, পরবর্ত্তী আলোচনায় তাহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন।

ব্রহ্মণস্পতি কোন্ দেবতা? অথবা, ভগবানের কোন্ বিভূতি ব্রহ্মণস্পতি নামে অভিহিত হইয়াছেন? বিভিন্ন স্থানে তাঁহার বিভিন্নরূপ ক্রিয়া-শক্তির বা ঐশ্বর্য্য-মাহাত্ম্যের পরিচয় প্রাপ্ত হই। সকল দেবতা এবং সকল দেবভাব সম্বন্ধেই যে বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়, এই ব্রহ্মণস্পতির প্রসঙ্গও তদ্রূপ বৈচিত্র্যমূলক। দেবগণ বা দেবভাবসমূহ, অধিকারীর ধ্যান-ধারণা বা কল্পনা-শক্তি অনুসারে, ক্ষুদ্র-মহৎ কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়া থাকেন। যিনি যে স্তরের উপাসক, অথবা যিনি যে দৃষ্টিতে যে দেবতাকে দেখিতে চেষ্টা পাইবেন, দেবতা তাঁহার নিকট সেই ভাবেই প্রতিভাত হইবেন। দেবতত্ত্বের ইহাই বিশেষত্ব। এই এক ইন্দ্রদেবতার বিষয়ই স্মরণ করুন না কেন? একবিধ দৃষ্টিতে তিনি গুরুপত্নী অহল্যাকে হরণ করিতেছেন; আবার অন্যবিধ দৃষ্টিতে তিনি লোকপালক শ্রেষ্ঠ দেব। দৃষ্টির তারতম্যে দেবমাহাত্ম্য এইরূপই উচ্চাবচ গতি প্রাপ্ত হয়। এই ব্রহ্মণস্পতি-সম্বন্ধে উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই বুঝিয়া দেখুন—একই সূক্তের ব্যাখ্যায় তাঁহার সম্বন্ধে কেমন বিভিন্ন বিপরীত মতসমূহ পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। ফলতঃ, যিনি যেমন দৃষ্টিশক্তির অধিকারী হইবেন, দেবদর্শন তাঁহার ভাগ্যে সেইরূপই ঘটিবে। ইহাই দেবতত্ত্ব-নির্দ্দেশের পরিমাণ-দণ্ড। বেদের ব্যাখ্যাও, দৃষ্টিশক্তির এই তারতম্যানুসারে, তাই বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আছে।

এই ব্রহ্মণস্পতি-সম্বন্ধে বেদে অভিন্ন-মত সূচিত আছে। ব্যাখ্যাকারগণের গবেষণার ফলে, কেবল মতান্তর ঘটিয়া থাকে। ইন্দ্রের ও অহল্যার উপাখ্যানের রূপকালঙ্কার ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন সত্যের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হয়, বেদ-মন্ত্রের অভ্যন্তরে একটু নিগূঢ়ভাবে প্রবেশ করিতে পারিলে, ব্রহ্মণস্পতি-তত্ত্বও সেইরূপ পরিস্ফুট হইয়া আসে। ঋগ্বেদের ভিন্ন ভিন্ন সূক্তে তাঁহার কি-না মাহাত্ম্য-তত্ত্বই পরিবর্ণিত রহিয়াছে! এই সূক্তে 'সহসস্পুত্রঃ' পদ দেখিয়া তাঁহার পিতৃত্বের সন্ধান করিতেছি। কিন্তু একটু অগ্রসর হইয়া আবার দেখুন—তিনিই 'বিশ্বের সৃষ্টি-কর্ত্তা' রূপে প্রকট রহিয়াছেন; দ্বিতীয় মণ্ডলের ত্রয়োবিংশ সূক্তের দ্বিতীয় ঋকে তাঁহাকেই আবার "বিশ্বেষাং জনিতা" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এইরূপ আরও দেখুন,—তিনিই আবার 'দেবগণের পিতা' বলিয়া পরিচিত আছেন; উক্ত দ্বিতীয় মণ্ডলের ষট্‌ত্রিংশৎ-সূক্তের তৃতীয় ঋকে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে,—"দেবানাং পিতরং।" তার পর আবার দেখুন,—তিনি কখনও বা ইন্দ্রের কার্য্য করিতেছেন (২ম—২৩সূ—১৮ঋ), কখনও বা ইন্দ্র হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন (৮ম—৯৩সূ—১৫ঋ); কখনও বা তিনি অগ্নিরূপে প্রকাশমান্ (১ম—১৮সূ—১ঋ), কখনও বা অগ্নি হইতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হইতেছে (৭ম—৪১সূ—১ঋ)। এইরূপ বিভিন্ন স্থান হইতে তাঁহার সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। বলিয়াছি তো—দেবতা বা দেবভাব—সাধকের ধ্যান-ধারণা-সাপেক্ষ। সেই দৃষ্টিতেই ব্রহ্মণস্পতি দেবতা সম্বন্ধে নানাভাব মনে আসে। ব্রহ্মণস্পতি-দেবকে তদনুসারেই সাধারণভাবে 'লোকপালক' দেবতা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। দেবতত্ত্ব বোধগম্য হইলেই সর্ব্বদেবের অভিন্নতা উপলব্ধ হয়।

— • —

চত্বারিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্য-কৃতা)।

উত্তিষ্ঠেত্যষ্টর্চ্চং পঞ্চমং সূক্তং কণ্বস্যার্ষং বার্হতং। যুজঃ সতো বৃহত্যঃ। অযুজো বৃহত্যঃ। ব্রহ্মণস্পতিদেবতাকং। অনুক্রম্যতে চ। উত্তিষ্ঠাষ্টৌ ব্রাহ্মণস্পত্যমিতি। সূক্তবিনিয়োগো লৈঙ্গিকঃ। চতুর্ব্বিংশেহহনি মরুত্বতীয়ে প্রাকৃতাদ্ব্রাহ্মণস্পত্যাৎ প্রগাথাৎ পূর্ব্বমুত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পত ইত্যয়ং প্রগাথঃ। মরুত্বতীয় ইতি খণ্ডে সূত্রিতং। প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিরুত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পত ইতি ব্রাহ্মণস্পত্যাবাবপতে পূর্ব্বৌ নিত্যাৎ। আ০ ৭।৩। ইতি॥ আদ্যা তু প্রবর্গ্যেহপ্যভিষ্টবে বিনিযুক্তা। উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পত ইত্যেতয়ানুক্যাবতিষ্ঠেত ইতি সূত্রিতত্বাৎ॥

তত্র প্রথমামৃচমাহ।

প্রথমমণ্ডলস্য অষ্টমেহনুবাকে চত্বারিংশৎ-সূক্তং। কণ্বঋষিঃ। বৃহতীচ্ছন্দঃ। ব্রহ্মণস্পতির্দ্দেবতা। লৈঙ্গিকো বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চত্বারিংশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবয়ন্তস্ত্বেমহে।

উপ প্র যন্তু মরুতঃ সুদানবঃ ইন্দ্র

প্রাশূর্ভবা সচা॥ ১॥

চত্বারিংশৎ-সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

পঞ্চম সূক্ত 'উত্তিষ্ঠ' ইত্যাদি অষ্টঋক্‌বিশিষ্ট। এই সূক্তের ঋষি—কণ্ব, এবং ছন্দ—বৃহতী। মন্ত্রের কতকগুলি 'যুজঃ সতো বৃহতী' আর কতকগুলি 'অযুজো বৃহতী'। এই সূক্তের দেবতা ব্রহ্মণস্পতি। 'উত্তিষ্ঠাষ্টৌ ব্রহ্মণস্পতিঃ' ইত্যাদি অনুক্রান্ত হইয়াছে। এই সূক্তের বিনিয়োগ—লৈঙ্গিক। মরুত্বতীয় ক্রতুর চতুর্ব্বিংশতি দিবসে 'প্রাকৃতাদ্ব্রহ্মণস্পত্যাঃ' ইত্যাদি যে প্রগাথ মন্ত্র পাঠের ব্যবস্থা আছে, তৎপূর্ব্বে 'উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতিঃ' ইত্যাদি প্রগাথ মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের 'মরুত্বতীয়' ইত্যাদি খণ্ডে এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—"প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিরুত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পত" ইত্যাদি (আ০ ৭।৩)। "উত্তিষ্ঠ ব্রাহ্মণস্পত" ইত্যাদি সূত্রিত হওয়ায় প্রথম ঋকটী প্রবর্গে এবং অভিষ্টবে উভয়ত্রই প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

পদ-বিশ্লেষণং।

উৎ। তিষ্ঠ। ব্রহ্মণঃ। পতে। দেবহ্যন্তঃ। ত্বা। ঈমহে।

উপ প্র। যন্তু। মরুতঃ। সুহদানবঃ। ইন্দ্র।

প্রাশূঃ। ভব। সচা॥ ১॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ব্রহ্মণস্পতে' (হে লোকপালক দেব) 'উত্তিষ্ঠ' (উত্থানং কুরু, অস্মাকং হৃদয়ে জাগরিতো ভব); 'দেবয়ন্তঃ' (দেবান্ কাময়মানাঃ বয়ং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'ঈমহে' (যাচামহে, প্রার্থয়ামহে); 'সুদানবঃ' (শোভনদানোপেতাঃ, পরমদানশীলাঃ) 'মরুতঃ' (হে মরুদ্দেবাঃ) 'উপ' (অস্মাকং সমীপে) 'প্র যন্তু' (প্রকর্ষেণ আগচ্ছন্তু); 'ইন্দ্র' (হে ইন্দ্রদেব) 'স চা' (সর্বৈঃ দেবৈঃ সহ) 'প্রাশূঃ' (শত্রুনাশকঃ, অজ্ঞানতানাশকঃ) 'ভবা' (ভব)। হৃদি দেবতাবস্তু উদ্বোধনায় অর্চনাকারী দেবানাং আহ্বানং করোতি। সর্বে দেবাঃ হৃদি প্রতিষ্ঠিতাঃ সন্তু—ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪০সূ—১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে লোকপালক ব্রহ্মণস্পতি দেব! আপনি উত্থান করুন (জাগরিত হউন); দেবতাভিলাষী আমরা আপনাকে প্রার্থনা করিতেছি। হে শোভনদানশীল মরুদ্দেবগণ! আমাদিগের নিকট আপনারা আগমন করুন। হে ইন্দ্রদেব! সকল দেবগণের সহিত আপনি শত্রুনাশক হউন; (অথবা, আমাদের অজ্ঞানতা দূর করুন)। (১ম—৪০সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ব্রহ্মণস্পতে। এতন্নামক দেব। উত্তিষ্ঠ। অস্মদনুগ্রহায় স্বকীয়নিবাসাদুত্থানং কুরু। দেবয়ন্তো দেবান্ কাময়মানা বয়ং ত্বা ত্বামীমহে। যাচামহে। সুদানবঃ শোভনদানযুক্তা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ব্রহ্মণস্পতি নামক দেবতা! আমাদের (প্রতি) অনুগ্রহ (দানের) নিমিত্ত, আপনি আপনার নিবাসস্থান হইতে উত্থিত হউন। দেবগণের কামনাকারী আমরা আপনাকে (পাইবার জন্য) প্রার্থনা করিতেছি। হে শোভনদানযুক্ত মরুদ্গণ! আপনারা

মরুতঃ উপপ্রযন্তু। সমীপে প্রকর্ষেণ গচ্ছন্তু। হে ইন্দ্র ত্বং সচা ব্রহ্মণস্পতিনা সহ প্রাশূঃ সোমস্য প্রাশকো ভব। যদ্বা বৃত্রস্য হিংসকো ভব।

উত্তিষ্ঠ। উর্দ্ধকর্ম্মত্বাদাত্মনেপদাভাবঃ। পা০ ১৩২৪। ব্রহ্মণস্পতে। সুবামন্ত্রিত ইতি পরাঙ্গবদ্ভাবাৎ ষষ্ঠ্যামন্ত্রিতসমুদায়স্যাষ্টমিকং সর্ব্বানুদাত্তত্বং। দেবযন্তঃ। দেবানাত্মন ইচ্ছন্তঃ। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। ন চ্ছন্দস্যপুত্রস্যেতীত্বস্যেব দীর্ঘস্যাপি নিষেধঃ। অশ্বাঘস্যাদিতি পুনরাত্ববিধানসামর্থ্যাৎ। ঈমহ ইত্যাদয়ো গতাঃ। প্রাশূঃ। শৄ হিংসায়াং। প্রকর্ষেণা সমন্তাৎ শৃণোতি হিনস্তীতি প্রাশূঃ। বহুলং ছন্দসীত্যুত্বং। র্ব্বোরুপধায়া দীর্ঘঃ। কৃদুত্তর-পদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ভবা। দ্ব্যচোঽতস্তিঙ ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং॥ (১ম—৪০সূ—১ঋ)॥

• • •

প্রথম (৪৮১) ঋকের বিশদার্থ।

—:০:—

দেবতা নিদ্রিত আছেন। দেবভাব সুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। আমরা দেব-সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি।

এ চিন্তা একবারও হৃদয়ে জাগিতে চাহে না। এ অবস্থার প্রতি আমাদের আদৌ দৃষ্টি পড়ে না। সংসারের নানা মোহ-জালে আমরা নিয়ত বিজড়িত থাকি। অশন বসন শয়ন ভোজন—এই সব লইয়াই আমরা নিয়ত বিব্রত আছি। দৈন্য-দারিদ্র্য অভাব-অনটন—তাহারাই আমাদিগকে ঘেরিয়া আছে। তাহাদেরই সেবার জন্য, অভাব-অনটনের গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, অপকর্ম্মের উপর অপকর্ম্ম করিয়া

(আমাদের) সমীপে প্রকৃষ্টরূপ আগমন করুন। হে ইন্দ্র! আপনি ব্রহ্মণস্পতি দেবের সহিত সোমের ভক্ষক হউন (অর্থাৎ সোমপান করুন) অথবা বৃত্রের হিংসক হউন (অর্থাৎ বৃত্রকে সংহার করুন)।

"উত্তিষ্ঠ"। 'উর্দ্ধকর্ম্মত্বাদাত্মনেপদাভাবঃ' (পা০ ১।৩।২৪) এই সূত্রানুসারে আত্মনেপদ হয় নাই। 'সুবামন্ত্রিত' এই নিয়মে পরাঙ্গবদ্ভাব হওয়ায় ষষ্ঠ্যামন্ত্রিত সমুদায় পদের আষ্টমিক নিঘাত-হেতু সমস্ত পদের অনুদাত্ত স্বর হইল। "দেবযন্তঃ"। 'আপনাদের সম্বন্ধে নিজে দেবগণকে (পাইবার) ইচ্ছা করে'—এই বাক্যে, 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্' সূত্রানুসারে, ক্যচ্-প্রত্যয়। 'ন ছন্দস্য পুত্রস্য' এই নিয়মে ইত্বেরও দীর্ঘ নিষিদ্ধ হইল। সামর্থ্য-বিধান-হেতু 'অশ্বাঘস্যাৎ' এই নিয়মে পুনরায় আকারের বিধান হইয়াছে। "ঈমহ"—এই সকল পদ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। "প্রাশূ"। হিংসার্থক শৄ ধাতু হইতে 'প্রকৃষ্টরূপ সর্ব্বপ্রকার শ্রবণ করেন'-এই অর্থে প্রাশূ পদ নিষ্পন্ন। 'বহুলং ছন্দসি' নিয়মে তদুত্তর উত্ব বিহিত। 'র্ব্বোরুপধায়া' নিয়মে উপধার দীর্ঘ। কৃৎ হেতু উত্তর পদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "ভবা"। 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' এই নিয়মে সংহিতা-বিষয়ে দীর্ঘ হইয়াছে। (১ম—৪০সূ—১ঋ)॥

যাইতেছি,—আর সেই চিন্তাতেই দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতেছে। দেবতা নিদ্রিত কি জাগ্রৎ—দেখিবার আর অবসর পাইলাম কৈ!

যদি এই চিন্তা কখনও হৃদয়ে উদয় হয়, যদি এইরূপ ভাবনার রশ্মিরেখা কখনও হৃদয়ে বিকাশ পায়; দেবতাকে ডাকিবার জন্য মানুষ তখনই ব্যাকুল হইয়া পড়ে,—তখনই সেই লোকপালক দেবতাকে সম্বোধন করিয়া মানুষ বলিতে পারে,—

"উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবযন্তস্ত্বেমহে।"

লোকপালক সেই ব্রহ্মণস্পতি-দেবতাকে জাগ্রৎ করিবার জন্য আহ্বান করিতে করিতে, ক্রমশঃ সকল দেবতাই হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠিত হন,—শত্রু বিমর্দ্দক দেবতা আসিয়া তখন সকল শত্রুকে সকল বিপদকে দূরীভূত করেন।

এই মন্ত্র সেই তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে। আমার সম্বন্ধে দেবতা নিদ্রিত আছেন—দূরে অবস্থিতি করিতেছেন—এই ভাবটাও একবার হৃদয়ে উদয় হউক! তাহাতেও সুফল আছে। যখন সাধকের মনে এই ভাব জাগরিত হয়, তিনি অমনি ডাকেন,—"উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতি দেবযন্তস্ত্বেমহে।" সঙ্গে সঙ্গে অমনি তাঁহার অন্তরে প্রতিধ্বনি উঠে,—'উপ প্র যন্তু মরুতঃ সুদানবঃ'। পরমদানশীল মরুদ্দেবগণকে তখন নিকটে আনিবার আকাঙ্ক্ষা হয়। সাধক তখন প্রার্থনা করেন,—'হে শোভনদাতা দেবগণ! আপনারা আসিয়া আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত হউন।' দেবতার আগমন-পথে যে সকল অন্তরায় আছে, যে সকল শত্রু নানারূপ অস্ত্র ধারণ করিয়া সে পথ আটকাইয়া রহিয়াছে, তখন সেই পথের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়ে। তখন শত্রুনাশক দেবতার শরণাপন্ন হওয়ার আবশ্যক হয়। সাধক তখন আবার ডাকেন,—'ইন্দ্র প্রাশূর্ভবা সচা।' অর্থাৎ 'হে দেবরাজ! আপনি আসিয়া শত্রুদিগকে নাশ করুন,—দেবগণের আগমন-পথের বাধা দূরীভূত হউক।' *

---

* এই ঋকের অন্তর্গত 'প্রাশূঃ' পদটি সমস্তামূলক। সায়ণ ঐ পদে দুই প্রকার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এক অর্থ—'সোমস্য প্রাশকঃ' অর্থাৎ 'সোমরসপানকারী', এবং অন্য অর্থ—'বৃত্রস্য নাশকঃ' অর্থাৎ 'বৃত্রের হননকারী।' এক অর্থে,—'আপনি ব্রহ্মণস্পতি দেবতার সহিত আসিয়া সোমপান করুন;' অন্য অর্থে—'আপনি দেবগণের সহিত আসিয়া বৃত্রকে

হৃদয়ে একটা দেবভাব একবার জাগাইবার চেষ্টা কর। সঙ্গে সঙ্গে সকল দেবতাই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইবেন। এ মন্ত্রে এই শিক্ষা প্রদান করিতেছে। এ মন্ত্রের ইহাই মর্ম্ম। (১ম—৪০সূ—১ঋ)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চত্বারিংশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

ত্বামিদ্ধি সহসস্পুত্র মর্ত্ত্য উপব্রূতে ধনে হিতে।

সুবীর্য্যং মরুত আ স্বশ্ব্যং দধীত

যো বঃ আচকে ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বাং। ইৎ। হি। সহসঃ। পুত্র। মর্ত্ত্যঃ। উপব্রূতে। ধনে। হিতে।

সুঽবীর্য্যং। মরুতঃ। আ। সুঽঅশ্বং। দধীত।

যঃ। বঃ। আঽচকে ॥ ২ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সহসস্পুত্র' (হে বলস্য বহুপালক, জ্ঞানাদীনাং বিবিধানাং শক্তিনাং রক্ষক, হে দেব) 'হিতে' (মঙ্গলপ্রদে) 'ধনে' (পরমার্থরূপে সম্পদি) 'উপ' (সামীপ্যলাভায়, উপস্থিতিকালে ইতি যাবৎ) 'মর্ত্তাঃ' (মনুষ্যঃ) 'হি' (নিশ্চিতং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'ইৎ' (এব) 'ব্রূতে' (স্তৌতি,

---

সংহার করুন।' আমরা এখানে সোমরসের কোনও সম্বন্ধ দেখিতে পাইলাম না। ঐ পদের ব্যুৎপত্তিমূল 'অশ্' ধাতুর অর্থ 'ভোজন'; তাহা হইতেই সায়ণ 'সোমরস পান' অর্থ আনিয়া থাকিবেন। কিন্তু শত্রুকে সংহারের—অজ্ঞানতাকে নাশের—ভাবই এখানে সমীচীন। 'সচা' পদে 'সকল দেবগণের সহিত' অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

প্রার্থয়তে); 'মরুতঃ' (হে দেবাঃ!) 'যঃ' (মর্ত্যঃ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'আচকে' (স্তৌতি, পূজয়তি), স জনঃ 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'সুবীর্যং' (শোভনবলং, সৎকর্ম্মসামর্থ্যং) 'স্বশ্ব্যং' (শোভনজ্ঞানকিরণং, সদ্জ্ঞানং) 'দধীত' (ধারয়েৎ, প্রাপ্নুয়াৎ)। পরমার্থলাভায় ব্রহ্মণস্পতিং আরাধয়। সৎকর্ম্মসামর্থ্যং সদ্জ্ঞানঞ্চ দেবাঃ বিতরন্তি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪০সূ—২ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানাদি বিবিধ শক্তির পালক হে দেব! মঙ্গলপ্রদ পরমার্থ-রূপ সম্পদে উপস্থিত হইবার সময়, মনুষ্য নিশ্চয় আপনাকেই স্তব করে। হে মরুদ্দেবগণ! যে মনুষ্য আপনাদিগকে পূজা করে, সে জন সর্ব্বতোভাবে শোভন বল (সৎকর্ম্ম সামর্থ্য) এবং শোভন-জ্ঞানকিরণ (সদ্জ্ঞান) প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (১ম—৪০সূ—২ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সহসস্পুত্র বলস্য বহুপালক ব্রহ্মণস্পতে। পুত্রঃ পুরু ত্রায়তে নিপরণাদ্বেতি নিরুক্তং। ২।১১। মর্ত্ত্যো মনুষ্যো হিতে শত্রুষু প্রক্ষিপ্তে ধনে নিমিত্তভূতে সতি ত্বামিৎ ত্বামেবোপব্রূতে হি। সমীপং প্রাপ্য স্তৌতি খলু। তদ্ধনসম্পাদনায় প্রার্থয়ত ইত্যর্থঃ। হে মরুতঃ। যো ধনার্থী মর্ত্ত্যো বো যুষ্মান্ ব্রহ্মণস্পতিসহিতানাচকে। স্তৌতি। স মর্ত্ত্যঃ স্বশ্ব্যং শোভনাশ্বযুক্তং সুবীর্যং শোভনবীর্যযুক্তং ধনং দধীত। ধারয়েৎ ॥

সহসস্পুত্র। ব্রহ্মণস্পত ইতিবৎ ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্রেতি বিসর্জনীয়স্য সত্বং। উপব্রূতে। হি চেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। তিঙি চোদাত্তবতীতি গতেরনুদাত্তত্বং। হিতে নিষ্ঠায়াং দধাতের্হিরিতি হিরাদেশঃ। সুবীর্যা। শোভনং বীর্যং যস্যেতি বহুব্রীহৌ বীরবীর্য্যৌ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে বহু বলের পালক ব্রহ্মণস্পতি দেবতা! (নিপরণ হইতে প্রকৃষ্টরূপে ত্রাণ করে, নিরুক্তে পুত্রঃ পদের এই ব্যাখ্যা আছে—(নি° ২।১১) শত্রুগণের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত ধনের নিমিত্ত মানবগণ আপনাকে স্তব করিতেছে। সেই ধন পাইবার নিমিত্ত আপনার সমীপে মানবগণ প্রার্থনা জানাইতেছে—ইহাই মর্ম্ম। হে মরুদ্দেবগণ! ধনার্থী যে মানব, ব্রহ্মণস্পতি-দেবতার সহিত আপনাদিগের স্তবে বিনিযুক্ত, আপনারা তাহাদিগকে শোভনাশ্বযুক্ত এবং সুবীর্য সম্পন্ন ধন দান করুন।

'সহসস্পুত্র'। ব্রহ্মণস্পতি পদের ন্যায় 'ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্র' ইত্যাদি নিয়মে বিসর্জনীয়ের (বিসর্গের) সত্ব অর্থাৎ বিসর্গের স্থানে স আদেশ হইয়াছে। "উপব্রূতে"। 'হি চ' নিয়মে নিঘাতের প্রতিষেধ। 'তিঙি চোদাত্তবৎ' নিয়মানুসারে গতির অনুদাত্তত্ব। "হিতে"। নিষ্ঠা (ক্ত) প্রত্যয় হেতু 'দধাতে হিঃ' সূত্রানুসারে ধা স্থানে হি আদেশ হইয়াছে। "সুবীর্য্যং"।

চেত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। স্বশ্ব্যং। অশ্বানাং সমূহোঽশ্বীয়ং। কেশাশ্বাভ্যাং যঞ্ছাবন্যতরস্যাং। পা০ ৪।২।৪৮। ইতি সমূহার্থে ছপ্রত্যয়ঃ। ছস্য ঈয়াদেশঃ। শোভনমশ্বীয়ং যস্য তং স্বশ্ব্যং। ঈকারলোপশ্ছান্দসঃ। পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। দধীত। সীযুটঃ সকারলোপে সত্যভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। আচকে। কৈ গৈ রৈ শব্দে। আদেচ ইত্যাত্বং। লিটি দ্বির্বচনেঽভ্যাসস্য হ্রস্বচুত্বে। আতো লোপ ইটি চেত্যাকারলোপঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। যদ্বৃত্তযোগান্নিঘাতঃ॥ (১ম—৪০সূ—২ঋ)॥

• • •

দ্বিতীয় (৪৮২) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

এই ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে,—'হে বলের পুত্র বা বলের পালক ব্রহ্মণস্পতিদেব! ধনের জন্য যখন যুদ্ধ উপস্থিত হয়, মনুষ্যগণ তখন আপনার নিকটস্থ হইয়া (অথবা আপনার আশ্রয় লাভের জন্য) আপনাকে স্তব করে। হে মরুদ্গণ! ধনাকাঙ্ক্ষী যে সকল মনুষ্য আপনাদের নিকট প্রার্থনা করে, তাহারা সুন্দর অশ্ব এবং সুবীর্য্য (অথবা বীর্য্যবিশিষ্ট ধন) প্রাপ্ত হয়।' এই প্রচলিত অর্থের সহিত আমাদের প্রবর্ত্তিত অর্থের যে ভিন্নভাব হইল, আমাদের অন্বয়-বোধিকা-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদে তাহা উপলব্ধ হইবে।

কি কারণে প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদের ব্যাখ্যার স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হইতেছে, মন্ত্রোক্ত কয়েকটী পদের বিষয় অনুধাবন করিলেই তাহা বোধগম্য হইতে পারিবে। প্রথম—'সহসস্পুত্র'। ঐ পদে 'সহসের'

'শোভন বীর্য্য যাহার' এইরূপ বহুব্রীহি সমাস-হেতু 'বীরবীর্য্যৌচ' সূত্র-নিয়মে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত। "স্বশ্ব্যং"। 'অশ্বগণের সমূহ' এই বাক্যে অশ্বীয়ং পদ নিষ্পন্ন। 'কেশাশ্বাভ্যাং যঞ্ছাবন্যতরস্যাং' (পা০ ৪।২।৪৮) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে সমূহার্থে ছ-প্রত্যয়। তৎপর ছ-স্থানে ঈয় আদেশ। 'শোভন (সুন্দর) হইয়াছে অশ্বসমূহ যাহার' এই সমাসবাক্যে স্বশ্ব্যং পদ নিষ্পন্ন। ছান্দস-হেতু ঈ-কারের লোপ। 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত। "দধীত"। 'সীযুটঃ' নিয়মে স-কারের লোপ হওয়ায় 'অভ্যস্তানামাদিঃ' সূত্রানুসারে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাত হয় নাই। "আচকে"। কৈ গৈ রৈ ধাতু শব্দার্থবাচক। 'আদেচ' নিয়মে আত্ব বা আ আদেশ হইয়াছে। লিট বিভক্তির দ্বিবচনে অভ্যাসের (দ্বিত্বের) হ্রস্বত্ব ও চু আদেশ। 'আতোলোপ ইটি চ' এই নিয়মে আকারের লোপ হইয়াছে। প্রত্যয়-স্বর এবং যদ্বৃত্তযোগহেতু নিঘাতের অভাব হইয়াছে। (১ম—৪০সূ—২ঋ)।

বা 'বলের' পুত্র অর্থই সহসা মনে আসে। কিন্তু সায়ণই উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'বহুবলের পালক।' তিনি যে ভাবে ঐ অর্থ গ্রহণ করেন, আমরা এ পক্ষে তাঁহারই অনুসরণ করি।

তবে এখানে যে দৈহিক বলের বিষয় অথবা লোকবলের বা অর্থ-বলের বিষয় বলা হয় নাই; পরন্তু এখানে যে জ্ঞান-রূপ বলের বিষয়ই লক্ষ্য রহিয়াছে, ভগবানের আরাধনা-রূপ সামর্থ্যের বিষয়ই খ্যাপিত আছে; 'সহসস্পুত্র' পদে তাহাই উপলব্ধ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদ—'ধনে' ও 'হিতে'। ভাষ্যকার 'ধনে' পদে 'ধননিমিত্তভূতে সংগ্রামে' এবং 'হিতে' পদে 'প্রাপ্তে' অর্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তাহাতেই প্রচলিত অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'ধনের জন্য সংগ্রাম উপস্থিত হইলে।' কিন্তু আমরা বলি, এখানে 'হিতে' পদ 'ধনে' পদের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। উভয় পদই সপ্তমী বিভক্তির পদ। 'হিতে' পদে 'হিতকারক' বা 'মঙ্গলপ্রদ' অর্থ বুঝায়; 'ধনে' পদে 'সম্পৎ' অর্থ আসে। ঐ দুই পদের ভাব—'পরমার্থ রূপ সম্পদে।' তার পর, 'উপ' পদের ভাব গ্রহণ করুন। আমরা উহার প্রতিবাক্যে 'সামীপ্যলাভের নিমিত্ত' 'উপস্থিতি-কালে' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে ভাব দাঁড়াইয়াছে—'পরমার্থ-রূপ সম্পদে উপস্থিত হইবার সময়'। অর্থাৎ, এখানে বলা হইয়াছে,—'পরমার্থ রূপ সম্পৎ যখন মানুষ লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করে, হে দেবগণ, তখনই তাহারা আপনাদিগের স্তব বা আরাধনা করিয়া থাকে।' দেব-গণের আরাধনা-উপাসনার ফলেই পরমার্থ রূপ ধন লাভ হয়,—ইহাই মন্ত্রের প্রথমাংশের (প্রথম পংক্তির) তাৎপর্য্য।

দ্বিতীয় (পংক্তির) অংশের সমস্যামূলক পদ—'স্বশ্ব্যং'। ঐ পদে প্রায় সকলেই 'শোভন অশ্ব' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রার্থনাকারী যে স্তরে অবস্থিত, তিনি সেইরূপ ভাবের প্রার্থনাই করিয়া থাকেন। ঘোড়া গরু পাইলেই যাঁহার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয়, তিনি সেইরূপ প্রার্থনাই করিতে পারেন। স্তর-বিশেষের উপাসকের পক্ষে ঐ পদে ঘোড়ার প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি। কিন্তু পক্ষান্তরে ঐ পদে আবার পরম জ্ঞানলাভের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে—প্রতিপন্ন হয়। আমরা অশ্ব শব্দে নানা স্থানে জ্ঞান-কিরণ অর্থ প্রমাণ করিয়াছি।

এখানেও ঐ পদে সেই ভাব আসে। উচ্চস্তরের যে সাধক, তিনি শোভন জ্ঞানের (পরম জ্ঞানের) কামনাই করিয়া থাকেন। 'স্বশ্ব্যং' পদ এমনই ভাবে প্রযুক্ত যে, সকল স্তরের উপাসকের অভীষ্টই ঐ পদে ব্যক্ত হইতেছে। 'সুবীর্য্যং' পদও ঐরূপ দ্বিবিধ ভাব ব্যক্ত করে। বীর্য্য—নানা দিক হইতে নানা প্রকারে প্রকাশিত হইতে পারে। যিনি যেরূপ বীর্য্য আকাঙ্ক্ষা করেন, ঐ পদ তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষারই পূরণ করিতেছে। তবে 'সু'-যুক্ত 'বীর্য্য' পদ আছে বলিয়া, সৎ-সম্বন্ধ বিশিষ্ট বীরত্বেরই ঐ পদে প্রধানতঃ দ্যোতনা করে। যাঁহারা ভগবানে ভক্তি-পরায়ণ, যাঁহারা ভগবানের পূজায় নিরত থাকেন, তাঁহারা ঘোড়া গরু বা দৈহিক ও লৌকিক বল, অতি অল্পই কামনা করেন। সে দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, এখানে মন্ত্রাংশের এই ভাবই সঙ্গত হয় যে,—'যে মনুষ্য দেবগণের পূজায় ন্যস্তচিত্ত থাকে, দেবভাবে বিভোর হইতে পারে, সদ্‌জ্ঞান এবং সৎকর্ম্মসামর্থ্য তাহাদেরই অধিগত হইয়া থাকে।' পরমার্থ-রূপ সম্পৎ-লাভই দেবারাধনার মুখ্য লক্ষ্য। সৎকর্ম্মসামর্থ্য ও সৎজ্ঞান-প্রাপ্তিই দেবারাধনার শুভ ফল। আমরা বলি, এই নিত্যসত্য-তত্ত্বই এই মন্ত্রে প্রখ্যাত আছে। (১ম—৪০সূ—২ঋ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

চতুর্ব্বিংশেঽহনি মরুত্বতীয় উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পত ইত্যস্যাং প্রগাথাৎ পূর্ব্বং প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতি-রিত্যয়ং প্রগাথো বিনিযুক্তঃ। সূত্রং তু'ত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পত ইত্যত্রৈবোদাহৃতং। মহাবীর-মাদায় শালাং প্রতিগচ্ছৎসু প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিরিতি হোতা পঠন্ গোতামনুগচ্ছেৎ। সূত্রঞ্চ। প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিরিত্যনুব্রজেদিতি॥ এতৈবাগ্নীষোমীয়প্রণয়নেঽপি বিনিযুক্তা। সূত্রিতঞ্চ। প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতির্হোত্রা দেবো অমর্ত্ত্য ইতি॥ তামেতাং সূক্তে তৃতীয়ামৃচমাহ॥

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

মরুত্বতীয় ইষ্টিতে চতুর্ব্বিংশতি দিবসে পঠনীয় 'উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পত' ইত্যাদি প্রগাথার পূর্ব্বে "প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিঃ" ইত্যাদি প্রগাথ মন্ত্র বিনিযুক্ত হয়। "উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতঃ" ইত্যাদি সূত্র এস্থলে উদাহৃত হইয়া থাকে। মহাবীর গ্রহণ করিয়া যজ্ঞশালার অভিমুখে গমনকারী হোতা 'প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতি' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অগ্রসর হইবে। এতদ্বিষয়ে সূত্রিত হইয়াছে;—"প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতি" ইত্যাদি বলিয়া গমন করিবে। অগ্নীষোমীয় যাগেও এই সকল মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ে সূত্রিত হইয়াছে; যথা—"প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতির্হোত্রা দেবো অমর্ত্ত্য" ইত্যাদি। সেই মন্ত্রের এই সূক্তে তৃতীয় ঋক্ কথিত হইতেছে।

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চত্বারিংশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

প্রৈতু ব্রহ্মণস্পতিঃ প্র দেব্যেতু সূনৃতা।

অচ্ছা বীরং নর্য্যং পংক্তিরাধসং

দেবা যজ্ঞং নয়ন্তু নঃ ॥ ৩ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

প্র। এতু। ব্রহ্মণঃ। পতিঃ। প্র। দেবী। এতু। সূনৃতা।

অচ্ছ। বীরং। নর্য্যং। পংক্তিহ্রাধসং।

দেবাঃ। যজ্ঞং। নয়ন্তু। নঃ ॥ ৩ ॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ব্রহ্মণস্পতিঃ' (লোকপালকো দেবঃ) 'প্রৈতু' (অস্মান্ প্রাপ্নোতু) ; 'সূনৃতা' (সত্যস্বরূপা) 'দেবী' (বাগ্‌দেবতা) 'প্রৈতু' (অস্মান্ প্রাপ্নোতু) ; 'দেবাঃ' (সর্ব্বে দেবভাবাঃ, আগত্য ইতি যাবৎ) 'নর্য্যং' (নরহিতসাধকং) 'বীরং' (শ্রেষ্ঠং) 'পংক্তিরাধসং' (উপাসকশ্রেণিমধ্যগতং) 'যজ্ঞং' (সৎকর্ম্ম) 'অচ্ছ' (আভিমুখ্যেন) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'নঃ' (অস্মান্) 'নয়ন্তু' (বহন্তাং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব ! অস্মান্ লোকহিতপরান্ সত্যকথনশীলান্ কুরু। দেবভাবপ্রভাবেন যেন বয়ং শ্রেষ্ঠং সৎকর্ম্ম লভামহে, হে দেবাঃ, তৎ বিধদ্ধ্বং। (১ম—৪০সূ—৩ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

ব্রহ্মণস্পতি দেবতা (সেই লোকপালক দেবতা) আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। সত্যস্বরূপ বাগ্‌দেবতা আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। সকল দেবভাব (দেবগণ আসিয়া) নরহিতসাধক শ্রেষ্ঠ উপাসকশ্রেণিমধ্যগত সৎকর্ম্ম-অভিমুখে সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে লইয়া যাউন। (১ম—৪০সূ—৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

ব্রহ্মণস্পতির্দেবঃ প্রৈতু। অস্মান্ প্রাপ্নোতু। সূনৃতা দেবী প্রিয়সত্যরূপা বাগ্‌দেবতা প্রৈতু। অস্মান্ প্রাপ্নোতু। দেবা ব্রহ্মণস্পত্যাদয়ো দেবতা বীরং শত্রুং নিঃশেষেণ দূরে প্রেরয়ন্তু। তং নর্য্যং মনুষ্যেভ্যো হিতং পংক্তিরাধসং ব্রাহ্মণোক্তহবিষ্পংক্ত্যাদিভিঃ সমৃদ্ধং যজ্ঞং প্রতি নোঽস্মান্। অচ্ছাভিমুখ্যেন নয়ন্তু॥

প্রৈতু। এঙি পররূপং। পা০ ৬.১.৯৪। ইতি পররূপে প্রাপ্তে এত্যেধত্যূঠ্‌সু। পা০ ৬।১।৮৯। ইতি বৃদ্ধিঃ। দেবোদ্বিতাত্রোদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ স্বরিতোঽনুদাত্তস্যেতি স্বরিতত্বং। নর্য্যং। নরেভ্যো হিতং প্রাক্‌ক্রীতীয় উগবাদিলক্ষণো যৎপ্রত্যয়ো দ্রষ্টব্যঃ। পা০ ৫।১।৩। পংক্তিরাধসং। পংক্তিভী রাধ্নোতি পংক্তিরাধাঃ। গতিকারকয়োরপি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চেত্যমুন্ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ। যজ্ঞং। যজযাচেত্যাদিনা নঙ্প্রত্যয়ঃ॥ ৩॥

তৃতীয় (৪৮৩) ঋকের বিশদার্থ।

প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে এই ঋকে চতুর্ব্বিধ প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা এ মন্ত্রে ত্রিবিধ প্রার্থনার বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি। প্রথম পংক্তিতে দুইটী প্রার্থনা আছে। প্রথম প্রার্থনা—'ব্রহ্মণস্পতি দেবতা আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন।' তাহার ভাব এই যে,—'সেই দেবতার গুণরাশি যেন আমরা প্রাপ্ত হই।' আমরা ব্রহ্মণস্পতি দেবতাকে 'লোকপালক দেবতা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। সে পক্ষে এখানকার মর্ম্ম এই যে,—'আমরা যেন লোকপালনে জনহিতসাধনে আত্মনিয়োগ করিতে সমর্থ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ব্রহ্মণস্পতিদেব আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। প্রিয়সত্যরূপা বাগ্‌দেবতা আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। ব্রহ্মণস্পত্যাদি দেবগণ শত্রুদিগকে নিঃশেষে দূরে প্রেরণ করুন। মানবগণের হিতের জন্য ব্রাহ্মণোক্ত হবিষ্পংক্ত্যাদি দ্বারা সমৃদ্ধ যজ্ঞের অভিমুখে আমাদিগকে লইয়া যাউন।

"প্রৈতু"। 'এঙি পররূপং' (পা০ ৬.১.৯৪) সূত্রানুসারে পররূপ প্রাপ্ত হইলে, 'এত্যেধত্যূঠ্‌সু' (পা০ ৬।১।৮৯) এই সূত্রে বৃদ্ধি হইয়াছে। 'দেবোদ্বিতাত্রোদাত্ত' ইত্যাদি নিয়মে স্বরিত (অনুদাত্ত) স্বর হইয়াছে। "নর্য্যং"। 'নরগণের হিতের জন্য' এই বাক্যে 'প্রাক্‌ক্রীতীয় উপবাদিলক্ষণো যৎপ্রত্যয়ো দ্রষ্টব্যঃ' (পা০ ৫।১।২) নিয়মে যৎপ্রত্যয়। "পংক্তিরাধসং।" 'পংক্তিসমূহ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়' এই বাক্যে 'পংক্তিরাধাঃ' পদ নিষ্পন্ন। 'গতিকারকয়োরপি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ' নিয়মে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। "যজ্ঞং"। 'যজযাচ' ইত্যাদি নিয়মে যজ্ ধাতুর উত্তর নঙ্ প্রত্যয়॥ (১ম—৪০সূ—৩ঋ,)॥

হই।' দ্বিতীয় প্রার্থনা—'সূনৃতা দেবী আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন।' তাহার ভাব এই যে,—'আমরা যেন সত্যনিষ্ঠ সত্যকথনশীল হই, আমাদের বাক্যে বা ব্যবহারে কখনও যেন অনৃত (অসত্য) প্রকাশ না পায়।' মন্ত্রের প্রথম পংক্তির ইহাই তাৎপর্য্য।

দ্বিতীয় পংক্তির অন্তর্গত 'বীরং' পদটী উপলক্ষে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে নানা মতান্তর দেখিতে পাই। সায়ণ এবং তাঁহার অনুসারিগণ ঐ 'বীরং' পদে 'শত্রু' অর্থ গ্রহণ করেন; এবং তদনুসারে, ঐ পদের সঙ্গতি-রক্ষার জন্য, "নিঃশেষেণ দূরে প্রেরয়ন্তু" অর্থাৎ 'সর্ব্বতোভাবে দূরে প্রেরণ করুন'—এইরূপ বাক্য অধ্যাহার করিয়া আনা হয়। তাহাতে মন্ত্রের এই শেষ-পংক্তিটি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। প্রথম ভাগের (অর্থাৎ কেবল 'বীরং' পদেরই) অর্থ হয়,—'হে দেবগণ। আপনারা শত্রুকে দূরে প্রেরণ করুন।' দ্বিতীয় ভাগের অর্থ দাঁড়ায়,—'আমাদিগকে মনুষ্যের হিতকারী ও হবিঃসমূহের দ্বারা পংক্তিবিশিষ্ট (শ্রেণিবিশিষ্ট) যজ্ঞে লইয়া যাউন।' ইহাতে খুব টানিয়া একটা ভাব আসিতে পারে এই যে,—'আমরা যেন সকল দেবতার উপাসনায় যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইতে পারি।' কিন্তু আর এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকার আবার অন্যপ্রকারে এই (দ্বিতীয়) পংক্তির ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। সে পক্ষে, 'বীরং' পদের 'ইন্দ্রং' অর্থ গ্রহণ করা হয়; 'নর্য্যং' পদ তাহারই বিশেষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রাংশের ভাব এই যে,—'হে দেবগণ! আপনারা ইন্দ্রদেবকে হবিঃসমূহ দ্বারা বর্দ্ধিত এই যজ্ঞে আনয়ন করুন।' বলা বাহুল্য, এই দুই প্রকার ব্যাখ্যাতেই অধ্যাহার ও কল্পনার প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আমরা যে ভাবে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহাতে সহজেই সঙ্গত ভাবেই অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমরা 'বীরং' পদের 'শ্রেষ্ঠং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে ঐ পদ যজ্ঞ-পদের সহিত অন্বিত হইয়াছে। 'নর্য্যং', 'বীরং', 'পংক্তিরাধসং' —এই তিনটী পদই যজ্ঞকে বিশেষিত করিতেছে। প্রার্থনা এই যে,—'হে দেবগণ (অথবা হে দেবভাবসমূহ)! আপনারা আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সেই যজ্ঞসমীপে (সৎকর্ম্মসান্নিধ্যে) লইয়া যাউন।' সে যজ্ঞ কেমন? না—'নর্য্যং, 'বীরং', 'পংক্তিরাধসং'। এখন এই তিনটী পদের

ভাবার্থ উপলব্ধ হইলেই আমাদের ব্যাখ্যার সমীচীনতা বোধগম্য হইতে পারিবে। ভাষ্যভাবেই 'নর্য্যং' পদে 'নরহিতসাধকং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করা যায়। তবে "পংক্তিরাধসং" পদে আমরা 'উপাসকশ্রেণিমধ্যগতং', অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আরাধনামূলক 'রাধ্' ধাতু হইতে 'রাধস্' পদ ব্যুৎপন্ন। উহার ভাব—উপাসক। 'পংক্তিং' পদে 'শ্রেণী' বুঝায়। ঐ হিসাবে 'পংক্তিরাধসং' পদে 'উপাসক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত' এইরূপ অর্থই আসিয়া থাকে। ভগবানের উপাসকগণের—আরাধনাকারিগণের—অন্তর্ভুক্ত হইয়া অর্থাৎ সাধুসজ্জনের মধ্যগত থাকিয়া, যেন সৎকর্ম্ম সাধন করিয়া যাইতে পারি,—ইহাই ঐ পদের মর্ম্ম।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, ঐ মন্ত্রাংশের ভাব হয় এই যে,—'আমাতে এমন দেবভাবসমূহ আসিয়া সম্মিলিত হউক, যাহার দ্বারা আমি সদা সাধুসজ্জনগণের অন্তর্নিবিষ্ট থাকিয়া জনহিতসাধক শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম প্রাপ্ত হই।' ইহাতে সমগ্র মন্ত্রের তাৎপর্য্য দাঁড়ায়,—'আমি যেন জনহিতপরায়ণ সত্যপর হই; দেবভাবের প্রভাবে, উপাসকগণের মধ্যে, আমি যেন সৎকর্ম্মসান্নিধ্য লাভ করি।' (১ম—৪০সূ—৩ঋ)।

—•—

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চত্বারিংশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

যো বাঘতে দদাতি সূনরং বসু স ধত্তে

অক্ষিতি শ্রবঃ।

তস্মা ইলাং সুবীরামা যজামহে

সুপ্রতূর্তিমনেহসং ॥ ৪ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

যঃ। বাঘতে। দদাতি। সুনরং। বসু। সঃ। ধত্তে।

অক্ষিতি। শ্রবঃ।

তস্মৈ। ইলাং। সুবীরাং। আ। যজামহে।

সুপ্রতূর্ত্তিং। অনেহসং ॥ ৪ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (ব্রহ্মণস্পতিঃ দেবঃ) 'বাঘতে' (উপাসকায়) 'সুনরং' (সুষ্ঠু নেতব্যং, শ্রেষ্ঠস্থ সান্নিধ্যপ্রাপকং) 'বসু' (ধনং) 'দদাতি' (প্রদানং করোতি, বিতরতি), 'সঃ' (দেবঃ) 'অক্ষিতি' (ক্ষয়রহিতং) 'শ্রবঃ' (ধনং, শ্রেয়ঃসাধকং সম্পদং) 'ধত্তে' (ধারয়তি); 'তস্মা' (তস্মৈ, দেবায়, দেবপ্রীত্যর্থং ইতি যাবৎ) 'সুবীরাং' (শোভনবীর্য্যপ্রদাত্রীং, সৎকর্ম্মসু সামর্থ্যদায়িনীং) 'সুপ্রতূর্ত্তিং' (সুষ্ঠু প্রকর্ষেণ হিংসাকারিণীং, শত্রুণামভিভবিত্রীং) 'অনেহসং' (কেনাপ্যহিংস্যাং, অমিতপ্রভাবসম্পন্নাং) 'ইলাং' (স্তুতিং, বিবেকস্বরূপাং ধীং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'যজামহে' (যজামঃ, পূজয়ামঃ, অনুসরামঃ, বয়ং ইতি শেষঃ)। মন্ত্রশক্তি বিবেকানুসারিণী ধীর্ব্বা অশেষফলদায়িকা। তস্যানুসরণকারিণং অক্ষয়ধনাধিকারী ব্রহ্মণস্পতির্দেবঃ পরমং ধনং দদাতি। বয়ং মন্ত্রসাহায্যেন ব্রহ্মণস্পতিং আরাধয়ামঃ। (১ম—৪০সূ—৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

যে ব্রহ্মণস্পতি দেবতা উপাসককে শ্রেষ্ঠ (পরমার্থপ্রাপক) ধন বিতরণ করেন, সেই দেবতা শ্রেয়ঃসাধক অক্ষয় ধন ধারণ করিয়া আছেন। সেই দেবতার প্রীতিসাধনের নিমিত্ত, সৎকর্ম্মে সামর্থ্যদায়িনী, উৎকর্ষ সাধন দ্বারা শত্রুনাশকারিণী, অমিতপ্রভাবসম্পন্না (অন্য কর্ত্তৃক অহিংসনীয়া) স্তুতিকে (অথবা—বিবেকস্বরূপা ধীকে) অনুসরণ (পূজা) করি। (১ম—৪০সূ—৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

যো যজমানো ঋথতে ঋত্বিজে সুনরং সুষ্ঠু নেতব্যং বসু ধনং দদাতি। স যজমানো ব্রহ্মণস্পতেঃ প্রসাদাদক্ষিতি ক্ষয়রহিতং শ্রবোহন্নং ধত্তে। ধারয়তি। তস্মৈ তাদৃশযজমানা-য়েলামেতন্নামধেয়াং মনোঃ পুত্রীং। ইলা বৈ মানবী যজ্ঞানুকাশিন্যাসীদিতি শ্রুত্যন্তরাৎ। আযজামহে। বয়মৃত্বিজঃ সর্ব্বতো যজাম। কীদৃশীমিলাং। সুবীরাং। শোভনৈর্বীরৈর্ভটৈ-র্যুক্তাং। সুপ্রতূর্ত্তিং। সুষ্ঠু প্রকর্ষেণ হিংসাকারিণীং। অনেহসং। কেনাপ্যহিংস্যাং॥

দদাতি। অনুদাত্তে চেত্যভ্যস্তস্যাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। সুনরং। সুখেন নীয়ত ইতি সুনরং। ঈষদ্দুঃসুষ্বিতি খল্। নিপাতস্য চেত্যুপসর্গস্য দীর্ঘত্বং। অক্ষিতি। ক্ষয়ো নাস্ত্যস্যেত্যক্ষিতি। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। নঞ্সুভ্যামিতি তু সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতি বচনান্ন প্রবর্ত্ততে। শ্রবঃ। শ্রূয়ত ইতি শ্রবঃ। শ্রু শ্রবণে। অসুনো নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। সুবীরাং। শোভনা বীরা যস্যাঃ সা সুবীরা। তাং। বীরবীর্য্যৌ চেত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। সুপ্রতূর্ত্তিং। তুর্ব্বী হিংসার্থঃ। প্রপূর্ব্বাদস্মাদ্ভাবে ক্তিন্। শোভনা প্রতূর্ত্তিঃ শত্রূণাং হিংসনং যস্যাঃ সা। তাং। পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদা-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে যজমান ঋত্বিককে উত্তমরূপে বহনযোগ্য (প্রাপক) ধন প্রদান করেন, সেই যজমান ব্রহ্মণস্পতি দেবের প্রসাদে ক্ষয়রহিত অন্ন ধারণ করেন (প্রাপ্ত হন)। সেই যজমানগণের (মঙ্গল) জন্য, আমরা ঋত্বিকগণ ইলা-নামধেয় মনুপুত্রীকে সর্ব্বতোভাবে যজনা করি। ইলা মনুপুত্রী, মানবী, যজ্ঞ সম্পাদন জন্য বিদ্যমান ছিলেন, শ্রুত্যন্তরে তাহা উক্ত হইয়াছে। কীদৃশী ইলা?—না, শোভন বীরভটযুক্তা, প্রকৃষ্টরূপে হিংসাকারিণী, অন্য কর্ত্তৃক অহিংসিত অর্থাৎ তিনি সকলের হিংসার অতীত।

"দদাতি"। 'অনুদাত্তে চ' এই নিয়মে অভ্যস্তের (অভ্যাসের) আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। 'যদ্বৃত্তযোগ'-হেতু নিঘাত হয় নাই। "সুনরং"। 'সুখে লইয়া যায়' এতদর্থে 'সুনরং' পদে 'ঈষদ্দুঃসুষু' ইত্যাদি নিয়মে খল্-প্রত্যয়। নিপাতস্য চ' নিয়মে উপসর্গ দীর্ঘ হইয়াছে। "অক্ষিতি"। 'ক্ষয় নাই ইহার' এতদর্থে 'অক্ষিতি' পদ নিষ্পন্ন। বহুব্রীহি সমাস-হেতু পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু 'নঞ্সুভ্যামিতি তু সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত' এই বচনানুসারে তাহা হইল না। "শ্রবঃ"। 'শ্রবণ করে' এই অর্থে শ্রবঃ পদ নিষ্পন্ন। শ্রু ধাতু শ্রবণার্থমূলক। (তদুত্তর) অসুন্-প্রত্যয়ের ন-এর লোপ-হেতু আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সুবীরাং"। 'শোভন সুন্দর বীর যাহার বর্ত্তমান'—এতদর্থে 'সুবীরা' পদ নিষ্পন্ন। তাহার দ্বিতীয়ার 'সুবীরাং' হইয়াছে। 'বীরবীর্য্যৌ চ' নিয়মে তাহার উত্তরপদের স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "সুপ্রতূর্ত্তিং"। হিংসামূলক তুর্ব্বী (তুর্) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। প্র-উপসর্গ-পূর্ব্বক তুর্-ধাতুর উত্তর ভাবে ক্তিন্ প্রত্যয়। শোভন প্রতূর্ত্তি অর্থাৎ শত্রুগণকে হিংসা যাহার, তাহাকে সুপ্রতূর্ত্তি বলে। তাহার দ্বিতীয়ার 'সুপ্রতূর্ত্তিং' হইয়াছে। 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং' এই নিয়মে উত্তরপদের আদিস্বর উদাত্ত। এতৎপ্রসঙ্গে ক্রতু প্রভৃতি পদ দ্রষ্টব্য। "অনেহসং"। 'হনন করে না'

হ্বাদাত্তম্বং। ক্রত্বাদির্ব্বা দ্রষ্টব্যঃ। অনেহসং। ন হন্তে ইত্যনেহাঃ। নঞি হন এহ চ। উ০ ৪২২৩। ইত্যসুন্‌প্রত্যয়ঃ। ধাতোরেহাদেশশ্চ। ন লোপো নঞঃ ইতি নকারস্য লোপঃ। তস্মান্নুডচীতি নুট॥ (১ম—৪০সূ—৪ঋ)॥

চতুর্থ (৪৮৪) ঋকের বিশদার্থ।

ব্রহ্মণস্পতি দেবতা মনুষ্যের শ্রেয়ঃসাধক অক্ষয় ধনের অধিকারী। উপাসককে তিনি তাহার পরিত্রাণের উপযোগী ধন দান করেন। সেই ব্রহ্মণস্পতি দেবতার প্রীতিসাধনের জন্য স্তুতিমন্ত্রের অনুধ্যান করি অথবা বিবেকস্বরূপা ধীর অনুসরণ করি। সেই মন্ত্রের প্রভাবে সৎকর্ম্মে সামর্থ্য আসে, রিপুশত্রু বিমর্দ্দিত হয়, এবং সে মন্ত্রের প্রভাব কোনপ্রকারে খর্ব্ব হইবার নহে। ইহাই এই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ।

কিন্তু প্রচলিত অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্নভাবাপন্ন। সে অর্থ পাঠ করিলে মনে হয়, যেন পুরোহিত বা ঋত্বিক-শ্রেণীর কোনও পণ্ডিত কর্ত্তৃক মন্ত্রটী রচিত থাকিবে, এবং মন্ত্রে তাঁহাদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টাই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। সায়ণের ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে মন্ত্রের যে অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাই, মন্ত্রের প্রথমাংশে যেন বলা হইতেছে,—"যে যজমান ঋত্বিককে উৎকৃষ্ট ধনরত্নসমূহ প্রদান করেন, ব্রহ্মণস্পতি দেবতার অনুকম্পায় সেই যজমানের অক্ষয় ধন লাভ হয়।" তার পর মন্ত্রে যেন ঋত্বিক্ বা পুরোহিত বলিতেছেন,—"সেই যজমানের জন্য (অর্থাৎ, যে যজমান ঋত্বিককে প্রচুর ধন দান করেন তাঁহার জন্য) অনুগ্রহ-প্রার্থী হইয়া, আমরা সুবীর্য্যদাত্রী, বিপক্ষনাশকারিণী, সকলের অধর্ষণীয়া, মনুর পুত্রী ইলাকে আরাধনা করি।" ফলতঃ, যজমানেরা পুরোহিতদিগকে ধন দান করিলে অক্ষয়ধনের অধিকারী হইতে

এতদর্থে 'অনেহাঃ' পদ নিষ্পন্ন। 'নঞি হন এহ চ' (উ০ ৪।২২৩) এই ঔণাদিক সূত্র অনুসারে অসুন্ প্রত্যয়। ধাতুর উত্তর এহ-আদেশ এবং 'ন লোপো নঞঃ' নিয়মে নকারের লোপ। (অতঃপর) তদুত্তর 'নুড চ' নিয়মে নুট আদেশ হইয়াছে॥ (১ম—৪০সূ—৫ঋ)॥

পারিবেন এবং পুরোহিতগণ তাঁহাদের জন্য মনুপুত্রী ইলার নিকট অনুগ্রহ-প্রার্থনা করিবেন,—ইহাই এই ঋকের প্রচলিত অর্থ। *

এক্ষণে কোন্ পদে কোন্ অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, তদ্বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। প্রথম—'যঃ' পদ। ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকারগণ ঐ পদে 'যজমান' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়—'বাঘতে' পদ। উহার প্রতিবাক্যে তাঁহারা 'ঋত্বিজে' পদ আমনন করেন। কিন্তু আমাদের মত এই যে, ঐ 'যঃ' পদে ব্রহ্মণস্পতি দেবতাকে বুঝাইতেছে। এ পক্ষে পূর্ব্ব-ঋকের এবং সমগ্র সূক্তটীর সহিত ইহার সম্বন্ধ প্রখ্যাপিত হয়। 'বাঘতে' পদে যে উপাসককে বুঝায়, তাহা আমরা পূর্ব্বে বহু স্থানে প্রতিপন্ন করিয়াছি। † বলা বাহুল্য, এই দুইটী পদের অর্থের উপরই মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করিতেছে। ঐ দুই পদে যথাক্রমে যজমান ও ঋত্বিক অর্থ গ্রহণ করিলে, মন্ত্রটী একেবারে পুরোহিতগণের স্বার্থপরতায় পূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আবার ঐ দুই পদে আমাদের ভাব গ্রহণ করিলে, মন্ত্রার্থ একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। 'যঃ' এবং 'বাঘতে' পদদ্বয়ে কোন্ অর্থ সঙ্গত হয়, একটু বিচার করিলেই তাহা বুঝা যায়। পূর্ব্বে যখন ঋত্বিকের ও যজমানের প্রসঙ্গ নাই, তখন 'যঃ' পদ দেখিয়া হঠাৎ 'যজমান' প্রতিবাক্য কেন গ্রহণ করিব? অন্য পক্ষে, সূক্তটীই ব্রহ্মণস্পতি-দেবতা-সংক্রান্ত। সুতরাং স্বতঃই ঐ পদে তাঁহাকেই মনে আসে। তার পর 'বসু' এবং 'শ্রবঃ' পদদ্বয়ের বিশেষণ দুইটীর বিষয় বিবেচনা করিলেও 'যঃ' পদটী যে দেবতা-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাই মনে করা যায়। 'বসু' পদের বিশেষণ—'সূনরং'। ভাষ্যেই উহার প্রতিবাক্য দেখি—'সুষ্ঠু নেতব্যং'। ভাব এই যে, যে ধন 'সু' বা সৎ-সমীপে লইয়া যায়। আমরা তাই ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'শ্রেষ্ঠস্থ

---

* ঋকের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ দেখুন;—"যে মনুষ্য ঋত্বিককে গ্রহণযোগ্য ধন দান করে, সে ক্ষয়রহিত অন্ন লাভ করে; তাহার জন্য আমরা ইলার নিকট যাচ্ঞা করিব। ইলা সুবীরা, তিনি শত্রুকে হনন করেন, তাঁহাকে কেহ হনন করিতে পারে না।" সায়ণেও দেখুন, প্রায় এই ভাব।

† এই মণ্ডলেরই ৩৪ সূক্তের ১৪ ঋকে এবং ৩৬ সূক্তের ১৩ ঋকে 'বাঘতে' পদের বিষয় আলোচনা আছে।

সান্নিধ্যপ্রাপকং' পদ গ্রহণ করিয়াছি। যে ধন শ্রেষ্ঠের অর্থাৎ ভগবানের সান্নিধ্য পাওয়াইয়া দেয়, 'সূনরং' 'বসু' পদদ্বয় সেই ধনকেই বুঝাইয়া থাকে। এখন বুঝুন, সে ধন কি যজমান দিতে পারে? তার পর, ঋত্বিক কি কখনও অক্ষয় ধনের (অক্ষিতি শ্রবঃ) অধিকারী হন? অধিকন্তু এখানকার 'সঃ' পদও ঋত্বিক-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় নাই বুঝা যায়। দেবতাই ভগবৎ-প্রাপ্তিমূলক ধন (সূনরং বসু) বিতরণ করেন; দেবতাই (অক্ষিতি শ্রবঃ) শ্রেয়ঃসাধক অক্ষয় ধনের অধিকারী আছেন। এই নিত্যসত্যতত্ত্বই এই মন্ত্রের প্রথম পংক্তিতে প্রখ্যাত হইয়াছে।

এইরূপ মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তির বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন। উহার প্রথম পদ—'তস্মা'। ভাষ্যাদিতে উহার প্রতিবাক্যে 'তস্মৈ তাদৃশ-যজমানার্থং' পদ পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে। তাহাতে 'যজামহে' ক্রিয়া-পদের কর্তা যে 'বয়ং' পদ উহ্য দেখি, সে পদের লক্ষ্য কি—সন্ধান করিয়া পাওয়া কঠিন হয়। প্রচলিত ব্যাখ্যাদি দেখিয়া মনে হয়, ঋত্বিকগণ যেন নিজেরাই বলিতেছেন,—'আমরা যজমানের নিমিত্ত ইলাকে অর্চনা করি।' যজমানেরা ধন প্রদান করিলে, তাঁহারা অক্ষয় ধন দেন; আবারধন প্রাপ্ত হইলে, তাঁহারা যজমানের জন্য ইলার উপাসনা করেন,—এ পক্ষে এইরূপ একটা স্বার্থপরিপূর্ণ ভাব প্রকাশ পায়। অথচ, যজমানের ও ঋত্বিকের কথোপকথনের সম্বন্ধমূলক কোনও ভাবই পূর্ব্বাপর উহার মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরন্তু 'তস্মা' (তস্মৈ) পদে 'দেবায়' বা 'দেবপ্রীত্যর্থং' ভাব গ্রহণ করিলেই, মন্ত্রের সুষ্ঠু ও সঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে পক্ষে 'যজামহে' ক্রিয়ার সম্বন্ধযুত 'বয়ং' পদ, প্রার্থনাকারীর উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে প্রতিপন্ন হয়। যাঁহারা মন্ত্রোচ্চারণে প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহারাই বলিতেছেন—'যজামহে' (যজনা করি)। তাহাই সঙ্গত। এই বার দেখা যাউক—'কাহাকে যজনা করি' বলা হইতেছে। উত্তর ইলাকে (ইলাং)। এখন, 'ইলা' পদে কাহাকে লক্ষ্য করে—বুঝিয়া দেখুন। ভাষ্যে ও প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে প্রকাশ,—মনুপুত্রী ইলাদেবীর বিষয় ঐ পদে ব্যক্ত হইয়াছে। মনুপুত্রী ইলার সম্বন্ধে পুরাণে এক অদ্ভুত উপাখ্যান আছে। তিনি কখনও পুরুষ হইতেন, এবং কখনও নারী থাকিতেন। স্ত্রী অবস্থায় তাঁহার একটী পুত্র এবং পুরুষ অবস্থায় তিনটী

পুত্র হইয়াছিল। * এ বিবরণ যে রূপকমূলক; একটু চিন্তা করিলেই তাহা বোধগম্য হয়। যাহা হউক, ঐ ইলার বিষয় যে মন্ত্রে উক্ত আছে, আমরা তাহা মনে করি না। আমরা বলি—'ইলা' পদের অর্থ 'স্তুতি' অথবা 'বিবেকরূপা ধী'। বেদে যেখানেই 'ইলা' (ইড়া) পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, সর্ব্বত্রই তাহা উৎকর্ষবিধায়ক অর্থে প্রযুক্ত দেখি। ঋগ্বেদের যে প্রথমমন্ত্র 'অগ্নিমীলে পুরোহিতং', সেখানে 'ঈল' (ঈড়, ইল) ধাতু যে অর্থে পরিগৃহীত, অন্যত্রও সেই ভাব। স্তুতির দ্বারা আত্মোৎকর্ষ সাধিত হয়। অগ্নিদেবকে স্তুতি করার মুখ্য লক্ষ্যই আত্মোৎকর্ষসাধন—জ্ঞান লাভ। কেহ বা মনে করিতে পারেন—দেবতার স্তবে দেবতার মহিমা বৃদ্ধি পায়। তাহা ভ্রান্ত-বুদ্ধির পরিচায়ক। 'ইল' (ইড়) উৎকর্ষ-সাধনের ভাব ব্যক্ত করে। দেবতার আরাধনায় আত্মোৎকর্ষ সাধিত হয়। ঐ পদে ঐ ধাতুতে সেই ভাব প্রকাশ পায়। এখানে কেন আমরা 'মনুপুত্রী' অর্থ আমনন করিব? † ঐরূপ অর্থ আমনন করিবার কোনও কারণই নাই। বিশেষতঃ, ঐ 'ইলা' পদের বিশেষণ কয়েকটীর বিষয় বিবেচনা করিলেও ঐ পদে যে মনুপুত্রীকে লক্ষ্য নাই, তাহা বুঝা

---

* ইলা-সম্বন্ধে পুরাণের উপাখ্যান এই:—বৈবস্বত মনু পুত্র-কিমনায় মিত্রাবরুণ দেবতার উপাসনা করেন। কিন্তু উপাসনার ত্রুটি হয়। তাহাতে পুত্রের পরিবর্ত্তে তিনি কন্যা প্রাপ্ত হন। অতঃপর বিষ্ণুর আরাধনার ফলে সেই কন্যা পুরুষত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সুদ্যুম্ন নামে পরিচিত হয়। পদ্মপুরাণে এই সুদ্যুম্ন 'ইল' নামে অভিহিত আছেন। ইল একসময়ে মৃগয়ায় গমন করিয়া কুমার-বনে প্রবেশ করেন। শঙ্করের অভিশাপ-হেতু সেই বনে প্রবেশের জন্যই তাঁহার স্ত্রীত্ব ঘটে। বশিষ্ঠ দেব তখন তাঁহার উদ্ধারের জন্য শঙ্করের উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। শঙ্কর সেই উপাসনায় তুষ্ট হইয়া ইলকে এই বর দেন যে,—'ইল তিন মাস স্ত্রী ও একমাস পুরুষ থাকিবেন।' সেই স্ত্রী অবস্থায় বুধের সহিত ইলের (ইলার) বিবাহ হয়। তাহার ফলে তাঁহার গর্ভে পুরুবরা জন্মগ্রহণ করেন। পুরুষ অবস্থায় তাঁহার যে তিন পুত্র হয়, তাহাদের নাম—উৎকল, গয় ও বিমল। এই তো উপাখ্যান। ব্যাখ্যাকারগণ এই ইলাকেই এখানে টানিয়া আনিয়াছেন।

† ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডল ১৩ সূক্তে ৯ম ঋকে 'ইলাং' পদ আছে; ৩১ সূক্তের ১১ ঋকে 'ইলাং' পদ আছে; এবং ১৪২ সূক্তের ৯ ঋকে, ১৮৮ সূক্তের ৮ ঋকে ঐ পদ দৃষ্ট হইবে। তারপর দ্বিতীয় মণ্ডলের ১ম সূক্তের ১১ ঋকে, ৩য় সূক্তের ৮ ঋকে এবং তৃতীয় মণ্ডলের ১ম সূক্তের ২৩ ঋকে, ৪র্থ সূক্তের ৮ ঋকে, ৭ম সূক্তের ৫ ঋকে, ২৭ সূক্তের ১০ ঋকে এবং অন্যান্য নানা স্থানে 'ইলা' পদ আছে। কিন্তু কোথাও 'মনুপুত্রী' অর্থ প্রচলিত নহে।

যায়। 'অনেহসং' অর্থাৎ তাঁহাকে কেহ হিংসা করিতে পারে না, তিনি হিংসার অতীত। এ বিশেষণ কি সে ইলাতে প্রযুক্ত হয়? প্রথমেই দেখুন,—শঙ্করের নিষিদ্ধ কুমারোদ্যানে প্রবেশ করিয়া তাঁহার স্ত্রীত্ব ঘটিল! আবার অনেক সাধ্য-সাধনার ফলে তিনি দুই মাস স্ত্রীত্ব ও এক মাস পুংস্ত্ব পাইলেন। ইহা কি তাঁহার 'অনেহসং' অবস্থার পরিচায়ক? কদাচ তাহা মনে করা যায় না। এইরূপ 'সুবীরাং' ও 'সুপ্রতূর্ত্তিং' বিশেষণদ্বয়ও সে পক্ষে সঙ্গত বলিয়া মনে করা যায় না। 'সুপ্রতূর্ত্তি' পদের ভাব— উৎকর্ষ-সাধনের দ্বারা শত্রুর সংহার। আত্মোৎকর্ষ-সাধনে রিপু-শত্রুর বিনাশ—এই ভাব এখানে প্রাপ্ত হই। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলেই বুঝা যায়, ঐ পদে বস্তুগত পদার্থের প্রতি লক্ষ্য নাই, ভাব-গত পদার্থের প্রতিই লক্ষ্য রহিয়াছে। আমরা তাই 'ইলাং' পদের প্রতিবাক্যে 'স্তুতিং' অথবা 'বিবেকস্বরূপাং ধীং' পদদ্বয় গ্রহণ করিয়াছি। স্তোত্রমন্ত্রের যজনা করিলে, বিবেক-জ্ঞানের অনুসরণকারী হইলে, সুফল লাভ করা যায়। দেবতার প্রীতিসাধনের পক্ষেও তাহাই প্রকৃষ্ট উপায়। এ মন্ত্রের ইহাই শিক্ষা। মন্ত্রশক্তি অথবা বিবেকানুসারী জ্ঞান অশেষফলোপদায়ক। তদনুসরণে দেবতার কৃপায় পরম ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১ম—৪০সূ—৪ঋ)।

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকা।

অগ্নিষ্টোমে মরুত্বতীয়শস্ত্র ইন্দ্রনিহবপ্রগাথানন্তরং প্রনূনমিতি প্র গাথঃ। মরুত্বতীয়েনেতি খণ্ডে সূত্রিতং। প্র নূনং ব্রহ্মণস্পতির্মিতি ব্রহ্মণস্পত্যাঃ। আ০ ৭.৩। ইতি ॥

প্রগাথে প্রথমাং সূক্তে পঞ্চমীমৃচমাহ ॥

• . •

সায়ণভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞে মরুত্বতীয় শস্ত্রে ইন্দ্রনিহব প্রভৃতি প্রগাথের পর 'প্র নূনং' ইত্যাদি প্রগাথ মন্ত্রসমূহ পঠিত হয়। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে, "মরুত্বতীয়েন" ইত্যাদি খণ্ডে এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে; যথা,—"প্র নূনং ব্রহ্মণস্পতির্মিতি ব্রহ্মণস্পত্যাঃ" (আ০ ৭।৩)। ইতি। উক্ত প্রগাথে প্রথম সূক্তের পঞ্চম ঋক কথিত হইতেছে।

• . •

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চত্বারিংশৎ-সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

প্র নূনং ব্রহ্মণস্পতির্মন্ত্রং বদত্যুক্থ্যং।

যস্মিন্নিন্দ্রো বরুণো মিত্রো অর্য্যমা দেবা

ওকাংসি চক্রিরে।

পদ-বিশ্লেষণং।

প্র। নূনং। ব্রহ্মণঃ। পতিঃ। মন্ত্রং। বদতি। উক্থ্যং।

যস্মিন্। ইন্দ্রঃ। বরুণঃ। মিত্রঃ। অর্য্যমা। দেবাঃ।

ওকাংসি। চক্রিরে ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'ব্রহ্মণস্পতিঃ' (লোকপালকো দেবঃ) 'উক্থং মন্ত্রং' (শস্ত্রযোগ্যং স্তোত্রং, বেদমন্ত্রং) 'নূনং' (নিশ্চিতং) 'প্র' (প্রকাশয়তি); যস্মিন্ (মন্ত্রে) 'ইন্দ্রঃ' (ইন্দ্রদেবঃ) 'বরুণঃ' (বরুণদেবঃ) 'মিত্রঃ' (মিত্রদেবঃ) 'অর্য্যমা' (অর্য্যমন্‌দেবঃ) 'দেবাঃ' (সর্ব্বে দেবাঃ) 'ওকাংসি' (স্থানানি) 'চক্রিরে' (কৃতবন্ত, নিবসন্তি ইতি যাবৎ)। যস্মিন্ মন্ত্রে দেবা নিবসন্তি, ব্রহ্মণস্পতিঃ তন্মন্ত্রং প্রকাশয়তি। দেবকৃপয়া নরো মন্ত্রং প্রাপ্নোতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪০সূ—৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

ব্রহ্মণস্পতি দেবতা নিশ্চয়ই প্রকৃষ্টরূপে উক্থ-মন্ত্র (বেদ-মন্ত্র) প্রকাশ করেন; সেই মন্ত্রে ইন্দ্র বরুণ মিত্র অর্য্যমা দেবগণ বাস করিয়া থাকেন। (দেবনিবাসস্থল মন্ত্র দেবানুগ্রহেই প্রাপ্ত হওয়া যায়—ইহাই ভাবার্থ)। (১ম—৪০সূ—৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

ব্রহ্মণস্পতির্দ্দেব উক্থ্যং শস্ত্রযোগ্যং মন্ত্রং নূনমবশ্যং প্রবদতি। হোতৃমুখে স্থিতঃ সন্ প্রব্রূতে। যস্মিন্মন্ত্রে ইন্দ্রাদয়শ্চ সর্ব্বে দেবা ওকাংসি স্থানানি চক্রিরে। তাদৃশং সর্ব্বদেব-প্রতিপাদকং মন্ত্রমিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ ॥

মন্ত্রং। মন্ত্র গুপ্তভাষণে। পচাদ্যচ্। বৃষাদিষু পাঠাদাদ্যুদাত্তত্বং। উক্থ্যং। উক্থার্হং। ছন্দসি চেত্যর্হার্থে য প্রত্যয়ঃ। যদ্বা ভবে ছন্দসীতি যৎ। সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতি বচনাদ্ যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বাভাবে ব্যত্যয়েন তিৎস্বরিতমিতি স্বরিতত্বং। ওকাংসি। উচ সমবায়ে। সমবযন্ত্যত্রেত্যধিকরণ ঔণাদিকোঽসুন। বহুলগ্রহণাৎ কুত্বং দ্রষ্টব্যমিত্যোকঃ। উচঃ ক ইত্যত্র বৃত্তাবৎ যুক্তং। চক্রিরে। ইরেচশ্চিত্ত্বাদন্তোদাত্তত্বং। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ ॥ (১ম—৪০সূ—৫ঋ) ॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে বিংশো বর্গঃ ॥ ২০ ॥

পঞ্চম (৪৮৫) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ব ঋকের 'ইলাং' পদ যে মনুপুত্রীর উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয় নাই, পরন্তু ঐ পদে যে স্তুতি-মন্ত্রের ভাব বিদ্যমান আছে,—এই ঋকেও তাহা বুঝিতে পারা যায়। যে 'ইলা' পূর্ব্বমন্ত্রকথিত গুণসম্পন্ন—সুধীরাং সুপ্রতূর্ত্তিং অনেহসং—তাঁহাকে কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়? এখানে সেই তত্ত্ব ব্যক্ত রহিয়াছে।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হোতৃমুখে স্থিত হইয়া ব্রহ্মণস্পতিদেবতা শস্ত্রযোগ্য মন্ত্রসমূহ অবশ্য উচ্চারণ করিয়া থাকেন। সেই মন্ত্র-সমূহে ইন্দ্রাদি সকল দেবতা স্থান-সমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"মন্ত্রং"। মন্ত্র শব্দ গুপ্তভাষণার্থক। পচাদিগণীয় হেতু অচ্ প্রত্যয়। বৃষাদিগণীয় মধ্যে পাঠ আছে বলিয়া ইহার আদিস্বর উদাত্ত। "উক্থ্যং"। উক্থার্হ। 'ছন্দসি চ' নিয়মে অর্হার্থে য-প্রত্যয়। অথবা 'ভবে ছন্দসি' ইত্যাদি নিয়মে যৎ প্রত্যয়। 'সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তঃ' অর্থাৎ সর্ব্ববিধ ছন্দে অন্ত বিকল্প হয়—এই বচন-হেতু 'যতোঽনাব' নিয়মে আদ্যুদাত্ত হইল না; পরন্তু ব্যত্যয়হেতু, 'তিৎস্বরিতং' ইত্যাদি নিয়মে স্বরিতত্ব প্রাপ্ত ঘটিল। "ওকাংসি"। সমবায়ার্থক উচ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'সমবযন্ত্যত্র' এইরূপ অধিকরণ-হেতু ঔণাদিক অসুন্-প্রত্যয়; বহুল-গ্রহণ-হেতু 'বহুলগ্রহণাৎ কুত্বং দ্রষ্টব্যং' নিয়মে ওকঃ পদ সিদ্ধ। 'উচঃ কঃ' ইত্যাদি অনুবৃত্তি-হেতু, ... আদেশ যুক্তিযুক্ত। "চক্রিরে"। 'ইরে চ' এই নিয়মে চিত্ব-হেতু অন্তস্বর উদাত্ত। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত হয় নাই ॥ (১ম—৪০সূ—৫ম) ॥

প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় অধ্যায়ে বিংশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

স্তুতি বা মন্ত্র আমরা পাইব কি প্রকারে? যে স্তুতিতে বা যে মন্ত্রে ইন্দ্রাদি দেবগণ অবস্থিতি করেন, অর্থাৎ যে স্তোত্রমন্ত্রপ্রভাবে আমরা ইন্দ্রাদি দেবগণের অনুকম্পা লাভ করিতে পারি, সে মন্ত্রের সন্ধান পাই কোথায়? ব্রহ্মণস্পতি দেবতাই সে মন্ত্র প্রকাশ করেন। অর্থাৎ, ব্রহ্মণস্পতি দেবতার উপাসনার ফলেই আমরা সে মন্ত্র প্রাপ্ত হইতে পারি। দেবতা-বিশেষের বা দেবভাবের অনুকম্পা দ্বারাই যে দেবগণের নিবাস-স্থানভূত মন্ত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাই তাৎপর্য্য।

'বদন্তু' পদে, সাধারণ মানুষের ন্যায় উচ্চারণের বা বলার ভাব এখানে প্রকাশ পায় নাই। এখানে ঐ পদের ভাব—প্রকাশ করা। এইরূপ 'ওকাংসি চক্রিরে' পদদ্বয়ের অর্থেও, দেবগণ যে বাসস্থান করিয়া লইয়া ছিলেন—তাহা বুঝায় না। উহার ভাব এই যে, মন্ত্রের মধ্যেই দেবগণ বসতি করেন। অর্থাৎ,—স্তোত্র মন্ত্রের এমনই শক্তি যে, তদ্দ্বারা দেবত্ব অধিগত হইয়া থাকে। ফলতঃ, দেবপ্রদত্ত স্তোত্র-মন্ত্রের অনুসরণে দেবতার অনুধ্যানে প্রবৃত্ত হও, দেবতার কৃপা প্রাপ্ত হইবে, দেবভাবের অধিকারী হইতে পারিবে,—ইহাই উপদেশ। * (১ম—৪০সূ—৫ঋ)॥

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চত্বারিংশং-সূক্তং ষষ্ঠী ঋক্)

তমিদ্বোচেমা বিদথেষু শম্ভুবং মন্ত্রং

দেবা অনেহসং।

ইমাং চ বাচং প্রতিহর্য্যথা নরো বিশ্বেদ্বামা

বো অশ্নবৎ ॥ ৬ ॥

---

* এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহাও প্রায় এই অর্থই দ্যোতনা করে। মন্ত্রান্তর্গত "বদন্তু" এবং "ওকাংসি চক্রিরে" বাক্যে তাহাতে প্রকারান্তরে ঐ ভাবই ব্যক্ত

পদ-বিশ্লেষণং।

তং। ইৎ। বোচেম। বিদথেষু। শংহভুবং। মন্ত্রং।

দেবাঃ। অনেহসং॥

ইমাং। চ। বাচং। প্রতিহহর্য্যথ। নরঃ। বিশ্বা। ইৎ। বামা।

বঃ। অশ্নবৎ॥ ৬॥

অন্বয়বোধিকা ব্যাখ্যা।

'দেবাঃ' (হে ব্রহ্মণস্পতিপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বে দেবাঃ) বয়ং 'তং' (পূর্ব্বোক্তং, দেবনিবাসভূতং) 'শম্ভুবং' (সুখস্য প্রাপকং) 'অনেহসং' (হিংসাসংশ্রবরহিতং) 'মন্ত্রং' (স্তোত্রং) 'ইৎ' (এব) 'বিদথেষু' (যাগাদিসৎকর্ম্মসু) 'বোচেম' (ব্রবাম); 'নরঃ' (হে নেতারঃ দেবাঃ) যূয়ং 'ইমাং' (অস্মাভিরুচ্চামানাং মন্ত্ররূপাং) 'বাচং' (বাক্যং, স্তোত্রং) 'প্রতিহর্য্যথ' (কাময়ধ্বে), 'চ' (এবং) 'বিশ্বেং' (অস্মাকং উচ্চারিত সর্ব্বাপি) 'বামা' (বননীয়া বাক্, উক্থং মন্ত্রং ইতি যাবৎ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'অশ্নবৎ' (ব্যাপ্নুয়াৎ)। ব্রহ্মস্বরূপো মন্ত্রো ভগবন্তং প্রাপ্নোতি, মন্ত্রমধ্যে দেবা বিরাজন্তি ইতি ভাবঃ। (১ম—৪০সূ—৬ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ! পূর্ব্বোক্ত (দেবনিবাসভূত), সুখপ্রাপক, হিংসাসংশ্রবরহিত, মন্ত্রকেই আমরা যাগাদি-সৎকর্ম্মে উচ্চারণ করি। হে নেতৃস্থানীয় দেবগণ! আপনারা আমাদের উচ্চারিত মন্ত্ররূপ বাক্য কামনা করেন, এবং আমাদিগের উচ্চারিত সকল উক্থ্য মন্ত্র আপনাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (১ম—৪০সূ—৬ঋ)।

হইয়াছে। একটী বঙ্গানুবাদ; যথা,—"ব্রহ্মণস্পতি দেবতা হোতার মুখে অবস্থান-পূর্ব্বক স্তোত্রমন্ত্র অবশ্য উচ্চারণ করিবেন, যে মন্ত্রকে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা দেবসকল অধিষ্ঠিত হয়েন অর্থাৎ যাহা শ্রবণ করিয়া প্রীত হয়েন।"

হে দেবা ব্রহ্মণস্পতিপ্রভৃতয়ঃ। তমিৎ তমেবেন্দ্রাদিসর্ব্বদেবতাপ্রতিপাদকং মন্ত্রং বিদথেষু যজ্ঞেষু বোচেম। বয়মৃত্বিজো ব্রবাম। কীদৃশং। শম্ভুবং। সুখস্য ভাবয়িতারং। অনেহসং। অহিংসনীয়ং দোষরহিতং। হে নরো নেতারো দেবা ইমামস্মাভিরুচ্যমানাং মন্ত্ররূপাং বাচং প্রতিহর্য্যথ চ। যূয়ং কাময়ধ্বে চেৎ। তর্হি বিশ্বেৎ সর্ব্বাপি বামা বননীয়া বাক্ বো যুষ্মানশ্নবৎ। ব্যাপ্নুয়াৎ।

বোচেম। বচ পরিভাষণে। আশীর্লিঙি লিঙ্যাশিষ্যঙিত্যঙ্। বচ উমিত্যুমাগমঃ। ছন্দস্যু-ভয়থেতি সার্ব্বধাতুকত্বাল্লিঙঃ। সলোপোঽনন্ত্যস্যেতি যাসুটঃ সকারস্য লোপঃ। অতো যেয় ইতীয়াদেশঃ। আদ্‌গুণঃ। তিঙঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। বিদথেষু। বিদ জ্ঞানে। বিদ্যতে ফলসাধনত্বেন জ্ঞায়ত ইতি বিদথো যজ্ঞঃ। রুদিবিদিভ্যাং ঙিৎ। উ০ ৩।১১৪। ইত্যথপ্রত্যয়ঃ। শম্ভুবং। ভবতেরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ কিপ্ চেতি কিপ্। ওঃ সুপি। পা০ ৬।৪।৮৩। ইতি যণাদেশস্য নভূসুধিয়োঃ। পা০ ৬।৪।৮৫। ইতি প্রতিষেধঃ। মন্ত্রাদয়োগতাঃ। প্রতিহর্য্যথ। হর্য্যগতিকান্ত্যোঃ। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। তিঙশ্চ লসার্ব্ব-ধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরেণাদ্যুদাত্তত্বং। ইমাঞ্চেত্যত্র চশব্দশ্চেদর্থঃ। চপিতি। নিপাতৈরস্যদিতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ব্রহ্মণস্পতি প্রভৃতি দেবগণ! আমরা ঋত্বিকগণ, আপনার এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রতিপাদক মন্ত্র যজ্ঞসমূহে উচ্চারণ করিব। কিরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিব?—না, যে মন্ত্র সুখের উদ্ভাবয়িতা অর্থাৎ যে মন্ত্র সুখের আকরস্থানীয়, অহিংসনীয় অর্থাৎ অপরের হিংসার অতীত এবং দোষরহিত। হে নেতৃস্থানীয় দেবগণ, আমাদের কর্তৃক উচ্চার্য্যমান্ এই মন্ত্ররূপ বাক্য আপনারা কামনা করুন। অপিচ, সেইজন্য সর্ব্ববিধ বননীয় শোভন বাক্য আপনাদিগকে ব্যাপ্ত করুক।

"বোচেম"। পরিভাষণার্থমূলক বচ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। (উক্ত বচ্ ধাতুর উত্তর) 'আশীর্লিঙি লিঙ্যাশিষ্যঙ্' বিধানে অঙ্-প্রত্যয়ে বচ-পদ নিষ্পন্ন। 'উমিতি'—এই নিয়মে তদুত্তর উম্ আগম। 'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি নিয়মে সার্ব্বধাতুকত্ব-নিবন্ধন 'লিঙঃ' হইয়াছে। 'সলোপোঽনন্ত্যস্য' এই নিয়মে যাসুট প্রত্যয়ের স-কারের লোপ হইয়াছে। 'অতো যেয়ঃ' বিধানুসারে অতঃপর 'ইয়' আদেশ। 'আদগুণঃ' নিয়মে গুণ এবং 'তিঙঙতিঙঃ' সূত্রানুসারে নিঘাত হইল। "বিদথেষু"। জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ফলসাধনত্ব-হেতু জানা যায়, এতদর্থে 'বিদথঃ' পদে যজ্ঞ বুঝায়। 'রুদিবিদিভ্যাং ঙিৎ' (উ০ ৩।১১৪) এই ঔণাদিক সূত্রানুসারে অথ প্রত্যয়। "শম্ভুবং"। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ-হেতু ভূ ধাতুর উত্তর 'কিপ্ চ' ইত্যাদি নিয়মে কিপ্ প্রত্যয়। 'ওঃ সুপি' (পা০ ৬।৪।৮৩) সূত্রানুসারে যণাদেশ হইলে 'নভূসুধিয়োঃ' (পা০ ৬।৪।৮৫) নিয়মে তাহার প্রতিষেধ হইয়াছে। 'মন্ত্র' প্রভৃতি পদের সাধনপ্রণালী পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। "প্রতিহর্য্যথ"। হর্য্য-পদ গতি এবং কান্তি অর্থমূলক। শপ্ প্রত্যয়ের পিত্ব (প-এর লোপ) হেতু অনুদাত্ত হইয়াছে। লসার্ব্বধাতুকস্বরপ্রযুক্ত তিঙ্ বিভক্তির ধাতুস্বর আদ্যুদাত্ত হইয়াছে। "ইমাং চ"। এস্থলে 'চ' শব্দ 'চেৎ' অর্থ-দ্যোতক।

ন চ সমুচ্চয়ার্থঃ। তেন নিপাতৈর্যদ্যদ্ধিতকুবিন্নেচ্চেচ্চণিতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। অশ্নবৎ। অশূ ব্যাপ্তৌ। লেটাডাগমঃ। ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। ইতশ্চ লোপ ইতীকার লোপঃ। ইগন্তং ঙন্ত্যাং গুণবৃদ্ধী ভবতো বিপ্রতিষেধেন। পা০ ৬।৪।১৭।১। ইতি গুণঃ॥ ৬॥

ষষ্ঠ (৪৮৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টি মন্ত্রমাহাত্ম্য-জ্ঞাপক। মন্ত্রের দ্বারা কি সুফল লাভ হয়, এখানে তাহাই প্রকটিত আছে। মন্ত্র যে দেবগণের নিবাসস্থান, মন্ত্রের মধ্যে যে দেবভাব বিদ্যমান্ আছে, পূর্ব্ব ঋকে তাহাই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। এখানে আরও বলা হইল,—মন্ত্র দ্বারা সুখ অধিগত হয়, মন্ত্রের দ্বারা হিংসার অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাগাদি কর্ম্মে আমরা যে মন্ত্র উচ্চারণ করি, তাহা এইরূপ শক্তিসম্পন্ন। দেবতারা সেই মন্ত্র কামনা করেন; সেই মন্ত্রই দেবগণকে প্রাপ্ত হয়। ঋকের এই অর্থই প্রচলিত আছে। আমরাও এই অর্থই গ্রহণ করিলাম।

তবে স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন জন এ অর্থে ভ্রূকুটি প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহারা বলিতে পারেন—বলিতে পারেন কেন—বলিয়াই থাকেন,—'হাঁ, মন্ত্রের আবার শক্তি আছে!' এই বলিয়া, এই দৃষ্টিতে, তাঁহারা মন্ত্র উচ্চারণ করেন; সুতরাং, মন্ত্রের ফল না পাইয়া, মন্ত্রের প্রতি তাঁহাদের বীতরাগই বৃদ্ধি পায়। এ পক্ষে আমাদের বক্তব্য এই যে,—যে ভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করিবার পদ্ধতি আছে, তাহার অনুসরণ করিলে সুফল নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্ত্রে অনুধ্যান আসে; অনুধ্যানে হৃদয় নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক হয়; নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল হৃদয়ে দেবতার ও দেবভাবের অধিষ্ঠান স্বতঃপ্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। মন্ত্র—সদ্ভাবের জনয়িতা। যদি হৃদয়ে

'চন' পদ নিপাতান্তর, পরন্তু সমুচ্চয়ার্থ প্রযুক্ত নয়। সেই হেতু 'নিপাতৈর্যদ্যদিৎ' ইত্যাদি নিয়মে নিঘাত হয় নাই। "অশ্নবৎ"। ব্যাপ্ত্যর্থক অশূ (অশ্) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন লেট বিভক্তি হেতু অট্ আগম এবং ব্যত্যয়ে পরস্মৈপদ হইয়াছে। 'ইতশ্চ লোপঃ' এই নিয়মে ইকারের লোপ হইল। 'ইগন্তঙন্ত্যাং গুণবৃদ্ধী ভবতো-বিপ্রতিষেধে ন' (পা০ ৬৪ ১৭।১) অর্থাৎ পূর্ব্বপ্রতিষেধ-নিবর্জ্জন ইগন্ত ও উগন্ত এর গুণ বৃদ্ধি হয়'—এই নিয়মে গুণ হইয়াছে॥ ৬॥

সত্বভাব জাগরূক করিতে চাও, যদি সৎ হইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, মন্ত্রব্রহ্মের অনুসরণ করিয়া দেখ। শুভফল নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে। এ ঋক্ এই শিক্ষাই প্রদান করিতেছে। * (১ম—৭০সূ—৬ঋ)।

—•—

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চত্বারিংশৎ-সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

কো দেবযন্তমশ্নবজ্জনং কো বৃক্তবর্হিষং।

প্রপ্র দাশ্বান্ পস্ত্যাভিরস্থিতান্তর্বাবৎ

ক্ষয়ং দধে ॥ ৭ ॥

• •

পদ-বিশ্লেষণং।

কঃ। দেবহযন্তং। অশ্নবৎ। জনং। কঃ। বৃক্তহবর্হিষং।

প্রহপ্র। দাশ্বান্। পস্ত্যাভিঃ। অস্থিতঃ। অন্তঃহবাবৎ।

ক্ষয়ং। দধে ॥ ৭ ॥

---

* এ মন্ত্রের অর্থে আমরা কেবল একটী স্থলে অন্যভাব গ্রহণ করিয়াছি। প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'চ' পদে 'চেৎ' বা 'যদি' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং একটা 'ভবি' পদ কল্পনা করিয়া আনা হইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রের শেষাংশের ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে,—'হে দেবগণ! যদি আমাদিগের উচ্চারিত মন্ত্র আপনারা কামনা করেন, তাহা হইলে আমাদিগের স্তুতিবাক্য আপনাদিগকে প্রাপ্ত হউক বা প্রাপ্ত হইবে।' কিন্তু আমরা মনে করি, এখানে 'চ' পদে 'এবং' অর্থ গ্রহণ করিলেই ভাবের সঙ্গতি আসে, 'ভবি' পদ অধ্যাহারেরও আবশ্যক হয় না। 'যদি কামনা করেন তবে পাইবে'—এরূপ ভাব কি সঙ্গত হয়? 'দেবগণ মন্ত্র কামনা করেন এবং মন্ত্র দেবতাগণকে প্রাপ্ত হয়',—ইহাই সঙ্গত অর্থ বলিয়া আমরা মনে করি।

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'দেবয়ন্তং' (দেবান্ কাময়মানং জনং) 'কঃ' (দেবঃ) 'অশ্নবৎ' (ব্যাপ্নুয়াৎ) ; 'বৃক্তবর্হিষং' (ছিন্নবন্ধনং জনং, মায়ামোহসম্বন্ধাৎ বিচ্ছিন্নং জনং) 'কঃ' (কঃ বা দেবঃ অশ্নবৎ) ; সর্ব্বে দেবাঃ তং প্রাপ্নুবন্তি ইতি ভাবঃ। 'দাশ্বান্' (হবির্দ্দত্তবান্, দেবারাধনাপরায়ণো জনঃ) 'পস্ত্যাভিঃ' (আত্মীয়স্বজনৈঃ সহ) 'প্র' (দেবার্চ্চনাং প্রতি) 'প্র অস্থিত' (প্রস্থিতবান্; প্রযাতি, দেবার্চ্চনায়াং নিবিষ্টচিত্তো ভবতি ইতি ভাবঃ) ; 'অন্তর্ব্বাবৎ' (অন্তঃস্থিতবহুধনোপেতং, সত্ত্বভাবরূপং পরমধনযুক্তং) 'ক্ষয়ং' (নিবাসস্থানং, ভগবৎ-সান্নিধ্যং) 'দধে' (ধারয়তি, লভতে)। দেবারাধনাপরায়ণো জনঃ স্বয়ং মোক্ষং প্রাপ্নোতি, আত্মীয়স্বজনান্ শ্রেয়াংসি বিধাস্যতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪০সূ—৭ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

দেবপ্রাপ্তিকামী জনকে কোন্ দেবতা প্রাপ্ত হয়েন? (মায়ামোহাদি হইতে) ছিন্নবন্ধন জনকেই বা কোন্ দেবতা প্রাপ্ত হয়েন? (ভাব এই যে, সকল দেবতাই তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হন)। দেবারাধনা-পরায়ণ জন, আত্মীয়-স্বজনের সহিত দেবার্চ্চনায় নিবিষ্টচিত্ত হয়েন, এবং সত্ত্বভাব-রূপ পরমধনযুক্ত হইয়া ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করেন। (১ম—৪০সূ—৭ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

দেবয়ন্তং দেবান্ কাময়মানং জনং কোঽশ্নবৎ। ব্রহ্মণস্পতিব্যতিরিক্তঃ কো নাম দেবো ব্যাপ্নুয়াৎ। তথা বৃক্তবর্হিষমনুষ্ঠানায় ছিন্নবর্হিষং যজমানং কো নামান্যো দেবোঽশ্নবৎ। দাশ্বান্ হবির্দ্দত্তবান্ যজমানঃ পস্ত্যাভির্মনুষ্যৈর্ঋত্বিগ্ভিঃ সহ প্র প্রাস্থিত দেবযজনদেশং প্রতি প্রস্থিতবান্। অন্তর্ব্বাবৎ। অন্তঃস্থিত বহুধনোপেতং। যদ্বা অন্তঃস্থিত পুত্রপৌত্রাদি-প্রযুক্তবহুবিধগুণপেতং ক্ষয়ং নিবাসস্থানং গৃহং দধে। ধৃতবান ভবতি ॥

দেবয়ন্তমিত্যাদয়ো গতাঃ। প্রপ্র। প্রসমুপোদঃ পাদপূরণে। পা০ ৮।১।৬। ইতি প্রশব্দস্য

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

দেবগণের (প্রাপ্তি) কামনাকারী ব্যক্তি ব্রহ্মণস্পতি ভিন্ন অন্য কোন্ দেবতাকে ব্যাপিয়া আছেন অর্থাৎ কামনা করেন? অনুষ্ঠান-হেতু ছিন্নবর্হিষ যজমানই বা অন্য কোন্ দেবতাকে ব্যাপ্ত করেন? হবির্দ্দত্তবান (অর্থাৎ হবিঃপ্রদানেচ্ছু) যজমান ঋত্বিক্-গণের সহিত দেবযজনস্থানে গমন করিয়াছিলেন। (তাঁহারা) অন্তঃস্থিত বহুধনোপেত অথবা সমীপস্থিত পুত্রপৌত্রাদি-সমন্বিত বহুবিধগুণোপেত নিবাসস্থান ধারণ করেন। অথবা, পুত্রপৌত্রাদিসমন্বিত বহুগুণের আধার নিবাসস্থানের অধিকারী হন।

'দেবয়ন্তং' প্রভৃতি পদের সাধন-প্রণালী পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। "প্র প্র"। 'প্র সং উপ উদ' প্রভৃতি পাদপূরণে ব্যবহৃত হয়। 'প্রসমুপোদঃ পাদপূরণে' (পা০ ৮।১.৬) এই

দ্বির্ভাবঃ। অনুদাত্তং চেত্যাম্রেড়িতানুদাত্তত্বং। অস্থিতঃ। ষ্ঠা গতিনিবৃত্তৌ। লুঙি সমবপ্রবিভ্যঃ স্থ ইত্যাত্মনেপদং। স্থাঘ্বোরিচ্চ। পা০ ১।২।১৭। ইতি ধাতুসিচোরিৎ। হ্রস্বাদঙ্গাৎ। পা০ ৮।৩।২৭। ইতি সলোপঃ। অর্ব্বাবৎ। বা গতিগন্ধনয়োঃ। অর্ব্বাতি গচ্ছতীত্যর্ব্বাঃ পুত্রপশ্বাদয়ঃ। আতো মনিন্নিত্যাদিনা বিচ্। তদস্যাস্তীতি মতুপ্। মতুপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। যদ্বা বাবদীতেঃ ক্বিপ্। ক্ষয়ং। ক্ষিয়ন্তি নিবসন্ত্যাস্মিন্নিতি ক্ষয়ঃ। পুংসি সংজ্ঞায়ামিত্যধিকরণে ঘঃ। ক্ষয়ো নিবাস ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—৪০সূ—৭ঋ)॥

সপ্তম (৪৮৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের দুইটী পংক্তিতে দুইরূপ ভাব পরিব্যক্ত দেখি। তাহার প্রথম পংক্তির মর্ম্ম এই যে,—যাঁহারাই দেবগণকে পাইবার অভিলাষী হন, যাঁহারই দেবভাব-প্রাপ্তির কামনা করেন, দেবগণ (অথবা দেবভাব-সমূহ) তাঁহাদিগকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন,—তাঁহাদিগকেই অনুগ্রহ করেন। অপিচ, যাঁহারা 'বৃক্তবর্হিষ', যাঁহারা মায়ামোহের বন্ধন হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিয়া ভগবৎপাদপদ্মে আশ্রয় লইতে পারিয়াছেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকেই প্রাপ্ত হন, এবং ভগবদ্বিভূতিস্বরূপ দেবভাবসমূহও তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঋকের প্রথম পংক্তিতে ('কো' হইতে 'বৃক্তবর্হিষং' অংশে) এই ভাব ব্যক্ত করিতেছে।

দ্বিতীয় পংক্তিতে দেবার্চ্চনাকারীর প্রভাবের বিষয় পরিবর্ণিত। তাঁহার প্রভাবে তাঁহার পারিপার্শ্বিক আত্মীয়-স্বজন দেবভাবের অধিকারী

পাণিনীয় সূত্রানুসারে প্র-এর দ্বির্ভাব (অর্থাৎ দুইটী প্র) হইয়াছে। 'অনুদাত্তং চ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে অনুদাত্ত হইয়াছে। "অস্থিতঃ"। গতি ও নিবৃত্তি অর্থমূলক ষ্ঠা (স্থা) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'লুঙি সমবপ্রবিভ্যঃ স্থ' এই বিধানে আত্মনেপদ হইয়াছে। 'স্থাঘ্বোরিচ্চ' (পা০ ১।২।১৭) এই সূত্রানুসারে, সিচ্ ধাতুর চ-এর ইৎ (লোপ) হইল। 'ঝিবে হ্রস্বাদঙ্গাৎ' (পা০ ৮।২।২৭) সূত্রানুসারে স-এর লোপ। "অর্ব্বাবৎ"। গতি ও গন্ধনার্থক্ বা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অর্ব্বাতি' অর্থাৎ 'গমন করে' এতদর্থে অর্ব্বাঃ শব্দে পুত্র ও পশ্বাদি বুঝায়। 'আতো মনিন্' ইত্যাদি বিধানানুসারে বিচ্ প্রত্যয়। 'তাহা ইহার আছে'—এই অর্থে মতুপ্। মতুপের পিত্ব-হেতু অনুদাত্ত-প্রাপ্তি ঘটিলেও কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত উত্তরপদের প্রকৃতিস্বর হইয়াছে। অথবা বাবৎ শব্দের উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয়। "ক্ষয়ং"। 'ইহাতে বাস করে' এতদর্থে 'ক্ষয়ঃ' পদ নিষ্পন্ন। 'পুংসি সংজ্ঞায়াং' এই নিয়মে অধিকরণ-বাচ্য। ক্ষি ধাতুর উত্তর ঘ (ঘঞ্) প্রত্যয়ে 'ক্ষয়ো নিবাসঃ' ইত্যাদি নিয়মে আদিস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—৪০সূ—৭ঋ)॥

হইতে পারে, এবং তিনি স্বয়ং সত্ত্বরূপ পরমধনের অধিকারী হইয়া ভগবৎসান্নিধ্য-রূপ মোক্ষ লাভ করেন। সংসারে যদি এক জন সৎ হয়, সংসারে যদি এক জন ভগবদ্ভক্ত হয়, তাঁহার দ্বারা যে সংসারের অশেষ হিতসাধন হইয়া থাকে,—এখানে সেই তত্ত্ব প্রখ্যাত হইয়াছে।

এখন, আমাদের এই ব্যাখ্যার সহিত প্রচলিত অপরাপর ব্যাখ্যার কোন্ অংশে কি পার্থক্য থাকিয়া যাইতেছে, তাহার একটু আলোচনা করিতেছি। মন্ত্রের প্রথম অংশস্থিত 'কঃ' পদে এবং 'বৃক্তবর্হিষং' পদে সর্ব্বত্রই অন্য আর এক রূপ অর্থ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। 'কঃ' পদের প্রচলিত অর্থ দেখি—'ব্রহ্মণস্পতিব্যতিরিক্তঃ দেবঃ'। তাহাতে ভাব আসে,—'অন্য দেবতা অনুগ্রহ করেন না; কেবল ব্রহ্মণস্পতি দেবতাই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন।' কিন্তু আমরা বলি, ঐ 'কঃ' পদে 'কোন্ দেবতা না' অর্থাৎ 'সকল দেবতাই অনুগ্রহ করেন'—এই ভাব আসে। কোন্ দেবতা অনুগ্রহ না করেন—এরূপ প্রশ্নের ভাব আসিলেই, 'কাহাকে অনুগ্রহ করেন' এরূপ একটা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। তাহার উত্তর—'দেবযজন্তং'। ভাব এই যে, দেবার্চ্চনাকারীকে সকল দেবতাই প্রাপ্ত হন। ইহা নিত্যসত্যতত্ত্ব। ঐ উক্তিতে এই তত্ত্বই প্রকটিত। দ্বিতীয়—'বৃক্তবর্হিষং' পদ। এই পদের বিষয় আমরা বহু স্থলে আলোচনা করিয়াছি। ঐ পদের প্রচলিত অর্থ—'ছিন্নকুশবিশিষ্ট যজমান'। আমাদের মত, ঐ শব্দে 'সংসারের মায়ামোহ হইতে বিচ্ছিন্ন-সম্বন্ধ সাধককে' বুঝায়। সকল দেবতাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, সকল দেবভাবই তাঁহাতে বিকাশ-প্রাপ্ত হয়। এখানে ইহাই তাৎপর্য্য।

মন্ত্রের দ্বিতীয় পংক্তির যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহা এই,—"হবির্দ্দাতা যজমান ঋত্বিকদিগের সহিত যজ্ঞস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন এবং অন্তঃস্থিত বহুধনোপেত নিবাসস্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন।" এ পক্ষে, 'দাশ্বান্' পদে 'যজমান' এবং 'পস্ত্যাভিঃ' পদে 'ঋত্বিক্‌দিগের সহিত' অর্থ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। আমরা কিন্তু 'দাশ্বান্' পদে 'দেবারাধনা-পরায়ণঃ জনঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করি। তাবে উভয় অর্থই এক। দানার্থক 'দাশ্' ধাতু হইতেই 'দাশ্বৎ' শব্দ। তাহারই প্রথমার এক বচনে 'দাশ্বান্' পদ নিষ্পন্ন হয়। তদনুসারে, 'যে দান করে'—এই অর্থে

'হবির্দ্দিতবান্ যজমান' অর্থ পরিগৃহীত হয়। এ পক্ষে আমরা বলি—শ্রেষ্ঠ দান—ভগবানে আত্মদান। যে জন ভগবানে আত্মদান করিতে পারিয়াছেন, বৈষ্ণবশাস্ত্রের মতে যাঁহার আত্মনিবেদন হইয়াছে, 'দাশ্বান্' পদে সেই শ্রেষ্ঠ উপাসককে বুঝাইয়া থাকে। তাহা হইতেই আমরা 'দেবারাধনাপরায়ণঃ জনঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। যাঁহারা দেবারাধনাপরায়ণ, যাঁহারা দেবভাবের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা তাঁহার নিজের ও সংসারের কি মঙ্গল সাধিত হয়, মন্ত্রাংশে তাহাই প্রখ্যাত দেখি। 'পস্ত্যাভিঃ' পদে 'ঋত্বিগ্‌ভিঃ' অর্থই বা কেন গ্রহণ করিব? 'স্ত্যৈ' ধাতুর অর্থ—সংহতি-সাধন। তাহা হইতে 'পস্ত্য' পদে 'বাসগৃহ' বুঝাইয়া থাকে। তাহাতে 'মনুষ্য' ও 'আত্মীয়-অন্তরঙ্গ' অর্থ অধ্যাহৃত হইতে পারে। এই হিসাবেই 'পস্ত্যাভিঃ' পদে 'আত্মীয় স্বজন সহ' বা 'সংসারের লোকজন সহ' ভাব প্রাপ্ত হই। 'প্র' পদে ভাষ্যকার 'দেবযজনদেশং প্রতি' ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও সেই ভাব হইতেই 'দেবার্চ্চনার প্রতি' অর্থ আমনন করিয়াছি। ভাবপক্ষে এখানে কোনই ব্যত্যয় ঘটে নাই। পরন্তু এখানেও একটী নিত্যসত্যতত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। সাধুজন, ভগবদর্চ্চনাপরায়ণ জন, পারিপার্শ্বিক জনগণকে যে সৎপথে পরিচালিত করেন; সজ্জনের সংসর্গে যে আরও দশজন সৎ হইতে পারে; এখানে, "প্র প্র দাশ্বান্ পস্ত্যাভিরস্থিত"—অংশে, এই বাণীই বিঘোষিত দেখি। ভগবদ্ভক্ত জনের দ্বারা সংসারের যে অশেষ উপকার সাধিত হয়, তাঁহারা যে স্বতঃই মনুষ্যের মঙ্গল-সাধন করেন, এ অংশে তাহাই প্রকটিত রহিয়াছে।

উপসংহারে "অন্তর্ব্বাবৎ ক্ষয়ং দধে" বাক্যের মর্ম্ম অনুধাবন করিবার চেষ্টা পাওয়া যাউক। 'ক্ষয়ং' পদে যে নিবাসস্থানকে বুঝায়, তাহার পরিচয় পূর্ব্বেই আমরা প্রকাশ করিয়াছি। 'ক্ষয়' বলিতে নিবাসস্থান বুঝায় বটে; কিন্তু, যে নিবাস-স্থানে সকল কামনার ক্ষয়—জন্ম-জরা-মরণের ক্ষয় সাধিত হয়, ক্ষয়-পদে সেই নিবাস-স্থানকেই বুঝাইয়া থাকে। ক্ষয়ই সেই মোক্ষ বা মুক্তি—যেখানে সংসারের কোনও সম্বন্ধই বিদ্যমান থাকে না। 'অন্তর্ব্বাবৎ' পদে 'অন্তঃস্থিত বহুধন' অর্থ গ্রহণ করা হয়। ভাষ্যকার 'পুত্রপৌত্রাদি-রূপ ধন' অর্থও ঐ শব্দে গ্রহণ করিয়াছেন।

আমরা কিন্তু 'অন্তঃ' অর্থাৎ হৃদয়ের যে 'বাবৎ' অর্থাৎ পরম ধন, শুদ্ধসত্ত্বভাব, 'অন্তর্ব্বাবৎ' পদে তাহাকেই লক্ষ্য করিতেছি। ভাব এই যে, শুদ্ধসত্ত্বভাব-রূপ ধনযুক্ত যে পরম ধাম (নিবাস-স্থান), সেই অর্চ্চনাকারী সাধক সেই স্থান প্রাপ্ত হন। অথবা, দেবার্চ্চনার প্রভাবে হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বভাবের অধিকারী হইয়া সাধক মোক্ষধাম লাভ করেন। ইহাই এ অংশের তাৎপর্য্য। (১ম—৪০সূ—৭ঋ)।

—— • ——

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চত্বারিংশৎ-সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

উপ ক্ষত্রং পৃঞ্চীত হন্তি রাজভির্ভয়ে

চিৎ সুক্ষিতিং দধে।

নাস্য বর্ত্তা ন তরুতা মহাধনে নার্ভে

অস্তি বজ্রিণঃ ॥ ৮ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

উপ। ক্ষত্রং। পৃঞ্চীত। হন্তি। রাজঽভিঃ। ভয়ে।

চিৎ। সুঽক্ষিতিং। দধে।

ন। অস্য। বর্ত্তা। ন। তরুতা। মহাঽধনে। ন। অর্ভে।

অস্তি। বজ্রিণঃ ॥ ৮ ॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

স দেবঃ 'উপ' (সমীপে, প্রার্থনাকারিণাং আত্মনি) 'ক্ষত্রং' (বলং) 'পৃঞ্চীত' (সম্পৃক্তং কুর্য্যাৎ); 'রাজভিঃ' (দীপ্তিভিঃ, জ্ঞানকিরণৈঃ) 'হন্তি' (অজ্ঞানান্ধকারং দূরীকরোতি); 'ভয়ে' (মরণভয়ে, অন্তিমকালে) 'চিৎ' (অপি) 'সুক্ষিতিং' (সুষ্ঠু নিবাসস্থানং) 'দধে' (দদে, দদাতি); 'অস্য' (দেবস্য) 'বর্ত্তা' (প্রবর্ত্তয়িতা) 'ন' (অন্যঃ কোঽপি নাস্তি, অন্যপ্রহ-প্রাপ্তিকারণং অন্যেষাং সাহায্যকামনা নিষ্ফলা, স্বয়মেব তস্য আহ্বানকারী ভব ইতি ভাবঃ); 'মহাধনে' (পরমধনপ্রাপ্তিনিমিত্তে সংগ্রামে) 'বজ্রিণঃ' (বজ্রধারিণঃ, শত্রুদমনে কঠোরভাবা-পন্নস্য অস্য দেবস্য) 'তরুতা' (পরাজেতা, প্রতিদ্বন্দ্বী) 'ন' (কোঽপি নাস্তি); 'অর্ভে' (ক্ষুদ্রসমরে, অস্মাকং জীবনসংগ্রামে ইতি যাবৎ) 'ন অস্তি' (তেন বিনা রক্ষকঃ কোঽপি ন বিদ্যতে)। দেবঃ শক্তিপ্রদায়কঃ শত্রুনাশকঃ পরমধনপ্রাপকঃ সংসারসংগ্রামে ত্রাণকারকঃ। তং দেবং আরাধয়। ইত্যেবং উপদেশ ইতি ভাবঃ। (১ম—৪০সূ—৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সেই দেবতা প্রার্থনাকারীদিগের আত্মায় শক্তিসঞ্চার করেন;—জ্ঞান-কিরণ-দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া থাকেন। অন্তিমকালেও তিনি প্রকৃষ্ট নিবাসস্থান প্রদান করেন। সেই দেবতার প্রবর্ত্তক অন্য কেহ নাই (অর্থাৎ, অন্যের সাহায্যে তাঁহাকে পাওয়া যায় না, তোমরা আপনারাই তাঁহার প্রবর্ত্তক বা আহ্বানকারী হও); পরম ধন প্রাপ্তি নিমিত্ত সংগ্রামে বজ্রধারী (শত্রুদমনে কঠোভাবাপন্ন) সেই দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই নাই; এই জীবন-সংগ্রামেও তিনি ভিন্ন অন্য রক্ষক কেহই নাই। (১ম—৪০সূ—৮ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

ব্রহ্মণস্পতির্দেবঃ ক্ষত্রংবলমুপপৃঞ্চীত। স্বাত্মনি সম্পৃক্তং কুর্য্যাৎ। ততো রাজভির্বরুণাদিভিঃ সহ হন্তি। শত্রূন্ মারয়তি। ভয়ে চিৎ ভীতিহেতৌ যুদ্ধেঽপি সুক্ষিতিং দধে। সুষ্ঠু নিবাসভূমিং ধারয়তি। ন তু পলায়তে। বজ্রিণো বজ্রায়ুধবতোঽস্য ব্রহ্মণস্পতের্মহাধনে প্রভূতধননিমিত্তে যুদ্ধে বর্ত্তা প্রবর্ত্তয়িতান্যঃ কোঽপি নাস্তি। স্বয়মেব প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ব্রহ্মণস্পতিদেব আপনাতে বলসমূহ সম্পৃক্ত করিয়াছিলেন। তৎপর, বরুণাদি সহ শত্রুগণের সংহারসাধন করেন। ভীতিউৎপাদনকারী যুদ্ধেও তিনি সুষ্ঠু নিবাসস্থান ধারণ করিয়াছিলেন; পরন্তু পলায়ন করেন নাই। বজ্রায়ুধধারী ব্রহ্মণস্পতিদেব ব্যতীত প্রভূতধননিমিত্ত যুদ্ধে প্রবর্ত্তয়িতা অন্য কেহই নাই; তিনি স্বয়ংই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সংগ্রাম মাত্র

মহাধন ইতি সংগ্রামনাম। মহাধনে সমীক ইতি তন্নামসু পাঠাৎ। তথা তরুতা তরণ-স্তোরক্ষনস্য কর্তাস্তঃ কোঽপি নাস্তি। তথৈবার্ভে স্বল্পে যুদ্ধেঽপ্যন্যঃ প্রবর্তয়িতা নাস্তি॥

পৃঞ্চীত। পৃচী সম্পর্কে। লিঙিরুধাদিত্বাৎ শ্নম্। শ্নসোরল্লোপ ইত্যকারলোপঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। ক্ষত্রং। গুধৃবীপচিবচিযমিসদিক্ষদিভ্যস্ত্রঃ। উ০ ৪।১৬৮। ক্ষত্রং পৃঞ্চীত রাজভির্হন্তি চেতি সমুচ্চয়লক্ষণস্য চার্থস্য দর্শনাচ্চাদিলোপে বিভাষেতি প্রথমায়াস্তিঙ্-বিভক্তের্নিঘাতপ্রতিষেধঃ। হন্তীত্যেষা দ্বিতীয়াপি তিঙঃ পরত্বান্নঃ নিহন্যতে। সুক্ষিতিং। শোভনা ক্ষিতিঃ সুক্ষিতিঃ। মনক্তিন্নিত্যাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। বর্তা। বর্ততে-র্বৃণোতের্বা তৃচ্যাগমানুশাসনস্যানিত্যত্বাদিড়্ভাবঃ। তরুতা। তৄ প্লবনতরণয়োঃ। গ্রসিত-স্কভিতেত্যাদিনা তৃচুডাগমো নিপাতিতঃ। চিত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। মহাধনে। মহচ্চ তদ্ধনং চ মহাধনং। আন্মহতঃ। পা০ ৬।৩।৪৬। ইত্যাত্বং। তেন মহাধনশব্দেন তদ্ধেতুভূতঃ সংগ্রামো লক্ষ্যতে। অর্ভে। ঋ গতৌ। অর্তিগৃভ্যাং ভন্নিতি ভন্প্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং॥ ৮॥

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে একবিংশো বর্গঃ॥ ২১॥

• • •

সমূহের মধ্যে মহাধন প্রভৃতি পঠিত হওয়ায়, মহাধন পদে সংগ্রাম বুঝায়। অপিচ, (তিনি ভিন্ন) ভীষণযুদ্ধ তরণের বা উল্লঙ্ঘনের (পরিত্রাণের) কর্তাও অপর কেহ দৃষ্ট হয় না; ক্ষুদ্র যুদ্ধে প্রবর্তয়িতাও অপর কেহ নাই।

"পৃঞ্চীত"। পৃচী (পৃচ্) ধাতু সম্পর্কার্থমূলক। রুধাদিত্ব নিবন্ধন লিঙ্ বিভক্তিতে শ্নম্। 'শ্নসোরল্লোপ' বিধিক্রমে অকারের লোপ। প্রত্যয়স্বর। "ক্ষত্রং"। 'গুধৃবীপচি বমিসদিক্ষদিভ্যস্ত্রঃ' (উ০ ৪।১৬৮) এই ঔণাদিক নিয়মে 'রাজভির্হন্তি চ' বিধানে 'ক্ষত্রং পৃঞ্চীত' বাক্যে সমুচ্চয়লক্ষণ পরিদৃষ্ট হওয়ায় 'চাদি লোপে বিভাষা' সূত্রানুসারে প্রথমাস্ত তিঙ্ বিভক্তির নিঘাত প্রতিষিদ্ধ হইল। "হন্তি"। 'তিঙঃ পরত্বান্ন নিহন্যতে' এই নিয়মে সিদ্ধ। "সুক্ষিতিং"। 'শোভন অর্থাৎ সুন্দর হইয়াছে যে ক্ষিতি'—এই বাক্যে 'সুক্ষিতিঃ' পদ নিষ্পন্ন। 'মনক্তিন্' এই নিয়মে উত্তর-পদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বর্তা"। 'বর্ততের্বৃণোতের্বা তৃচ্যাগম' অর্থাৎ বর্ততে ও বৃণোতে পদদ্বয়ের বৃৎ ধাতুর উত্তর তৃচ্-আগম হয়—এই অনুশাসনের অনিত্যত্ব-হেতু ইট্-ভাব হইয়াছে। "তরুতা"। প্লবন ও তরণার্থ-মূলক তৄ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'গ্রসিতস্কভিত' নিয়মে তৃচের উত্তর উট আগম হইয়া নিপাতনে সিদ্ধ। 'চিত' নিয়মে ইহার অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "মহাধনে"। 'মহৎ হইয়াছে সেই ধন' এই বাক্যে মহাধনং পদ সিদ্ধ। 'আন্মহতঃ' (পা০ ৬।৩।৪৬) এই সূত্রানুসারে আত্ব বিহিত। সেই মহাধন শব্দে ধনহেতুভূত সংগ্রাম অর্থ উপলব্ধ হয়। "অর্ভে"। গত্যর্থমূলক ঋ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অর্তিগৃভ্যাং ভন্' নিয়মানুসারে তদুত্তর ভন্ প্রত্যয়। নিত্ত্বহেতু (ভন্ এর ন লোপ পায় বলিয়া) আদিস্বর উদাত্ত। (১ম—৪০সূ—৮ঋ)॥

ইতি প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় অধ্যায়ে একবিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ২১॥

• • •

অষ্টম (৪৮৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকৃটি ব্রহ্মণস্পতি দেবতা-সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে ; অথবা, ব্যষ্টিভাবে সকল দেবতা-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে মনে করিতে পারি। সে পক্ষে এ মন্ত্রের ভাব সরল ও সহজবোধ্য, এবং সে ভাবে নিত্যসত্যতত্ত্বই প্রকাশ পাইয়াছে—দেখিতে পাই।

দেবতা বা দেবভাব হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করে ; দেবতার বা দেবভাবের দ্বারা হৃদয়ে জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হয়, আর সেই জ্ঞানালোক-প্রভাবে অজ্ঞানতা-আঁধার দূরে পলায়ন করে। মন্ত্রের অন্তর্গত প্রথম পংক্তির "উপ ক্ষত্রং পৃঞ্চীত হন্তি রাজভিঃ" বাক্যের ইহাই মর্ম্মার্থ বলিয়া আমরা মনে করি। *

মন্ত্রের অপর এক অংশ—"ভয়ে চিৎ সুক্ষিতিং দধে।" ইহার ভাব এই যে,—অন্তিম-কালে মরণভয়ে মানুষ যখন ভীত হয়, এই পৃথিবী ত্যাগ করিতে হইতেছে বলিয়া—স্থানচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা যখন হৃদয়ে জাগিয়া উঠে ; সেই সময়েও দেবতা বা দেবভাব মনুষ্যকে প্রকৃষ্ট বা মনোহর বাসস্থান প্রদান করেন। 'সুক্ষিতিং' পদে স্বর্গকে ও মোক্ষাদিকে বুঝাইয়া থাকে। "সুক্ষিতিং দধে" বাক্যের মর্ম্ম এই যে, স্বর্গের বা মোক্ষের অধিকারী হওয়া যায়। স্বর্গের বা মোক্ষের অধিকারী হওয়া যায়—দেবতার অনুকম্পায় বা দেবভাবের সাহায্যে। ইহলোক-পরিত্যাগের জন্য যে ভয়, তাহা দূর হয়—দেবতারই কৃপায়। এই ভাবই এখানে পরিব্যক্ত দেখি। †

---

* কিন্তু ঐ অংশের প্রচলিত অর্থ এই যে, ব্রহ্মণস্পতিদেব আপন শরীরে বলসঞ্চয় করেন বা করুন ; এবং তিনি রাজগণের সহিত বা বরুণাদির সহিত শত্রুহননে প্রবৃত্ত হউন বা হয়েন। সায়ণেও এই ভাব। দেবতা আপনার দেহে বল-সঞ্চয় করুন বা না করুন, তাহাতে প্রার্থনাকারীর কি আসে-যায়? পরন্তু দেবতাকে মানুষ বলিয়া ধারণা না করিলে, তিনি যে অন্যের সহিত যোগ দিয়া শত্রু হনন করিবেন—তাহাও মনে করা যায় না। কিন্তু দেবতা কি মানুষ?

† সায়ণের ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সম্পূর্ণ অন্য ভাব দৃষ্ট করুন। সে সকল ব্যাখ্যার ভাব এই যে, ভয়ানক সমর-সময়েও তিনি নিজের ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান থাকিতে

অতঃপর ঋকের শেষ-পংক্তির প্রতি লক্ষ্য করুন। প্রকৃত তাৎপর্য্য-গ্রহণের সুবিধার জন্য আমরা ঐ পংক্তিটীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম—"অস্য বর্ত্তা ন।" উহার ভাব এই যে, দেবতার বা দেবভাবের প্রবর্ত্তক অপর কেহ নাই। ইহা একটী সার সত্যতত্ত্ব। দেবতাকে বা দেবভাবকে মানুষ যে প্রাপ্ত হয়, সে কখনই অপরের অনুগ্রহে নহে; আপনার সাধনার প্রভাবে, আপনার ধ্যান-ধারণার প্রভাবে, মানুষ দেবতাকে বা দেবভাবকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই তত্ত্বই এখানে পরিব্যক্ত। দ্বিতীয়—"মহাধনে বজ্রিণঃ তরুতা ন।" এখানকার ভাব এই যে,—'মহাধন পরমধন-প্রাপ্তির জন্য মানুষ যখন চেষ্টা করে, পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধক-সমূহের সহিত মানুষ যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, দেবতা বা দেবভাব তখন বজ্রবৎ কঠোর হইয়া পরমার্থকামী মনুষ্যকে রক্ষা করেন; সে ক্ষেত্রে, সে দেবতার বা দেবভাবের প্রতিদ্বন্দ্বী বা পরাজয়কারী কেহই থাকিতে পারে না।' ফলতঃ, দেবতার বা দেবভাবের অজেয় শক্তির সাহায্যেই মায়া-মোহাদির ভীষণ সমরে জয়লাভ করিয়া মানুষ পরম ধন প্রাপ্ত হয়—ইহাই এখানকার ভাবার্থ। তৃতীয় অংশ—'অর্ভে ন অস্তি।' এতদন্তর্গত 'অর্ভে' পদে অন্য অর্থ অন্য ভাব গ্রহণ করিতে পারিলেও, ঐ পদের ভাষ্যানুসারী অর্থই স্বীকার করিয়া বলিতে পারি, এখানকার ভাব এই যে—'ক্ষুদ্র সমরে—এমন কি এই জীবন-সংগ্রামেও, তিনি বা সেই দেবভাব ভিন্ন অন্য রক্ষক কেহই নাই।' সত্যই তাই। পরমার্থ-প্রাপ্তি বা মোক্ষ-লাভ পক্ষে যে সমর, পৃথিবীতে বিচরণ-রূপ সমরের তুলনায়—এই জীবন-সংগ্রামের তুলনায়, তাহাকে মহাসমর বলা যায়। সে তুলনায় এখানকার এ সমর—ক্ষুদ্র সমর। কিন্তু এ ক্ষুদ্র সমরেও মানুষ রক্ষা পায় না, মানুষ পদে পদে বিপর্য্যস্ত হয়,—যদি দেবতার কৃপা-করুণা না পায়। তাই বলা হইতেছে,—'কিবা লৌকিক জীবন-রক্ষায়, কিবা পারলৌকিক মোক্ষলাভ-পক্ষে, উভয় ক্ষেত্রেই দেবতার সহায়তাই পরম সহায়তা। সে সহায়তা ভিন্ন আর সহায়তাই

পারেন। অর্থাৎ, আপনার ক্ষেত্র বা স্থান রক্ষায় তিনি বিশেষ পটু আছেন। এ পক্ষে দেবতা যেন একজন প্রকৃষ্ট বীরপুরুষ। কিন্তু তাই কি? দেবতাকে আমরা কি মানুষ বলিয়াই মনে করি?

নাই,—দেবতার বা দেবভাবের অনুগ্রহ ভিন্ন শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা আর কিছুতেই নহে।' *

এই প্রকারে সমগ্র মন্ত্রের মর্ম্মার্থ অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—'দেবতাই শক্তিবিধায়ক, দেবতাই শত্রুনাশক, দেবতাই পরমধন-প্রাপক, দেবতাই সংসার-সংগ্রামে পরিত্রাণকারক। এই বুঝিয়া, মানুষ তুমি দেবতার আরাধনায়—হৃদয়ে দেবতার প্রতিষ্ঠায়—দেবভাবের উদ্বোধনায় প্রবৃত্ত হও।'

উপসংহারে ব্রহ্মণস্পতিদেবতার স্বরূপ-বিষয়ে একটু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতার বিষয়—মানুষের মনে সাধারণতঃই একটা ধারণা আসিতে পারে। 'অগ্নি' বলিতে 'আগুন', 'বায়ু' বলিতে 'বাতাস'—এই ভাবে অর্থ করিয়াও কতকগুলি দেবতার প্রকৃতি-পরিচয় মানুষ গ্রহণ করিতে পারে। ব্যাখ্যাকারগণও আপনাদের রুচি-প্রবৃত্তি অনুসারে তত্তৎ দেবতার ঐরূপ একটা একটা স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রহ্মণস্পতি দেবতার তদ্রূপ স্বরূপ-নির্দ্দেশ সুকঠিন। সুতরাং এই দেবতার সম্বন্ধে নানা জনকে নানারূপ কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। † কেহ কেহ মনে করেন—স্তুতি মন্ত্রই ঐ দেবতা। সে পক্ষে, ব্রহ্মণস্পতির স্তবে স্তোত্র-মন্ত্রের স্তব—

* কিন্তু দেখুন, এই অংশের প্রচলিত অর্থ কি আছে? সে অর্থ,—"প্রভূত ধন-নিমিত্তক যুদ্ধে এবং অল্পযুদ্ধে বজ্রধারী ব্রহ্মণস্পতির কেহ প্রবর্ত্তয়িতাও নাই, এবং কেহ পরাজেতাও নাই।" আর এক অনুবাদে প্রকাশ,—"তিনি বজ্রপানি। বহুলাভজনক যুদ্ধে বা অল্পলাভজনক যুদ্ধে তাঁহাকে উৎসাহী বা নিরস্ত করে এমন কেহ নাই।" ভাব এই যে, তিনি উচ্ছৃঙ্খল। এই তো ব্যাপার! সায়ণও দেখুন। তার পর স্থির করুন, কোন্ অর্থ সঙ্গত হয়।

† কেহ বলেন, ব্রহ্মণস্পতি পদে অগ্নিকে বুঝায়; কেহ বলেন,—পুরোহিত-শ্রেণীর প্রধান ব্যক্তিকে বুঝায়। এ সম্বন্ধে ম্যাক্সমূলার ও ওল্ডেনবর্গ দুই ভাবই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সায়ণ এ পক্ষে ভিন্ন স্থানে ভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই মণ্ডলের ৩৮শ সূক্তের ১৩শ ঋকের ম্যাক্সমূলার-কৃত টীকায় প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের প্রচলিত মত প্রকাশ পাইয়াছে। যথা,—"It seems better, therefore, to refer 'brahmanas patim' to Agni, than, with Sayan, to the host of the Maruts (marudganam). Brahmanspati and Brihaspati are both varieties of Agni, the priest and 'purahita' of gods and

এই ভাব প্রকাশ পায়। সে অর্থ যে অসমীচীন, তাহা আমরা মনে করি না। স্তুতি-মন্ত্রের শক্তি অপরিসীম। স্তোত্র-মন্ত্রের অনুধ্যানে অন্তর নির্ম্মল হয়, হৃদয়ে সদ্ভাব-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে; সুতরাং, মানুষ শক্তি-সম্পন্ন হয়। সে দৃষ্টিতে দেখিলে, স্তোত্রমন্ত্রের অধিষ্ঠাতা দেবতা-রূপে ব্রহ্মণস্পতি দেবতার অর্চ্চনা সঙ্গত হইতে পারে। সংসারে যাহা কিছু সৎ আছে, সংসারে যাহা কিছু সত্ত্বভাবের সাধক, তাহাই দেবতা। স্তোত্র-মন্ত্র সত্ত্বভাব উৎপন্ন করে। সুতরাং উহাকে দেবপর্য্যায়ভুক্ত করিয়া পূজা করায় অসঙ্গতি ঘটে না। তবে দুঃখের বিষয়, যাঁহারা ব্রহ্মণস্পতি-পদে প্রার্থনার দেবতা বা মন্ত্রস্বরূপ দেবতা অর্থ গ্রহণ করেন, তাঁহারা সে ভাব পরিগ্রহণ করেন না। সে ভাব পরিগ্রহ করিলে, ব্রহ্মণস্পতিই লোকপালক দেবতা বলিয়া প্রতিপন্ন হন। (১ম—৪০সূ—৮ঋ)।

একচত্বারিংশৎ সূক্তানুক্রমণিকা।

(সায়ণাচার্য্য-কৃতা)।

যং রক্ষন্তীতি নবর্চং ষষ্ঠং সূক্তং। তত্রানুক্রমণং। যং রক্ষন্তি নব বরুণমিত্রার্য্যম্ণাং মধ্যে তৃচ আদিত্যেভ্যো গায়ত্রং হীতি। ঘোরপুত্র কণ্বঋষিঃ। ইদমাদিত্রীণি সূক্তানি গায়ত্রাণি। আদ্যন্তয়োস্তৃচয়োর্বরুণমিত্রার্য্যমণো দেবতাঃ। মধ্যতৃচস্য সুগঃ পন্থা ইত্যস্যাদিত্যা দেবতাঃ। গতো বিনিয়োগঃ॥ তত্র প্রথমামৃচমাহ॥

একচত্বারিংশসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

এই সূক্ত 'যং রক্ষন্তি' প্রভৃতি নয়টী ঋক-বিশিষ্ট। 'যং রক্ষন্তি নব বরুণমিত্রার্য্যম্ণাং' ইত্যাদিরূপে অনুক্রান্ত হইয়াছে। এই সূক্তের ঋষি—ঘোরপুত্র কণ্ব। ইহার প্রথম তিনটী সূক্ত গায়ত্রীচ্ছন্দোবিশিষ্ট। এই সূক্তের প্রথম তিনটী এবং শেষ তিনটী ঋকের দেবতা—বরুণ মিত্র ও অর্য্যমা। মধ্যবর্ত্তী 'সুগঃ পন্থা' প্রভৃতি তিনটী ঋকের দেবতা—আদিত্য। এই সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তাহার প্রথম ঋক কথিত হইতেছে।

---

men, and as such he is invoked together with the Maruts in other passages, I, 40, 1." কিন্তু ওল্ডেনবর্গ বলেন,—"Brihaspati or Brahmanspati is the Brahman among the gods. But it is doubtful whether the title of Brahman in this connection should be understood in the later technical sense of the word, as the Ritvig who has to superintend the whole sacrifice. Comp. H. O. Religion des Veda."

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ। অষ্টমোঽনুবাকঃ। একচত্বারিংশৎ সূক্তং। দ্বাবিংশঃ ত্রয়োবিংশশ্চ দ্বৌ বর্গৌ।

একচত্বারিংশৎ-সূক্তং।

এই সূক্তটী মিত্র বরুণ ও অর্য্যমা—এই তিন দেবতার সম্বন্ধে প্রযুক্ত। পূর্ব্ব সূক্তে (চত্বারিংশৎ সূক্তের পঞ্চম ঋকে) ব্রহ্মণস্পতি দেবতার সহিত অর্য্যমা দেবতার উপাসনার বিষয় প্রখ্যাত আছে। পরন্তু সেখানেও মিত্র ও বরুণ দেবতার সহিত তাঁহার উল্লেখ দেখি। এখানেও মিত্র ও বরুণদেবতার সহিত তিনি সম্পূজিত হইতেছেন। মিত্র ও বরুণদেবতার বিষয় বিভিন্ন সূক্তে আলোচনা করা গিয়াছে। অর্য্যমা দেবতার বিষয়ও চতুর্দ্দশ সূক্তের টীকায় আলোচিত হইয়াছে। সেখানে তাঁহারা যে সূর্য্যেরই বিভিন্ন রূপ, তাহাই পরিকল্পিত হইয়াছে। অন্যত্র আবার তাঁহাদের অন্যরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হই। সায়ণেরও ভাষ্যে এক স্থানে দেখা যায়—"অর্য্যমা অহোরাত্রবিভাগস্য কর্ত্তা সূর্য্যঃ"। অন্যস্থানে আবার তিনি মিত্র ও বরুণকে দিবারাত্রি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া, অর্য্যমা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"অর্য্যমা উভয়োর্ম্মধ্যবর্ত্তী দেবঃ।"

এ দৃষ্টিতে দেবতত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে না। দৃশ্যমান্ কোনও নির্দ্দিষ্ট পদার্থের দ্বারা দেবতার প্রকৃত স্বরূপ বুঝান যায় না। তাহাতে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিপরীত ভাবই আসিয়া থাকে। কিন্তু যদি সমষ্টিভাবে ভগবানকে দেখিয়া, তাঁহার ব্যষ্টিভাব বিভূতিসমূহকে দেবতা বলিয়া বুঝিতে পারি, তাহাতে সকল সমস্যারই সমাধান হয়। জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর। জ্ঞানসূর্য্য বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন সৎকর্ম্মের মধ্য দিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হন। বিভিন্ন দেবতার ও বিভিন্ন দেবভাবের উপাসনার তাহাই লক্ষ্য। বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ বিভিন্ন দেবভাবের প্রতি অগ্রসর হউক,—নদী উপনদী শাখানদীসমূহ বাহিয়া স্রোতপ্রবাহ অনন্ত মহাসমুদ্রে গিয়া বিলীন হউক। একই দেবতার বিভিন্ন নাম-সংজ্ঞার ইহাই কারণ। অভিন্ন ভগবদ্বিভূতির—একই সত্ত্বভাবের—বিভিন্ন নাম-রূপের ইহাই হেতুভূত। প্রতি দেবতার প্রত্যেক নাম-সংজ্ঞার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সেই দৃষ্টিতেই সম্ভবপর। অন্যথা তাহা কল্পনা করা যায় না।

শব্দগত বা ধাতুগত অর্থের অনুসরণে এক এক দেবতা সম্বন্ধে এক একটী ভাব পাওয়া যায় বটে; তাঁহাদের গুণ-বিশেষণ বা কার্য্যপরম্পরার পরিচয়-ক্রমে তাঁহাদের সম্বন্ধে এক একটা ধারণা আসিতে পারে বটে; কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে গেলে, তাঁহাদের পার্থক্য আদৌ তিষ্ঠিতে পারে না। নদীর জল, পুষ্করিণীর জল, কূপের জল—একই জলের এইরূপ বিভিন্ন নাম-সংজ্ঞা আমনন করিলেও সকল জলই যেমন অভিন্ন—জল পদার্থ; দেবগণ সেইরূপ নানা নামে পরিচিত হইলেও এক ও অভিন্ন। তাঁহারা কখনও বা মিত্রবৎ আচরণে মিত্রনাম-ধারী, কখনও বা রুদ্রবৎ আচরণে রুদ্রনাম-ধারী, কখনও বা অভীষ্টবর্ষণ-শীলরূপে বরুণদেব, কখনও বা মোক্ষপথের বহনকারী হইয়া অর্য্যমা দেব। সত্ত্বভাবই দেবতা। বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন দিকে তাহার বিকাশই দেবতার বিভিন্নতা।

এই সূক্তে মিত্র বরুণ ও অর্য্যমা দেবতার উপাসনা-সম্বন্ধে নানাদিক হইতে নানা ভাবের আমনন করা হয়। ঋকের ব্যাখ্যায় যে সকল ব্যক্ত হইবে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই সূক্তের মধ্যেও প্রত্নতত্ত্বের বহু উপাদান প্রাপ্ত হইবেন। জ্ঞানান্বেষিগণ এই সূক্তের মধ্য দিয়াই জ্ঞানপথের দিব্য আলোক দেখিতে পাইবেন।

প্রথমমণ্ডলস্য অষ্টমেঽনুবাকে একচত্বারিংশৎ-সূক্তং। কণ্বঋষিঃ। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ।
বরুণমিত্রার্য্যমাণঃ দেবতা। লৈঙ্গিকো বিনিয়োগঃ।

• • •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একচত্বারিংশৎ-সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

যং রক্ষন্তি প্রচেতসো বরুণো মিত্রো অর্য্যমা।

নূ চিৎ স দভ্যতে জনঃ॥ ১॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

যং। রক্ষন্তি। প্রঽচেতসঃ। বরুণঃ। মিত্রঃ। অর্য্যমা।

নু। চিৎ। সঃ। দভ্যতে। জনঃ॥ ১॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'প্রচেতসঃ' (প্রজ্ঞানসম্পন্নাঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্টবর্ষণকারী বরুণদেবঃ) 'মিত্রঃ' (সুহৃৎস্থানীয়ঃ মিত্রদেবঃ) 'অর্য্যমা' (মোক্ষপথপ্রাপকঃ অর্য্যমা দেবঃ) 'যং' (জনং, উপাসকং) 'রক্ষন্তি' (আশ্রয়দানং কুর্ব্বন্তি) 'নূ' (ক্ষিপ্রং) 'চিৎ' (এব) 'স' (জনঃ, উপাসকঃ) 'দভ্যতে' (শত্রূণ হিনস্তি, শত্রুনাশসমর্থো ভবতি)। যদা মনুষ্যো দেবকৃপা-লাভসমর্থো ভবতি, তদা তস্য শত্রুভয়ং ন বিদ্যতে। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪১সূ—১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

প্রজ্ঞানসম্পন্ন অভীষ্টবর্ষণকারী বরুণদেব, সুহৃৎস্থানীয় মিত্রদেব, মোক্ষপথপ্রাপক অর্য্যমা দেব, যে উপাসককে আশ্রয়দান করেন; সেই উপাসক শীঘ্রই শত্রুনাশে সমর্থ হয়। (১ম—৪১সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

প্রচেতস প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্তা বরুণাদয়ো দেবা যং যজমানং রক্ষন্তি স জনো যজমানো নূ চিৎ ক্ষিপ্রমেব দভ্যতে। দভ্নোতি। শত্রূণ্ হিনস্তি॥

প্রচেতসঃ। প্রকৃষ্টং চেতো যেষাং। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং।. নূ চিৎ। ঋচি তনুঘেত্যাদিনা দীর্ঘঃ। দভ্যতে। দভু দম্ভে। ব্যত্যয়েন শ্নন্ আত্মনেপদঞ্চ॥ ১॥

প্রথম (৪৮৯) ঋকের বিশদার্থ।

এ ঋক্ সরল ও সহজবোধ্য। দেবগণের অনুগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ হইলে, দেবগণ আশ্রয়দান করিলে, মানুষের আর শত্রুভয় থাকে না। হৃদয়ে যদি দেবভাবের বিকাশ হয়, মানুষ আপনিই শত্রুজয়ী হইতে পারে। এ ঋক্ সেই বাণী ঘোষণা করিতেছে।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত বরুণাদি দেবগণ যে যজমানকে রক্ষা করেন, সেই যজমান অতি সত্বর শত্রু-গণকে নিহত করিতে সমর্থ হয়।

"প্রচেতসঃ"। 'প্রকৃষ্ট চিত্ত (জ্ঞান) যাহাদের'—এই বহুব্রীহি সমাস-হেতু পূর্ব্বপদে প্রকৃতি স্বর হইয়াছে। "নূ চিৎ"। 'ঋচি তুনুঘ' ইত্যাদি নিয়মে উ কারের দীর্ঘত্ব। "দভ্যতে"। দম্ভার্থক 'দভু (দম্ভ) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ব্যত্যয়-হেতু শ্নন্-প্রত্যয় ও আত্মনেপদ হইয়াছে॥ (১ম—৪১সূ—১ঋ)।

এখানে তিনটী দেবতার নাম আছে। আর, তাঁহাদিগকে 'প্রচেতসঃ' বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। 'প্রচেতসঃ' শব্দে বুঝা যায়, দেবগণ প্রজ্ঞান-সম্পন্ন। তাহাতে নানা ভাবের মধ্যে একটা ভাব মনে করিতে পারি,—তাঁহারা আমাদের অন্তরের ভাব বুঝিতে পারেন। বুঝিতে পারিলেই, আমরা সুকর্ম্মকারী হইয়াছি জানিতে পারিলেই, তাঁহারা আমাদের অভীষ্টপূরণে প্রবৃত্ত হন, আমাদিগের প্রতি মিত্রবৎ ব্যবহার করেন, এবং আমাদিগকে মোক্ষপথের প্রতি অগ্রসর করিয়া দেন। বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা—এই তিন দেবরূপে তাঁহারা পরিচিত থাকায়, ঐ তিন ভাবই মনে আসে। শত্রুনাশ আর কি?—সে সেই মোক্ষপথের বাধা অপসারণ। দেবতার আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে, আমরা আপনারাই সে বাধা অপসারণে সমর্থ হই। হৃদয়ে দেবভাব আসিলেই শত্রু বিমর্দ্দিত ও বিতাড়িত হয়। (১ম—৩১সূ—১ঋ)।

—•—

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একচত্বারিংশৎ-সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

যং বাহুতেব পিপ্রতি পান্তি মর্ত্ত্যং রিষঃ।

অরিষ্টঃ সর্ব্ব এধতে ॥ ২ ॥

•••

পদ-বিশ্লেষণং।

যং। বাহুতাঽইব। পিপ্রতি। পান্তি। মর্ত্ত্যং। রিষঃ।

অরিষ্টঃ। সর্ব্বঃ। এধতে ॥ ২ ॥

•••

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

দেবাঃ 'বাহুত্তা ইব' (দাতা ইব, বাহুযুক্তঃ শক্তিমান্ ইব) 'যং' (নরং, উপাসকং) 'পিপ্রতি' (পালয়ন্তি, রক্ষন্তি); তথা যং 'মর্ত্যং' (মনুষ্যং) 'রিষঃ' (হিংসকাৎ) 'পান্তি' (রক্ষন্তি, ত্রায়ন্তি) 'সঃ' (জনঃ, উপাসকঃ) 'অরিষ্টঃ (কেনাপ্যহিংসিতঃ সন্) 'এধতে' (বর্দ্ধতে)। যো জনো দেবানাং অনুগ্রহং লভতে, স জনঃ শত্রুভয়পরিশূন্যো নিত্যবর্দ্ধমানঃ ভবতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪১সূ—২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

দেবগণ, দাতার ন্যায় অথবা শক্তিমানের ন্যায়, যে উপাসককে পালন করেন; এবং তাঁহারা যে মনুষ্যকে (উপাসককে) হিংস্র শত্রু হইতে রক্ষা করেন; সে জন (সেই উপাসক) কাহারও কর্ত্তৃক হিংসিত না হইয়া পরিবর্দ্ধিত হয়। (১ম—৪ সূ—২ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

যং যজমানং পিপ্রতি। বরুণাদয়ো দেবা ধনৈঃ পূরয়ন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। বাহুত্তেব। স্বকীয়ো বাহুবর্গোঽপেক্ষিতং ধনমানীয় যথা পূরয়তি তদ্বৎ। তথা যং মর্ত্যং মনুষ্যং যজমানং রিষো হিংসকাৎ পান্তি। রক্ষন্তি। স সর্ব্বো যজমানোঽরিষ্টঃ কেনাপ্যহিংসিতঃ সন্ এধতে বর্দ্ধতে॥

বাহুত্তা বাহুত্বং। ভাববাচিনানেন শব্দেন বাহুবস্তুদাশ্রয়া লক্ষ্যন্তে। যদ্বা সমূহার্থে তল্ প্রত্যয়ো দ্রষ্টব্যঃ। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। পিপ্রতি। পৃ পালনপূরণয়োঃ। পৃ ইত্যেকে। জুহোত্যাদিত্বাৎ শ্লুঃ। অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চেত্যভ্যাসস্যেত্বং। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। পান্তি। তিঙঃ পরত্বাৎ পাদাদিত্বাদ্বা নিঘাতাভাবঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বরুণাদি দেবগণ যে যজমানকে পূর্ণরূপে ধন প্রদান করেন এবং যে যজমানকে তাঁহারা হিংসকদিগের হিংসা হইতে রক্ষা করেন, সেই যজমানগণ অপরের অহিংসিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। (অর্থাৎ, যাহারা দেবগণের অনুকম্পা লাভ করে, দেবগণ তাহাদিগকে রক্ষা করেন। তাহাদিগের শত্রুভয় দূর হয় এবং তাহারা সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারে।)

"বাহুত্তা"। বাহুত্ব অর্থাৎ যে বাহুসম্পন্ন এই অর্থে বাহুত্তা পদ প্রযুক্ত। ভাববাচক এই শব্দে 'বাহুবিশিষ্ট আশ্রয়কে (শক্তিকে)' লক্ষ্য করিতেছে। অথবা (বাহু শব্দের উত্তর) সমূহার্থে তল-প্রত্যয় হইয়াছে। 'লিতি' নিয়মানুসারে প্রত্যয়ের পূর্ব্বস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "পিপ্রতি"। পালন ও পূরণ অর্থবাচক পৃ-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। এক সংজ্ঞা-হেতু পৃ হইয়াছে। জুহোত্যাদিগণীয় বলিয়া তদুত্তর শ্লুঃ প্রত্যয়। 'অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চ' নিয়মে অভ্যাসের ইত্ব বিহিত। 'অভ্যস্তানামাদিঃ' ইত্যাদি নিয়মে আদিস্বর উদাত্ত। "পান্তি"। তিঙঃপরত্ব-হেতু অথবা পাদাদিত্ব-

রিষঃ। রিষ হিংসায়াং। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। অরিষ্টঃ। রিষ হিংসায়াং। একাচ ইতীট্ প্রতিষেধঃ। ব্রশ্চাদিনা ষত্বং। নঞ্ সমাসেঽব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—৪১সূ—২ঋ)॥

দ্বিতীয় (৪৯০) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের মধ্যে প্রধান আলোচ্য পদ—'বাহুতেব'। ঐ পদে দুইরূপ ভাব আসিতে পারে। এক অর্থ—দাতার ন্যায়; অর্থাৎ, দাতা যেমন আশ্রিত জনকে ধনদানে পুষ্ট করেন, তদ্রূপ। দ্বিতীয় অর্থ—বাহু-সমূহবিশিষ্টের ন্যায়; তাহাতে বলবানের ন্যায় ভাব আসে; অর্থাৎ, বলবান ব্যক্তিগণ যেমন আশ্রিত জনকে রক্ষা করেন, তদ্রূপ। দুই পক্ষেই রক্ষার ভাব আসে।

ধনদানে পালন, আর হিংসাকারীদিগের কবল হইতে রক্ষা করা,—'পিপ্রতি' ও 'পান্তি' ক্রিয়া পদদ্বয়ে এই দুই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। এক দৃষ্টিতে, ঐ দুই পদে অর্থ-সম্পদাদি দান এবং দস্যু প্রভৃতির উপদ্রব হইতে রক্ষার ভাব আসে। অন্য দৃষ্টিতে, পরমার্থ-রূপ ধনদানে উদ্ধার-সাধন এবং রিপু প্রভৃতির আক্রমণ হইতে রক্ষা অর্থ আসিয়া থাকে। এই দুই প্রকার রক্ষাই মানুষের প্রবৃদ্ধির কারণ। মানুষ যদি যথেষ্ট ধন প্রাপ্ত হয়, আর সেই ধন যদি অপহৃত না হয়, অব্যাহত থাকে; তাহা হইলে, ইহলোকে মানুষের প্রবৃদ্ধি সাধিত হয়। এইরূপ, সৎ-কার্য্যের দ্বারা মানুষ যদি সত্ত্বভাব-রূপ পরমধনের অধিকারী হইতে পারে, তাহাদের রিপু-শত্রুগণ সে ধন লাভের পক্ষে অন্তরায় না হয়; তাহা হইলে, তাহাদিগের পরমশ্রেয়ঃপ্রাপ্তিরূপ প্রবৃদ্ধি সাধিত হইয়া থাকে।

প্রার্থনা-পক্ষে এ ঋকের মর্ম্ম এই যে,—'হে দেবগণ! আমাদিগকে পরমধন দান করুন; আমাদিগের রিপু-শত্রুসমূহ বিমর্দ্দিত হউক; আমরা যেন পরমপদ লাভে সমর্থ হই।' (১ম—৪১সূ—২ঋ)।

হেতু নিঘাত হয় নাই। "রিষঃ"। হিংসার্থক রিষ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ক্বিপ্ চ' সূত্রানুসারে তদুত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয়। 'সাবেকাচ' নিয়মে বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "অরিষ্টঃ"। হিংসার্থ-মূলক রিষ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'একাচ' নিয়মে ইট প্রতিষেধ। ব্রশ্চাদি-হেতু ষত্ব এবং নঞ্ সমাস-প্রযুক্ত অব্যয়পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ (১ম—৪১সূ—২ঋ)॥

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একচত্বারিংশৎ-সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

বি দুর্গা বি দ্বিষঃ পুরো ঘ্নন্তি রাজানঃ।

এষাং নয়ন্তি দুরিতা তিরঃ ॥ ৩ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

বি। দুঃঽগা। বি। দ্বিষঃ। পুরঃ। ঘ্নন্তি। রাজানঃ।

এষাং। নয়ন্তি। দুঃঽইতা। তিরঃ ॥ ৩ ॥

• • •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'রাজানঃ' (দীপ্তিমন্তঃ দেবাঃ) 'এষাং' (উপাসকানাং) 'দ্বিষঃ' (অজ্ঞানরূপান্ শত্রূন) 'বি ঘ্নন্তি' (বিশেষেণ নাশয়ন্তি), তথা 'পুরঃ' (পুরস্তাৎ, পরিদৃশ্যমানানি) 'দুর্গা' (দুর্গাণি, সুদৃঢ়াণি শত্রুনগরাণি, অসদ্ভাবানাং আবাসস্থানানি) 'বি' (বিঘ্নন্তি, বিদারয়ন্তি); তথা 'দুরিতা' (দুরিতানি, উপাসকসম্বন্ধীনি পাপানি) 'তিরঃ' (বিনাশং) 'নয়ন্তি' (প্রাপয়ন্তি)। দেবানাং উপাসকঃ শত্রুভয়াৎ মুক্তো ভবতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪১সূ—৩ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

দীপ্তিমান্ দেবগণ, উপাসকদিগের অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুগণকে বিশেষ-রূপে নাশ করেন; পুরোভাগস্থিত শত্রুগণের (অসদ্ভাবের) সুদৃঢ় আবাসস্থানসমূহকে বিদীর্ণ করেন; এবং উপাসকগণের পাপসমূহকে দূরীভূত করেন। (১ম—৪১সূ—৩ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

রাজানো বরুণাদয় এনাং স্বকীয়যজমানানাং পুরঃ পুরস্তাৎ দুর্গা গন্তুং দুঃশকানি শত্রুনগরাণি বিঘ্নন্তি। বিশেষেণ নাশয়ন্তি। তথা দ্বিষঃ শত্রূনপি বিঘ্নন্তি। তথা দুরিতা যজমানসম্বন্ধীনি দুরীতানি তিরো নয়ন্তি। বিনাশং প্রাপয়ন্তি।

দুর্গা। দুঃখেন গচ্ছন্ত্যত্রেতি দুর্গাণি। সুদুরোরধিকরণ ইতি গমের্ডপ্রত্যয়ঃ। শেচ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ। পুরঃ। কালবাচিনঃ পূর্ব্বশব্দাৎ সপ্তম্যর্থে পূর্ব্বাধরাবরাণামিত্যসি-প্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন পূর্ব্বশব্দস্য পুরাদেশশ্চ প্রত্যয়স্বরঃ। ঘ্নন্তি। হন্তের্লট্। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। গমহনেত্যাদিনোপধালোপঃ। হো হন্তেঃ। পা০ ৭।৩।৫৪। ইতি ঘত্বং। অস্মাদেশ-স্তোপদেশবচনাদাদ্যুদাত্তত্বং। পাদাদিত্বাদনিঘাতঃ॥ (১ম—৪১সূ ৩ঋ)॥

তৃতীয় (৪৯১) ঋকের বিশদার্থ।

দেবগণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হও। হৃদয়ে দেবভাব সঞ্জাত হউক। শত্রু-ভয় দূরে যাইবে। দেবগণই শত্রু-দমনে সহায় হইবেন।

এই ঋকের অন্তর্গত 'রাজানঃ' পদে প্রধানতঃ দুই প্রকার অর্থ আমনন করা যায়। ঐ পদের প্রচলিত অর্থ—'রাজগণ'। সাধারণতঃ বলা হয়, ঐ পদে এখানে বরুণাদিকে বুঝাইয়া থাকে। তদনুসারে ঋকের ঐ অংশের অর্থ হয়,—'বরুণাদি রাজগণ তাঁহাদিগের আশ্রিত জনসমূহের শত্রুদিগকে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

বরুণাদি দেবগণ, আপনাপন যজমানদিগের সম্মুখভাগস্থ দুর্ভেদ্য শত্রুনগর-সমূহকে বিশেষ-রূপে নাশ করেন। পরন্তু যজমানগণের শত্রুগণকে বিনাশ করেন; অপিচ, যজমানদিগের দুরিতসমূহকেও (পাপসমূহকে) তাঁহারা নাশ করিয়া থাকেন।

"দুর্গা"। 'দুঃখে গমন করা যায় ইহাতে'—এই বাক্যে 'দুর্গাণি' পদ নিষ্পন্ন। 'সুদুরোর-ধিকরণ' এতদর্থে গম ধাতুর উত্তর ড-প্রত্যয়। 'শেচ্ছন্দসি বহুলং' নিয়মে শি লোপ। "পুরঃ"।—'পূর্ব্বাধরাবরণং' এই নিয়মে কালবাচক পূর্ব্ব শব্দের উত্তর সপ্তম্যর্থে অসি (অস্) প্রত্যয়। তৎসন্নিয়োগবশতঃ পূর্ব শব্দের স্থানে পুর আদেশ এবং প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "ঘ্নন্তি"। হন্ ধাতুর উত্তর লট্ বিভক্তি এবং হন্ ধাতু অদাদিগণীয় বলিয়া শপের লোপ হইয়াছে। 'গমহন' ইত্যাদি নিয়মে উপধার লোপ এবং 'হো হন্তেঃ' (পা০ ৭।৩।৫৪) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে 'ঘত্ব' অর্থাৎ হ স্থানে ঘ আদেশ হইয়াছে। 'অস্মাদেশস্তোপবচন' এই হেতু আদ্যস্বর উদাত্ত হইয়াছে। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাত হয় নাই॥ (১ম—৪১সূ—৩ঋ)॥

বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের শত্রুদিগের দুর্গসমূহ ধ্বংস করিয়াছিলেন।' এ অর্থে, আর্য্যগণের সহিত অনার্য্যগণের বিরোধ-প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইয়া থাকে। কিন্তু, একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, তাহাতে শেষাংশের সহিত প্রথমাংশের ভাব-সঙ্গতি রক্ষিত হয় না। মন্ত্রের শেষাংশের ('নয়ন্তি দুরিতা তিরঃ' বাক্যের) অর্থ সকলেই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন—'উপাসকের বা যজমানের পাপসকলকেও বিনাশ করেন।' অনার্য্য শত্রুগণের দুর্গ-ধ্বংস এবং তাহাদিগের বিনাশ-সাধন—এই দুই কার্য্যের সহিত, উপাসকের পাপনাশের যে কি সম্বন্ধ আছে—আর ঐ দুই কার্য্যের দ্বারাই বা তাহা কি প্রকারে সাধিত হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু ঐ 'রাজানঃ' পদে যদি 'দীপ্তিমন্তঃ' অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে এই ঋকে যে এক নিত্যসত্যতত্ত্ব প্রকটিত রহিয়াছে, তাহাই বুঝিতে পারি। আর, তাহাতে পূর্ব্বাপর ভাবসঙ্গতিও অব্যাহত থাকে। আমরা বলি,—শত্রু বলিতে এখানে অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুর প্রতিই লক্ষ্য আসে; তাহাদের সুদৃঢ় দুর্গ বলিতে, অজ্ঞানতা যে সকল কার্য্যের মধ্যে দৃঢ়ভাবে অবস্থিতি করে, সেই সকল কার্য্যকে বুঝাইতেছে। দীপ্তিমন্ত দেবসকলের প্রভাবে, অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের ফলে, অজ্ঞানতা নাশপ্রাপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহার দৃঢ় বাসস্থানও ধ্বংস হইয়া যায়। অজ্ঞানতা দূর হইলে, জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইলে, পাপ দূরে পলায়ন করে। এতদর্থে, মন্ত্রের প্রথমাংশের সহিত শেষাংশের ভাবেরও সম্পূর্ণ ঐক্য থাকে। দেবভাবের প্রতিষ্ঠায়, জ্ঞানালোক প্রতিভাত হওয়ায়, অজ্ঞানতা দূরে যায়; সুতরাং পাপ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এবংবিধ ভাবই এখানে প্রকাশমান্।

প্রার্থনা-পক্ষে এ মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'হে দেবগণ! আপনারা রাজার ন্যায় আসিয়া এই হৃদয়-রাজ্য অধিকার করুন। আমার অপকর্ম্ম-রূপ দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে অজ্ঞানত-রূপ যে শত্রু আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে, সে নিধনপ্রাপ্ত হউক;—দুর্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাউক। তাহার ফলে, জ্ঞানালোকে আমার হৃদয় পূর্ণ হউক। আমার [illegible] পাপকালিমা দূরে যাউক।' (১ম—৪ সূ—৬ঋ)।

—•—

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একচত্বারিংশৎ-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

সুগঃ পন্থা অনৃক্ষর আদিত্যাস ঋতং যতে।

নাত্রাবখাদো অস্তি বঃ॥ ৪॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সুগঃ। পন্থাঃ। অনৃক্ষরঃ। আদিত্যাসঃ। ঋতং। যতে।

ন। অত্র। অবখাদঃ। অস্তি। বঃ॥ ৪॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'আদিত্যাসঃ' (হে আদিত্যাঃ, অনন্তস্য অঙ্গীভূতাঃ দেবাঃ) 'ঋতং' (যজ্ঞং, সত্যং, সৎকর্ম্ম) 'যতে' (গচ্ছতে, সম্বন্ধযুক্তে, ভবৎসমূহায় ইতি যাবৎ) 'পন্থা' (যজ্ঞং, আগমনমার্গং) 'সুগঃ' (সুষ্ঠু গন্তুং শক্যঃ) 'অনৃক্ষরঃ' (কণ্টকরহিতশ্চ) ভবতু; 'অত্র' (অস্মিন্ কর্ম্মণি) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'অবখাদঃ' (অবমন্তব্যঃ খাদঃ, জুগুপ্সিতঃ, অনভিলষিতঃ) যেন 'ন অস্তি' (ন ভবতি) তৎ কুরুত ইতি শেষঃ। অস্মাকং কর্ম্মাণি যেন যুষ্মাকং প্রীতিসাধকানি ভবন্তি, হে দেবাঃ, তচ্ছক্তিং প্রযচ্ছত। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম-৪১সূ-৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে আদিত্যগণ (অনন্তের অঙ্গীভূত হে দেবগণ)! সত্যসম্বন্ধবিশিষ্ট আপনাদের আগমন-পথ সুগম ও কণ্টকরহিত হউক। আমাদিগের কর্ম্মসমূহ যেন আপনাদিগের অনভিলষিত না হয় (অর্থাৎ, আমাদিগের কর্ম্মসমূহ যেন আপনাদিগের প্রীতিসাধক হয়—ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা)। (১ম—৪১সূ—৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে আদিত্যাসঃ। ঋতং যজ্ঞে। যজ্ঞং গচ্ছতে ভবৎসমূহায় পন্থা মার্গঃ সুগঃ সুষ্ঠু গন্তুং শক্যঃ। অনৃক্ষরঃ কণ্টকরহিতশ্চ। অত্রাস্মিন্‌কর্মণি বো যুষ্মাকমবখাদোঽস্মদীয়ঃ খাদো জুগুপ্সিত হবির্বিশেষো নাস্তি। তস্মাদিহাগন্তব্যমিত্যর্থঃ॥

সুগঃ। সুদুরোরধিকরণ ইতি গমের্ডপ্রত্যয়ঃ। পন্থাঃ। পথিমথোঃ সর্বনামস্থান ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। অনৃক্ষরঃ। ঋষী গতৌ। ঋষন্ত্যন্তর্গচ্ছন্তীত্যৃক্ষরাঃ কণ্টকাঃ। ঋষ্যবিত্যাং ক্সরন্নিতি ক্সরন্-প্রত্যয়ঃ। কিত্বাদ্‌গুণাভাবঃ। কত্বযত্বে। যাস্কস্ত্বাহ। ঋক্ষরঃ কণ্টক ঋচ্ছতেরিতি। ন বিদ্যন্তে ঋক্ষরা অস্মিন্নিত্যনৃক্ষরঃ। নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। আদিত্যাসঃ। অদিতেঃ পুত্রা আদিত্যাঃ। দিত্যদিত্যাদিনা ণ্য-প্রত্যয়ঃ। আজ্জসেরসুক্‌। আমন্ত্রিতাদ্যুদাত্তত্বং। পাদাদিত্বাদাষ্টমিকনিঘাতাভাবঃ। যতে। ইন্‌ গতৌ। শতৃঃ শতৃ। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্‌। ইণো যণিতি যণাদেশঃ। শতুরনুম ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। অবখাদঃ। খাদৃ ভক্ষণে। ভাবে ঘঞ্‌। অবমতঃ খাদোঽবখাদঃ থাথাদিনোত্তরপদান্তো-দাত্তত্বং। (১ম—৪১সূ—৪ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে আদিত্যগণ, আপনাদের নিকট যজ্ঞসমূহ গমন করে। (যজ্ঞসমূহের) গমনমার্গ সুখে গমনযোগ্য এবং কণ্টকরহিত। আমাদিগের এই অনুষ্ঠিত কর্মে আপনাদিগের জুগুপ্সিত হবিসমূহ নাই। সুতরাং আপনারা (এই যজ্ঞে) আগমন করুন।

"সুগঃ"। 'সুদুরোরধিকরণঃ এই নিয়মে গম ধাতুর উত্তর ড প্রত্যয়। "পন্থা"। 'পথিমথোঃ সর্বনামস্থানঃ' ইত্যাদি নিয়মে আদিস্বর উদাত্ত। "অনৃক্ষরঃ"। গমনার্থক ঋষ্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ঋষন্তি অর্থাৎ অন্তর্গমন করে এতদর্থে 'ঋক্ষরাঃ' শব্দে কণ্টক-সমূহকে বুঝায়। 'ঋষ্যবিত্যাং ক্সরন্‌' ইত্যাদি নিয়মে তদুত্তর ক্সরণ প্রত্যয়। কিত্ব-হেতু গুণাভাব। ষত্ববিধানে কত্ব বিহিত। যাস্ক বলিয়াছেন,—ঋক্ষর শব্দে কণ্টক বুঝায়। 'অনৃক্ষর' অর্থাৎ 'কণ্টক নাই ইহাতে' এই বাক্যে অনৃক্ষরঃ পদ নিষ্পন্ন। নঞ্‌সুভ্যাং নিয়মে উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে। "আদিত্যাসঃ"। অদিতির পুত্রগণ এতদর্থে আদিত্য পদ সিদ্ধ। দিতি অদিতি প্রভৃতি শব্দের উত্তর ণ্য প্রত্যয় হয়; তদনুসারে 'দিত্যদিত্য' নিয়মে ণ্য (য) প্রত্যয় হইয়াছে। 'আজ্জসেরসুক্‌' নিয়মে অসুক্‌ (অসুন্‌) প্রত্যয় বিহিত। আমন্ত্রিত-হেতু আদিস্বর উদাত্ত। পাদাদিত্ব-হেতু আষ্টমিক নিঘাত-স্বর হয় নাই। "যতে"। গত্যর্থমূলক ইণ্‌ (ই) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। লট্‌-হেতু তদুত্তর শতৃ-প্রত্যয়। অদাদিত্ব-হেতু শপের লোপ এবং 'ইণো যণ' প্রভৃতি নিয়মে যণ (য) আদেশ হইয়াছে। 'শতুরনুম' ইত্যাদি বিধানে বিভক্তির স্বর উদাত্ত। "অবখাদঃ"। ভক্ষণার্থক খাদৃ ধাতু উত্তর ভাববাচ্যে ঘঞ্‌ প্রত্যয়ে এই পদ নিষ্পন্ন। 'অবমতঃ খাদঃ' এই বাক্যে 'অবখাদঃ' পদ হইয়া থাকে। থাথাদিগণীয়-হেতু উত্তরপদের অন্তস্বর উদাত্ত হইয়াছে॥ (১ম—৪১সূ—৪ঋ)॥

চতুর্থ (৪৯২) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে যেন বলা হইয়াছে,—'হে আদিত্যগণ! আপনাদিগের জন্য যে হবিঃ বা পূজোপকরণসমূহ প্রস্তুত রাখিয়াছি, তাহা নিন্দিত নহে; অর্থাৎ, সুপেয় সুখাদ্য প্রস্তুত আছে। আপনাদের আগমনের পথও সুগম ও কণ্টকরহিত করিয়াছি। অতএব, আপনারা এখানে আগমন করুন।' ভাব এই যে,—'আমরা সুপেয় সুখাদ্য প্রস্তুত রাখিয়াছি; আপনাদের আসিবার পথও পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছি; সুখে আসুন, খাদ্যাদি গ্রহণ করুন।' * কোনও রাজা-রাজারাকে আহ্বান করিয়া আনিতে গেলে, যে আয়োজন সাধারণতঃ করা হয়, এখানে যেন তাহারই আভাষ দেওয়া হইয়াছে। এক অর্থে এই ভাব আসে বটে; কিন্তু অন্য অর্থে সম্পূর্ণ বিপরীত বিভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হই।

আমরা মনে করি, দেবগণের আগমনের প্রলোভনমূলক কোনও ভাব এখানে নাই। এখানকার প্রার্থনার ভাব এই যে, আমাদের কর্ম্ম এমন হউক, যাহাতে আমাদের কর্ম্ম-মধ্যে আপনাদের আগমন সম্ভবপর হয়। কোন্ শব্দে কি ভাবে এরূপ অর্থ আসিতে পারে, একটু চিন্তা করিলেই তাহা বোধগম্য হয়। প্রথম দেখুন—'আদিত্যাসঃ' পদে কি ভাব দ্যোতনা করে। আমরা 'অদিতি' শব্দে 'অনন্ত' ভাব পরিগ্রহ করি। পূর্ব্বে এ বিষয় আলোচনা করা গিয়াছে। তদনুসারে 'আদিত্যগণ' বলিতে 'অদিতি' বা 'অনন্ত' হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ 'অনন্তের অঙ্গীভূত দেবগণ' অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবানের বিভূতিসমূহই যে 'আদিত্যাসঃ', এ পক্ষে তাহাই উপলব্ধ হয়। অতঃপর দেখুন—তাঁহাদের গতিপথ কি প্রকার? বলা হইয়াছে—'ঋতং যতে'। 'ঋত' শব্দে সত্য বুঝায়, যজ্ঞ বুঝায়, সৎকর্ম্ম বুঝায়। তবেই বুঝা যায়, তাঁহারা সত্যের মধ্য দিয়া, যজ্ঞের মধ্যে দিয়া,

---

* ঋকের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদে কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, দেখুন। যথা,—"হে আদিত্যগণ! তোমাদিগের যজ্ঞে আসিবার পথ সুগম্য ও কণ্টকরহিত; এই যজ্ঞে তোমাদিগের জন্য মন্দ খাদ্য প্রস্তুত হয় নাই।"

সৎকর্ম্মের মধ্য দিয়া, গতাগতি করেন। সে পথই তাঁহাদের পক্ষে কণ্টকরহিত বা বাধাশূন্য পথ; সেই পথেই তাঁহারা সুষ্ঠুভাবে আগমন করিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রে, 'তাঁহাদের আগমনের পথ পরিষ্কার আছে' না বলিয়া, 'তাঁহাদের আগমনের পথ পরিষ্কৃত হউক' এইরূপ প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাওয়াই সঙ্গত। মন্ত্রের প্রথম পংক্তিতে ক্রিয়াপদ নাই। তাহা উহ্য আছে বলিয়া মনে করার প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ ব্যাখ্যা-কারগণ ঐ স্থলে 'ভবতি' ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করেন। আমরা 'ভবতু' ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করি। প্রথমোক্ত ক্রিয়ায়, 'পথ পরিষ্কারই আছে'—এই ভাব প্রকাশ পায়; শেষোক্ত ক্রিয়ায় 'পথ পরিষ্কার হউক' বা 'পথ পরিষ্কার করিয়া দেন'—এইরূপ প্রার্থনা ব্যক্ত হয়। শেষোক্ত অর্থই সঙ্গত। ইহাতে ভাব আসে,—'হে দেবগণ! আমাদের কর্ম্ম এমন সৎকর্ম্ম হউক—যাহাতে আপনাদের আগমনের পথ সুগম হয়।' এ অর্থে, মন্ত্রের শেষাংশের সহিতও ভাবের বেশ একটা সঙ্গতি থাকে। 'আমাদের কর্ম্মসমূহ যেন অনভিলষিত বা নিন্দনীয় না হয়।'—এ ভাবেও, 'সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানে আমাদের প্রবৃত্তি আসুক', এইরূপ প্রার্থনা প্রকাশ পায়। ফলতঃ, শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবানের অঙ্গীভূত শুদ্ধসত্ত্ব দেবভাবসমূহ আমাদের কর্ম্ম দ্বারা আমাদের মধ্যে সঞ্চিত ও পরিবর্দ্ধিত হউক,—ইহাই এখানকার ভাবার্থ। (১ম—৪১সূ—৪ঋ)।

—•—

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একচত্বারিংশৎ-সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

যং যজ্ঞং নয়থা নর আদিত্যা ঋজুনা পথা।

প্র বঃ স ধীতয়ে নশৎ॥ ৫॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যং। যজ্ঞং। নয়থ। নরঃ। আদিত্যাঃ। ঋজুনা। পথা।

প্র। বঃ। সঃ। ধীতয়ে। নশৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'নরঃ' (নেতারঃ) 'আদিত্যাঃ' (অনন্তসম্বন্ধযুতাঃ হে দেবাঃ) 'ঋজুনা' (সারল্যেন, কাপট্যরাহিত্যেন,) 'পথা' (মার্গেন) যূয়ং 'যং' (যাদৃশং) 'যজ্ঞং' (যাগাদিসৎকর্ম্ম) 'নয়থ' (নয়থঃ, প্রাপয়থঃ) 'সঃ' (যজ্ঞঃ) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'ধীতয়ে' (উপভোগায়, ধারণায়) 'প্র নশৎ' (প্রাপ্নোতু)। অস্মাকং কর্ম্মাণি সত্যাসত্যযুক্তানি ভবন্তু; হে দেবাঃ! যূয়ং তৎকর্ম্ম প্রাপ্নোতু। ইত্যেবং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪১সূ—৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

নেতৃস্থানীয় অনন্তসম্বন্ধযুত হে আদিত্য-দেবগণ! অকপট সরল পথ দিয়া আপনারা যে কর্ম্মকে (যজ্ঞকে) প্রাপ্ত হন, সেই কর্ম্ম (যজ্ঞ) আপনাদিগকে ধারণার নিমিত্ত প্রাপ্ত হউক। (অর্থাৎ,—অকপট সৎকর্ম্মেই আপনাদের অধিষ্ঠান; প্রার্থনা, আমরা অকপটভাবে সৎকর্ম্ম করিয়া যেন আপনাদিগকে প্রাপ্ত হই)। (১ম—৪১সূ—৫ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে নরো নেতার আদিত্যাঃ। যং যজ্ঞমৃজুনা পথাবিকলেন মার্গেণ নয়থ। পারং প্রাপয়থ। স যজ্ঞো বো ধীতয়ে যুষ্মৎ পানায়োপভোগায় প্রণশৎ। প্রাপ্নোতু॥

নয়থ। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। যদ্বৃত্তযোগাদনিঘাতঃ। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং। পথা। তৃতীয়ৈকবচনে ভস্য টের্লোপঃ পা০ ৭৷১৷৮৮।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে নেতৃস্থানীয় আদিত্যগণ! যে যজ্ঞকে আপনারা অবিকল পথে (লইয়া গিয়া) সিদ্ধি-প্রাপ্ত করান বা সম্পূর্ণ করেন; আপনাদের পানোপভোগের নিমিত্ত (অর্থাৎ আপনাদের তৃপ্তির জন্য) আপনারা সেই যজ্ঞ প্রাপ্ত হন।

"নয়থ"। অদুপদেশ-প্রযুক্ত লসার্ব্বধাতুক অনুদাত্তস্বর প্রাপ্ত হইলেও এই পদে ধাতুস্বরই হইয়াছে। যদ্বৃত্তযোগ-হেতু নিঘাত হয় নাই। 'অন্যেষামপিদৃশ্যতঃ' সূত্রানুসারে সংহিতায় দীর্ঘ হইয়াছে। "পথা"। 'তৃতীয়ৈকবচনে ভস্য টের্লোপঃ' (পা০ ৭৷১৷৮৮)

ইতি টিলোপঃ। অনুদাত্তস্য চ যত্রোদাত্তলোপ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। বীতয়ে। ধেট্ পানে। আদেচ ইত্যাত্বং। ক্তিচি ঘুমাস্থেতীত্বং। নশৎ। নশতির্গত্যর্থঃ। লেটোঽডাগমঃ। ইতশ্চ লোপ ইতীকারলোপঃ। (১ম—৪১সূ—৫ঋ)।

ইতি প্রথমস্য তৃতীয়ে দ্বাবিংশো বর্গঃ॥

• . •

পঞ্চম (৪৯৩) ঋকের বিশদার্থ।

অকপট সরল কর্ম্মের পথ দিয়াই দেবগণ আগমন করেন। সৎ-কর্ম্মের মধ্য দিয়াই তাঁহাদিগের গতিবিধি হয়। এখানে তাই প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে দেবগণ! আমরা যেন এমন অপকট সরল কর্ম্ম করিতে পারি, যে কর্ম্ম আপনাদিগকে প্রাপ্ত হয়, যে কর্ম্মের মধ্যে আপনারা বিদ্যমান্ থাকেন, যে কর্ম্ম আপনাদের ভোগ্য মধ্যে পরিগণিত হয়।'

'মানুষ! তোমরা কপটতা পরিহার কর; সরল সাধুমার্গ অবলম্বনে প্রযত্নপর হও। কেন-না, সেই অকপট সৎকর্ম্মের পথেই দেবগণ আগমন করেন,—সেই কর্ম্মই তাঁহাদের ভোগ্য বস্তু মধ্যে পরিগণিত হয়।' এ মন্ত্রে মানুষকে এই উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে—ইহাই আমরা মনে করি।

এই ঋকের অন্তর্গত "বীতয়ে" পদটী অনুধাবনার বিষয়। উহার প্রতিবাক্য "উপভোগায়" অর্থাৎ 'উপভোগের নিমিত্ত' লিখিত আছে। অর্থ এই যে,—'এই যজ্ঞ বা কর্ম্ম তোমার উপভোগের নিমিত্ত হউক।' তাহার সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য এই যে,—'এমন কর্ম্ম যেন আমরা করি, যে কর্ম্মে আপনারা প্রতিষ্ঠিত থাকেন।' * (১ম—৪১সূ—৫ঋ)।

ইত্যাদি নিয়মে টি লোপ। 'অনুদাত্তস্য চ যত্রোদাত্তলোপ' ইত্যাদি নিয়মে বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইয়াছে। "বীতয়ে"। পানার্থক ধেট্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'আদেচ' নিয়মে আত্ব এবং 'ক্তিচি ঘুমাস্থ' নিয়মে ঈত্ব হইয়াছে। "নশৎ"। নশ্ ধাতু গত্যর্থমূলক। লেট বিভক্তি-হেতু তদুত্তর অট্ আগম হইয়াছে। 'ইতশ্চ লোপঃ' এই নিয়মে ইকারের লোপ হইয়াছে। (১ম—৪১সূ—৫ঋ)॥

প্রথম মণ্ডলের তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বাবিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ২২॥

---

* এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ এই যে,—"হে নেতা আদিত্যগণ! যে যজ্ঞে তোমরা ঋজুপথ দিয়া আইস, সেই যজ্ঞে তোমাদের উপভোগ হউক।"

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একচত্বারিংশং-সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

স রত্নং মর্ত্ত্যো বসু বিশ্বং তোকমুত ত্মনা।
অচ্ছা গচ্ছত্যস্তৃতঃ ॥ ৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণঃ।

সঃ। রত্নং। মর্ত্ত্যঃ। বসু। বিশ্বং। তোকং। উত। ত্মনা।
অচ্ছ। গচ্ছতি। অস্তৃতঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে দেবাঃ! 'সঃ' (যুষ্মাভিরনুগৃহীতঃ) 'মর্ত্ত্যঃ' (মনুষ্যঃ) 'অস্তৃতঃ' (কেনাপ্যহিংসিতঃ সন) 'বিশ্বং' (সর্ব্বং) 'রত্নং' (শ্রেষ্ঠং) 'বসু' (ধনং) 'অচ্ছা' (আভিমুখ্যেন) 'গচ্ছতি' (অগ্রসরো ভবতি); 'উত' (অপিচ) 'ত্মনা' (আত্মনা সদৃশং) 'তোকং' (অপত্যং) লভতে ইতি শেষঃ। দেবানাং অনুকম্পয়া নর শ্রেষ্ঠধনং ভগবদ্ভক্তিপরায়ণং অপত্যঞ্চ প্রাপ্নোতি। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪১সূ—৬ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ! আপনাদিগের কৃপা-প্রাপ্ত মনুষ্য, কাহারও কর্ত্তৃক (কোন শত্রু কর্ত্তৃক) হিংসিত না হইয়া, সকল শ্রেষ্ঠধন অভিমুখে অগ্রসর হয়; এবং আত্মসদৃশ (ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ) অপত্য লাভ করে। (১ম—৪১সূ—৬ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে আদিত্যাঃ স তাদৃশো ভবদ্ভিরনুগৃহীতো মর্ত্তো মনুষ্যো যজমানোঽস্তৃতঃ কেনাপ্যহিংসিতঃ সন্ রত্নং রমণীয়ং বিশ্বং বসু সর্ব্বং ধনমচ্ছাভিমুখ্যেন গচ্ছতি। প্রাপ্নোতি। উত অপি চ ত্মনা। আত্মনা স্বেন সদৃশং তোকমপত্যং গচ্ছতি ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে আদিত্যগণ! আপনাদের অনুগ্রহপ্রাপ্ত যজমানগণকে কেহ হিংসা করিতে পারে না। অন্য কর্ত্তৃক অহিংসিত সেই যজমানগণ রমণীয় সকল ধনের অভিমুখে গমন করে অর্থাৎ সর্ব্ববিধ রমণীয় ধন প্রাপ্ত হয়। অপিচ, সেই যজমানগণ আত্মসদৃশ পুত্রাদি প্রাপ্ত হয়।

ত্মনা। মন্ত্রেষ্বাঙ্যাদেরাত্মন ইত্যাকারলোপঃ। অচ্ছা। নিপাতস্য চেতি দীর্ঘত্বং। অস্তৃতঃ। স্তৃঞ্ হিংসায়াং। ন স্তৃতোঽস্তৃতঃ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ ৬ ॥

ষষ্ঠ (৪৯৪) ঋকের বিশদার্থ।

যাঁহারা দেবতার অনুগ্রহ-লাভে সমর্থ হন, তাঁহারা সকল প্রকার শত্রুর কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু কোন প্রকার শত্রুই তাঁহাদিগকে আর পীড়া প্রদান করে না। তাঁহাদিগের বংশে ধর্ম্মপরায়ণ সাধু সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করে; এবং তাহাতে বংশের মুখ উজ্জ্বল হয়। আর, তাঁহারা বিশ্বের সকল ধনের শ্রেষ্ঠধন অভিমুখে অগ্রসর হন,—অর্থাৎ পরমার্থ-রূপ শ্রেষ্ঠধন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এ ঋকের ইহাই মর্ম্ম।

এ ঋকের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার উপযোগী যে কয়টী পদ আছে, তৎসম্বন্ধে দুই এক কথা বলা আবশ্যক মনে করি। প্রথম—'গচ্ছতি'। উহার অর্থ—'যায়'। ব্যাখ্যাকারগণ লিখিয়াছেন—'পায়'। কিন্তু 'অচ্ছা' পদে 'অভিমুখে' অর্থ প্রকাশ করায়, 'যায়' অর্থ ই সঙ্গত হয়। তাহাতে, শ্রেষ্ঠ ধনের অভিমুখে যাওয়ার বা অগ্রসর হওয়ার প্রসঙ্গে ভগবৎ-সান্নিধ্য-প্রাপ্তির ভাব আসে। ঐহিক ধন-সম্পত্তিকে শ্রেষ্ঠ ধন বলিয়া মনে করিলে, প্রথমোক্ত অর্থই ('গচ্ছতি' পদের প্রতিবাক্যে 'প্রাপ্নোতি' পদই) গ্রহণ করা যায়। নহিলে, 'অগ্রসর হওয়ার' ভাবই আসিয়া থাকে। দুই রূপ দৃষ্টিতে দুই রূপ অর্থ ই আমনন করা যায়। 'অস্তৃতঃ' পদেও ঐরূপ দ্বিবিধ ভাব আসিতে পারে। ঐহিক ধনাদির রক্ষা-পক্ষে, ঐ শব্দে দস্যু-চৌরাদি-রূপ শত্রুও মনে করা যায়। আবার, পারলৌকিক ধনাদি (সত্ত্বভাবাদি) রক্ষার পক্ষে, ঐ পদে কামক্রোধাদি রিপুবর্গের প্রতিও লক্ষ্য আসে। 'ত্মনা তোকং' পদের প্রতিবাক্যে 'আত্মসদৃশ পুত্র' অর্থ করা যায়। এখানেও দুই ভাব আসে। লোকে

"ত্মনা"। 'মন্ত্রেষ্বাঙ্যাদেরাত্মনঃ' ইত্যাদি নিয়মে অকারের লোপ হইল। "অচ্ছা"। 'নিপাতস্য চ' ইত্যাদি নিয়মে দীর্ঘ হইয়াছে। "অস্তৃতঃ"। হিংসার্থক স্তৃঞ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ন স্তৃতঃ হিংসিতঃ' এই বাক্যে অস্তৃত পদ সিদ্ধ। ইহার অব্যয়পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হইয়াছে॥ (১ম—৪১সূ—৬ঋ)॥

সচারাচর বলে—'ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ।' সে পক্ষে, ইহাতে ইহলোকের উপযোগী ধন-পুত্রই অর্থ আসে। পক্ষান্তরে ঋকের অন্তর্গত 'সঃ' পদের প্রতি লক্ষ্য থাকিলে, আত্মসদৃশ অর্থাৎ দেবানুগ্রহপ্রাপ্ত ভগবদ্ভক্ত সন্তানাদিরই কামনা প্রকাশ পায়। ধর্ম্মপরায়ণ ভগবদ্ভক্ত সন্তান পিতৃকুল উদ্ধার করেন। মানুষ সেই জন্যই তদ্রূপ পুত্রেরই আকাঙ্ক্ষা করে। এখানে সেই আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পাইয়াছে।

এইরূপে মনে হয়, এ ঋকের প্রার্থনা এই যে,—'হে দেবগণ! আমরা যেন আপনাদিগের অনুগ্রহ-লাভে সমর্থ হই। আমাদিগের বহিঃশত্রু অন্তঃশত্রু সকল শত্রু যেন বিমর্দ্দিত হয়। আমরা যেন পরমার্থ-রূপ শ্রেষ্ঠধনের অধিকারী হইতে পারি। আমাদিগের বংশে যেন ধর্ম্মপরায়ণ সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করে।' (১ম—৪১সূ—৬ঋ)।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একচত্বারিংশৎ-সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

কথা রাধাম সখায় স্তোমং মিত্রস্যার্য্যম্ণঃ।
মহি প্সরো বরুণস্য ॥ ৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

কথা। রাধাম। সখায়ঃ। স্তোমং। মিত্রস্য। অর্য্যম্ণঃ।
মহি। প্সরঃ। বরুণস্য ॥ ৭ ॥

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

'সখায়ঃ' (সুহৃদ্বৎ অনুগ্রহসম্পন্নাঃ হে দেবাঃ) 'স্তোমং' (যুষ্মৎসম্বন্ধীভি স্তোত্রং) 'কথা' (কেন প্রকারেণ) 'রাধাম' (সাধয়ামঃ); যৎ 'মিত্রস্য' (মিত্ররূপেণ প্রকটিতস্য দেবস্য) 'অর্য্যম্ণঃ' (মোক্ষসম্বিধ্যে গতিকারকস্য দেবস্য) 'বরুণস্য' (ইষ্টসাধকস্য দেবস্য) 'প্সরঃ' (রূপং, প্রভাবং) 'মহি' (মহৎ, অনন্তং ইতি যাবৎ)। বয়ং ক্ষুদ্রাঃ; অস্মাকং ধারণাশক্ত

মাহাত্ম্যা। কিঞ্চ দেবা অনন্তপ্রভাবসম্পন্নাঃ। অতঃ তেষাং ধারণং কিম্প্রকারেণ সম্ভবতি ? ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনমূলকোহয়ং মন্ত্রঃ। (১ম—৪১সূ—৭ঋ)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

সুহৃদ্বৎ অনুগ্রহসম্পন্ন দেবগণ! আপনাদিগের সম্বন্ধীয় স্তুতিমন্ত্রকে কি প্রকারে আমরা সাধনা করিব ? মিত্ররূপে প্রকাশমান্ মিত্রদেবতার, মোক্ষপথে গতিকারক অর্য্যমা দেবতার, ইষ্টসাধনকারী বরুণদেবতার রূপ যে অনন্ত! (ক্ষুদ্র আমরা, কেমন করিয়া তাহা ধারণ করিব ? ভাব এই, দেবগণ! আপনারাই তাহার উপায়-বিধান করুন)। (১ম—৪১সূ—৭ঋ)।

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সখায়ঃ সখিভূতা ঋত্বিজঃ। মিত্রাদীনাং ত্রয়াণাং মহি মহৎ স্পারো রূপং। অতস্ত-দনুরূপং স্তোমং স্তোত্রং কথা কেন প্রকারেণ রাধামঃ। সাধয়ামঃ ॥

কথা। থা হেতৌ চ ছন্দসি। পা০ ৫।৩।২৬। ইতি কিংশব্দাৎ প্রকারবচনেষু প্রাগ্দিশো বিভক্তিরিতি বিভক্তিসংজ্ঞায়াং কিমঃ ক ইতি কাদেশঃ। প্রত্যয়স্বরঃ। রাধাম। রাধ সাধ সংসিদ্ধৌ। লেটি বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতঃ। স্তোমং। ষ্টুঞ্ স্তুতৌ। অর্ত্তিস্তুস্বিত্যাদিনা ভাবে মন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। অর্য্যমণঃ। বহ্বোক-বচনেহল্লোপোহন ইত্যকারলোপঃ। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ বিভক্তেরুদাত্তত্বং। মহি। মহঃ পূজায়াং। ঔণাদিক ইন্ প্রত্যয়ঃ। স্পারঃ। স্পৃ ভক্ষণে। স্পৃণাতি ভক্ষয়তীতি স্পারো রূপং। ঔণাদিকো উর-প্রত্যয়ঃ ॥ (১ম—৪১সূ—৭ঋ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে সখিভূত ঋত্বিকগণ! মিত্রাদি তিন দেবতার মহৎ রূপকে স্তোত্রে কি প্রকারে সাধন করিব ? (অর্থাৎ কি প্রকার তাঁহাদের তৃপ্তিপ্রদ স্তোত্র উচ্চারণ করিব ?)

"কথা"। 'থা হেতৌ চ ছন্দসি' (পা০ ৫।৩।২৬) এই পাণিনীয় সূত্রানুসারে এবং 'কিংশব্দাৎ প্রকারবচনেষু...কিমঃ কঃ' ইত্যাদি নিয়মে 'কি' শব্দের স্থানে 'ক' আদেশ এবং প্রত্যয়স্বর হইয়াছে। "রাধাম"। রাধ্ ও সাধ্ ধাতু সংসিদ্ধি অর্থজ্ঞাপক। লেট বিভক্তি হেতু 'বহুলং ছন্দসি' নিয়মে বিকরণের লোপ হইল 'তিঙ্ঙতিঙঃ' সূত্র-হেতু নিঘাত হইয়াছে। "স্তোমং"। স্তুত্যর্থমূলক ষ্টুঞ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অর্ত্তিস্তুসু' ইত্যাদি নিয়মে ভাববাচ্যে 'মন্' প্রত্যয়। নিত্ব-হেতু উহার আদিস্বর উদাত্ত। "অর্য্যমণঃ।" 'বহ্বোক-বচনেহল্লোপোহন' ইত্যাদি নিয়মে ষষ্ঠীর একবচনে অকারের লোপ হইল। উদাত্ত-নিবৃত্তি-স্বর হেতু বিভক্তির স্বর উদাত্ত হইল। "মহি।" পূজার্থক 'মহঃ' হইতে ঔণাদিক ইন্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। "স্পারঃ"। ভক্ষণার্থক স্পৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; 'ভক্ষণ করে'—এই অর্থে স্পার হইতে রূপ বুঝায়। ঔণাদিক উর প্রত্যয়ে স্পার পদ সিদ্ধ হইয়াছে ॥ (১ম—৪১সূ—৭ঋ) ॥

সপ্তম (৪৯৫) ঋকের বিশদার্থ।

ভাষ্যাদিতে এ ঋকের সম্বোধ্য 'ঋত্বিক্' পদ অধ্যাহৃত হয়। 'সখায়ঃ' পদের প্রচলিত অর্থ—'হে সখিভূত ঋত্বিকসমূহ!' কেহ বা মাত্র 'সখাগণ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। ফলতঃ, ঐ পদে যে ঋত্বিক্‌গণকে সম্বোধন করা হইয়াছে—ইহাই সাধারণ মত। তাহাতে মন্ত্রের ভাব হয় এই যে, ঋত্বিক্‌গণকে সম্বোধন করিয়া যেন বলা হইতেছে,—'মিত্রদেবের, অর্য্যমা-দেবের এবং বরুণদেবের মহৎ রূপ; অতএব, আমরা কিরূপে তাঁহাদের স্তোত্র সম্পাদন করিব?' স্তোত্রে রূপের বর্ণনা করিতে হইবে; সে বর্ণনা কেমন করিয়া করিব,—আপনারা তাহা বুঝাইয়া দেন,—ইহাই যেন এখানকার প্রশ্ন।

আমাদের অর্থ, অন্যপথে অন্যভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে। আমরা বলি, 'সখায়ঃ' পদ দেবগণের সম্বোধনেই প্রযুক্ত। সূক্তে পূর্ব্বাপর দেবগণকে সম্বোধন করিয়াই মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে। হঠাৎ ঋত্বিক্‌দিগকে সম্বোধন করার কি হেতুবাদ আছে? তার পর, তাহাতে কে যে সম্বোধন করিতেছেন—তাহাও নির্ণয় করা কষ্টকল্পনা-সাপেক্ষ। 'সখায়ঃ' পদ দেবগণের সঙ্গত বিশেষণ। এ সম্বোধনে পূর্ব্বের ঋকের সহিত একটু সম্বন্ধও অনুভূত হয়। সাধনা-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া মানুষ যখন দেবগণের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়, তাঁহাদের কৃপায় সে যখন তাহার গতি-মুক্তির পথ দেখিতে পায়, তখন 'সখায়ঃ' বলিয়াই তাঁহাদিগকে সম্বোধন করে। ঐ পদের ভাব এই যে, 'সুহৃদ্বৎ অনুগ্রহকারী হে দেবগণ!' এ আহ্বান কখনই অসঙ্গত নহে। অপিচ, এখানে এ সম্বোধনে সকল দেবগণকে আহ্বান করা হইয়াছে বলিয়াও মনে করা যায়; আবার ঐ সম্বোধনকে মিত্র-বরুণ-অর্য্যমা দেবত্রয়ের সম্বোধনও বলিতে পারি। দেবগণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলা হইতেছে,—'আপনারা মহৎ, আপনারা অনন্ত; ক্ষুদ্র আমরা, আপনাদিগকে ধারণা করিব কি প্রকারে? আপনারাই তাহার উপায়-বিধান করিয়া দেন।'

তার পর, এখানে মিত্র অর্য্যমা ও বরুণ এই তিন দেবতার মহৎ রূপের বিষয় প্রখ্যাত হওয়ার একটু নিগূঢ় তাৎপর্য্য অনুধাবন করা যায়। দেবতা যখন মিত্র-রূপে প্রকাশ পান, দেবতাকে যখন গতি-মুক্তির প্রাপক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, দেবতা যখন অভীষ্টবর্ষণশীল হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হন; তখন, তাঁহাদিগের প্রাপ্তির উপায় তাঁহাদিগের নিকটই অবগত হওয়া যায়—তাঁহারাই তখন হৃদয়ে উদয় হইয়া সকল পথ দেখাইয়া দেন।

মানুষ!—তুমি মিত্ররূপে দেবগণকে অবগত হও; বিশ্বাস কর—দেবতা বা দেবভাবই মিত্র। মানুষ!—তুমি তোমার গতিকারক বলিয়া (অর্য্যমা দেবতাকে) জান; দেবতার বা দেবভাবের দ্বারাই তোমার গতি হইবে। মানুষ!—তুমি দেবতাকে অভীষ্টবর্ষী বরুণ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম কর; সেই দেবতা অথবা দেবভাবই তোমার অভীষ্ট পূরণ করিবেন। ঋকের ইহাই মর্ম্ম—ইহাই উপদেশ—ইহাই শিক্ষা। (১ম—৪১সূ—৭ঋ)।

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একচত্বারিংশৎ-সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

মা বো ঘ্নন্তং মা শপন্তং প্রতি বোচে দেবয়ন্তং।

সুম্নৈরিদ্ব আবিবাসে ॥ ৮ ॥

• . •

পদ-বিশ্লেষণং।

মা। বঃ। ঘ্নন্তং। মা। শপন্তং। প্রতি। বোচে। দেবৎয়ন্তং

সুম্নৈঃ। ইৎ। বঃ। আ। বিবাসে ॥ ৮ ॥

• . •

অন্বয়বোধিকা-ব্যাখ্যা।

হে দেবাঃ! 'দেবয়ন্তং' (দেবান্ কাময়মানং জনং) যঃ শত্রুঃ হন্তি, তাদৃশং 'দুরুৎ' (শত্রুং) 'বঃ' (যুষ্মভ্যং) দুরুক্তবচনভীতঃ অহং 'মা প্রতিবোচে' (ন কথয়ামি), তথা ভগবৎপরায়ণং জনং যঃ শত্রুঃ শপতি, তাদৃশং 'শপন্তং' (অভিশাপকারিণং শত্রুং) মা প্রতিবোচে ইতি শেষঃ। অহন্তু 'সুম্নৈঃ' (ভক্তিরূপৈঃ ধনৈঃ) 'ইৎ' (এব) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'আবিবাসে' (সর্ব্বতঃ পরিচরামি)। হে দেবাঃ! মাং এতাদৃশীং শক্তিং প্রযচ্ছত যয়া অহং শত্রুণাং নিন্দাকুৎসাপরায়ণো ন ভবামি, পরন্তু একান্তে দেবসেবানিরতোঽস্মি। ইত্যেবাং প্রার্থনা। ইতি ভাবঃ। (১ম—৪১সূ—৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ! দেবতাভিলাষী জনকে যে শত্রু হিংসা করে, তাদৃশ শত্রুকে যেন আপনাদিগের গোচরে না আনি, (অর্থাৎ, শত্রুর নিন্দাবাদেই যেন সময় কাটিয়া না যায়); এবং ভগবৎপরায়ণ জনকে যে শত্রু অভিশাপ প্রদান করে, তেমন শত্রুকেও যেন আপনাদিগের নিকট পরিচিত না করি, (অর্থাৎ, শত্রুর প্রসঙ্গেই যেন সময় না কাটে); পরন্তু অন্তর্নিহিত ভক্তিরূপ ধনের দ্বারা যেন সর্ব্বতোভাবে আপনাদিগেরই পরিচর্য্যা করি। (১ম—৪১সূ—৮ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মিত্রাদয়ো দেবাঃ। দেবয়ন্তং দেবান্ কাময়মানং যঃ শত্রুর্হন্তি দুরুৎং দুষ্টশংসং শত্রুং বো যুষ্মভ্যং মা প্রতিবোচে। দুরুক্তকথনভীত্যাহং ন কথয়ামি। তথা যজমানং যঃ শত্রুঃ শপতি তমপি শপন্তং মা প্রতিবোচে। ভবদ্ভিরেব বিচার্য্য শিক্ষণীয় ইত্যর্থঃ। অহন্তু সুম্নৈরিৎ ধনৈরেব বো যুষ্মানাবিবাসে। সর্ব্বতঃ পরিচরামি॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে মিত্রাদি দেবগণ! দেবগণের কামনাকারী যে যজমানকে শত্রুগণ হিংসা করে, দুরুক্তকথনভীত আমি যেন আপনাদিগের নিকট সেই সেই শত্রুর কথা না বলি, (অর্থাৎ তাহাদের নিন্দাবাদে যেন আমি সর্ব্বদা দুরুক্তকথনশীল না থাকি); যে শত্রু যজমানকে অভিসম্পাত করে, সেই শত্রুর আলোচনাও যেন আপনাদিগের নিকট না করি। পরন্তু ধন দ্বারা যেন আপনাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরিচর্য্যা করি (অর্থাৎ, সর্ব্বদা যেন আপনাদিগের গুণকীর্ত্তনেই নিয়োজিত থাকি)।